

ধম্মপদটীকথা

[বৌদ্ধ গম্পা]

ষষ্ঠ খণ্ড



অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

ধম্মপদটীকথা (ষষ্ঠ খণ্ড)

অনুবাদক : অধ্যাপক ডঃ স্নকোমল চৌধুরী

পালি স্দুত্তপটকের অন্তর্গত খুন্দক-নিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ 'ধম্মপদ' শব্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। গীতা, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় ধম্মপদ বৌদ্ধশাস্ত্রের অক্ষরগ্রন্থ। মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর সংহত রূপায়ণের মধ্যেই ধম্মপদের ব্যাখ্যার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। স্দুতরাং ধম্মপদকে মানুষের জীবন-বেদ বলিলেও অতুক্তি হয় না।

ধম্মপদের অটীকথা (Commentary) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক সিংহলী ভাষা হইতে পালিভাষায় অনূদিত হয়। ইহা ধম্মপদের ৪২০টি গাথার কুশলাকুশল-বিশাক সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক ৩০৫টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ স্দুর্ভূৎ একটি গ্রন্থ। নীতিবিষয়ক এতগুলি উপাখ্যানের সমষ্টি একত্রে অন্য কোন সাহিত্যে বিরল।

প্রথম ২০টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দুইটি খণ্ডে। অনুবাদক যথাক্রমে শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির (১৯৩৪ খৃঃ) ও শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি মহাস্থবির (১৯৬৯ খৃঃ)। ইহার পর হইতে ডঃ স্নকোমল চৌধুরীকৃত সমূল বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডমোট ৯৪টি উপাখ্যান ২০০৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য ষষ্ঠ খণ্ড মোট ৩৯টি উপাখ্যানও চলিত বৎসরের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

ধম্মপদটীকথা

(বৌদ্ধ গদ্য)

ষষ্ঠ খণ্ড

[জয়, অজ, লোক এবং বুদ্ধ বঙ্গ]

(বাংলা অনুবাদ সমেত)

অধ্যাপক

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

কর্তৃক অনূদিত

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

COMMENTARY ON THE DHAMMAPADA (Part VI)

By

Professor Sukomal Chaudhuri.

প্রথম প্রকাশ :

কার্তিক পূর্ণিমা, ১৪১০ : নভেম্বর, ২০০০

বদ্বন্দ্ব : ২৫৪৭

© মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

Publisher :

Sri D. L. S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street,

Kolkata—700 073

Ph : 2241-9363

প্রকাশক :

ডি. এল. এস জয়বর্ধন

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সি

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

পঞ্চানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কোলকাতা ৭০০ ০১২

দূরভাষ—২২১৯-৬৮২৬

মূল্য : দুইশত টাকা (Rs. 200/-)

ISBN. 81-87032-48—0

উৎসর্গ

কোলকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন পালি অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি-র প্রাক্তন অধ্যাপক আমার অগ্রজপ্রতিম
অধ্যাপক ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী ও নন্দিতা বোদির :শ্রীহস্তে এই
শ্রদ্ধার্ঘ্য সাদরে অর্পিত হইল।

—সুকোমল চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

ধম্মপদট্ঠকথার ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে আছে জরাসব্ব, আশ্ববর্গ, লোকবর্গ ও বুদ্ধবর্গের সম্মল বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক ও সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর সুকোমল চৌধুরী। অধ্যাপক ডঃ চৌধুরী সমগ্র ধম্মপদট্ঠকথার বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব লইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে মে, ২০০৩ এ। ষত শীঘ্র সম্ভব অবশিষ্ট কাজ শেষ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি।

নিভুলভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা চেষ্টার চূড়ান্ত চেষ্টা রাখি নাই। তথাপি কিছ্র মৃদুগ প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি পাঠকগণ এই চূড়ান্ত উপেক্ষা করিবেন। 'জানা প্রিন্টিং কনসার্ন'-এর গ্রীপশানন জানা আমাদের ধন্যবাদার্থ যেহেতু তিনি অল্পদিনের মধ্যে এই গ্রন্থ মৃদুগ করিয়াছেন।

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী
কোলকাতা
কার্তিক পূর্ণিমা, ১৪১০

}

ডি. এল. এস. জয়বর্ধন

সংক্ষিপ্তসার*

জরাবর্গ :

ধন্যপদের অধিকাংশ বর্গের নামের সহিত অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য থাকিলেও জরাবর্গের অসংবদ্ধ ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জরাবর্গের প্রধান বিষয়বস্তু মানবজীবনের নশ্বরতা। কিন্তু এই বর্গের ৮ ও ৯ নম্বর গাথার বিষয়বস্তু শুদ্ধ অসংবদ্ধ নয় ইহা অপ্রাসঙ্গিক বটে। ইহার অনুরূপ শ্লোক খন্ডকনিকায়ের অন্তর্গত ‘উদান’ নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।^১ এই শ্লোকটি ভগবান তথাগত বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধজ্বলাভের অব্যবহিত পরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার প্রশস্তিবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উদান্ত কণ্ঠে তিনি মার বা গৃহকারককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি বহু জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া এবার তিনি গৃহকারকের সন্ধান পাইয়াছেন। জন্মমৃত্যু রহস্য তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে।^২ যাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া জন্ম জন্মান্তরে তিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর আঘাতে স্পষ্ট হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহা এখন তাঁহার পরিজ্ঞাত। গৃহরচনার সমস্ত উপকরণ ভঙ্গ। সর্বপ্রকার তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত। তিনি সংস্কারমুক্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। সে (মার) আর গৃহরচনা করিতে পারিবে না।

জরাবর্গের মূলে বস্তু্য বিষয় জরাজীর্ণ মানব দেহের নশ্বরতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব। ইহাতে বলা হইয়াছে যে জীবজগৎ যেখানে রাগ, দ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা, ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা নিত্য প্রজ্বলিত হইতেছে সেখানে আমোদ আহ্লাদ অর্থহীন। আলোকের সন্ধান না করিয়া অবিদ্যাশন্ধারে নির্মজ্জিত হওয়া পিণ্ডিতের লক্ষণ নহে। ক্ষণভঙ্গুর, বাসনাবহুল রোগাতুর এই দেহ। ইহার মধ্যে নিত্যত্ব ও স্থায়িত্ব বলিয়া কিছুই নাই। এই দেহ বহুরোগের আবাসভূমি এবং বহুপ্রকার ঘৃণ্যবস্তুতে ইহা পরিপূর্ণ। ইহা হইতে বহুপ্রকার অশুচি বস্তু ক্ষরিত হয়। মরণেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেলে শরৎকালে নিষ্কিপ্ত অলাবদুতুল্য ইহার কপোতবর্ণ অস্থিকঙ্কাল-গর্দলি ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকে। এইরূপ নিঃসার দেহের প্রতি কিসেরই বা আকর্ষণ, কিসেরই বা অনুরাগ।

মূলত এই দেহ একটি নগরসদৃশ । অশ্লীলকাল দ্বারা ইহা নির্মিত ; রক্ত, মাংস দ্বারা ইহা প্রলিপ্ত ; জরা, মৃত্যু, মান, কপটতা ইহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে । রাজার চিহ্নিত রথের মত ইহা জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় । অজ্ঞানী ব্যক্তির ইহার পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারে না । বলবর্ধকের ন্যায় অম্পাবিদ্য ব্যক্তির মাংস বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না । যে ব্যক্তি যথাসময়ে ব্রহ্মচর্য পালন এবং যৌবনে ধনোপার্জন না করে তাহাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়া পরিত্যক্ত জীর্ণ ধনুকের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয় । সেই নিবোধ ব্যক্তির আর কোনরূপ কাজ করার সময় থাকে না ।

আত্মবর্গ :

নিজেকে প্রিয় মনে করা বা ভালবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি । নিজকে কি করিয়া উত্তমরূপে ভালবাসা যায় উহারই প্রকৃষ্ট নির্দেশ এই বর্গে বিধৃত আছে । ইহাতে বলা হইয়াছে, যে নিজকে প্রিয় মনে করে তাহার নিজকে সুন্দররূপে সুরক্ষিত করা উচিত । যিনি দান, শীল ভাবনায় রত থাকেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুরক্ষিত । পণ্ডিত ব্যক্তি সতর্ক হইয়া গ্রিয়ামের এক যাম শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় অতিবাহিত করেন । মানুষের প্রথমে নিজকে মঙ্গল কর্মে নিয়োজিত করা উচিত । পরকে সংযত হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু নিজে তদনুরূপ আচরণ করা সত্যি কঠিন । নিজে সংযত হইয়া পরকে উপদেশ দিলে পণ্ডিত ব্যক্তি ক্রেশ পায় না । আপনাকে প্রথমে দমন করিতে পারিলে পরকে দমন করা কঠিন নহে । নিজেই নিজের নাথ, অন্য নাথ আবার কে ? আত্মদমন করিতে পারিলে দুর্লভ বস্তু বা নির্বাণলাভ করা যায় । পাষাণোন্মূর্ত্ত হীরক খণ্ড মণিকে চূর্ণ করার ন্যায় স্বকৃত দুষ্কর্মই মূর্খ ব্যক্তির সর্বনাশ আনয়ন করে । মালদ্ব লতা যেমন শালবৃক্ষকে বেণ্টন করিয়া শালবৃক্ষের ক্ষতি সাধন করে সেইরূপ অত্যন্ত দুঃশীলতা যাহার জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে তাহার সর্বনাশ সাধন করে । নিজের অহিতকর ও অকল্যাণকর কার্য করা সহজ ; কিন্তু যাহা হিতকর ও নির্বাণপ্রদ তাহা সম্পাদন করা সত্যিই দুষ্কর ।* যে অসাধু ব্যক্তি পাপদৃষ্টির বশবর্তী হইয়া সৎপুরুষগণের (অহিতের) ধর্মোপদেশের প্রতি আক্রোশ ভাব পোষণ করে বাঁশের ফলোদগমের ন্যায় তাহার কৃতকর্ম তাহাকে ধ্বংস করে । নিজের কৃত পাপের দ্বারা নিজেই ক্রিষ্ট হয় । নিজে পুণ্যকার্য না করিলে

কেহ তাহাকে শুদ্ধ করিতে পারে না ; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজের কৃতকর্মেরই ফল ।

পরহিতব্রতী হইয়া নিজের সাধন ভজন ও শীলানুশীলন ত্যাগ করা উচিত নহে । কারণ শীলবিশুদ্ধি ব্যতীত মার্গফল লাভ করা অসম্ভব । মার্গফল লাভ না করিলে দঃখমুক্তি সদূদ্রপরাহত । এইজন্য বীৰ্যসহকারে শীল, সমাধি ও বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন একান্ত বাঞ্ছনীয় । কারণ নিজের শীল বিশুদ্ধ করিয়া প্রজ্ঞা ভাবনায় রত থাকিতে পারিলে নির্বাণলাভ সম্ভব হইবে । এই কারণেই পরনিন্দা, পরচর্চা ও পরার্থপরতার অপেক্ষাও আত্মানুশীলন ও আত্মশুদ্ধি বহুগুণে শ্রেয়ঃ ।

লোকবর্গ :

এখানে হীনধর্মের সেবা ও প্রমাদের বশবর্তী হওয়াকে দঃখের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অত্যধিক কামচর্চা সর্বথা পরিত্যাজ্য । অত্যধিক কামে মত্ত হইয়া থাকিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । এইরূপ আচরণের দ্বারা শরীর ও মনের উপর আপনার কর্তৃত্ব চলিয়া যায় । ইহাতে স্মৃতিভ্রষ্টতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । মিথ্যা ধারণা ও ভ্রান্ত দৃষ্টির বশবর্তী হইয়া মানুষ উত্তরোত্তর প্রমাদপরায়ণ হয় । ইহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । এইজন্য অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও হীনাচরণ ত্যাগ করিয়া মূর্ত্তির আলোকে স্নাত হওয়াই পণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য । “জাগ্রত হও । প্রমত্ত হইও না । কল্যাণধর্ম আচরণ কর । ধার্মিক ব্যক্তি ইহপরলোকে সুখে বাস করেন । সদ্ধর্ম আচরণ করা উচিত । পাপধর্ম আচরণ করা উচিত নহে । মঙ্গলধর্ম আচরণকারী ইহপরলোকে সুখে জীবন অতিবাহিত করেন ।”^{১০} এই জগৎ জলবৃদ্ধ ও মায়ামরীচিকা সদৃশ ; ইহার স্থায়িত্ব অতি অল্প । ইহাতে নিমজ্জিত থাকা পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত নহে ।

চিহ্নিত রাজরথের ন্যায় দেহজগতের প্রতি জ্ঞানহীন ব্যক্তিরাই আকৃষ্ট হয় । মোহাম্ব ব্যক্তি দেহের বাহ্যিক রূপলাবণ্যে মূগ্ধ হইয়া অপারিসমী দঃখ ভোগ করে । পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া সংবেগ প্রাপ্ত হয় এবং প্রমাদ বিহার ত্যাগ করতঃ জ্ঞানসাধনায় মনোনিবেশ করিয়া মার্গ ফল লাভ করিবার জন্য তৎপর হন । তিনি সর্বপ্রকার পাপকর্মকে পদ্যকর্মের দ্বারা আবৃত করেন এবং জন্মমৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সমস্ত জগৎকে গুণালোকে আলোকিত করেন । জগতের অধিকাংশ লোক প্রজ্ঞার

অভাবে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতি অল্পসংখ্যক লোকই অনিত্য, দুর্য্য ও অনাশ্রয় লক্ষণযুক্ত সদ্ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। অধিকাংশ মানুস দূর্গতিগামী হয় এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই নিবাণ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন। ঋদ্ধিমান ব্যক্তির নিজেদের অলৌকিক শক্তির দ্বারা আকাশমার্গে বিচরণ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সসৈন্য মারকে পরাস্ত করিয়া সংসার হইতে নিষ্কান্ত হন। শাহার সত্য, ধর্ম ও পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাহার অকরণীয় পাপ জগতে কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দানের প্রশংসা করে না তাহার পক্ষে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নহে। পণ্ডিত ব্যক্তি দানকার্যে তৃপ্তিলাভ করিয়া ইহপরলোকে মহা ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।^৬ পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপত্য, স্বর্গগমন অথবা ত্রিভুবনের অধীশ্বরত্ব অপেক্ষা স্রোতাপত্তি ফল শ্রেয়ঃ।^৭

বুদ্ধবর্গ :

এই বর্গের অন্তর্গত প্রতিটি শ্লেোক মানুসের জীবনকে সম্যক পথে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রচিত। মোহান্ধ বিভ্রান্ত মানুসকে আলোর দিশা এখানে দেখান হইয়াছে। যুগে যুগে বুদ্ধগণ স্বীয় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে মানুসকে মিথ্যা প্রলোভনের হাত হইতে উদ্ধার কল্পে যে অনুশাসন দান করিয়াছেন আলোচ্য অংশে উহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

নিবাণপ্রাপ্ত তথাগত বুদ্ধের রাগ ঘেষ মোহ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন প্রলোভনের দ্বারা সেইগুলি আবার উৎপন্ন হইবার নহে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বতৃষ্ণা বিমুক্ত। তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে অসীম ও অনন্ত। কোন প্রকার কামনা-বাসনা তাহার মধ্যে বিদ্যমান নাই। সেই অনন্তগোচর পথহীন নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধকে কে প্রলোভিত করিতে পারে? বুদ্ধ সকল অবস্থাতে ত্রিলক্ষণ জ্ঞানে^৮ শমথ ও বিদর্শন চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তিনি ধীর, প্রশান্ত, প্রবুদ্ধ ও স্মৃতিমান। তিনি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া আবর্তন, সমাবর্তন, অধিষ্ঠান, উত্থান ও প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা মনের সর্বপ্রকার কলুষরাশি বিদূরিত করিয়া নিবাণ সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া বিহার করেন। সেইরূপ মহাপুরুষের পন্থা যাহারা অনুসরণ করেন তাহারা দেবগণের প্রিয় হন।

মানবজীবন লাভ করা দুর্লভ। বুদ্ধের উৎপত্তি জগতে দুর্লভ। সর্বপ্রকার পাপ অকরণীয়, সর্বপ্রকার পদ্য করণীয়। চিন্তে পবিত্র ভাব আনয়ন করা পণ্ডিতের লক্ষণ। এইগুলি বুদ্ধের উপদেশ। ক্ষান্তি ও ধৈর্য (তিতিক্ষা) উত্তম তপস্যা; বুদ্ধগণ বলেন, নিবাণই শ্রেষ্ঠ। প্রব্রজিত ব্যক্তি

অপরকে আঘাত করেন না, শ্রমণ কখনও পরনিপীড়ক হন না। উপবাদ ও উপঘাতহীনতা শীলাচরণ, মিতাহার, নিজ্নবাস. ও অধিচিন্তে উদ্যম বৃদ্ধগণের অনুরাসন।”

কামনার শেষ নাই। অফুরন্ত ধনপ্রাপ্তিতে ইহা তৃপ্ত হয় না। কাম-সম্ভোগ দুঃখদায়ক। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া স্বর্গীয় ভোগসম্পদেও স্পৃহা প্রকাশ করেন না। তিনি সর্বপ্রকার ভোগের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া নির্বাণ সাধনায় তৎপর হন। ভয়াত মানব পর্বত, বন, আরাম, চৈত্য, বৃক্ষ প্রভৃতির শরণ গ্রহণ করে। এইগুলি মানবের শ্রেষ্ঠ শরণ নহে। এইগুলির শরণে মানুষ দুঃখমুক্ত হইতে পারে না। বৃদ্ধ ধর্ম সংঘই মানুষের উত্তম শরণ। চারি আর্ষ সত্য সমূহ সম্যক জ্ঞানে নিরীক্ষণ করা এবং আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে নিজের জীবন গঠন করা দুঃখমুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। জগতে মহাপুরুষের আবির্ভাব দূর্লভ, তিনি সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি যে স্থানে বা কুলে জন্মগ্রহণ করেন সেই স্থান ও সেই কুল সমৃদ্ধ হয়। জগতে বৃদ্ধের উৎপত্তি দুঃখদায়ক, বৃদ্ধের ধর্মদেশনা হিতকর; সংঘের সংসর্গ কল্যাণপ্রদ এবং ঐক্যবন্ধ হইয়া বাস করা এবং সামগ্রিক ভাবে শাসনের মঙ্গলের চেষ্টা করা উত্তম। শোক-সন্তাপোত্তীর্ণ নিঃপ্রাণ, অকুতোভয়, পূজার্হ ব্যক্তিকে যিনি পূজা করেন তাঁহার পুণ্য অপরিমেয়।

পাদটীকা

* ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার ‘কথায় ধর্মপদ’ হইতে সংকলিত।

১। “অনেকজাতিসংসারং সম্ভাবিস্সং অনিষ্ণিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পদনপ্পদনং।
গহকারক, দিট্টো’সি পদন গেহং ন কাহ’সি
সম্ভা তে ফাসদুকা ভগ্গা গহকুটং বিসম্ভিতং
বিসম্ভারগতং চিন্তং তণ্হানং থয়মম্বগা।” শ্লোক নং ১৫৩-১৫৪।

২। “সদ্ধাষ সীলেন চ বিরিয়েন চ

সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ ;

সম্পল্লাবিত্তজাচরণা পতিস্সতা

পহস্সথ দুক্খমিদং অনপ্পকং।” শ্লোক নং ১৪৪।

- ৩। “সুদুরানি অসাধুনি অন্তনো অহিতানি চ
যং বে হিতং সাধুং তং বে পরমদুষ্করং।” শ্লোক নং ১৬৩
- ৪। “উত্তিষ্টে নপ্পমজ্জস্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।” শ্লোক নং ১৬৯।
“ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চারিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।” ঐ ১৬৯।
- ৫। “ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজ্জিস্তি,
বালা হবে নপ্পসংসিস্তি দানং ;
ধীরো চ দানং অনমোদমানো,
তেনে'ব সো হোতি সুখী পরম্‌।” শ্লোক নং ১৭৭।
- ৬। “পথব্যা একরজ্জেন সগ্গস্‌স গমনেন বা,
সম্বলোকাধিপচেন সোতাপত্তিফলং বরং।” শ্লোক নং ১৭৮।
- ৭। অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম।
- ৮। “কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং
কিচ্ছং সন্ধস্মসবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো।
সম্বপাপস্স অকরগং কুসলস্স উপসম্পদা
সচিস্তপরিয়োদাপনং এতং বুদ্ধান সাসনং।
খিস্তি পরমং তপো তিতিক্‌খা
নিম্বানং পরমং বদিস্তি বুদ্ধা,
ন হি পম্বজিতো পরপঘাতী
সমণো হোতি পরং বিহে'ষস্শো।
অনুপবাদো অনুপঘাতো পাতিমোক্‌খে চ সংবরো,
মন্তু'ঞ্‌তু চ ভন্তস্মিং পন্তুং চ সঘনাসনং
অধিচিস্তে চ আষোগো এতং বুদ্ধান সাসনং।” শ্লোক নং ১৮২-১৮৫।
- ৯। চারি আৰ্হ সত্য নিম্নরূপ : দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ
নিরোধের উপায়।

সূচীপত্র

জন্মাবর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। বিসাখায় সহায়িকাগণের	”	১
২। শ্রীমার	”	৮
৩। উত্তরা থেরীর	”	১৭
৪। বহু অধিমানিক ভিক্ষু	”	২০
৫। জনপদকল্যাণী রূপনন্দা থেরীর	”	২৩
৬। মল্লিকা দেবী	”	৩২
৭। লালদায়ি স্থবির	”	৩৯
৮। উদানবস্তু	”	৪৬
৯। মহাধন শ্রেষ্ঠ পুত্র	”	৪৯

জন্মাবর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। বোধিরাজ কুমার	”	৫৬
২। উপনন্দ শাক্যপুত্র স্থবির	”	৬৭
৩। প্রধানিক তিষ্য স্থবির	”	৭২
৪। কুমারকশ্যপ—মাতা থেরী	”	৭৬
৫। মহাকাল উপাসক	”	৮৫
৬। দেবদত্ত	”	৯০
৭। সম্বভেদ—করণ	”	৯৩
৮। কাল স্থবির	”	৯৬
৯। চন্দ্রকাল উপাসক	”	১০০
১০। অন্তদ্বন্দ্ব স্থবির	”	১০৩

লোকবর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। তরুণ ভিক্ষু	”	১০৭
২। শৃঙ্খোদন	”	১১১
৩। পঞ্চশত বিদর্শক ভিক্ষু	”	১১৫
৪। অভয় রাজকুমার	”	১১৭

৫। সম্মার্জন শ্রবির	”	১২০
৬। অঙ্গলিমাল শ্রবির	”	১২৩
৭। তন্তুবায় কন্যা	”	১২৬
৮। ত্রিংশৎ ভিক্ষু	”	১৩৭
৯। চিণ্ডা মাণিক্য	”	১৪০
১০। অতুলনীয় দান	”	১৫০
১১। অনাথ পিণ্ডিকপত্র কাল	”	১৬১

বুদ্ধবর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। মার কন্যাগণ	”	১৬৮
২। দেবাবরোহণ	”	১৮০
৩। এরকপত্ত নাগরাজ	”	২০২
৪। আনন্দ শ্রবির প্রশ্ন	”	২৪২
৫। অনভিরত ভিক্ষু	”	২৪৭
৬। অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ	”	২৫২
৭। আনন্দ শ্রবির প্রশ্ন	”	২৬৪
৮। বহু ভিক্ষু	”	২৬৭
৯। কাশ্যপ বুদ্ধের স্বেদনচৈত্য	”	২৭০

॥ নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বদস্ম ॥

ধম্মগদট্টকথা

১১ । জরাবগ্গো

বিশাখায় সহায়িকানং বঞ্চু । ১

‘কো নু হাসো কিমানন্দো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা
জেতবনে বিহরন্তো বিশাখায় সহায়িকায়ো আরব্ধ
কথেসি ।

সাবথিয় কিরং পণ্ডসতা কুলপুত্রা ‘এবং ইমা অম্পমাদ-
বিহারিনিয়ো ভবিম্সন্তী’তি অন্তনো অন্তনো ভরিয়ায়
বিসাখং মহাউপাসিকং সম্পটিচ্ছাপেসদুং । তা উয়্যানং বা
বিহারং বা গচ্ছন্তিয়ো তায় সন্ধিংষেব গচ্ছন্তি । তা
একস্মিং কালে ‘সত্তাহং সুদরাছণো ভবিম্সন্তী’তি ছণে
সম্বদট্টে অন্তনো অন্তনো সামিকানং সুদরং পটিযাদেসদুং ।
তে সত্তাহং সুদরাছণং কীলিত্বা অট্টমে দিবসে কম্মন্ত-

*

*

*

১১ । জরাবর্গ

বিশাখার সহায়িকাগণের উপাখ্যান । ১ ।

‘হাস্য বা আনন্দ কেন’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
বিশাখার সহায়িকাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে পণ্ডিত কুলপুত্র নিজ নিজ ভাষাদের মহাউপাসিকা বিশাখার
তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে ‘ইহারা প্রমাদবিহারিণী হইবে
না ।’ উদ্যানে বা বিহারে যাইতে হইলে তাহারা বিশাখার সঙ্গেই যাইত ।
এক সময় ‘সপ্তাহকাল ধরিয়া সুদরান উৎসব হইবে’ ঘোষিত হওয়ায় তাহারা
নিজ নিজ স্বামীর জন্য সুদরার ব্যবস্থা করিল । সপ্তাহকাল সুদরান করিয়া
পুনরায় কর্মে যোগদান করিবার জন্য ভেরী ঘোষিত হইলে তাহাদের স্বামীরা

ভেরিয়া নিক্খন্তায় কস্মন্তে অগমংসু । তাপি ইথিয়ো
 ‘ময়্য সামিকানাং সম্মুখা সদরং পাতুং ন লভিম্‌হা, অবসেসা
 সদরা চ অথি, ইদং যথা তে ন জানন্তি, তথা পিবিম্সামা’-
 তি বিসাখায় সন্তিকং গম্বা ‘ইচ্ছাম, অয়্যো, উয়্যানং দট্ঠে’-
 ন্তি বহ্বা ‘সাধু, অম্মা, তেন হি কত্তব্বাকিচ্ছানি কহ্বা
 নিক্খমথা’তি বদন্তে তায় সন্ধিং গম্বা পটিচ্ছন্নাকারেন
 সদরং নীহরাপেহ্বা উয়্যানে পিবিহ্বা মত্তা বিচরিংসু ।
 বিসাখাপি “অযুত্তং ইমাহি কতং, ইদানি মং ‘সমগস্স
 গোতমস্স সাবিকা বিসাখা সদরং পিবিহ্বা বিচরতী’তি
 তিথিয়াপি গরিহস্সন্তী”তি চিন্তেহ্বা তা ইথিয়ো আহ—
 ‘অম্মা অযুত্তং বো কতং, মমপি অয়্যসো উম্পাদিতো,
 সামিকাপি বো কুজ্জিম্সসন্তি, ইদানি কিং করিম্সথা’তি ।
 ‘গিলানালয়ং দস্সয়িম্সসাম, অয়্যো’তি । ‘তেন হি পঞ্‌ঞায়ি-
 স্সথ সকেন কস্মেনা’তি । তা গেহং গম্বা গিলানালয়ং

নিজ নিজ কর্মে চলিয়া গেল । তাহাদের সেই ভাষাগণ ‘আমরা স্বামীদের
 উপস্থিতিতে সদরপান করিতে পারি নাই । এখন অনেক সদরা অবশিষ্ট
 আছে, যাহাতে কেহ না জানে আমরা এই সদরা পান করিব’ চিন্তা করিয়া
 বিশাখার নিকট যাইয়া ‘আর্ষে, আমরা উদ্যান দর্শন করিতে যাইব’ বলিল ।
 বিশাখা বলিলেন—‘বেশ, মায়েরা, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যকৃত্য সম্পন্ন
 করিয়া যাও ।’ তাহারা বিশাখার সঙ্গেই উদ্যানে যাইয়া সদরাভাণ্ডসমূহ
 বাহির করিয়া গোপনে সদরা পান করিয়া মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল ।
 বিশাখা ভাবিলেন—‘ইহারা অন্যায় করিয়াছে । তীর্থকগণ আমাকে এই
 বলিয়া নিন্দা করিবে ‘শ্রমণ গোতমের শ্রাবিকা সদরপান করিয়া বিচরণ
 করিতেছে’ এবং ঐ ভাষাদের বলিলেন—‘মা, তোমরা অন্যায় কাজ করিয়াছ’
 আমারও দূর্নাম হইল, তোমাদের স্বামীরাও তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইবে, এখন
 কি করিবে ?’ ‘আর্ষে, আমরা অসদৃশতার ভাগ করিব ।’ ‘তাহা হইলে
 নিজের কর্মের জন্যই তোমরা কুখ্যাত হইবে ।’ তাহারা নিজের নিজের গৃহে
 যাইয়া অসদৃশতার ভাগ করিয়া শয়ন করিল ।

করিংসুদ্র । অথ তাসং সামিকা ইথন্নামা চ ইথন্নামা চ কহ'ন্তি
 পদ্বিচ্ছিন্না 'গিলানা'তি সুদ্বা 'অন্ধা এতাহি অবসেসসুদ্রা
 পীতা ভবিষ্যন্তী'তি সল্লক্খেন্না তা পোথেষা অনস্সব্যসনং
 পাপেসুদং । তা অপরিস্মিম্পি ছণবারে তথেব সুদরং পিবিবু-
 কামা বিসাখং উপসঙ্কমিষ্ণা, 'অয়ে, উয়্যানং নো নেহী'তি
 বহ্বা 'পদ্বেষ্পি মে তুম্হেহি অয়সো উম্পাদিতো, গচ্ছথ, ন
 বো অহং নেস্সামী'তি তায় পটিক্খিত্তা, 'ইদানি এবং ন
 করিস্সামা'তি সম্মন্তিষ্ণা পদ্বন তং উপসঙ্কমিষ্ণা আহংসুদ্র,
 'অয়ে, বুদ্ধপদ্বজং কাতুকামাম্হা, বিহারং নো নেহী'তি ।
 'ইদানি অম্মা যদ্বজ্জতি, গচ্ছথ, পরিবচ্ছং করোথা'তি । তা
 চঙ্কেটকেহি গন্ধমালাদীনি গাহাপেষা সুদ্রাপদ্বল্লো মদুট্ঠি-
 বারকে হথেহি ওলম্বেষা মহাপটে পারদ্বপিষ্ণা বিসাখং
 উপসঙ্কমিষ্ণা তায় সন্ধিং বিহারং পবিসমানা একমন্তং গন্ত্ণা

*

*

*

তাহাদের স্বামীরা জিজ্ঞাসা করিল—'ইহারা সব কোথায় গেল ?'
 'তাহারা অসুস্থ ।' 'নিশ্চয়ই ইহারা আমাদের পীতাবশিষ্ট সুদ্রা পান করিয়া
 থাকিবে' বুদ্ধিয়া প্রহার করিয়া অনেক দৃঃখের ভাগী করিল । অন্য এক
 সুদ্রাপান উৎসবের সময়েও এই স্ত্রীলোকেরা সুদ্রাপানেচ্ছ হইয়া বিশাখার
 নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'আৰ্ঘ্যে, আমাদের উদ্যানে লইয়া যান ।' তিনি
 এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন—'পদ্বর্বেও আমি তোমাদের জন্য দূনমিগ্রস্ত
 হইয়াছি । যাও, তোমাদের আমি লইয়া যাইব না ।' 'এইবার এইরূপ
 করিবনা' বলিয়া মন্ত্ৰণা করিয়া তাহারা পদ্বনরায় বিশাখার নিকট উপস্থিত
 হইয়া বলিল—'আৰ্ঘ্যে, আমরা বুদ্ধপদ্বজা করিতে ইচ্ছুক, আমাদের বিহারে
 লইয়া যান ।'

'মায়েরা, এইটাই ঠিক । যাও তোমরা ব্যবস্থা কর ।' তাহারা ফুলের
 সাজিতে গন্ধমালাদি লইয়া, সুদ্রাপদ্বর্ণ জগসমুহ (হাতল ও নলযুক্ত একপ্রকার
 জলের পাত্র) হাতে ঝুলাইয়া লইয়া মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করিয়া বিশাখার
 নিকট ঝাইয়া তাহার সঙ্গে বিহারে প্রবেশকালে এক পার্শ্বে ঝাইয়া জগ হইতেই

মুট্ঠিবারকেহেব সুরং পিবিহা বারকে ছুন্তেহা ধম্মসভায়ং
সথু পুরতো নিসীদিংসু ।

বিসাখা ‘ইমাসং, ভন্তে, ধম্মং কথেথা’তি আহ । তাপি
মদবেগেন কম্পমানসরীরে ‘ইচ্চাম, গায়ামা’তি চিত্তং
উম্পাদেসুং । অথেকা মারকায়িকা দেবতা ‘ইমাসং সরীরে
অধিমুচ্ছিত্তা সমগস্স গোতমস্স পুরতো বিম্পকারং দস্সে-
স্সামী’তি চিন্তেহা তাসং সরীরে অধিমুচ্ছি । তাসু একচ্চা
সথু পুরতো পাণিং পহরিহা হসিতুং, একচ্চা নচ্ছিতুং
আরভিংসু । সখা ‘কিং ইদ’ন্তি আবজ্জেন্তো তং কারণং
এহা ‘ন ইদানি মারকায়িকানং ওতারং লভিতুং দস্সামি ।
ন হি ময়া এত্তকং কালং পারমিয়ো পুরেন্তেন মারকায়ি-
কানংও তারলাভথায় পুরিতা’তি তা সংবেজেতুং ভম্মকলো-
মতো রস্মিয়ো বিস্সজ্জেসি, তাবদেব অন্ধকারীতিমিসা
অহোসি । তা ভীতা অহেসুং মরণভয়ভিজ্জিতা । তেন

*

*

*

সুরা পান করিয়া জগ ফেলিয়া দিয়া ধর্মসভায় শাস্তার সম্মুখে যাইয়া
বসিল । বিশাখা (ভগবানকে) বলিলেন—‘ভন্তে, ইহাদের ধর্মোপদেশ
দিন ।’ তাহারাও সুরাপান হেতু কম্পমানশরীরে ‘আমরা নাচিব গাহিব’
ইহা চিন্তে উৎপন্ন করিল । অনন্তর মারকায়িক দেবতা—‘আমি ইহাদের
শরীরে প্রবেশ করিয়া শ্রমণ গোতমের সম্মুখে অশোভন কিছুর দর্শন করাইব’
—ইহা চিন্তা করিয়া ইহাদের শরীরে প্রবেশ করিল । ফলে তাহাদের কেহ
কেহ শাস্তার সম্মুখে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল, কেহ কেহ বা নাচিতে
আরম্ভ করিল । শাস্তা ‘ব্যাপার কি ?’ ইহা চিন্তা করিলে প্রকৃত ব্যাপার
তাহার নিকট প্রকটিত হইল । শাস্তা—‘আমি মারকায়িক দেবতাদের এইরূপ
করিতে দিব না । আমি যে এতকাল ধরিয়া পারমী পূর্ণ করিয়াছি, তাহা
মারকায়িকদের যথেষ্ট আচরণ করিতে দিবার জন্য নহে ।’—ইহা চিন্তা করিয়া
তাহাদের ভীতিপ্রদর্শনার্থ ভ্রূমধ্য হইতে তেজোরশ্মি বিচ্ছুরিত করিলেন ।
তৎক্ষণাৎ চতুর্দিক তমসাক্ষম হইয়া গেল । তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইল ।

তাসং কুচ্ছিয়ং সদ্রা জীরি । সখা নিসিন্ধপল্লবৈ
 অন্তরহিতো সিনেরদুদ্ভানি ঠায়া উল্লোলোমতো রস্মিং
 বিস্মজ্জৈসি, তৎখণ্ডেব চন্দসহস্ৰদুগ্মনং বিস্মজ্জৈসি ।
 অথ সখা তা ইথিয়ো আমন্তেত্বা ‘তুম্হেহি মম
 সন্তিকং আগচ্ছমানাহি পমন্তাহি আগন্তুং ন বট্ঠতি ।
 তুম্হাকণ্ঠেহি পমাদেনেব মারকারিকা দেবতা ওতারং
 লভিত্বা তুম্হে হসাদীনং অকরণট্ঠানে হসাদীনং কারাপেসি,
 ইদানি তুম্হেহি রাগাদীনং অঙ্গীনং নিব্বাপনথায় উৎসাহং
 কাভুং বট্ঠতী’তি বত্বা ইমং গাথমাহ—

‘কো ন হাসো কিমানন্দো, নিচ্চং পজ্জলিতে সতি ।

অন্ধকারেন ওনদ্ধা, পদীপং ন গবেসথা’তি । ১৪৬ ।

তথ ‘আনন্দো’তি তুট্ঠি । ইদং বদন্তং হোতি—ইমস্মিং

*

*

*

ভীতির কারণে তাহাদের উদরস্থ সদ্রা শুষ্ক হইল । তারপর শান্তা নিজ
 আসন হইতে অন্তর্হিত হইয়া সূমের শীর্ষে দাঁড়াইয়া উল্লোলোম হইতে রস্মি
 বিচ্ছুরিত করিলেন । সেই মূহুর্তেই মনে হইল যেন সহস্র চন্দ্রের উদয়
 হইয়াছে । অনন্তর শান্তা সেই স্ত্রীলোকদের আহ্বান করিয়া—‘আমার নিকট
 আসিবার সময় তোমাদের প্রমত্ত হইয়া আসা উচিত হয় নাই । তোমাদের
 প্রমত্ততার সুযোগ লইয়া মারকারিক দেবতা সুযোগ পাইয়া তোমাদের হাসি
 প্রভৃতির কারণ না থাকিলেও তোমাদের দ্বারা তাহা করাইয়াছে । এখন তোমাদের
 উচিত রাগাদি (= আসক্তি প্রভৃতি) অগ্নির নিবাপনার্থে উৎসাহ করিতে
 হইবে ।’ এই কথা বলিয়া শান্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘[রাগ ও ঘৃণাদি অগ্নি দ্বারা] নিত্য প্রজ্জ্বলিত হওয়া সত্ত্বেও এই জগতে
 তোমাদের হাস্য বা আনন্দ কেন ? (হে মানবগণ) তোমরা (অবিদ্যা)
 অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছ, (কিন্তু) জ্ঞানদীপের অনুসন্ধান করিতেছ না ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ১৪৬ ।

অর্থ : ‘আনন্দ’ অর্থাৎ তৃপ্তি । ইহা উক্ত হইয়াছে—এই জীবজগৎ

লোকসন্নিবাসে রাগাদীর্হি একদসর্হি অঙ্গীর্হি ‘নিচ্চং
পঞ্জলিতে সতি কো নদ্’ তুম্হাকং ‘হাসো’ বা তুট্ঠি বা ?
ননদ্ এস অকন্তস্বরূপোষেব । অট্ঠবথুদ্বকেন হি অবিজ্ঞান্ধ-
কারেন ‘ওনন্ধা’ তুম্হে তস্সেব অন্ধকারস্স বিধমনথায় কিং
কারণা ঞ্ণাপ্পদীপং ‘ন গবেসথ’ ন করোথাতি ।
দেসনাবসানে পণ্ডসতাপি তা ইথিয়ো সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিংসদ্ ।

সথা তাসং অচলসদ্ধায় পতিট্ঠিতভাবং ঞ্ছা সিনেরুম্ম-
থকা ওতরিহ্বা বুদ্ধাসনে নিসীদি । অথ নং বিসাথা আহ—
‘ভস্কে, স্দুরা নামেসা পাপিকা । এবরূপা হি নাম ইমা
ইথিয়ো তুম্হাদিসস্স বুদ্ধস্স প্দুরতো নিসীদিহ্বা ইরিয়া-
পথমত্তম্পি স্ঠাপেতুং অসক্কোন্তিয়ো উট্ঠায় পাণিং পহরিহ্বা
হসনগীতনচ্ছাদীনি আরভিস্দ’তি । সথা ‘আম, বিসাথে,
পাপিকা এব এসা স্দুরা নাম । এতঞ্হি নিস্সায় অনেকে

*

*

*

নিত্যই রাগাদি একাদশ প্রকার [রাগ, দ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক,
বিলাপ, দঃখ, দৌর্মনস্য (অসন্তুষ্টি) ও অনদুশোচনা] অন্তরাগ্নিতে ‘নিত্য
প্রজ্জ্বলিত হইতেছে’ । এই অবস্থায় তোমাদের ‘হাসি’ কিংবা ‘আনন্দ’ কেন ?
ইহা অকতব্যরূপ নহে কি ? অষ্টবস্তুক অবিদ্যান্ধকারে ‘আবৃত্ত’ হইয়া
কি জ্ঞানপ্রদীপের ‘অনুসন্ধান’ করিবে না ?

দেশনাবসানে সেই পণ্ডিত নারী স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল ।

শাস্তা তাহাদের অচলপ্রদায় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া স্দুমেরুশীর্ষ হইতে
অবতরণ করিয়া বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন । তখন বিশাখা তাহাকে
বলিলেন—‘ভস্কে, স্দুরা পাপিকা । এই স্ত্রীলোকেরা আপনার মত বুদ্ধের
সম্মুখে বসিয়া ঈর্ষাপথমাত্রকেও সংস্থিত করিতে না পারিয়া উঠিয়া হাততালি
দিতে দিতে হাসি, গীত, নৃত্য ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছিল ।

শাস্তা—হ্যাঁ, বিশাখে, স্দুরা পাপিকাই । ইহারই কারণে বহু সত্ত্ব দঃখ-

সত্তা অনয়ব্যসনং পত্তা’তি বত্বা ‘কদা পনেসা, ভন্তে, উম্পন্ন’-
 তি বন্তে তস্মা উম্পত্তিং বিথারেন কথিতুং অতীতং
 আহরিষ্বা ‘কুম্ভজাতকং’ কথেসীতি ।

বিশাখায় সহায়িকানং বত্বদু পঠমং ।

*

*

*

প্রাপ্ত হইয়াছিল ? ইহা বলিলে বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, কোন
 সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ?’ ইহার উৎপত্তিকথা বিস্তৃতভাবে বলিতে যাইয়া
 শাস্তা অতীতের ‘কুম্ভজাতক’ (জাতক সংখ্যা ৫১২) বর্ণনা করিলেন ।

॥ বিশাখার সহায়িকাদের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



সিরিমাবন্ধু । ২

‘পম্স চিত্তকর্ত্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা বেলদুবনে বিহরন্তো সিরিমং আরব্ধ কথেসি ।

সা কির রাজগহে অভিরূপা গণিকা । এমস্মিং পন অস্তোবস্সে সদ্মনসেট্ঠিপদত্তস্স ভরিয়ায় পদ্বল্লকসেট্ঠিস্স ধীতায় উত্তরায় নাম উপাসিকার অপরিপ্ত্বিত্বা তং পসাদেতু-
কামা তস্সা গেহে ভিক্ষুসস্বেন সন্ধিং কতভত্তিকিচ্চং
সথারং খমাপেত্ত্বা তং দিবসং দসবলস্স ভত্তানদুমোদনং
সুহা—

‘অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে ।

জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেনালিকবাদিন’ন্তি ॥

গাথাপরিয়োসানে সোতাপত্তিফলং পাপদ্দিগি । অয়মেথ

*

*

*

শ্রীমার উপাখ্যান । ২ ।

‘বস্ত্রালংকারাদি দ্বারা সুসজ্জিত দেহের পরিণাম দেখ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে শ্রীমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি (শ্রীমা) ছিলেন রাজগৃহের অভিরূপা গণিকা । একদিন বর্ষার সময় তিনি সদ্মনশ্রেষ্ঠির ভাষা পদ্বল্লকশ্রেষ্ঠির কন্যা উপাসিকা উত্তরার নিকট একটি জঘন্য অপরাধ করিয়াছিলেন (উত্তরার মস্তকে উত্তপ্ত ঘৃত ঢালিয়া দিয়াছিলেন) এবং উত্তরাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গেলেন । তখন উত্তরার গৃহে দশবল বদ্ধ ভিক্ষুসস্বের সহিত ভোজনকৃত্য শেষ করিয়াছেন । শ্রীমা বুদ্ধের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন । বদ্ধ উত্তরার দানানুমোদন করার সময় বলিলেন—

‘ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করিবে, মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে ।’

শ্রীমা ইহা শ্রুতিয়া স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন । [ইহাই সংক্ষেপে উক্ত

সঙ্কেপো, বিশ্বারকথা পন কোথবঙ্গে অনন্মোদনগাথা-
বল্লনায়মেব আবিভবিস্সতি । এবং সোতাপত্তিফলং পত্তা
পন সিরিমা দসবলং নিমন্তেহা পদুনিবসে মহাদানং দহা
সঙ্ঘস্স অট্টকভত্তং নিবন্ধং দাপেসি । আদিতো পট্টায়
নিবন্ধং অট্ট ভিক্খু গেহং গচ্ছন্তি । ‘সম্পিং গণ্হথ,
খীরং গণ্হথা’তি আদীনি বহা তেসং পত্তে পদুরেতি ।
একেন লন্ধং তিগ্গম্পি চতুন্নম্পি পহোতি । দেবসিকং
সোলসকহাপণপরিব্বয়েন পিণ্ডপাতো দীয়তি । অথেক-
দিবসং একো ভিক্খু তস্সা গেহে অট্টকভত্তং ভুঞ্জিয়া
তিয়োজনমথকে একং বিহারং অগম্মাসি । অথ নং সায়ং
থেরুপট্টানে নিসিন্নং পদুচ্ছিংসু—‘আবুসো, কহং ভিক্খু
গহেহা আগতোসী’তি । ‘সিরিমায় অট্টকভত্তং মে ভুত্তন্তি’ ।

*

*

*

হইল । বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে ‘কোথবর্গের’ অন্তর্গত ‘উত্তরা উপাসিকার
উপাখ্যান’ দেখিতে হইবে] স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া একদিন তিনি দশবল
বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং পরের দিন মহাদান দিয়া সেইদিন হইতে
প্রত্যহ সঙ্ঘকে আটটি ভোজন দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন । ইহার পর হইতে
প্রত্যহ তাঁহার গৃহে আটজন ভিক্ষু ভোজন করিতে যাইতেন । শ্রীমা ‘ঘৃত
গ্রহণ করুন, দধি গ্রহণ করুন’ বলিয়া তাঁহাদের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতেন ।
এইভাবে একজনকে যাহা দেওয়া হইত তদ্বারা তিনজন চারিজন ভিক্ষু
আহার করিতে পারিতেন । শ্রীমা প্রত্যহ ষোড়শ কাষাপণ ব্যয় করিয়া পিণ্ড-
পাত দিতেন । অনন্ত একদিন এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহে অষ্টকভত্ত (অষ্টকান্ন)
ভোজন করিয়া তিন ষোজনের মাথায় অবস্থিত এক বিহারে যাইয়া উপস্থিত
হইলেন । সম্ভাষ্য তিনি ভিক্ষুদের উপবেশনশালায় উপবেশন করিলে অন্যান্য
ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবুসো, অদ্য কোথায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ
করিয়াছেন ?’

‘আমি শ্রীমার অষ্টকান্ন ভোজন করিয়াছি ।’ ‘আবুসো, তিনি খুব
সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন, না ?’

‘মনাপং কহ্ম দেতি, আব্দসো’তি । ‘ন সন্ধা তস্স ভত্তং
বল্লোত্তং, অতিবিয় পণীতং কহ্ম দেতি, একেন লঙ্কং তিল্লম্পি
চতুন্নম্পি পহোতি, তস্সা পন দেয়্যধম্মতোপি দস্সনমেব
উত্তরিতরং । সা হি ইথী এবরুপা চ এবরুপা চা’তি
তস্সা গদুণে বল্লোতি ।

অথেকো ভিক্কু তস্সা গদুণকথং সদ্ধা অদস্সনেনেব
সিনেহং উপাদেহা ‘ময়া গম্মা তং দট্টুং বট্টতী’তি অন্তনো
বস্সগং কথোহা তং ভিক্কুং ঠিতিকং পদুচ্ছিত্তা ‘স্বে,
আব্দসো, তস্মিং গেহে ত্বং সঙ্ঘথেরো হুহ্মা অট্টকভত্তং
লভিস্সসী’তি সদ্ধা তৎখণঞেব পত্তচীবরং আদায়
পক্কন্তোপি পাতোব অরুণে উগ্গতে সলাকগং পবিসিত্তা
ঠিতো সঙ্ঘথেরো হুহ্মা তস্সা গেহে অট্টকভত্তং লভি ।
যো পন ভিক্কু হিয়ো ভুঞ্জিত্তা পক্কামি, তস্স গতবেলায়-
মেব অস্সা সরীরে রোগো উপপিজ্জি । তস্মা সা আভরণানি

*

*

*

‘হ্যাঁ আব্দসো, তাঁহার প্রদত্ত ভোজন বর্ণনার অতীত । খুব উত্তম করিয়া
দিয়া থাকেন । একজনকে যাহা দেওয়া হয় তদ্বারা তিনজন চারিজন ভোজন
করিতে পারে । তাঁহার দান অপেক্ষা স্বয়ং অধিক দর্শনীয় ।’ সেই নারী
‘এইরূপ, এইরূপ’ বলিয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন ।

একজন ভিক্ষু শ্রীমার গুণকীর্তন শুনিয়া তাঁহাকে না দেখিয়াই তাঁহার
প্রেমাসক্ত হইয়া ‘আমি যাইয়া তাঁহাকে দেখিব’ বলিয়া মনস্থির করিলেন এবং
আগন্তুক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার কত বর্ষা (= ওয়া) হইয়াছে
জানিয়া লইলেন । আগন্তুক ভিক্ষু ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন—‘আব্দসো,
আগামীকাল্য আপনি সংঘস্থবির হইয়া ঐ গৃহে অষ্টকাম লাভ করিবেন ।’—
ইহা শুনিয়া সেই মৃদুহৃতেই পাগ্রচীবর লইয়া নিস্ত্রান্ত হইয়া প্রাতঃকালেই
অরুণোদয়কালে শলাকাগৃহে প্রবেশ করিয়া সংঘস্থবির হইয়া শ্রীমার গৃহে
অষ্টকাম লাভ করিলেন । যে ভিক্ষু গতকল্য ভোজন করিয়া চলিয়া গিয়া-
ছিলেন তাঁহার যাওয়ার পর হইতে শ্রীমার শরীরে এক রোগ উপপন্ন হইল :

ওমর্দাণ্ডা নিপঞ্জি। অথস্মা দাসিয়ো অট্টকভত্তং
 লভিত্বা আগতে ভিক্খু দিম্বা আরোচেসুং। সা সহত্থা
 পত্তে গহেত্বা নিসীদাপেতুং বা পরিবিসিতুং বা অসক্কোন্তী
 দাসিয়ো আণাপেসি—‘অস্মা পত্তে গহেত্বা, অয়ে নিসী-
 দাপেত্বা যাগুং পায়েত্বা খজ্জকং দত্বা ভত্তবেলায় পত্তে
 পুরেত্বা দেথা’তি। তা ‘সাধু, অয়ে’তি ভিক্খু পবেসেত্বা
 যাগুং পায়েত্বা খজ্জকং দত্বা ভত্তবেলায় ভত্তস্স পত্তে পুরেত্বা
 তস্সা আরোচায়িসু। সা ‘মং পরিগ্গহেত্বা নেথ, অয়ে
 বন্দিম্সামী’তি বত্বা তাহি পরিগ্গহেত্বা ভিক্খুনং সন্তিকং
 নীতা বেধমানেন সরীরেন ভিক্খু বন্দি। সো ভিক্খু
 তং ওলোকেত্বা চিন্তেসি—‘গিলানায় তাব এবরুপা অয়ং
 এতিম্সা রূপসোভা, অরোগকালে পন সম্বাভরণপটি-
 মন্ডিভায় ইমিস্সা কীদিসী রূপসম্পত্তী’তি। অথস্স

*

*

*

তিনি আভরণসমূহ উন্মোচিত করিয়া শূইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার
 দাসীরা ভিক্ষুগণ অষ্টকান্নের জন্য উপস্থিত হইলে তাঁহাকে জানাইলেন।
 তিনি স্বহস্তে তাঁহাদের পাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বসাইতে বা পরিবেশন
 করিতে অসমর্থ হইয়া দাসীদের বলিলেন—‘মায়েরা, পাত্র গ্রহণ করিয়া আর্ষ-
 ভিক্ষুদের বসাইয়া, যাগু পান করাইয়া, খাদ্যাদি (= শূক্ষ খাদ্য অর্থাৎ
 পিষ্টকাদি) প্রদান করিয়া ভোজনকালে পাত্র পূর্ণ করিয়া দিবে।’ তাহারা
 ‘সাধু আর্ষে’ বলিয়া ভিক্ষুদের প্রবেশ করাইয়া যাগু পান করাইয়া, খাদ্যাদি
 প্রদান করিয়া ভোজনকালে প্রত্যেকের পাত্র পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে
 জানাইলেন। তিনি বলিলেন—‘আমাকে ধরিয়া লইয়া চল, আমি আর্ষ-
 ভিক্ষুদের বন্দনা করিব।’ তাহারা তাঁহাকে ভিক্ষুদের নিকট ধরিয়া লইয়া
 যাইলে তিনি কম্পমান শরীরে ভিক্ষুদের বন্দনা করিলেন। সেই (নবাগত)
 ভিক্ষু তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন—‘অসুস্থ অবস্থাতে তাঁহার যদি এইরূপ
 রূপশোভা হইয়া থাকে, সুস্থ অবস্থায় সর্বাভরণপ্রতিমন্ডিভ হইলে তাঁহার
 রূপসম্পত্তি কীদৃশ হইবে কল্পনার অতীত।’ (ভাবিতে ভাবিতে) সেই

অনেকবন্সকোটিস্নিচিতো কিলেসো সমুদাচারি, সো
অএঃঞাণী হুয়া ভন্তং ভুজিতুং অসক্কোন্তো পত্তমাদার
বিহারং গম্বা পত্তং পিধায় একমন্তে ঠপেত্তা চীবরং পথারিহা
নিপজ্জি ।

অথ নং একো সহায়কো ভিক্খু যাচন্তোপি ভোজেতুং
নাসক্খি । সো ছিন্নভন্তো অহোসি । তং দিবসমেব
সায়হুসময়ে সিরিমা কালমকাসি । রাজা সথু সাসনং
পেসেসি—‘ভন্তে, জীবকস্স কনিট্ঠভিগনী, সিরিমা,
কালমকাসী’তি । সথা তং সুত্তা রএঃঞো সাসনং পহিণি
‘সিরিমায় ঝাপনকিচ্চং নখি, আমকসুসানে তং যথা কাক-
সুদনখাদয়ো ন খাদন্তি, তথা নিপজ্জাপেত্তা রক্খাপেথা’তি ।
রাজাপি তথা অকাসি । পটিপাটিয়া তয়ো দিবসা
অতিকম্বা, চতুথে দিবসে সরীরং উদ্ধমায়ি, নবহি বণ-
মুথেহি পুলবা পম্বরিংসু । সকলসরীরং ভিন্নং সালি-

ভিক্ষুর অনেক কোটি বর্ষ ধরিয়া সঞ্চিত চিত্তক্লেশ যেন একসঙ্গে উৎপন্ন হইল ।
তিনি অজ্ঞানীর মত ভোজনে অসমর্থ হইয়া পাত্র লইয়া বিহারে যাইয়া পাত্র
ঢাকা দিয়া এক পাশে চীবর বিছাইয়া শইয়া পড়িলেন ।

একজন সহায়ক ভিক্ষু তাঁহাকে ভোজনের জন্য যাঁচিলেও তিনি ভোজন
করিতে পারিলেন না । তিনি অনাহারেই থাকিলেন । সেইদিনই সন্ধ্যায়
শ্রীমা পরলোকগমন করিলেন । রাজা শাস্তার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—
‘ভন্তে, জীবকের কনিষ্ঠা ভিগনী শ্রীমা পরলোকগমন করিয়াছেন ।’ শাস্তা
তাহা শুনিয়া রাজাকে জানাইলেন—‘শ্রীমার দেহ দাহ করা হইবে না । যাহাতে
কাক-কুকুরাদি তাহার দেহ খাইয়া না ফেলে সেইভাবে শ্মশানে রাখিয়া পাহাড়া
দিন ।’ রাজা তাহাই করিলেন । একদিন একদিন করিয়া তিনদিন গত
হইল । চতুর্থ দিনে শ্রীমার দেহ ফুলিয়া উঠিল । নয়টি ব্রহ্মদুখ দিয়া পদ
নির্গত হইতেছে । সমস্ত শরীর ভগ্ন শালিতকুলের পাত্রে ন্যায় হইয়া গেল ।

ভক্তচাটি বিয় অহোসি । রাজা নগরে ভেরিং চরাপেসি—
‘ঠপেত্বা গেহরক্খকে দারকে সিরিমায় দস্সনথং অনাগচ্ছ-
ন্তানং অট্ঠ কহাপণানি দণ্ডে’তি । সথু সন্তিকণ
পেসেসি—‘বুদ্ধপমুখো কির ভিক্খুসঙ্ঘো সিরিমায়
দস্সনথং আগচ্ছতু’তি । সথা ভিক্খুনং আরোচেসি—
—‘সিরিমায় দস্সনথং গমিস্সামা’তি । সোপি দহরভিক্খু
চত্তারো দিবসে কস্সিচি বচনং অগ্গহেত্বা ছিন্নভত্তোব
নিপজ্জি । পত্তে ভত্তং পদতিকং জাতং, পত্তে মলং উট্ঠহি ।
অথ নং সো সহায়কো ভিক্খু উপসঙ্কমিস্সা, ‘আবুসো,
সথা সিরিমায় দস্সনথং গচ্ছতী’তি আহ । সো তথা
ছাত্তেত্ত্বাত্তোপি ‘সিরিমা’তি বুদ্ধপদেয়েব সহসা উট্ঠহি
‘কিং ভণসী’তি আহ । ‘সথা সিরিমং দট্ঠং গচ্ছতি,
ত্বম্পি গমিস্সসী’তি বুদ্ধে, ‘আম, গমিস্সামী’তি ভত্তং
ছত্তেত্ত্বা পত্তং ধোবিস্সা থবিকায় পক্খিপিহা ভিক্খুসঙ্ঘেন

*

*

*

রাজা নগরে ভেরীবাদন করাইলেন—‘কেবলমাত্র গৃহের পাহাড়াদার এবং
বালকদের বাদ দিয়া অন্য কেহ শ্রীমাকে দর্শন করিতে না আসিলে প্রত্যেককে
অষ্ট কাষাপণ দণ্ড দিতে হইবে ।’ শাস্তার নিকটও সংবাদ পাঠাইলেন—
‘বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসুন ।’ শাস্তা ভিক্ষুদের
বলিলেন—‘চল, আমরা শ্রীমাকে দর্শন করিয়া আসি ।’ সেই তরুণ ভিক্ষুও
চারদিন যাবত কাহারও কথা না শুনিয়া অনাহারেই কাটাইলেন । তাঁহার
পাত্রের ভিক্ষায় পচিয়া গেল । তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ধূলাবালিতে পূর্ণ হইল ।
তখন সেই সহায়ক ভিক্ষু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—‘আবুসো, শাস্তা
শ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন ।’ তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণাত হইলেও ‘শ্রীমা’
কথাটি শুনিবামাত্রই উঠিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি বলিলেন ?’
‘শাস্তা শ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছেন । আপনিও যাইবেন কি ?’

‘হ্যাঁ, আমি যাইব’ বলিয়া ভিক্ষাপাত্রের অন্ন ফেলিয়া দিয়া পাত্র ধুইয়া
পাত্রটিকে থলিতে রাখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত যাত্রা করিলেন । শাস্তা

সন্ধিং অগম্যাসি । সখা ভিক্খুসঙ্ঘপরিবৃত্তো একপস্সে
অট্ঠাসি, ভিক্খুনিসঙ্ঘোপি রাজপরিসাপি উপাসকপরি-
সাপি উপাসিকাপরিসাপি একেকপস্সে অট্ঠংসু ।

সখা রাজানং পদুচ্ছি—‘কা এসা, মহারাজো’তি । ‘ভন্তে,
জীবকস্স ভগিনী, সিরিমা নামা’তি । ‘সিরিমা, এসা’তি ।
‘আম, ভন্তে’তি । তেন হি নগরে ভেরিং চরাপেহি সহস্সং
দত্ত্বা সিরিমং গণ্হন্তু’তি । রাজা তথা কারেসি । একোপি
‘হ’ন্তি বা ‘হু’ন্তি বা বদন্তো নাম নাহোসি । রাজা সখু
আরোচেসি—‘ন গণ্হন্তি, ভন্তে’তি । ‘তেন হি, মহারাজ,
অঙ্ঘং ওহারেহী’তি । রাজা ‘পণ্ডসতানি দত্ত্বা গণ্হন্তু’তি
ভেরিং চরাপেত্ত্বা কণ্ঠ গণ্হকং অদিম্বা ‘অডঢতেয়্যানি
সতানি, দ্বৈ সতানি, সতং, পল্লাসং, পণ্ডবীসতি কহাপণে, দস

*

*

*

ভিক্ষু-সঙ্ঘপরিবৃত্ত হইয়া একপাশে দাঁড়াইলেন । ভিক্ষুগণসঙ্ঘ, রাজ-
পরিষদ্, উপাসক-পরিষদ্ এবং উপাসিকা-পরিষদ্ও এক এক পাশে
দাঁড়াইলেন ।

শাস্তা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মহারাজ, এ কে ?’

“ভন্তে, ইনি জীবকের ভগ্নী, নাম শ্রীমা ।’

‘এই-ই শ্রীমা ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’

‘তাহা হইলে নগরে ভেরীবাদন করাইয়া জানাইয়া দিন এক সহস্র
মুদ্রার বিনিময়ে শ্রীমাকে যে কেহ লইয়া যাউক ।’

রাজা তাহাই করিলেন । কিন্তু কেহই ‘হং’ বা ‘হুঃ’ বলিতেও আসিল
না । রাজা শাস্তাকে জানাইলেন—‘ভন্তে, কেহই গ্রহণ করিতেছে না !’

‘মহারাজ, তাহা হইলে মূল্য কমাইয়া দিন ।’

‘পঞ্চশত দিয়া যে কেহ লইয়া যাউক’ এইভাবে নগরে ভেরীবাদন করাইলেও
কোন গ্রাহক না আসিলে মূল্য ক্রমশঃ কমাইয়া ‘আড়াইশত, দুইশত, একশত,
পঞ্চাশ, পঁচিশ, দশ, পাঁচ, এক কার্ষাপণ, অর্ধ-কার্ষাপণ, এক-চতুর্থ কার্ষাপণ,,

কহাপণে, পশু কহাপণে, একং কহাপণে, অড্‌ঢং, পাদং, মাসকং, কার্কাণিকং দত্তা সিরিমং গণ্‌হন্ত্‌'তি ভেরিং চরাপেসি । কোচি তং ন ইচ্ছি । 'মুধাপি গণ্‌হন্ত্‌'তি ভেরিং চরাপেসি । 'হ'ন্তি বা 'হ্‌'ন্তি বা বদন্তো নাম নাহোসি । রাজা 'মুধাপি, ভন্তে, গণ্‌হন্তো নাম নখী'তি আহ । সখা 'পস্সথ, ভিক্‌খবে, মহাজনস্স পিয়ং মাতুগামং, ইমস্সিংয়েব নগরে সহস্সং দত্তা পুস্সে একাদিবসং লভিংস্‌, ইদানি মুধা গণ্‌হন্তোপি নখি, এবরুপং নাম রুপং খয়বয়স্পত্তং, পস্সথ, ভিক্‌খবে, আতুরং অন্তভাব'ন্তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘পস্স চিত্তকতং বিম্বং, অরুকাযং সমুস্সিতং ।

আতুরং বহুসস্প্পং, যস্স নখি ধুবং ঠিতী'তি । ১৪৭ ।

তথ 'চিত্তকতন্তি' কতচিত্তং, বখাভরণমালালত্তকাদীহ

*

*

*

এক মাষা, এক কার্কাণীমাত্র দিয়া শ্রীমাকে লইয়া যাউক' বলিয়া ভেরীবাদন করাইলেন । কিন্তু কেহই তাহাকে নিতে ইচ্ছা করিল না । আবার ঘোষণা করা হইল—বিনামূল্যে লইয়া যাউক ।' কিন্তু কেহই 'হং' বা 'হ্‌ং' বলিতেও আসিল না ।

রাজা বলিলেন—‘ভস্তু, বিনামূল্যেও কেহ নিতে আসিল না ।’

শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, দেখ । একদিন এই নারী ছিল বহু লোকের প্রিয় । একদিনের জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিলে তাহাকে পাওয়া যাইত । এখন বিনামূল্যেও কেহ তাহাকে গ্রহণ করিতেছে না, সেই রূপ এখন ক্ষয় ব্যয় প্রাপ্ত হইয়াছে । হে ভিক্ষুগণ, আতুর এই নারীদেহকে দেখ' বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘(বস্ত্র অলংকারাদি দ্বারা) সুসজ্জিত, ক্ষতসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ, (অস্থিসমূহ দ্বারা) ঋজুকৃত, আতুর (=ব্যাদিপীড়িত), বহুসংকল্পপূর্ণ, স্থিতিহীন এই দেহকে অবলোকন কর ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক, ১৪৭ ।

অন্বয় : ‘চিত্রীকৃত, সুসজ্জিত, বস্ত্র, আভরণ, মালা, লঙ্কাদির দ্বারা

বিচিন্তিত্তি অথো। ‘বিস্বন্তি’ দীঘাদিষদ্বত্ত্ঠানেসদ্বদীঘাদীহি
 অঙ্গপচ্চঙ্গিহি সণ্ঠিতং অন্তভাবং। ‘অরুকাযন্তি’ নবব্রং
 বণমুখানং বসেন অরুভূতং কায়ং। ‘সমুদ্বিস্তন্তি’ তীহি
 অট্ঠিসতেহি সমুদ্বিস্তং। ‘আতুরন্তি’ সম্বকালং ইরিয়া-
 পথাদীহি পরিহরিতব্বতায় নিচ্চাগলানং। ‘বহুসংকম্পন্তি’
 মহাজনেন বহুধা সংকম্পিতং। ‘যস্স নথি ধুবং ঠিতী’তি
 যস্স ধুবভাবো বা ঠিত্তিভাবো বা নথি, একন্তেন ভেদন-
 বিকিরণবিদ্ধংসনধম্মমেবেতং, ইমং পস্সথাতি অথো।

দেসনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো
 অহোসি, সোপি ভিক্কু সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহীতি।

সিরিমাবত্থু দ্বুতিয়ং।

*

*

*

বিচিত্র এই অর্থ। ‘বিস্ব’ দীঘাদিষদ্বত্ত্ঠানে দীঘাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা সংস্থিত
 এই দেহ। ‘অরুকায’ নয় প্রকার অশুচিস্রাবী ক্ষতসমূহে পরিপূর্ণ এই
 দেহ। ‘সমুদ্বিস্ত’ তিনশত অস্থির দ্বারা ঝঞ্জকৃত। ‘আতুর’ চতুর্বিধ দীর্ঘা-
 পথে পরিচালিত বলিয়া উৎপীড়িত, নিত্যরোগগ্ৰস্ত। ‘বহুসংকম্প’ বহু
 কামনা-বাসনার আগার। ‘যাহার কোন ধুব স্থায়িত্ব নাই’ যাহার ধুবভাব
 বা স্থিতিভাব নাই। ইহা একান্তই ক্ষণভঙ্গুর ও বিধ্বংসনধর্মী। ‘দেখ’
 তোমরা মনোনিবেশ সহকারে ইহার পরিণাম চিন্তা কর।

দেগনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল (অর্থাৎ
 ধর্মবোধ জাগ্রত হইয়াছিল)। সেই ভিক্কুও সোতাপত্তিফল প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন।

॥শ্রীমার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

উত্তরাথেরীবন্ধু । ৩

‘পরিজিগ্মিমদন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো উত্তরাথেরিং নাম ভিক্ষুদ্বিনিং আরম্ভ কথেসি ।

থেরী কির বীসবস্সসতিকা জাতিয়া পিণ্ডায় চরিত্তা লঙ্ক-
পিণ্ডপাতা অন্তরবীথিয়ং একং ভিক্ষুং দিম্বা পিণ্ড-
পাতেন আপদ্বিচ্ছিত্তা তস্স অপটিক্খিপিহিত্তা গণ্হন্তুস্স সস্বং
সত্তা নিরাহারা অহোসি । এবং দ্বিতিয়েপি ততিয়েপি
দিবসে তস্সেব ভিক্ষুনো তস্মিয়েব ঠানে ভত্তং দত্তা
নিরাহারা অহোসি, চতুথে দিবসে পন পিণ্ডায় চরন্তী
একস্মিং সম্বাধট্ঠানে সথারং দিম্বা পটিক্কমন্তী ওলম্বন্তুং
অন্তনো চীবরকণ্ণং অক্কমিত্তা সণ্ঠাতুং অসক্কোন্তী পরিবত্তিত্তা
পতি । সথা তস্সা সন্তিকং গন্ত্বা, ‘ভগিনি, পরিজিগ্মো তে
অন্তভাবো ন চিরস্সেব ভিজ্জিস্সতী’তি বত্তা ইমং
গাথমাহ—

•

•

উত্তরা থেরীর উপাখ্যান । ৩ ।

‘পরিজীর্ণ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উত্তরা থেরী
নামক ভিক্ষুদ্বণীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

উত্তরা থেরী একশত বিশ বৎসর যাবত ভিক্ষাম্ভ সংগ্রহ করিয়াই জীবিকা
নিবাহ করিয়াছিলেন । একদিন তিনি পিণ্ডপাত লইয়া ফিরিবার সময় পথি-
মধ্যে এক ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার পিণ্ডপাতের প্রয়োজন আছে জানিয়া
নিজের সমস্ত পিণ্ডপাত তাঁহাকে দিয়া স্বয়ং অভুক্ত থাকিলেন । দ্বিতীয় এবং
তৃতীয় দিবসেও ঐ একই স্থানে ঐ ভিক্ষুকে দেখিয়া নিজের পিণ্ডপাত তাঁহাকে
দিয়া স্বয়ং অভুক্ত থাকিলেন । চতুর্থ দিন পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণকালে
একটি জনবহুল স্থানে শাস্তাকে দেখিয়া পশ্চাদ্ধিকে চলিয়া আসিবার সময়
ঝুলন্ত নিজের চীবরকর্ণকে দলিত করিয়া পদস্থলন করিয়া নিজেকে
সামলাইতে না পারিয়া ভূপতিত হইলেন । শাস্তা তাঁহার নিকট যাইয়া ‘ভগিনি,
তোমার শরীর ‘পরিজীর্ণ’ হইয়াছে, অচিরেই ইহা ভগ্ন হইবে’ বলিয়া এই গাথা
ভাষণ করিলেন—

‘পরিজিগ্মিদ্ং রূপং রোগনীলং পভঙ্গুরং ।

ভিজ্জতি পুতিসন্দেহো, মরণন্তুএহি জীবিত’ন্তি ।

। ১৪৮ ।

তুসস্থো—ভগিনি ‘ইদ্ং’ তব শরীরসংস্থাতং ‘রূপং’ মহল্লক-
ভাবেন ‘পরিজিগ্মং’, তৎ থো সম্বরোগানংনিবাসট্ঠানটেঠন
‘রোগনীলং’, যথা থো পন তরুণোপি সিজ্জালো ‘জরসিজ্জা-
লো’তি বদুচ্চতি, তরুণোপি গলোচীলতা ‘পুতিলতা’তি
বদুচ্চতি, এবং তদহুজ্জাতং বদুগ্গবল্লম্পি সমানং নিচ্চং পম্ব-
রণটেঠন পুতিতায় ‘পভঙ্গুরং’, সো এস পুতিকো সমানো
তব দেহো ‘ভিজ্জতি’, ন চিরস্সেব ভিজ্জস্সতীতি
বোদিতস্সো । কিং কারণা ? ‘মরণন্তুএহি জীবিতং’ যস্মা
সম্বসত্তানং জীবিতং মরণপরিয়োসানমেবাতি বদুন্তু হোতি ।

•

•

•

‘পরিজীর্ণ’ এই শরীর রোগের উৎপত্তিস্থান ও ভঙ্গুর । (এই) পুতি-
যুক্ত দেহ ভগ্ন হইয়া থাকে । জীবন মরণে অবসান প্রাপ্ত হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৪৮ ।

অন্বয় : হে ভগিনি, তোমার শরীরসংস্থাত এই ‘রূপ’ প্রৌঢ় প্রাপ্ত
হইয়াছে, ‘পরিজীর্ণ’ হইয়াছে ! ইহা সমস্ত রোগের নিবাসস্থান বলিয়া
‘রোগনীল’ । শৃগাল যেমন তরুণ হইলেও জড়শৃগাল নামে পরিচিত হয়,
গুরুচীলতা সবুজ থাকিলেও পুতিলতা নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ সুবর্ণ
বর্ণ হইলেও নিত্য অশুদ্ধিমাণী বলিয়া পুতিকায় নামে অভিহিত হয় ।
নিত্য অশুদ্ধি ক্ষরিত হয় বলিয়া ইহা ক্ষণভঙ্গুর । পুতিক তোমার এই কায়
ভগ্ন হইবে । অচিরেই ইহার পতন হইবে—ইহা জানিতে হইবে । কেন ?
যেহেতু ‘জীবনের শেষ মৃত্যুতে’—প্রাণীদের জীবন মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত
বিদ্যমান থাকে এবং মৃত্যুতেই ইহার পরিসমাপ্তি হয় ।

দেসনাবসানে সা থেরী সোতাপত্তিফলং পত্তা, মহাজনস্সাপি
সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

উত্তরাথেরীবন্ধু ততিস্বং ।

দেসনাবসানে সেই থেরী সোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই ধর্ম-
দেশনা উপস্থিত জনমন্ডলীর নিকট সার্থক হইয়াছে ।

। উত্তরা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সম্বলঅধিমানিকণ্ডিক্খুবখ্ণ । ৪

‘যানিমানী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সম্বহুদলে অধিমানিকে ভিক্খু আরম্ভ কথেসি ।
 পণ্ডসতা কির ভিক্খু সথু সন্তিকে কম্মট্ঠানং গহেত্বা
 অরঞ্ণং পবিসিত্বা ঘটেস্তা বায়মন্তা ঝানং নিম্বত্তেত্বা
 ‘কিলেসানং অসমুদাচারেন পব্বজিতকিচ্চং নো নিপ্ফলং,
 অত্তনা পটিলন্ধগুণং সথু আরোচেস্সামা’তি আগমিংসু ।
 সথা তেসং বহিদ্ধারকোট্ঠকং পত্তকালেয়েব আনন্দথেরং
 আহ—‘আনন্দ, এতেসং ভিক্খুনং পবিসিত্বা ময়া দিট্ঠেন
 কম্মং নখি, আমমসুসানং গন্তা ততো আগন্তা মং পম্সন্তু’-
 তি । থেরো গন্তা তেসং তমথং আরোচেসি । তে ‘কিং
 অম্হাকং আমকসুসানেনা’তি অবহাব ‘দীঘদম্মিনা বুদ্ধেন

*

*

*

বহু অধিমানিক ঞ্জিষ্কুর উগাখ্যান । ৪ ।

‘এই সকল অস্তু’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহু অধিমানিক ঞ্জিষ্কুরের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

পণ্ডিত ঞ্জিষ্কুর একবার শাস্তার নিকট ‘কর্মস্থান’ গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কুচ্ছ্রসাধনের দ্বারা বিশেষ ধ্যান উৎপন্ন করিয়া চিত্তক্লেশসমূহ ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা দূরীকৃত না করিতেই ‘আমাদের প্রবর্তিতকৃত্য শেষ হইয়াছে । আমাদের প্রতিলম্ব গুণের কথা শাস্তাকে জানাইব’ বলিয়া শাস্তার নিকট আসিতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা বহিদ্ধারকোষ্ঠকে উপস্থিত হইলে শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন—‘আনন্দ, এই ঞ্জিষ্কুরা যেন আমার দর্শন না পায় । প্রথমে শ্মশানে যাইয়া তারপরে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ।’ আনন্দ স্থবির যাইয়া তাঁহাদের ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । তাঁহারা ‘আমাদের আবার শ্মশানে পাঠাইতেছেন কেন’—ইহা না বলিয়া ‘দূরদৃষ্টি-

কারণ দিট্ঠং ভবিষ্যতী'তি আমকসুসানং গম্বা তথ
কুণপানি পস্সন্তা একাহরীহপতিহেসু কুণপেসু আঘাতং
পটিলভিত্তা তং খণং পতিতেসু অল্লগরীরেসু রাগং উম্পা-
দয়িংসু, তস্মিং খণে অন্তনো সাকিলেসভাবং জানিংসু ।
সথা গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব ওভাসং ফরিয়া তেসং
ভিক্ষুণং সম্মুখে কথেষ্টো বিয় 'নম্পতিরুপং নু থো,
ভিক্ষবে, তুম্হাকং এবরুপং অট্ঠিসম্বাতং দিম্বা
রাগরতিং উম্পাদেতু'ন্তি বহা ইমং গাথমাহ—

‘যানিমানি অপথানি, অলাবদুনেব সারদে ।

কাপোতকানি অট্ঠানি, তানি দিম্বান কা রতী'তি ।

১৪৯ ।

তথ ‘অপথানীতি’ ছন্ডিতানি । ‘সারদে’তি সরদকালে
বাতাতপহতানি তথ তথ বিম্পকিন্নঅলাবদুনি বিয় ।

*

*

*

সম্পন্ন বুদ্ধ নিশ্চয়ই কোন কারণ দেখিয়া থাকিবেন’ মনে করিয়া শ্মশানে
বাইয়া মৃতদেহগুলি দেখিতে লাগিলেন । যে মৃতদেহগুলি একদিন, দুইদিন
পড়িয়া আছে সেইগুলি দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে ঘৃণা উৎপন্ন হইল । কিন্তু
সেই মৃতদেহে নিষ্কিপ্ত সদ্যমৃত দেহগুলি দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে অনুরাগ
উৎপন্ন হইল । তখন তাঁহারা বুদ্ধিলেন যে তাঁহাদের চিত্ত এখনও ক্লেশমুক্ত
হয় নাই । শাস্তা গন্ধকুটিতে বসিয়াই আলোকোন্মত্তা করিয়া যেন
তাঁহাদের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের পক্ষে
অনুচিত হইয়াছে—এইরূপ অস্থিপুঞ্জ দেখিয়া অনুরাগ উৎপন্ন করা ।’ ইহা
বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘শরৎকালের অলাবদু ন্যায় প্রক্ষিপ্ত ও কপোতের ন্যায় শূন্য এই অস্থি-
গুলিকে দেখিয়া, ইহাদের প্রতি আসক্তি কিসের ? —ধম্মপদ, শ্লোক ১৪৯ ।

অন্বয় : ‘প্রক্ষিপ্ত’ ছন্ডিত । ‘সারদ’ শরৎকালে বাতাতপহত ইত্যন্ততঃ

কাপোতকানীতি কপোতকবল্লানি । ‘তানি দিম্বানী’তি তানি
এবরূপানি অট্ঠীনি দিম্বা তুম্হাকং কা রতি, নন
অম্পমত্তকম্পি কামরতিং কাতুং ন বট্ঠতিয়েবাতি অথো ।

দেমনাবসানে তে ভিক্ষু যথাঠিতাব অরহন্তং পদ্মা ভগবন্তং
অভিত্ববমানা আগন্ত্বা বন্দিসংসৃতি ।

সম্বহুলঅধিমানিকভিক্ষুবথু চতুথং ।

*

*

*

নিষ্কিপ্ত অলাব্ধ তুলা । ‘কাপোতক’ কপোতের ন্যায় শ্বেতবর্ণের । ‘সেইগর্দল
দেখিয়া’ ঈদৃশ অস্থিসমূহ দেখিয়া তোমাদের মোহ কিসের ? অম্পমাত্রও
কামরতি উপলব্ধি করা অনর্চিত নহে কি ?—ইহাই বুদ্ধবচনের সারার্থ ।

দেমনাবসানে সেই ভিক্ষু যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই অবস্থাতেই
অহং প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের স্তুতিগান করিতে করিতে আসিয়া ভগবানকে
বন্দনা করিলেন ।

। বহু অধিমানিক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

জনপদকল্যাণী রূপনন্দাথেরীবথু । ৫

‘অট্ঠীনং নগরং কতন্তি’ ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে বিহরন্তো জনপদকল্যাণিং রূপনন্দাথেরিং আরব্ভ কথেসি । সা কির একদিবসং চিন্তেসি—‘ময়ং জেট্ঠভাতিকো রজ্জসিরিং পহায় পস্বজিত্বা লোকে অঙ্গপদংগলো বুদ্ধো জাতো, পদত্তোপিঙ্গস রাহুলকুমারো পস্বজিতো, ভত্তাপি মে পস্বজিতো, মাতাপি মে পস্বজিতা, অহিম্পি এত্তকে ঐতিজনে পস্বজিতে গেহে কিং করিস্সামি, পস্ব জিস্সামী’তি । সা ভিক্খুন্দপস্সয়ং গন্ত্বা পস্বজি ঐতিসিনেহেনেবনো সদ্ধায়, অভিৰূপতায় পন ‘রূপনন্দা’তি পঞ্ঞায়ি । “সথা কির ‘রূপং অনিচ্ছং দৃক্খং অনন্তা, বেদনা...সঞ্ঞা...সত্ত্বারা...বিঞ্ঞাণং অনিচ্ছং দৃক্খং

*

*

*

জনপদকল্যাণী রূপনন্দাথেরীর উপাখ্যান । ৫ ।

‘অশ্বির দ্বারা একটি নগর নির্মিত হইয়াছে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে জনপদকল্যাণী রূপনন্দাথেরীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন ।

তিনি (রূপনন্দা) একদিন চিন্তা করিলেন—‘আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজসুখ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া জগতে অগ্রপদংগল বুদ্ধ হইয়াছেন ; তাহার পুত্র রাহুল কুমারও প্রব্রজিত ; আমার স্বামীও প্রব্রজিত ; আমার মাতৃদেবীও প্রব্রজিত হইয়াছেন । আমার এতজন জ্ঞাতি প্রব্রজিত হইয়াছেন । আমি গৃহে থাকিয়া কি করিব, আমিও প্রব্রজিত হইব ।’ তিনি ভিক্ষুণী-নিবাসে ধাইয়া জ্ঞাতিদের প্রতি মমতাবশতই প্রব্রজিত হইলেন, প্রজ্ঞাপ্রব্রজিত নহেম ।

অভিরূপ দর্শনের জন্য তাহার নাম রাখা হইল ‘রূপনন্দা’ । ‘শাস্ত্রা রূপ অনিত্য, দৃক্খ, অনাত্ম, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান অনিত্য, দৃক্খ, অসীথ

অনন্তা'তি বদেতী'তি সদ্ধা সা এবং দম্মনীরে পাসাদিকে মমপি রূপে দোসং কথের্যাতি সথু সন্মদুখীভাবং ন গচ্ছতি । সার্বথি বাসিনো পাতোব দানং দত্ত্বা সমাদিন্দু-পোসথা সুদ্ধুত্তরাসঙ্গা গন্ধমালাদিহুত্থা সায়হুসময়ে জেতবনে সন্নিপতিত্বা ধম্মং সদুগ্ধসি । ভিক্ষুদ্বিনিসঙ্ঘোপি সথু ধম্মদেসনায় উপ্পন্নচ্ছন্দো বিহারং গম্বা ধম্মং সদুগ্ধতি । ধম্মং সদ্ধা নগরং পবিসন্তো সথু গুণকথং কথেষ্টোব পবিসতি ।

চতুঃপমাণিকে হি লোকসন্নিবাসে অম্পকাব তে সত্তা, যেসং তথাগতং পস্সন্তানং পসাদো ন উপ্পজ্জতি । রূপম্পমাণিকাপি হি তথাগতস্স লক্খণান্দুব্যঞ্জনপটিমি'ডিতং সুবল্লবল্লং সরীরং দিম্বা পসীদন্তি, ঘোসম্পমাণিকাপি অনেকানি জাতিসতানি নিস্সায় পবত্তং সথু গুণঘোসণেব অট্টঙ্গ-সমন্নাগতং ধম্মদেসনাঘোসণু সদ্ধা পসীদন্তি, লুখম্পমাণি-

*

*

*

বলিয়া থাকেন । এইরূপ দর্শনীয়, সুন্দর আমার রূপেও তিনি দোষ দেখিবেন—এই মনে করিয়া কখনও শাস্ত্রার সম্মুখে যান নাই । শ্রাবস্তী-বাসিগণ প্রাতঃকালেই দান দিয়া, উপোসথ পালন করিয়া শুদ্ধ উত্তরাসঙ্গ পরিহিত হইয়া গন্ধমালাদি হস্তে সম্মুখ জেতবনে সন্নিপতিত হইয়া ধর্ম শ্রবণ করেন । ভিক্ষুগণসঙ্ঘও শাস্ত্রার ধর্মদেশনা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া বিহারে ঘাইয়া ধর্মশ্রবণ করেন । ধর্ম শ্রবণ করিয়া নগরে প্রবেশকালে শাস্ত্রার গুণগান করিতে করিতেই প্রবেশ করেন ।

চতুঃপমাণিকে জগতে খুব অল্প সত্তাই আছেন যাঁহারা বুদ্ধদর্শনে প্রসন্ন হন না । ১। যাঁহারা রূপকেই বিচার করেন তাঁহারা তথাগতের লক্খণান্দুব্যঞ্জনপ্রতিমি'ডিত (অর্থাৎ বগ্নিশ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ এবং অশীতি অন্দুব্যঞ্জন প্রতিমি'ডিত) সুবর্ণবর্ণের শরীর দেখিয়া প্রসন্ন হন । ২। যাঁহারা ঘোষ বা কণ্ঠস্বরকেই বিচার করেন তাঁহারা অনেক শত জন্মে প্রবর্তিত শাস্ত্রার গুণঘোষ এবং অষ্টাঙ্গসমন্বাগত ধর্মদেশনা ঘোষ শ্রবণ করিয়া

কাপিষ্স চীবরাদিলুখতং পটিচ্চ পসীদন্তি, ধম্মপ্পমাণি-
কাপি ‘এবরূপং দসবলস্স সীলং, এবরূপো সমাধি, এবরূপা
পঞ্ণা, ভগবা সীলাদীহি গুণেহি অসমো অম্পটিপদ্দগ্গ
লো’তি পসীদন্তি । তেসং তথাগতস্স গুণং কথেন্তানং মদুখং
নম্পহোতি । রূপনন্দা ভিক্ষুদ্বনীনেষেব উপাসিকানণ্ড
সন্তিকা তথাগতস্স গুণকথং সদুত্তা চিন্তেসি—‘অতিবয় মে
ভাতিকস্স বল্লং কথেন্তিয়েব । একদিবসম্পি মে রূপে দোসং
কথেন্তো কিত্তকং কথেন্সতি । যংনুনাহং ভিক্ষুদ্বনীহি
সন্ধিং গন্ত্বা অন্তানং অদস্সেত্তাব তথাগতং পস্সিত্বা ধম্মমস্স
সুণিত্বা আগচ্ছেয়্যাস্তি । সা ‘অহম্পি অজ্জ ধম্মস্সবনং
গমিস্সামী’তি ভিক্ষুদ্বনীনং আরোচেসি ।

ভিক্ষুদ্বনিয়ো ‘চিরস্সং বত রূপনন্দায় সখু উপট্টানং
গন্তুকামতা উম্পত্তা, অজ্জ সখা ইমং নিস্সায় বিচিত্রধম্ম-

*

*

*

প্রসন্ন হন । ৩ । যাঁহারা কৃচ্ছ্রতাকেই বিচার করেন তাঁহারা শাস্তার
চীবরারি রুদ্ধতা দেখিয়া প্রসন্ন হন । ৪ । যাঁহারা ধর্মকেই বিচার করেন
তাঁহারা ‘দশবল বুদ্ধের এইরূপ শীল, এইরূপ সমাধি, এইরূপ প্রজ্ঞা ।
শীলাদি গুণে ভগবান অসম এবং অপ্রতিপদুগল’—এই বলিয়া প্রসন্ন হন ।
তথাগতের গুণের বর্ণনায় তাঁহারা ভাষা খুঁজিয়া পান না । রূপনন্দা
ভিক্ষুগীগণ এবং উপাসিকাগণের মদুখে তথাগতের গুণকথা শুনিয়া চিন্তা
করিলেন—‘আমার ভ্রাতার অনেক প্রকার গুণের কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন ।
একদিন মাত্র আমার রূপের দোষের কথা তিনি আর কতই বা বলিবেন ।
অতএব আমি ভিক্ষুগীদের সঙ্গে যাইয়া নিজেকে না দেখাইয়া তথাগতকে
দর্শন করিয়া তাঁহার ধর্ম শুনিয়া আসিব ।’ তিনি ভিক্ষুগীদের জানাইলেন
—‘আমিও অদ্য ধর্মশ্রবণ করিতে যাইব ।’

ভিক্ষুগীগণ ‘অনেক বিলম্বে শাস্তার নিকট যাইবার ইচ্ছা রূপনন্দার
উৎপন্ন হইয়াছে । অদ্য শাস্তা ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নানাপ্রকারে বিচিত্র

দেসনং নানানয়ং দেসেস্সতী'তি তুট্টমানসা তং আদায়
 নিক্খমিৎসু । সা নিক্খন্তকালতো পট্টায় 'অহং অন্তানং
 নেব দেসেস্সামী'তি চিন্তেসি । সখা 'অজ্জ রূপনন্দা ময়হং
 উপট্টানং আগমিস্সতি, কীদিসী নু থো তস্সা ধম্মদেসনা
 সম্পায়া'তি চিন্তেহা 'রূপগরুকা এসা, অন্তভাবে বলবসিনেহা,
 কন্টকেন কট্টকুঙ্করং বিয় রূপেনেবস্সা রূপমদনিম্মদনং
 সম্পায়া'ন্তি সন্নিট্টানং কহা তস্সা বিহারং পবিসনসময়ে
 একং পন অভিৰূপং ইথিং সোলসবস্সদুন্দেসিকং রত্তবথ-
 নিবথং সম্বাভরণপটিম্ভিতং বীজনিং গহেহা অন্তনো
 সন্তিকে ঠহা বীজয়মানং ইন্ধিবলেন অভিনিম্মনি । তং
 থো পন ইথিং সখা চেব পস্সতি রূপনন্দা চ । সা
 ভিক্খুনীহি সন্ধিং বিহারং পবিসিহা ভিক্খুনীনং
 পিট্ঠিপস্সে ঠহা পণ্ডপতিট্ঠিতেন সখারং বন্দিহা

*

*

*

উপায়ে ধর্মদেশনা করিবেন ।' ইহা চিন্তা করিয়া আনন্দিত চিন্তে তাহাকে
 লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন । নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় হইতেই তিনি চিন্তা
 করিলেন—‘আমি নিজেকে প্রদর্শিত করিব না ।’ শাস্তা—‘অদ্য রূপনন্দা
 আমার নিকট আসিবে, তাহার উপযোগী ধর্মদেশনা কি হইতে পারে’ চিন্তা
 করিয়া—‘ইহার খুব রূপের অহংকার, নিজের দেহের প্রতি খুব মমতা
 আছে । কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হইবে । রূপের দ্বারাই ইহার রূপের
 অহংকার চূর্ণ করিব, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া রূপনন্দার বিহারে প্রবেশকালে
 তিনি ঝঙ্কিবলে ষোড়শবর্ষীয়া অভিৰূপা দর্শনীয়া (উজ্জ্বল) রক্ত বস্ত্র
 পরিহিতা সবাভরণপ্রতিম্ভিতা এক নারী সৃষ্টি করিলেন যে তাহার নিকট
 দাঁড়াইয়া বীজনী লইয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছে । সেই নারীকে কেবল
 শাস্তা এবং রূপনন্দাই দেখিতে পাইতেছেন । অন্য কেহ নহে । রূপনন্দা
 ভিক্ষুণীদের সঙ্গে বিহারে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুণীদের পশ্চাতে থাকিয়া পণ্ড
 প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ভিক্ষুণীদের অভ্যাঙ্করে উপবিষ্ট

ভিক্খুনীনং অন্তরে নিসিন্না পাদন্ততো পট্ঠায় সথারং
ওলোকেন্তী লক্খণবিচিত্তং অবদ্যাজনসমুজ্জলং ব্যাম্প-
ভাপারিনিক্খিত্তং সথদ্ সরীরং দিস্সা পদ্মচন্দসস্সিরিকং
মুখং ওলোকেন্তী সমীপে ঠিতং ইথিরূপং অন্দস । সা
তং ওলোকেহা অন্তভাবং ওলোকেন্তী সুবল্লরাজহংসিয়া
পদুরতো কাকীসদিসং অন্তানং অবমণ্ণীঞ । ইন্ধিময়রূপং
দিট্ঠকালতো পট্ঠাযেব হি তস্সা অক্খীনি ভমিংসু ।
সা ‘অহো ইমিস্সা কেসা সোভনা, অহো নলাটেং সোভন’মিত্ত
সব্বেসং সারীরপদেসানং রূপসিরিয়া সমাকড়্ঢ়িতচিত্তা
তস্মিং রূপে বলবসিনেহা অহোসি ।

সথা তস্সা তথ অভিরতিং ঐত্ত্বা ধম্মং দেসেন্তোব তং
রূপং সোলসবস্সুদেদিসিকভাবং অতিক্কমিত্ত্বা বীসতিবস্সু-
দেদিসিকং কহ্বা দস্সেসি । রূপনন্দা ওলোকেহা ‘ন বতিদং

*

*

*

হইয়া আপাদমস্তক শাস্ত্রকে অবলোকন করিতে করিতে (বহুশ প্রকার
মহাপদ্রবের) লক্ষণের দ্বারা বিচিত্র এবং (অশীতি) অনদ্যাজনের দ্বারা
সমুজ্জ্বল ব্যামপ্রভাপরিক্ষিপ্ত শাস্ত্রার দেহ দর্শন করিয়া পূর্ণচন্দ্রের শ্রীমুখ
তাহার মুখমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে নিকটে দণ্ডায়মান স্থীরূপটিকে
দেখিতে পাইলেন । তিনি তাহাকে দেখিয়া নিজের দেহের সঙ্গে তুলনা করিয়া
দেখিলেন এবং ভাবিলেন তিনি যেন সুবর্ণরাজহংসের সম্মুখে একটি কাকী ।
সেই ঈক্ষিময় রূপ দর্শন করার সময় হইতে তাহার চক্ষুদুগল ইতস্ততঃ
ঘূর্ণিতে লাগিল । তিনি ভাবিলেন—‘অহো ! ইহার কেশ কত সুন্দর,
ললাট কত সুন্দর’ এইভাবে সমস্ত শরীর পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার রূপশ্রীর
দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই রূপের প্রতি তাহার মন মমতা উৎপন্ন হইল ।

শাস্ত্রা ঐ রূপের প্রতি রূপনন্দার অভিরতি উৎপন্ন হইয়াছে জানিয়া
ধর্মদেবতা করিতে করিতে ঐ রূপটিকে ঘোড়শবর্য অতিক্রম করিয়া বিংশতি
বর্ষিয়া করিয়া দেখাইলেন । রূপনন্দা দেখিয়া ‘এইরূপ ত পূর্বের রূপের

রূপং পদরিমসদিদস'ন্তি থোকং বিরত্তচিন্তা অহোসি ।
 সখা অনুদ্ধমেনেব তস্সা ইথিয়া সাকিং বিজাতবল্লং মজ্জি-
 মিথিবল্লং জরাজিহ্মমহিল্লিকিথিবল্লং দস্সেসি । সাপি
 অনুদ্ধম্বেনেব 'ইদম্পি অন্তরহিতং, ইদম্পি অন্তরহিত'ন্তি
 জরাজিহ্মকালে তং বিরজ্জমানা খ'ডদন্তীং পলিতসিরাং
 ওভংগং গোপানসিবজ্জং দন্তপরাযণং পবেধমানং দিম্বা
 অতিবিয় বিরজ্জি । অথ সখা তং ব্যাধিনা অভিভূতং কহ্বা
 দস্সেসি । সা তংখণংএওব দ'ডং তালব'টং ছুডেহ্বা
 মহাবিরবং বিরবমানা ভূমিস্সং পতিহ্বা সকে মদন্তকরীসে
 নিমদুগ্গা অপরাপরং পরিবত্তি । রূপনন্দা তম্পি দিম্বা
 অতিবিয় বিরজ্জি । সখাপি তস্সা ইথিয়া মরণং
 দস্সেসি । সা তংখণংযেব উদ্ধমাতকভাবং আপজ্জি, নবহি
 বণমুখোহি পদ্ববটিয়ো চেব পদলবা চ পগ্ঘরিংসু,

*

*

*

মত নহে' ভাবিয়া বিরত্তচিন্তা হইলেন । শাস্তা ক্রমশঃ সেই স্ত্রীরূপটিকে এক
 সন্তানের জননী, পরে মধ্য বয়স্কা এবং শেষে জরাজীর্ণ বৃদ্ধারূপে দর্শন
 করাইলেন । তিনিও ক্রমশঃ 'ইহাও অন্তরহিত হইল, ইহাও অন্তরহিত হইল'
 দেখিয়া বিরক্ত হইলেন এবং জরাজীর্ণকালে সেই খ'ডদন্তী, পলিতশিরা,
 ভগ্নশরীরী, গোপানসীর ন্যায় বজ্জদেহা, দ'ডহস্তা, কম্পমানা সেই বৃদ্ধাকে
 দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন । তারপর শাস্তা সেই স্ত্রীরূপটিকে ব্যাধির
 দ্বারা অভিভূত করিয়া দেখাইলেন । সেই স্ত্রীরূপটি তৎক্ষণাৎ দ'ড এবং
 তালব'ট (= তালপাতার ব্যজনী) ফেলিয়া দিয়া বিকট শব্দে বিরব করিতে
 করিতে ভূমিতে পতিত হইয়া স্বীয় মলমূত্রের দ্বারা ঘৃষিত হইয়া গড়াগড়ি
 করিতে লাগিল । রূপনন্দা তাহা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন । তারপর
 শাস্তা সেই স্ত্রীরূপটির মৃত্যু দেখাইলেন । মৃত্যুর পরমুহূর্তেই তাহার
 শরীর ক্ষীণ হইল, নয়টি ব্রণমুখ দিয়া পৃথ এবং কৃমি নিগত হইতে
 লাগিল । কাক প্রভৃতি একত্রিত হইয়া তাহার দেহ ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল ।

কাকাদয়্যো সন্নিপতিত্বা বিলদ্বিম্পিংসদৃ। রূপনন্দাপি তং
ওলোকেত্বা ‘অয়ং ইথী ইমস্মিংষেব ঠানে জরং পত্তা, ব্যাধিঃ
পত্তা, মরণং পত্তা, ইমস্সাপি মে অন্ত্রভাবস্স এবমেব
জরাব্যাদিমরণানি আগমিস্সস্তুতী’তি অন্ত্রভাবং অনিচ্ছতো
পস্সি। অনিচ্ছতো দিট্ঠত্তা এব পন দদুখতো অনন্ততো
দিট্ঠোষেব হোতি। অথস্সা তয়্যো ভবা আদিত্তা গেহা
বিয় গীবায় বন্ধকুণপং বিয় চ উপট্ঠহিংসদৃ, কস্মট্ঠানাবি-
মুখং চিত্তং পকুখন্দি। সত্থা তায় অনিচ্ছতো দিট্ঠভাবং
এত্বা ‘সকুখিস্সতি নদু থো সয়মেব অন্ত্রনো পতিট্ঠং
কাতু’ন্তি ওলোকেন্তো ‘ন সকুখিস্সতি, বহিদ্ধা পচ্ছয়ং
লঙ্কং বটুতী’তি চিন্তেত্বা তস্সা সম্পায়বসেন ধম্মং
দেসেন্তো আহ—

‘আতুরং অসদুচিং পদুতিং, পস্স নন্দে সমদুসসয়ং।

উগ্ঘরন্তং পগ্ঘরন্তং, বালানং অভিপথিতং ॥

*

*

*

রূপনন্দা তাহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন—‘এই নারী এই স্থানেই জরাপ্রাপ্ত
হইল, ব্যাধিপ্রাপ্ত হইল, মৃত্যুমুখে পতিত হইল, আমার এই দেহেরও এইরূপ
পরিণতিই হইবে—ইহাতে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু আসিবে’—ভাবিতে ভাবিতে
তিনি এই দেহকে অনিত্য বলিয়া জানিলেন। অনিত্যদৃষ্টি হইতে দঃখদৃষ্টি
এবং অনাস্বদৃষ্টিও উৎপন্ন হয়। তখন তাহার ত্রিলোক প্রজ্বলিত গৃহের
ন্যায় মনে হইল। যেন তাঁহার গ্রীবাদেশে কেহ মৃতদেহ বাঁধিয়া দিয়াছে
মনে হইল। ইহাতে তাঁহার চিত্ত ‘কম’স্থান’ অভিমুখে রমিত হইল। শাস্ত্র
রূপনন্দার অনিত্যসংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া—‘সে স্বয়ংই স্বীয় প্রতিষ্ঠা
করিতে পারিবে কি?’ ইহা অবলোকন করিয়া ‘না পারিবে না, তাহাকে
বাহিরের প্রত্যয় আলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে’ ইহা চিন্তা করিয়া
তাঁহার হিতার্থে ধর্মদেশনা করিতে করিতে বলিলেন—

‘হে নন্দে, তুমি আতুর, অশদুচি, পদুতিময় এই শরীরকে দেখ যাহা
হইতে নিয়তই পদ্য, ক্রিমি ইত্যাদি নির্গত হইতেছে। যাহারা মদুর্খ

‘যথা ইদং তথা এতং, যথা এতং তথা ইদং ।

ধাতুতো সদুৎপত্তো পস্স, মা লোকং পদনরাগমি ।

ভবে ছন্দং বিরাজেত্বা, উপসন্তো চরিস্সতী’তি ॥

—ইথং সদং ভগবা নন্দং ভিক্ষুদ্বিনিং আরব্ভ ইমা
গাথাযো অভাসিথা’তি । নন্দা দেসনানুসারেন ঐগং
পেসেত্বা সোতাপত্তিফলং পাপুণি । অথস্সা উপরি তিল্লং
মংগফলানং বিপস্সনাপরিবাসথায় সদুৎপত্তাকম্মট্ঠানং
কথেতুং, “নন্দে, মা ইমস্মিং সরীরে সারো অস্থী’তি
সৎপৎ করি । অস্পমত্তকোপি হি এথ সারো নস্থি,
তীণি অট্ঠিসতানি উস্সাপেত্বা কতং অট্ঠিনগরমেত’ন্তি
বহ্বা ইমং গাথামাহ—

‘অট্ঠীনং নগরং কতং, মংসলোহিতলেপনং ।

যথ জরা চ মচ্ছ চ, মানো মক্খো চ ওহিতো’তি । ১৫০ ।

*

*

*

তাহারাই এই দেহকে কামনা করিবে । ‘যেমন এই দেহ তেমন অন্য দেহ ;
যেমন অন্য দেহ, তেমন এই দেহ । ইহাকে ধাতুরূপেই দেখ (যাহা
অনিত্য) এবং ইহাকে শূন্যতারূপে দেখ (যাহাতে কোন সারবস্তু
নাই) । এই জগতে আর ফিরিবার কথা চিন্তা করিয়োনা । ভবের প্রতি
তৃষ্ণা দূর করিয়া তুমি উপশান্ত হইয়া বিচরণ করিবে ।’ এইভাবে নন্দা
ভিক্ষুদ্বীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভগবান এই গাথাগদ্বলি ভাষণ করিয়াছিলেন ।
নন্দা (বুদ্ধের) দেশনানুসারে জ্ঞান বর্ধিত করিয়া সোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত
হইলেন । তারপর নন্দা যাহাতে পরবর্তী তিনটি মার্গফল লাভ করিতে
পারে, তৎজন্য বিদর্শন-ধ্যান বৃদ্ধি হেতু তাঁহাকে শূন্যতা-কর্মস্থান
প্রদানচ্ছলে বলিলেন—‘নন্দে, এই শরীরে কোন সারবস্তু নাই, অস্পমাত্ত
সারবস্তুও নাই, তিন শত অস্থিকে ভিত্তি করিয়া এই অস্থিনগর নির্মিত
হইয়াছে’—ইহা বলিয়া শান্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অস্থি দ্বারা এই নগর নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে রক্ত-মাংসের প্রলেপ
দেওয়া হইয়াছে । তাহার অভ্যন্তরে জরা, মৃত্যু, অহংকার এবং বিদ্বেষ বাস
করিতেছে ।’

—ধম্মপদ, স্লোক, ১৫০ ।

তস্সথো—যথেষ্টং হি পদ্বল্লাপরল্লাদীনং ওদহনথায়
কট্টানি উস্সাপেত্বা বল্লাহি বন্ধিত্বা মত্তিকায় বিলিম্পেত্বা
নগরসংখাতং বহিদ্ধা গেহং করোন্তি, এবমিদং অম্মত্তি-
কম্পি তীণি অট্টিসতানি উস্সাপেত্বা ন্হারদ্বিনদ্ধং
মংসলোহিতলেপনং তচপটিচ্ছন্নং জীরণলক্খণায় জরায়
মরণলক্খণস্স মচ্ছদুনো আরোহসম্পদাদীনি পটিচ্চ
মণ্ড্ণলক্খণস্স মানস্স সুকতকারণবিনাসনলক্খণস্স
মক্খস্স চ ওদহনথায় ‘নগরং কতং’ । এবরূপো এব হি এথ
কায়িকচেতসিকো আবোধো ওহিতো, ইতো উদ্ধং কিণ্ড
গম্মহুপগং নখীতি ।

দেসনাবসানে সা থেরী অরহত্তু পাপুণি । মহাজনস্সাপি
সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

জনপদকল্যাণী রূপনন্দাথেরীবথু পণ্ডমং

*

*

*

অন্বয় : যেমন পূর্বান্ন(=৭ প্রকার খাদ্যশস্য, যথা শালি, ব্রীহি কুদ্দুষ
গোধূম, বরক, যব এবং ভূট্টা) এবং অপরাহ্ন (মৃদগ, মাষ, তিল, কুলখ,
কলায়, ছোলা, সর্বপ ইত্যাদি) প্রভৃতি শস্য রক্ষা করিবার জন্য কাষ্ঠ দ্বারা
কাঠামো প্রস্তুত করিয়া লতা দ্বারা বাঁধিয়া মৃত্তিকা লেপনপূর্বক শস্যভান্ডার
প্রস্তুত করা হয়, তদ্রূপ এই দেহ অস্থির কাঠামো, স্নায়ুর বন্ধনী, রক্তমাংসে
অবলিপ্ত এবং স্কন্ধ দ্বারা আচ্ছন্ন । ইহারই মধ্যে জীর্ণকারিণী জরা, জীবন
অবসানকারী মৃত্যু, আরোহ সম্পদাদিকে ভিত্তি করিয়া মান (= অহংকার),
সংকর্ম-বিনাশী ঈর্ষা বর্তমান । এই দেহে কায়িক ও মানসিক রোগও
রহিয়াছে । ইহার অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্য কোন সার পদার্থ ইহাতে নাই ।

দেশনাবসানে সেই থেরী অহত্ত্ব লাভ করিলেন । উপস্থিত জনতার নিকট
এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছে ।

॥ জনপদকল্যাণী রূপনন্দা থেরীর কাহিনী সমাপ্ত ॥

মল্লিকাদেবীবধু । ৬

‘জীরন্তি বে’তি ইমং ধৰ্ম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
মল্লিকং দেবিং আরব্ধ কথেসি ।

সা কির একদিবসং হানকোট্ঠকং পবিট্ঠা মদুখং ধোবিহ্বা
ওনতসরীরা জঙ্ঘং ধোবিতুং আরভি । তায় চ সন্ধিংষেব
পবিট্ঠো একো বল্লভসদুনখো অথি । সো তং তথা ওনতং
দিম্বা অসন্ধম্মসংহবং কাতুং আরভি । সা ফস্সং সাদিয়ন্তী
অট্ঠাসি । রাজাপি উপরিপাসাদে বাতপানেন ওলোকেন্তো
তং দিম্বা ততো আগতকালে ‘নস্স, বসলি, কস্সা এব-
রুপমকাসী’তি আহ । ‘কিং ময়া কতং দেবা’তি ?
‘সদুনখেন সন্ধিং সংহবো’তি । ‘নখেতং, দেবা’তি । ‘ময়া

*

*

*

মল্লিকাদেবীর উপাখ্যান । ৬ ।

‘জীর্ণ হইয়া যায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
মল্লিকাদেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি (মল্লিকাদেবী) একদিন স্নানপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া মদুখ ধুইয়া
অবনত শরীরে জঙ্ঘা ধুইতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহার সঙ্গে তাঁহার একটি
পোষা কুকুরও প্রবেশ করিল । তাঁহাকে অবনত হইতে দেখিয়া কুকুরটি তাঁহার
সহিত অপকর্ম করিতে সুরু করিল । তিনিও কুকুরটির স্পর্শ সূত্রে ঐ
অবস্থাতে আস্বাদন করিতে লাগিলেন । রাজাও উপরিপ্রাসাদে দাঁড়াইয়া
জানালা দিয়া ঐ অবস্থায় তাঁহকে (মল্লিকাকে) দেখিলেন এবং তিনি আসিলে
বলিলেন—‘বর্ষলি, তুমি নিপাত যাও । তুমি এইরূপ করিলে কেন ?’

‘মহারাজ, আমি কি করিয়াছি ?’

‘কুকুরের সঙ্গে ব্যভিচার ।’

‘মহারাজ, এই কথা সত্য নহে ।’

সামং দিট্ঠং, নাহং তব সন্দাহিস্সামি, নস্স, বসলী'তি ।
 'মহারাজ, ষো কোটি ইমং কোট্ঠকং পবিট্ঠো ইমিনা
 বাতপানেন ওলোকেন্তস্স একোব দ্বিধা পঞ্ণায়তী'তি
 অভূতং কথেসি । দেব, সচে মে সন্দহসি, এতং কোট্ঠকং
 পবিস, অহং তং ইমিনা বাতপানেন ওলোকেন্সসামী'তি ।
 রাজা মূল্লহাতুকো তস্সা বচনং সন্দাহিত্বা কোট্ঠকং
 পাবিসি । সাপি ষো দেবী বাতপানে ঠহ্বা ওলোকেন্তী
 'অন্ধবাল, মহারাজ, কিং নামেতং, অজিকায় সন্ধিং সন্হিং
 করোসী'তি আহ । 'নাহং, ভস্কে, এবরূপং করোমী'তি চ
 বদন্তেপি 'ময়া সামং দিট্ঠং, নাহং তব সন্দাহিস্সামী'তি
 আহ ।

তং সূত্বা রাজা 'অস্মা ইমং কোট্ঠকং পবিট্ঠো একোব
 দ্বিধা পঞ্ণায়তী'তি সন্দাহি । মল্লিকা চিন্তেসি—'অয়ং

*

*

*

'আমি নিজে দেখিয়াছি, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না । তুমি বৃষলী,
 তুমি নিপাত যাও ।'

'মহারাজ, যে কেহ এই স্নানপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে জানালা দিয়া
 তাকাইলে একজনকে দুইজন বলিয়া মনে হয় ।'

'তুমি মিথ্যা বলিতেছ ।'

'মহারাজ, যদি আমাকে বিশ্বাস করেন তাহা হইলে আপনি এই প্রকোষ্ঠে
 প্রবেশ করুন । আমি ঐ জানালা দিয়া আপনাকে দেখিব ।'

রাজা সহজভাবে তাহাকে বিশ্বাস করিলেন এবং প্রকোষ্ঠে প্রবেশ
 করিলেন । মল্লিকাদেবী জানালায় দাঁড়াইয়া অবলোকন করিতে করিতে
 বলিলেন—'মহারাজ, আপনি মূর্খ । কি ব্যাপার বলুন ত । আপনি একটি
 অজ্ঞার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছেন ।'

'ভদ্রে, আমি এইরূপ করি নাই ।'

'আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না ।'

ইহা শুনিয়া রাজা—'নিশ্চয়ই এই কোষ্ঠে প্রবেশ করিলে একজনকে
 দুইজন বলিয়া মনে হয় ।'—বলিয়া বিশ্বাস করিলেন । মল্লিকা চিন্তা

রাজা অন্ধবালতায় ময়া বণ্ডিতো, পাপং মে কতং, অসুখ
 মে অভূতেন অন্ভাচিক্খিতো, ইদং মে কস্মং সথাপি
 জানিস্সতি, দে অঙ্গসাবকাপি, অসীতি মহাসাবকাপি
 জানিস্সন্তি, অহো বত মে ভারিয়ং কস্মং কত'ন্তি । অসু
 কির রঞ্বেণো অসাদিসদানে সহায়িকা অহোসি । তথ চ
 একাদিবসং কতপরিচ্চাগো ধনস্স চুন্দসকোটি-অগ্ঘনকো
 অহোসি । তথাগতস্স সেতচ্ছত্তং নিসীদনপল্লঙ্কো আধারকো
 পাদপীঠ'ন্তি ইমানি পন চত্তারি অনগ্ঘানেব অহেসুং ।
 সা মরণকালে এবরুপং মহাপরিচ্চাগং নানুস্সরিয়া তদেব
 পাপকস্মং অনুস্সরন্তী কালং কথ্বা অবীচিম্হি নিম্বত্তি ।
 রঞ্বেণো পন সা অতিবিয় পিয়া অহোসি । সো বলব-
 সোকাভিভূতো তস্সা সরীরকিচ্ছং কারেয়া নিম্বত্তট্ঠান-
 মস্সা পুচ্ছিস্সামীতি সথু সন্তিকং অগমাসি । সথা

করিলেন—‘রাজার সারল্যের সুযোগ লইয়া আমি তাঁহাকে বণ্ডিত করিয়াছি ।
 আমি পাপ করিয়াছি ; তাহা ছাড়া আমি রাজাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন
 করিয়াছি । আমার এই কর্মের কথা শাস্তা জানিবেন, অগ্রপ্রাবকস্বয় জানিবেন,
 অশীতি মহাপ্রাবকগণ জানিবেন । অহো, আমি কি অন্যায় করিয়াছি ।’
 মল্লিকাদেবী রাজার অসদৃশদানের (অর্থাৎ মহাদানের) সহায়িকা ছিলেন ।
 একদিনেই চৌন্দ কোটি মূল্যের ধন দান করিয়াছিলেন । তথাগতের শ্বেতচ্ছত্র,
 উপবেশনের পালঙ্ক, আধারক (কোন কিছু রাখার ব্যাক্) এবং পাদপীঠ
 —এই চারিটি দ্রব্য ছিল অমূল্য । তিনি মৃত্যুকালে এই সকল মহাদানের
 কথা স্মরণ না করিয়া সেই পাপকর্মের কথা স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে
 পতিত হইয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন । তিনি ছিলেন রাজার অতি
 প্রিয় । তিনি অতীব শোকাভিভূত হইয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া
 —‘সে কোথায় জন্মগ্রহণ করিল, শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিব’ বলিয়া শাস্তার
 নিকট উপস্থিত হইলেন । শাস্তা এমন করিলেন যাহাতে রাজা তাঁহার

যথা সো আগতকারণং ন সরতি, তথা অকাসি । সো সখ্ণু
সন্তিকে সারণীয়ধম্মকথং সদ্ধা গেহং পবিট্ঠকালে সরিদ্ধা
‘অহং ভগে মল্লিকায় নিম্বন্তট্ঠানং পদচ্ছিস্সামী’তি সখ্ণু
সন্তিকং গম্বা পমদট্ঠো, স্বে পদন পদচ্ছিস্সামী’তি
পদনদিবসেপি অগমাসি । সথাপি পটিপাটিয়া সন্ত
দিবসানি যথা সো ন সরতি, তথা অকাসি । সাপি সত্তাহমেব
নিরয়ে পচ্ছিদ্ধা অট্ঠমে দিবসে ততো চুতা তুসিতভবনে
নিববত্তি । কস্মা পনস্স সথা অসরণভাবং অকাসীতি ?
সা কির তস্স অতিবয়়ি পিয়া অহোসি মনাপা, তস্মা তস্সা
নিরয়ে নিম্বন্তভাবং সদ্ধা ‘সচে এবরুপা সদ্ধাসম্পন্না নিরয়ে
নিম্বন্তা, দানং দত্তা কিং করিস্সামী’তি মিচ্ছাদিট্ঠিং
গহেত্তা পণ্ডনং ভিক্খুসতানং গেহে পবন্তং নিচ্ছভত্তং
হরাপেত্তা নিরয়ে নিম্বন্তেয়্য, তেনস্স সথা সত্তাহং অসরণ-

•

•

•

আগমনের কারণ স্মরণ করিতে না পারেন । রাজা শাস্তার নিকট স্মরণীয়
ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রবেশকালে স্মরণ করিলেন—‘আমি ত মল্লিকা
কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে জানিবার জন্য শাস্তার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু
আমি ভুলিয়া গিয়াছি । আগামীকল্য যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব’ বলিয়া পরের
দিন আবার গেলেন । শাস্তাও একদিন একদিন করিয়া সাতদিন এমন করিলেন
যাহাতে রাজা ঐ কথা স্মরণ করিতে না পারেন । মল্লিকাদেবীও সাতদিন
নরকে পক হইয়া অষ্টম দিবসে সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তুষিতভবনে
জন্মগ্রহণ করিলেন । কেন শাস্তা এমন করিলেন যাহাতে রাজা স্মরণ করিতে
না পারেন ? কারণ মল্লিকাদেবী ছিলেন রাজার অতি প্রিয় এবং মনোজ্ঞা,
অতএব তাঁহার নরকে গমনের কথা শুনিলে রাজা ভাবিতেন—‘যদি এইরূপ
শ্রদ্ধাবতী নরকে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে দান দিয়া কি করিব ?’ এবং মিথ্যা-
দৃষ্টির বশীভূত হইয়া তিনি নিত্য তাঁহার গৃহে যে পাঁচশত ভিক্ষু আহার
গ্রহণ করেন সমস্তই বন্ধ করিয়া দিয়া স্বয়ং নরকে উৎপন্ন হইতেন । সেইজন্য
শাস্তা সাতদিন ধরিয়া রাজাকে মল্লিকার কথা স্মরণ করিতে দেন নাই এবং

ভাং কহা অট্টমে দিবসে পিণ্ডায় চরন্তো সয়মেব রাজ-
কুলদ্বারং অগমাসি ।

রাজা 'সখা আগতো'তি স্নহা নিক্খমিহা পত্তং আদায়
পাসাদং অভিরাহিতুং আরভি । সখা পন রথসালায়
নিসীদিতুং আকারং দম্বেসি । রাজা সখারং তথেব
নিসীদাপেহা যাগদুখজ্জকেন পটিমানহা বন্দিহা নিসিন্নোব
'অহং ভন্তে, মল্লিকার দেবিয়া নিব্বত্তট্টানং পুচ্ছিস্সামী'-
তি গম্ভা পমদট্টো, কথং নু খো সা, ভন্তে, নিব্বত্তা'তি ?
'তুসিতভবনে, মহারাজা'তি । 'ভন্তে, তায় তুসিতভবনে
অনিব্বত্তন্তিয়া কো অণ্ডেণো নিব্বত্তিস্সতি ? ভন্তে,
নখি তায় সাদিসা ইথী । তস্সা হি নিসিন্নট্টানাদীসু
'স্বে তথাগতস্স ইদং দম্বেসামি, ইদং করিস্সামী'তি দান-
সম্বিধানং ঠপেহা অণ্ডেণং কিচ্চমেব নখি । ভন্তে, তস্সা

*

*

*

অষ্টমে দিবসে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে করিতে স্বয়ং রাজকুল দ্বারে
যাইয়া উপস্থিত হইলেন ।

রাজা শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া বাহিরে আসিয়া শাস্তার ভিক্ষাপাত্র
গ্রহণ করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিতে লাগিলেন । শাস্তা তাঁহাকে ইঙ্গিত
করিলেন যে তিনি রথশালাতেই আসন গ্রহণ করিবেন । রাজা শাস্তাকে
সেই স্থানেই উপবেশন করাইয়া যাগদু এবং শূঙ্ক খাদ্য পরিবেশন করিয়া
বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমি মল্লিকাদেবী কোথায় জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া যাইয়া (বারবার) বিস্মৃত হইয়াছি ।
ভন্তে, সে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে ?'

'মহারাজ, তুসিতভবনে ।'

'ভন্তে, সে তুসিতভবনে জন্ম লইবেনা ত কে লইবে ? তাহার মত স্ত্রী
দুল্লভ । তিনি যেই অবস্থাতেই থাকুন না কেন—'আগামীকাল তথাগতকে
ইহা দিব, ইহা করিব' এইভাবে দানের ব্যবস্থা করা ব্যতীত তাঁহার অন্য কাজ

পরলোকং গতকালতো পট্টায় সরীরং মে ন বহতী'তি ।
 অথ নং সখা 'মা চিন্তয়ি, মহারাজ, সম্বেসং ধুবধম্মো
 অয়'ন্তি বহ্বা 'অয়ং, মহারাজ, রথো কস্সা'তি পদুচ্ছি । তং
 সদ্ভা রাজা সিরস্মি অঞ্জলিং পতিট্টাপেত্বা 'পিতামহস্স
 মে, ভন্তে'তি । 'অয়ং কস্সা'তি ? 'পিতু মে, ভন্তে'তি ।
 'অয়ং পন রথো কস্সা'তি ? 'মম, ভন্তে'তি । এবং বদন্তে
 সখা, 'মহারাজ, তব পিতামহস্স রথো তেনেবাকারেন তব
 পিতু রথং ন পাপদুণি, তব পিতু রথো তব রথং ন পাপদুণি,
 এবরুপস্স নাম কট্টকলিঙ্গরস্সাপি জরা আগচ্ছতি, কিমঙ্গ
 পন অন্তভাবস্স । মহারাজ, সম্পদুরিধম্মস্সেব হি জরা নথি,
 সত্তা পন অজীরকা নাম নথী'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

ছিল না । ভস্বে, তিনি পরলোকে গমনের সময় হইতে আমার শরীর আর
 চলিতেছে না ।' তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ, চিন্তা করিবেন
 না । সকলেরই এই গতি নিশ্চিত ।' তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

'মহারাজ, এই রথটি কাহার ?'

তাহা শুনিয়া রাজা অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন—
 'ভস্বে, আমার পিতামহের ।'

'ইহা কাহার ?'

'ভস্বে, আমার পিতার ।'

'এই রথটি কাহার ?'

'ভস্বে, আমার ।'

এইরূপ উক্ত হইলে শাস্তা বলিলেন—'মহারাজ, আপনার পিতামহের রথ
 একই আকারে আপনার পিতার নিকট আসে নাই । আপনার পিতার রথ
 একই আকারে আপনার নিকট পৌঁছে নাই । এইভাবে কাষ্ঠ-খড়্গকুটাও
 জরাগ্রস্ত হয়, এই (রক্তমাংসের) শরীরের ত প্রশ্নই নাই । মহারাজ, সংপদুর
 ধর্মেরই কেবল জরা নাই, জীর্ণ হইবে না এইরকম কোন সত্ত্ব নাই ।'—এই
 কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘জীরিস্তি বে রাজরথা সদ্‌চিন্তা,

অথো সরীরম্পি জরং উপেতি ।

সতগু ধম্মো ন জরং উপেতি,

সন্তো হবে সন্নি পবেদয়ন্তী’তি । ১৫১ ।

তথ ‘বে’তি নিপাতো । ‘সদ্‌চিন্তা’তি সন্তিহ রতনেহি
অপরেহি চ রথালঙ্কারেহি সদ্‌চিৎতা চিন্তিতা রাজদ্বনং রথাপি
‘জীরিস্তি’ । ‘সরীরম্পী’তি ন কেবলং রথা এব, ইদং
সদ্পটির্জগিতং সরীরম্পি খিণ্ডিতাদীনি পাপদুগন্তং ‘জরং
উপেতি’ । ‘সতগু’তি বুদ্ধাদীনং পন সন্তানং নবাবিধো
লোকুত্তরধম্মো চ কিঞ্চি উপঘাতং ন উপেতী’তি ‘ন জরং
উপেতি’ নাম । ‘পবেদয়ন্তী’তি এবং ‘সন্তো’ বুদ্ধাদয়ো
‘সন্নি’ পণ্ডিতেহি সন্নিধং কথন্তী’তি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্‌ণিসদ্‌তি ।

মল্লিকাদেবীবথু ছট্‌ঠং ।

‘বিচিত্র রাজরথ জীর্ণ’ হয়, তদ্রূপ মনুষ্যদেহও জরাপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু
পুণ্যাত্মাদিগের ধর্ম জরার অতীত, তাঁহারা সাধুগণের সমীপে এইরূপই
বলিয়া থাকেন ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ১৫১ ।

অন্বয় : এখানে ‘বে’ শব্দ নিপাত । ‘সদ্‌চিন্তিত’ সপ্ত রত্নের দ্বারা এবং
অন্যান্য রথালঙ্কারের দ্বারা সদৃষ্টভাবে চিত্রিত রাজাদের রথও জীর্ণতা প্রাপ্ত
হয় । ‘শরীরও’ শব্দ রথ নহে, এই উক্তমরূপে পৃষ্ট শরীরও খিণ্ডিতাদি
অর্থাৎ শ্লথচর্মতা, পল্লকেশতা প্রভৃতি অব্যাহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীর্ণ হইতে
থাকে । ‘সং ব্যক্তিদের’ বুদ্ধাদি পুণ্যাত্মাগণের নিকট বর্তমান নববিধ
লোকোত্তরধর্ম কিঞ্চিৎমাাত্রায়ও উপঘাত প্রাপ্ত হয় না, জরাগ্রস্ত হয় না । ‘বলিয়া
থাকেন’ এই প্রকারে ‘সন্ত’ বুদ্ধাদি ‘সাধুগণের সহিত’ পণ্ডিতগণের সহিত
বলিয়া থাকেন—এই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

। মল্লিকাদেবীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

লালুদায়িথেরবন্ধু । ৭

‘অপ্পস্সদুতায়’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
লালুদায়িথেরং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির মঙ্গলং করোস্তানং গেহং গন্ত্বা ‘তিরোকুড্ডেসদু
তিট্ঠন্তী’তি আদিনা নয়েন অবমঙ্গলং কথোতি, অবমঙ্গলং
করোস্তানং গেহং গন্ত্বা তিরোকুড্ডাদীসদু কথোতস্সেসদু
‘দানণ্ড ধম্মচরিয়্যা চা’তি আদিনা নয়েন মঙ্গলগাথা বা ‘যং
কিণ্ড বিত্তং ইধ বা হরুং বাণীতি রতনসদুত্তং বা কথোতি ।
এবং তেসদু তেসদু ঠানেসদু ‘অএঃঞং কথেস্সামী’তি অএঃঞং
কথোন্তোপি ‘অএঃঞং কথেসী’তি ন জানাতি । ভিক্খু
তস্স কথং সদুত্বা সথদু অরোচেসদু—‘কিং, ভস্কে, লালুদা-
য়িস্স মঙ্গলামঙ্গলট্ঠানেসদু গমনেন, অএঃঞস্মিং কথোতস্সে

*

*

*

লালুদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান । ৭ ।

‘জ্ঞানহীন ব্যক্তি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
লালুদায়ি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষু যাঁহারা শুভকাজ করিতেছেন তাঁহাদের গৃহে যাইয়া ‘প্রেতগণ
গৃহপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান—’ ইত্যাদি [খৃন্দকপাঠের অন্তর্গত
‘তিরোকুড্ড’ সূত্র দ্রষ্টব্য] অশুভ কথা আবৃত্তি করিয়া থাকেন । আবার
যাঁহারা পারলৌকিক ক্রিয়াদি অশুভকাজ করিতেছেন তাঁহাদের গৃহে যাইয়া
‘দান দেওয়া, ধর্মচরণ করা...’ ইত্যাদি [খৃন্দকপাঠের অন্তর্গত ‘মঙ্গলসূত্র’
দ্রষ্টব্য] ইত্যাদি মঙ্গলগাথা বা ‘ইহলোকে এবং পরলোকে যত রত্ন আছে’
ইত্যাদি রতনসদুত্ত আবৃত্তি করিয়া থাকেন । যেখানেই তিনি যান না কেন
এককথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা বলিয়া থাকেন এবং জানেন না যে তিনি
যাহা বলিবেন বলিয়া ভাবিয়াছেন তাহা বলেন নাই । ভিক্ষুগণ তাঁহার কথা
শুনিয়া শাস্তাকে জানাইলেন—‘ভস্কে, লালুদায়ির শুভাশুভ কাজের স্থানে
যাওয়া নিরর্থক । কারণ তিনি এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা বলিয়া

অঞ্ঞমেব কথেষীতি । সথা 'ন, ভিক্খবে, ইদানেবেস
এবং কথেষি, পুস্বেপি অঞ্ঞস্মিৎ কথেষে অঞ্ঞমেব
কথেষীতি বহু অতীতং আহরি—

অতীতে কির বারাগসিয়ং অগ্নিদত্তস্স নাম ব্রাহ্মণস্স পুত্তো
সোমদত্তকুমারো নাম রাজানং উপট্ঠহি । সো রঞ্ঞা
পিয়ো অহোসি মনাপো । ব্রাহ্মণো পন কসিকস্মং নিস্সায়
জীবতি । তস্স দ্বয়েব, গোণা অহেসদং । তেসদ একো
মতো । ব্রাহ্মণো পুত্তং আহ—‘তাত, সোমদত্ত, রাজানং
মে যাচিহ্না একং গোণং আহরা’তি । সোমদত্তো ‘সচাহং
রাজানং যাচিস্সামি, লহুভাবো মে পঞ্ঞায়িস্সতী’তি
চিন্তেহ্না ‘তুম্হেষেব, তাত, রাজানং যাচথা’তি বহু ‘তেন
হি, তাত, মং গহেহ্না যাহী’তি বহু চিন্তেসি—‘অয়ং
ব্রাহ্মণো দন্ধপঞ্ঞো অভিক্কমাদিবচনমত্তম্পি ন জানাতি,

*

*

*

আসেন ।’ শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, শৃদ্ধ এইবারেই নহে, পূর্বজন্মেও
তিনি এককথা বলিতে যাইয়া অন্যকথা বলিয়াছেন’ বলিয়া অতীতের কাহিনী
বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

অতীতে বারাগসীতে অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের পুত্র সোমদত্ত কুমার রাজার সেবক
ছিলেন । তিনি রাজার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন । ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম করিয়া
জীবিকা নিবাহ করিতেন । তাঁহার দুইটি মাত্র গরু ছিল । তাহার মধ্যে
একটি মারা গিয়াছে । ব্রাহ্মণ পুত্রকে বলিলেন—‘বাবা সোমদত্ত, রাজাকে
বলিয়া আমার জন্য একটি গরুর ব্যবস্থা করিয়া দাও ।’ সোমদত্ত চিন্তা
করিলেন—‘যদি আমি রাজার কাছে চাই, আমি রাজার চোখে ছোট হইয়া
যাইব’ । তাই তিনি পিতাকে বলিলেন—‘পিতঃ, আপনিই রাজার নিকট
প্রার্থনা করুন ।’

‘তাহা হইলে বাবা আমাকে লইয়া যাও ।’ পুত্র চিন্তা করিলেন—
‘এই ব্রাহ্মণের বুদ্ধিশুদ্ধি কম ; প্রথম দর্শনে কি বলিতে হয় এবং ফিরিয়া

অঞ্ঞাঙ্গিঃ বত্ত্বে অঞ্ঞাঙ্গমেব বদতি, সিক্খাপেহা
পন নং নেস্সামী’তি । সো তং আদায় বীরগণশ্চকং নাম
সুসানং গম্ভা তিণকলাপে বন্ধিত্বা ‘অয়ং রাজা অয়ং
উপরাজা । অয়ং সেনাপতী’তি নামানি কত্ত্বা পটিপাটিয়া
পিতু দস্সেহা ‘তুম্হেহি রাজকুলং গম্ভা এবং অভিক্খ-
মিতব্বং, এবং পটিক্কমিতব্বং, এবং নাম রাজা বত্ত্বেহা, এবং
নাম উপরাজা, রাজানং পন উপসঙ্কমিত্বা ‘জয়তু ভবং,
মহারাজা’তি বত্ত্বা এবং ঠত্ত্বা ইমং গাথং বত্ত্বা গোণং যাচেয্যা-
থা’তি গাথং উগ্গণ্হাপেসি—

‘ও মে গোণা মহারাজ, যোহি খেত্তং কসামসে ।

তেসদু একো মতো দেব, দদুতিয়ং দেহি খত্তিয়া’তি ॥

সো হি সংবচ্ছরমত্তেন তং গাথং পগুণং কত্ত্বা পগুণভাবং
পদুত্তস্স আরোচেহা ‘তেন হি, তাত, কণ্ণিদেব পল্লাকারং

*

*

*

আসার সময় কি বলিতে হয় তাহাও জানেন না । এক কথা বলিতে
যাইয়া অন্য কথা বলেন । আমি তাঁহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া লইয়া
যাইব ।’ তিনি পিতাকে ‘বীরগণশ্চক’ নামক শ্মশানে লইয়া যাইয়া তৃণকলাপ
বাঁধিয়া (রাজা, উপরাজ ও সেনাপতির মূর্তি বানাইয়া) পিতাকে দেখাইয়া
বলিলেন—‘ইনি রাজা, ইনি উপরাজ এবং ইনি সেনাপতি’ । এইভাবে পরপর
দেখাইয়া আবার বলিলেন—‘আপনি রাজকুলে যাইয়া এইভাবে অগ্রসর হইবেন
এবং এইভাবে ফিঁয়িয়া আসিবেন । রাজাকে এইরূপ বলিবেন এবং উপরাজকে
এইরূপ বলিবেন । রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ‘মহারাজ আপনার জয়
হউক’ বলিয়া দাঁড়াইয়া এই গাথাটি বলিয়া গরু চাহিবেন’ বলিয়া গাথাটি
শিখাইয়া দিলেন—

‘মহারাজ, আমার দুইটি গরু দিয়া চাষ করিতাম । মহারাজ, একটি
গরু মারা গিয়াছে । হে ক্ষত্রিয়, আমাকে একটি গরু দান করুন ।’

গাথাটি মন্থস্ত করিতে ব্রাহ্মণের এক বছর লাগিল । পুত্রকে আবৃত্তি
করিয়া শুনাইলেন । তখন পুত্র বলিলেন—‘ঠিক আছে, পিতঃ, আপনি

আদায় আগচ্ছথ, অহং পদ্রিমতরং গন্ডা রঞ্ঞো সন্তিকে
ঠস্সামী'তি বদন্তে 'সাধু, তাতা'তি পল্লাকারং গহেহা সোম-
দত্তস্স রঞ্ঞো সন্তিকে ঠিতকালে উস্সাহম্পত্তো রাজকুলং
গন্ডা রঞ্ঞো তুট্ঠচিন্তেন কতপটিসম্মাদনো, 'তাত,
চিরস্সং বত আগতথ, ইদম্মাসনং নিসীদিহা বদথ, যেনথো'তি
বদন্তে ইমং গাথমাহ—

‘দে মে গোণা মহারাজ, যোহি খেত্তং কসামসে ।

তেসদ একো মতো দেব, দদ্বীতয়ং গণ্হ খত্তিয়া'তি ॥

রঞ্ঞো 'কিং বদেসি, তাত, পদ্বন বদেহী'তি বদন্তেপি
তমেব গাথং আহ । রাজা তেন বিরজ্জিহা কথিতভাবং
ঞহা সিতং কহা, 'সোমদত্ত, তুম্হাকং গেহে বহু মঞ্ঞে
গোণা'তি বহা 'তুম্হেহি দিনা বহু, ভবিস্সন্তি, দেবা'তি
বদন্তে বোধিসত্তস্স তুস্সিহা ব্রাহ্মণস্স সোলস গোণে

•

•

•

কোন একটা উপহার (রাজাকে দিবার জন্য) লইয়া আসুন । আমি পূর্বে
যাইয়া রাজার নিকট আমার নির্দিষ্ট স্থানে থাকিব ।’

‘বেশ বাবা, তাহাই হউক’ বলিয়া ব্রাহ্মণ উপহার লইয়া সোমদত্ত রাজার
নিকট থাকিবে জানিয়া উৎসাহিত হইয়া রাজকূলে গেলেন । রাজা তুট্ঠচিন্তে
তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘বাবা, অনেক দিন পরে আপনাকে
দেখিতেছি । এই আসনে বসুন এবং বলুন আপনার কি প্রয়োজন ।’ ব্রাহ্মণ
তখন গাথায় বলিলেন—

‘মহারাজ, আমার দুইটি গরু দিয়া চাষ করিতাম । মহারাজ, একটি
গরু মারা গিয়াছে । হে ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় গরুটি গ্রহণ করুন ।’

রাজা বলিলেন—‘বাবা, আপনি কি বলিলেন আবার বলুন ত !’ ব্রাহ্মণ
পদ্বনরায় সেই গাথাই বলিলেন । রাজা ভাবিলেন যে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ কথার
খেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাই তিনি মূঢ়কি হাসিয়া বলিলেন—‘সোমদত্ত,
তোমাদের বাড়ীতে বোধ হয় অনেক গরু আছে ?’ (বুদ্ধিমান) সোমদত্ত
বলিলেন—‘মহারাজ, যাহা আছে সমস্তই আপনার দান ।’ রাজা বোধিসত্তের

অলঙ্কারভণ্ডকং নিবাসগামগুপ্তস ব্রাহ্মদেয়াং দত্তা মহন্তেন
যসেন ব্রাহ্মণং উষ্যোজেসীতি ।

সথা ইমং ধম্মদেসনং আহরিয়া ‘তদা রাজা আনন্দো
অহোসি, ব্রাহ্মণো লালদায়ী, সোমদন্তো পন অহমেবা’তি
জাতকং সমোধানেত্বা ‘ন, ভিক্ষবে, ইদানেব, পদুস্বেপেস
অন্তনো অম্পসসুততায় অঞ্‌ঞস্মিং বন্তবে অঞ্‌ঞমেব
বদতি । অম্পসসুতপদুরিসো হি বলিবন্দসাদিসো নাম
হোতী’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘অম্পসসুতায়ং পদুরিসো, বলিবন্দোব জীরতি ।
মংসানি তস্স বড্‌টন্তি, পঞ্‌ঞা তস্স ন বড্‌টতী’তি । ১৫২ ।
তথ ‘অম্পসসুতায়’ন্তি একস্স বা দ্বিন্নং বা পন্নাসকানং ।
অথ বা পন বগ্গানং সস্বন্তিমেণ পরিচ্ছেদেন একস্স বা
দ্বিন্নং বা সুত্তন্তানং বাপি অভাবেণ অম্পসসুতো অয়ং ।

*

*

*

(—সোমদন্তের) কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে ষোলটি গরু, স্বর্ণালংকার,
গৃহ-সামগ্রী এবং নিবাসের জন্য একটি গ্রাম স্বত্বত্যাগপূর্বক দান করিয়া
সসম্মানে বিদায় দিলেন ।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা করিয়া—‘তখন রাজা ছিলেন আনন্দ, ব্রাহ্মণ ছিলেন
লালদায়ী এবং সোমদন্ত ছিলাম আমি’ এইভাবে জাতকের সমবধান করিয়া
বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, শৃদ্ধ এইবারেই নহে, পূর্বেও এই ব্যক্তি নিজের
অজ্ঞতাবশতঃ এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা বলিয়াছিলেন । অজ্ঞ ব্যক্তি
বলীবদ’সদৃশ’—এই কথা বলিয়া নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিলেন—

‘জ্ঞানহীন ব্যক্তি বলীবদের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । তাহার মাংসই বর্ধিত
হয়, প্রজা বর্ধিত হয় না ।’

—ধম্মপদ, স্লোক, ১৫২ ।

অন্বয় : যে ব্যক্তি এক বা দুই বা পঞ্চাশ অথবা বর্গসমূহের সর্বশেষ
পরিচ্ছেদ অথবা সূত্রান্তের এক বা দুইটি গাথাও শিক্ষা করিতে পারে না,
সে ‘অম্পগ্রুত’ বা জ্ঞানহীন । যিনি ‘কর্মস্থান’ গ্রহণ করিয়া ধ্যান-সমাধিতে

কল্পট্টানং পন উগ্গাহেহা অনদ্দুজ্জন্তো বহুস্সুতোব ।
 ‘বলিবন্দোব জীরতী’তি যথা হি বলিবন্দো জীবমানো
 বড্ঢ়মানো নেব মাতু, ন পিতু, ন সেসঞাতকানং অথায়
 বড্ঢ়তি, অথ খো নিরথকমেব জীরতি, এবমেবং অয়ম্পি
 ন উপজ্জায়বত্তং কেরোতি, ন আচারিয়বত্তং, ন আগন্তুক-
 বত্তাদীনী, ন ভাবনারামতং অনদ্দুজ্জতি, নিরথকমেব
 জীরতি, ‘মংসানি তস্স বড্ঢ়ন্তী’তি যথা বলিবন্দস্স ‘যুগ-
 নঙ্গলাদীনী বহিতুং অসমথো এসো’তি অরঞ্ণে বিন্নস্ট-
 ঠস্স তথ্বেব বিচরন্তস্স খাদন্তস্স পিবন্তস্স মংসানি
 বড্ঢ়ন্তি, এবমেব ইমস্সাপি উপজ্জায়াদীনীহ বিন্নস্টঠস্স
 সত্ত্বং নিস্সায় চত্তারো পচ্চয়ে লভিত্বা উদ্ধবিরেচনাদীনী
 কত্ত্বা কায়ং পোসেন্তস্স মংসানি বড্ঢ়ন্তি, থুলসরীরো
 হুত্ত্বা বিচরতি । ‘পঞ্ণে তস্সা’তি লোকিয়লোকুত্তরা
 পনস্স পঞ্ণে একঙ্গুলমত্তাপি ‘ন বড্ঢ়তি’ অরঞ্ণে পন

*

*

*

নিমগ্ন থাকেন, তিনি বহুশ্রুত বা জ্ঞানবান । ‘বলীবদের ন্যায় জীর্ণ
 হয়’—যেমন বলীবর্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মাতা, পিতা বা অন্য কোন জ্ঞাতির
 জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, নিরর্থকই জীর্ণ হয় (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়), তদ্রূপ
 নিবোধ শিষ্য উপাধ্যায়ব্রত, বা আচার্যব্রত বা আগন্তুকব্রত কিছুই না করিয়া
 বা ধ্যান-সমাধিতে রত না থাকিয়া, নিরর্থক জীর্ণ হয়, ‘তাহার মাংসই
 বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়’—কৃষক যেমন ‘যুগ এবং লাঙ্গল বহন করিতে অসমর্থ বলিয়া’
 বলীবর্দকে অরণ্যে ছাড়িয়া দেয় এবং সেখানে সে যথেষ্ট বিচরণ করিয়া খাদ্য-
 পানীয় গ্রহণ করিয়া নিজের মাংসই বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ অজ্ঞ শিষ্যও
 আচার্য-উপাধ্যায় দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চতুর্প্রত্যয়
 লাভ করিয়া সাধু-সংজ্ঞনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া দেহমাংস বৃদ্ধি
 করে এবং স্থূল শরীর লইয়া বিচরণ করে । ‘তাহার প্রজ্ঞা’ অর্থাৎ ইহাতে
 তাহার জৌকিক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞা সামান্যও ‘বাড়ে না’ । অরণ্যে বৃদ্ধ-

গচ্ছলতাদীনি বিয় ছ দ্বারানি নিস্সান্ন তণ্হা চেব নববিধ-
মানো চ বড্ঢতীতি অথো ।

দেশনাবসানে মহাজনো সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গীতি ।

লালদায়িথেরবথদ্ সন্তমং ।

*

*

*

লতাদির ন্যায় নিজের মধ্যে ষড়্ দ্বার দিয়া তৃষ্ণা ও নববিধ মান বৃদ্ধিই পায়—
ইহাই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

। লালদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



উদানবন্ধু । ৮

‘অনেকজাতিসংসার’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সখা বোধিরুদ্ধম্ভুলে নিসিন্নো উদানবসেন উদানেত্বা অপরাভাগে আনন্দ-
থেৱেন পদুট্টো কথেসি ।

সো হি বোধিরুদ্ধম্ভুলে নিসিন্নো সূৱিয়ে অনথঙ্গতেয়েব
মারবলং বিদ্ধংসেত্বা পঠমযামে পদুৱেনিবাসপটিচ্ছাদকং তমং
পদালেত্বা মজ্জিমযামে দিব্বচক্খং বিসোধেত্বা পচ্ছিমযামে
সন্তেসু কারুণ্ণ্যতং পটিচ্চ পচ্ছাৱাকারে ঞ্ণাণং ওতারেত্বা
তং অনুলোমপটিলোমবসেন সম্মসন্তো অরুণ্ণগমনবেলায়
সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্জিত্বা অনেকেহি বুদ্ধসতসহস্বেহি
অবিজাহতং উদানং উদানেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘অনেকজাতিসংসারং, সন্ধাবিস্সং অনিৱিস্সং ।

গহকারং গবেসন্তো, দুদ্ধা জাতি পদুৱ্পদুৱং । ১৫৩ ।

*

*

*

উদানবন্ধু । ৮ ।

‘অনেক জন্ম-জন্মান্তর’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা বোধিবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট
অবস্থায় প্রীতিগাথাম্বরূপ উচ্চারিত করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে
আনন্দ স্থবিরের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া আবার ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি বোধিবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই মারবল ধ্বংস
করিয়া রাত্রির প্রথম যামে পূর্বেনিবাসের আচ্ছাদনকারী অন্ধকারকে বিদূরিত
করিয়া, রাত্রির মধ্যম যামে দিব্যচক্ষু বিশোধিত করিয়া, রাত্রির অন্তিম যামে
সত্ত্বগণের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ প্রত্যাকারে (= প্রতীত্যসমুৎপাদজ্ঞানে)
জ্ঞানচক্ষু প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে অনুলোম-প্রতিলোমবশে ধ্যান করিয়া
অরুণোদয়ের সময় সম্যক্ সম্বোধিকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া অনেক শত-
সহস্র বুদ্ধের দ্বারা অপরিত্যক্ত উদানগাথা উচ্চারণ করিতে যাইয়া এই গাথা
ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘জ্ঞানাভাবে এই দেহরূপ গৃহের কারকের সম্বন্ধে আমি বহু জন্ম

‘গৃহকারক দিট্ঠোসি, পুন গেহং ন কাহসি ।

সম্বা তে ফাসদুকা ভঙ্গা, গহকুটং বিসম্বতং ।

বিসম্বথারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মম্বগা’তি । ১৫৪ ।

তথ ‘গৃহকারং গবেসন্তো’তি অহং ইমস্স অন্তভাবসম্বতস্স গেহস্স কারকং তণ্হাবড্ঢকিং গবেসন্তো যেন এণাণেন সন্ধা তং দট্ঠদুং, তস্স বোধিএণাণস্সথায় দীপস্করপাদমূলে কতাভিনীহারো এত্তকং কালং ‘অনেকজাতিসংসারং’ অনেক-জাতিসতসহস্সসম্বাতং ইমং সংসারবট্টং ‘অনিম্বিসং’ তং এণাণং অবিন্দন্তো অলভন্তোযেব ‘সম্বাবিসং’ সংসারিং, অপরাপরং অনাবিচরিন্তি অথো । ‘দুঃখা জাতি পুনপ্পদনং’তি ইদং গৃহকারকগবেসনস্স কারণবচনং । যস্মা জরাব্যাদিমরণমিস্সিতায় জাতি নামেসা পুনপ্পদনং উপগন্তুং

ছুটিয়াছি (অতিক্রম করিয়াছি) । (দেখিলাম যে) পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করা দুঃখকর ।

‘হে গৃহকারক ! এইবার তোমাকে দেখিয়াছি । আর এই (দেহরূপ) গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না । তোমার পশুদাসকল ভগ্ন ও গৃহকুট বিদীর্ণ হইয়াছে । সংস্কারমুক্ত (=নির্বাণগত) আমার চিত্তের সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক, ১৫৩-১৫৪ ।

অন্বয় : ‘গৃহকারকের সম্বন্ধান করিতে করিতে’ অর্থাৎ আমি এই দেহরূপ গৃহের নির্মাতা তৃষ্ণারূপ সূত্রধরকে অনুসম্বন্ধান করিতে করিতে যে জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় সেই বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য দীপস্কর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করি । তারপর এককাল যাবত ‘অনেকজাতিসংসার’ অর্থাৎ অনেক শতসহস্র জন্ম নামক সংসারবত’ ধরিয়া সেই জ্ঞানকে না জানিয়া, লাভ না করিয়া ‘ছুটিয়া চলিয়াছি’, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বিচরণ করিয়াছি । ‘পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখকর’ ইহা গৃহকারক-গবেষণের কারণবচন । যেহেতু জরা-ব্যাদি-মরণ মিশ্রিত এই জন্ম, তাই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করা দুঃখই ।

দুঃখা, ন চ সা তস্মিং অদিট্টে নিবর্ততি । তস্মা তং
 গবেসন্তো সন্ধাবিস্সন্তি অথো । ‘দিট্টোসী’তি সস্বপ্ণ-
 ঞ্জতঞাণং পটিবিস্সন্তেন ময়া ইদানি দিট্টোসি । ‘পদ্ন
 গেহ’ন্তি পদ্ন ইমস্মিং সংসারবট্টে অন্তভাবসংখাতং মম গেহং
 ‘ন কাহসি’ । ‘সস্বা তে ফাসদুকা ভগ্গা’তি ত্বব সস্বা
 অবসেসা কিলেসফাসদুকা ময়া ভগ্গা । ‘গহকুটং বিসংখাত’-
 ন্তি ইমস্স তয়া কতস্স অন্তভাবগেহস্স অবিস্সজাসংখাতং
 কল্লিকমন্ডলম্পি ময়া বিদ্ধংসিতং । ‘বিসংখারগতং চিত্ত’ন্তি
 ইদানি মম চিত্তং বিসংখারং নিব্বানং-আরম্মণকরণবসেন
 গতং অনদুপবিট্টং । ‘তণ্হানং খয়মস্বগা’তি তণ্হানং
 খয়সংখাতং অরহত্তং অধিগতোস্মীতি ।

উদানবন্ধু অট্টমং ।

গৃহকারক তৃষ্ণাকে না দেখিলে (অর্থাৎ তৃষ্ণার সন্ধান না পাইলে) জন্মের শেষ
 হয়না । তাই ইহাকে (তৃষ্ণাকে) সন্ধান করিতে করিতে, ছুটিয়া চলে এই
 অর্থ । ‘দৃষ্ট হইয়াছে’—সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভের দ্বারা এখন তুমি আমার দৃষ্ট
 হইয়াছে । ‘পদ্নরায় গৃহ’—অর্থাৎ পদ্নরায় এই সংসারবর্তে এই দেহরূপ
 আমার গৃহ আর তৈয়ার করিতে ‘পারিবেনা’ । ‘তোমার সমস্ত পাশদুকা ভগ্ন
 হইয়াছে’ তোমার সমস্ত ক্লেশরূপ পাশদুকা আমার দ্বারা ভগ্ন হইয়াছে ।
 ‘গৃহকুট বিদীর্ণ হইয়াছে’ তোমার দ্বারা কৃত এই দেহরূপ গৃহের অবিদ্যা
 নামক গৃহচূড়া আমার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । ‘চিত্ত সংস্কারমুক্ত
 হইয়াছে’ অর্থাৎ এখন আমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত হইয়াছে, আলম্বনকরণবশে
 নিবাণে ‘গত’ অনদুপবিষ্ট হইয়াছে । ‘তৃষ্ণাসমূহের ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে’ তৃষ্ণা-
 ক্ষয় নামক অহং ভ্রম আমি লাভ করিয়াছি—এই অর্থ ।

। উদানবন্ধু সমাপ্ত ।

মহাধনসেট্টিগুণ্ডেবখু । ১

‘অচরিহা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা ইসিপতনে মিগদায়ে
বিহরন্তো মহাধনসেট্টিপদন্তং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির বারাণসিয়ং অসীতকোটিবিভবে কুলে নিব্বত্তি ।
অথস্স মাতাপিতরো চিস্তেসুং—‘অম্‌হাকং কুলে মহা-
ভোগক্‌খন্ধো, পদন্তস্স নো হথে ঠপেহা যথাসুখং পরি-
ভোগং করিস্সাম, অঞ্ঞেণ কস্মেন কিচ্চং নখী’তি । তং
নচ্চগীতবাদিতমন্তমেব সিক্‌খাপেসুং । তস্মিংষেব নগরে
অঞ্ঞস্মিং অসীতকোটিবিভবে কুলে একা ধীতাপি
নিব্বত্তি । তস্সাপি মাতাপিতরো তথেব চিস্তেহা তং
নচ্চগীতবাদিতমন্তমেব সিক্‌খাপেসুং । তেসং বয়স্পত্তানং
আবাহবিবাহো অহোসি । অথ নেসং অপরভাগে মাতা-
পিতরো কালমকংসু । হে অসীতি কোটিধনং একস্মিংষেব

*

*

*

মহাধনশ্রেষ্ঠিগুণ্ডের উগাখ্যান । ১ ।

‘আচরণ না করিয়া’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ইসিপতন মৃগদাবে অবস্থান-
কালে মহাধনশ্রেষ্ঠিপদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি বারাণসীতে অশীতি কোটি বৈভবসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । তখন তাঁহার মাতাপিতা চিন্তা করিলেন—‘আমাদের বংশে মহা-
ভোগস্কন্ধ (অর্থাৎ অনেক বৈভব) আছে, পদ্রের হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া
সুখে ভোগ করিব, পদ্রেরও অন্য কোন কর্মের প্রয়োজন নাই ।’ তাঁহারা
তাঁহাকে (পদ্রকে) নাচ-গান-বাজনাই শিক্ষা দিলেন । সেই নগরে অন্য এক
অশীতি কোটি বৈভবসম্পন্ন কুলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । তাহার
মাতাপিতাও অনুরূপভাবে চিন্তা করিয়া তাহাকে নাচ-গান-বাজনাই শিক্ষা
দিয়াছিলেন । তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উভয়ের মধ্যে আবাহ-বিবাহ
হইল । একদিন তাহাদের মাতাপিতা পরলোক গমন করিলেন । দূই

গেহে অহোসি। সেট্ঠিপদত্তো দিবসস্স তিক্খত্তুং
 রঞ্ণেয়া উপট্ঠানং গচ্ছতি। অথ তস্মিং নগরে ধুত্তা
 চিন্তেসুং—“সচায়ং সেট্ঠিপদত্তো সুদুরাসোডো ভবিম্সতি,
 অম্হাকং ফাসুকং ভবিম্সতি, উগ্গণ্হাপেম নং
 সুদুরাসোডভাব’ন্তি। তে সুদুরং আদায় খজ্জকমংসে
 চেব লোণসক্খরা চ দম্মসস্তু বন্ধিত্বা মূলকন্দে গহেত্বা
 তস্স রাজকুলতো আগচ্ছন্তস্স মগ্গং ওলোকয়মানা
 নিসীদিত্বা তং আগচ্ছন্তং দিম্বা সুদুরং পিবিত্বা লোণসক্খরং
 মূখে থিপিহিত্বা মূলকন্দং ডংসিত্বা ‘বস্সসতং জীব সামি,
 সেট্ঠিপদত্ত, তং নিম্সায় ময়ং খাদনাপিবনসমথা ভবেয়্যামা’তি
 আহংসু। সো তেসং বচনং সুদুত্বা পচ্ছতো আগচ্ছন্তং
 চ্দলপট্ঠাকং পদুচ্ছি—‘কিং এতে পিবন্তী’তি। ‘একং
 পানকং সামী’তি। ‘মনাপজাতিকং এত’ন্তি? ‘সামি, ইমস্মিং

অশীতি কোটি ধন একই গৃহে হইল। শ্রেষ্ঠিপদত্ত দিনে তিনবার রাজসেবায়
 যাইতেন। একদিন সেই নগরের কিছু ধূর্ত ব্যক্তি চিন্তা করিল—‘যদি
 এই শ্রেষ্ঠিপদত্তকে মাদকাসক্ত করিতে পারি আমাদের মহাসুখ হইবে।
 অতএব আমরা তাহাকে মদ্যপান করিতে শিখাইব।’ একদিন তাহারা
 সুদুরা লইয়া শূদ্র খাদ্য, ঝলসানো মাংস, ও কাল লবণের খণ্ড ধূতির
 কোঁচায় বাঁধিয়া কন্দজ মূল (অর্থাৎ মূলা) চিবাইতে চিবাইতে রাজবাড়ী
 হইতে শ্রেষ্ঠিপদত্তের আগমনের পথের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিয়া তাহাকে
 আসিতে দেখিয়া সুদুরা পান করিল, কাল লবণ মূখে দিল এবং মূলাতে কামড়
 বসাইয়া বলিল—‘হে শ্রেষ্ঠিপদত্ত, আপনার শতায়ু হউক, আপনার জন্যই
 আমরা পানভোজন করিতে পারিতেছি।’ তিনি তাহাদের কথা শুনিয়া
 পশ্চাতে আগমনরত দাসবালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ইহারা কি পান
 করিতেছে?’

‘প্রভু, একরকম পানীয়।’

‘ইহা সুস্বাদ কি?’

জীবলোকে ইমিনা সদিসং পাতস্বযদুত্তকং নাম নথী'তি । সো
 'এবং সন্তে ময়াপি পাতুং বটুতী'তি থোকংথোকং আহরাপেত্বা
 পিবতি । অথস্স নচিরস্সেব তে ধুত্তা পিবনভাবং ঐত্বা তং
 পরিবারয়িৎসু । গচ্ছন্তে কালে পরিবারো মহা অহোসি ।
 সো সতেনপি সতথ্যেনপি সুদরং আহরাপেত্বা পিবন্তো ইমিনা
 অনুরুমেনেব নিসিন্ণট্ঠানাদীসু কহাপণরাসিং ঠপেত্বা সুদরং
 পিবন্তো 'ইমিনা মালা আহরথ, ইমিনা গন্ধে, অয়ং জনো
 জুতে ছেকো, অয়ং নচে, অয়ং গীতে, অয়ং বাদিতে ।
 ইমস্স সহস্সং দেথ, ইমস্স দ্বে সহস্সানী'তি এবং
 বিকিরন্তো নচিরস্সেব অন্তনো সন্তকং অসীতি কোটিধনং
 থেপেত্বা 'খীণং তে, সামি, ধন'ন্তি বদন্তে 'কিং ভরিয়ায় মে
 সন্তকং নথী'তি । 'অথি, সামী'তি । 'তেন হি তং

*

*

*

‘প্রভু, এই জগতে পানযোগ্য ইহার মত অন্য কোন বস্তু নাই ।’

‘তাই যদি হয় আমাকেও পান করিতে হইবে’ বলিয়া অল্প অল্প আনাইয়া
 পান করিলেন । ধূতরা যখন বদ্বিতে পারিল যে শ্রেষ্ঠিপদ্র পানাসক্ত
 হইয়াছে, তাহারা তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিল । ক্রমে ক্রমে (কাল
 অতিবাহিত হইতে থাকিলে) ধূতদের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল ।
 তিনি একশত মদ্রা দুইশত মদ্রা দিয়াও সুদরা আনাইয়া একবারেই পান
 করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে এমন অভ্যাস হইল যে তিনি যেখানে বসিয়া
 সুদরাপান করিতেন সেখানে কাষাপণ রাশি রাখিয়া সুদরাপান করিতে করিতে
 বলিতেন—‘যাও মালা লইয়া আইস, সুগন্ধ দ্রব্য লইয়া আইস । এই লোকটা
 দ্যুতক্ৰীড়ায় দক্ষ, এই লোকটা নাচে, এই লোকটা গানে এবং এই লোকটা
 বাজনায় দক্ষ । ইহাকে এক সহস্র দাও, উহাকে দুই সহস্র দাও ।’—এইভাবে
 অর্থ ব্যয় করিতে থাকিলে অচিরেই তাঁহার অশীতি কোটি ধন নিঃশেষ হইল ।
 তাঁহাকে বলা হইল—‘প্রভু, আপনার ধন নিঃশেষ হইয়াছে ।’

‘কেন, আমার স্ত্রীর ধন কোথায় গেল ?’

‘আছে প্রভু ।’

আহরথাতি । তম্পি তথৈব থেপেত্বা অনুপদ্বেন থেত-
আরামুয্যানযোগাদিকম্পি অন্তমসো ভাজনভণ্ডকম্পি
অথরণ-পাবুরগনিসীদনম্পি সৰ্বং অন্তনো সন্তকং বিক্লিণিত্বা
খাদি । অথ নং মহল্লককালে যোহিস্স কুলসন্তকং গেহং
বিক্লিণিত্বা গহিতং, তে তং গেহা নীহরিংসু । সো ভরিয়ং
আদায় পরজনস্স গেহীভিত্তিং নিস্সায় বসন্তো কপালখণ্ডং
আদায় ভিক্খায় চরিত্বা জনস্স উচ্ছিট্টকং ভুঞ্জিতুং
আরতি ।

অথ নং একদিবসং আসনশালায় দ্বারে ঠহা দহরসামণেরেহি
দিষ্যমানং উচ্ছিট্টকভোজনং পটিংগণ্হন্তং দিম্বা সথা
সিতং পাত্তাকাসি । অথ নং আনন্দথেরো সিতকারণং পদ্বিচ্ছি ।
সথা সিতকারণং কথেন্তো ‘পস্সানন্দ, ইমং মহাধনসেট্ঠি-
পদ্বত্তং ইমস্সিং নগরে দ্বৈঅসীতি কোটিধনং থেপেত্বা ভরিয়ং
আদায় ভিক্খায় চরন্তং । সচে হি অয়ং পঠমবয়ে ভোগে

*

*

*

‘তাহা হইলে লইয়া আইস ।’—এইভাবে স্ত্রীর (অশীতি কোটি) ধনও
শেষ হইল । তারপর নিজের ক্ষেত, বাগান, উদ্যান, গাড়ী-ঘোড়া এমন কি
বাসন-কোসন, আশ্রয়-জামাকাপড়-আসবাবপত্র সমস্তই বিক্রয় করিয়া খাইয়া
ফেলিলেন । বার্ষিক্যকালে পৈতৃক বাড়ী বিক্রয় করিলেন । যাহারা কিনিয়া-
ছিল তাহারা একদিন তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল । তিনি স্ত্রীকে
লইয়া অন্যের বাড়ীর দেওয়ালের কাছে থাকিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া বিচরণ
করিতে করিতে লোকের উচ্ছিষ্টও খাইতে আরম্ভ করিলেন ।

একদিন শাস্তা দেখিলেন যে তিনি আসনশালার (বিশ্রামাগার) দ্বারে
দাঁড়াইয়া তরুণ শ্রামণেরদের দ্বারা প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন গ্রহণ করিতেছেন ।
দেখিয়া শাস্তা মৃদু হাসিলেন । আনন্দ স্থবির শাস্তার মৃদু হাসার কারণ
জিজ্ঞাসা করিলেন । শাস্তা তাঁহার স্মিত হাসির কারণ বর্ণনা করিতে
ষাইয়া বলিলেন—‘দেখ আনন্দ, মহাধনশ্রেষ্ঠির পুত্র এই নগরে দ্বি-অশীতি
কোটি ধন নষ্ট করিয়া ভাষাকে লইয়া ভিক্ষা করিতেছে । যদি তিনি প্রথম

অথেপেত্বা কস্মন্তে পয়োজয়িস্স, ইমস্মিংশেব নগরে
 অঙ্গসেট্ঠি অভবিস্স । সচে পন নিক্খমিত্বা পব্বজিস্স,
 অরহত্তং পাপদণিস্স, ভরিয়াপিস্স অনাগামিফলে পতিট্ঠ-
 হিহিস্স । সচে মজ্জিমবয়ে ভোগে অথেপেত্বা কস্মন্তে
 পয়োজয়িস্স, দত্তয়সেট্ঠি অভবিস্স । নিক্খমিত্বা
 পব্বজন্তো অনাগামী অভবিস্স । ভরিয়াপিস্স সচ্চাগামি-
 ফলে পতিট্ঠহিস্স । সচে পচ্ছিমবয়ে ভোগে অথেপেত্বা
 কস্মন্তে পয়োজয়িস্স, তত্তিয়সেট্ঠি অভবিস্স, নিক্খমিত্বা
 পব্বজন্তোপি সচ্চাগামী অভবিস্স, ভরিয়াপিস্স
 সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহিস্স । ইদানি পনেস গিহিভোগ-
 তোপি পরিহীনো, সামণ্ণতোপি । পরিহারিত্বা চ পন
 সুদুঃখপল্ললে কোণ্ডসকুণো বিয় জাতো'তি বত্বা ইমা
 গাথা অভাসি—

*

*

*

বয়সে ধনসম্পদ নষ্ট না করিয়া কাজে লাগাইতেন, এই নগরেই তিনি অগ্র-
 শ্রোষ্ঠির মর্যাদা লাভ করিতেন । যদি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইতেন, অর্হত্ত
 লাভ করিতেন, তাঁহার ভাষাও অনাগামিফলে প্রতিষ্ঠিত হইতেন । যদি
 মধ্যম বয়সে ভোগসম্পদ নষ্ট না করিয়া কাজে লাগাইতেন, (এই নগরে)
 তৃতীয় শ্রোষ্ঠির মর্যাদা লাভ করিতেন । গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলে
 অনাগামী হইতেন । তাঁহার ভাষাও সচ্চাগামিফলে প্রতিষ্ঠিত হইতেন ।
 যদি শেষ বয়সে ভোগসম্পদ নষ্ট না করিয়া কাজে লাগাইতেন, (এই নগরে)
 তৃতীয় শ্রোষ্ঠির মর্যাদা লাভ করিতেন । গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলে
 সচ্চাগামী হইতেন, তাঁহার ভাষাও সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইতেন । এখন
 তিনি গৃহীভোগ এবং শ্রামণ্য (—মার্গফল) উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়াছেন ।
 সব হারাইয়া শূন্য জলাশয়ে ক্রৌঞ্চ-পাখীর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
 —এই কথা বলিয়া শান্তা এই গাথা দ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘অচরিত্ত্বা ব্রহ্মচারিয়ং, অলঙ্কা যোষ্বনে ধনং ।

জিহ্নকোণ্ডাব ঝায়ন্তি, খীণমচ্ছেব পল্ললে ॥

‘অচরিত্ত্বা ব্রহ্মচারিয়ং, অলঙ্কা যোষ্বনে ধনং ।

সেন্তি চাপাতিখীণাব, পদুরাণানি অনদুথুন’ন্তি ॥

—১৫৫-১৫৬ ।

তথ ‘অচরিত্ত্বা’তি ব্রহ্মচারিয়বাসং অবসিত্ত্বা । ‘যোষ্বনে’তি অনদুপ্পন্নে বা ভোগে উপ্পাদেতুং উপ্পন্নে বা ভোগে রক্খিতুং সমথকালে ধনম্পি অলভিত্ত্বা । ‘খীণমচ্ছে’তি এবরুপা বালা উদকস্স অভাবা খীণমচ্ছে ‘পল্ললে’ পরিখীণপত্তা ‘জিহ্নকোণ্ডা’ বিয় অবঝায়ন্তি । ইদং বদন্তং হোতি—পল্ললে উদকস্স অভাবো বিয় হি ইমেসং বসনট্ঠানস্স অভাবো, মচ্ছানং খীণভাবো বিয় ইমেসং ভোগানং অভাবো, খীণপত্তানং কোণ্ডানং উপ্পতিত্বা গমনাভাবো বিয় ইমেসং ইদানি জলথলপথাদীহি ভোগে সন্ঠাপেতুং অসমথভাবো ।

*

*

*

‘(যথাকালে) ব্রহ্মচর্য আচরণ না করিলে, যৌবনে ধনার্জন না করিলে, (শেষকালে) মানুষকে মৎস্যহীন সরোবরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় ধ্যান (অর্থাৎ অনুশোচনা) করিতে হয় ।

‘(যথাকালে) ব্রহ্মচর্য আচরণ না করিলে, যৌবনে ধনার্জন না করিলে, (শেষকালে) মানুষকে অতীতের জন্য অনুশোচনায় জীর্ণ ধনুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৫৫-১৫৬

অন্বয় : ‘আচরণ না করিয়া’ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য আচরণ না করিয়া । ‘যৌবনে’ অর্থাৎ অনূৎপন্ন ভোগের উৎপাদন এবং উৎপন্ন ভোগের রক্ষা করার সামর্থ্য-কালে ধনও আহরণ না করিয়া । ‘ক্ষীণমৎস্যে’ অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তি জলাভাবে মৎস্যহীন জলাশয়ে বকের জীর্ণত্ব প্রাপ্তিতুল্য ধংসের পথে অগ্রসর হয় । ইহা উক্ত হইয়াছে—জলাশয়ে জলাভাবের ন্যায় ইহাদের বাসস্থানের অভাব, মৎস্যহীনতার ন্যায় ইহাদের ভোগের অভাব, ক্ষীণপক্ষ ক্রৌঞ্চরা যেমন উড়িতে পারে না, ইহাদের তখন তেমনই জলস্থলপথাদিতে সম্পদ উৎপাদনে অসমর্থভাব ।

তস্মা তে খীগপত্তা কোণ্ডা বিয় এথেব বস্মিত্বা
 অবস্মায়ন্তী'তি । 'চাপাতিখীগাবা'তি চাপতো অতিখীণা,
 চাপা বিনিমদুত্তাতি অথো । ইদং বদুত্তং হোতি—যথা চাপা
 বিনিমদুত্তা সরা যথাবেগং গন্ত্বা পতিতা, তং গহেত্বা
 উক্খিপন্তে অসতি তথেব উপচিকানং ভত্তং হোন্তি,
 এবং ইমেপি তয়ো বয়ে অতিক্রন্তা ইদানি অন্তানং
 উদ্ধারিতুং অসমথতায় মরণং উপগমিস্সন্তি । তেন বদুত্তং—
 'সেতি চাপাতিখীগাবা'তি । 'পদুরাণানি অনদুখদন'ন্তি
 'ইতি অম্হেহি খাদিতং ইতি পীত'ন্তি পদুস্বে কতানি
 খাদিতপিবিতনচ্চগীতবাদিতাদীনি অনদুখদনন্তা সোচন্তা
 অনদুসোচন্তা সেন্তীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতীতি ।

মহাধনসেট্ঠিপদুত্তবথদু নবমং ।

॥ জরাবণ্ণবল্লনা নিট্ঠিতা ॥

*

*

*

তাই তাহারা ক্ষীগপক্ষ (= পক্ষহীন, ডানাবিহীন) ক্রৌঞ্চের ন্যায় বন্ধ হইয়া
 (উড়িতে অক্ষম হইয়া) অবক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে । 'জীগ' চাপের ন্যায়' অর্থাৎ
 চাপ হইতে অতি ক্ষীগ । চাপ হইতে বিনিমদুত্ত এই অর্থ । ইহা উক্ত হয়—
 যেমন চাপ হইতে বিনিমদুত্ত শর যথাবেগে যাইয়া পতিত হয়, ইহাকে তুলিয়া
 না লইলে ইহা সেখানেই উইপোকার খাদ্যে পরিণত হয়, তদ্রূপ ইহারাও তিন
 বয়স (প্রথম বয়স, মধ্যম বয়স ও শেষ বয়স) অতিক্রম করিয়া এখন নিজেদের
 উদ্ধার করিতে অসমর্থ হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । তাই বলা হইয়াছে—
 'অতিজীগ' ধনুর ন্যায় পড়িয়া থাকে' । অতীতের অনুশোচনায়—'আমরা
 এইরূপ পানভোজন করিয়াছি' বলিয়া অতীতে কৃত খাদিত, পীত, নৃত্য,
 গীত, বাদ্যাদির কথা স্মরণ করিয়া শোক এবং অনুশোচনা করিতে করিতে
 অস্তিম্ব শয্যা গ্রহণ করে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন ।

। মহাধনশ্রেষ্ঠিপদ্বত্রের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

॥ জরাবর্ণ বর্ণনা সমাপ্ত ॥

১২। অষ্টবঙ্গো

বোধিরাজকুমারবধু। ১

‘অন্তানণ্ডে’তি ইমং ধৰ্ম্মদেশনং সখা ভেসকলাবনে বিহরন্তো
বোধিরাজকুমারং আরম্ভ কথেসি।

সো কির পথবীতলে অণ্ড্ৰেণ্ণিহি পাসাদেহি অসদিসরূপং
আকাসে উম্পতমানং বিয় কোকনন্দং নাম পাসাদং কারেত্ত্বা
বড্ঢাকিং পদুছি—‘কিং তয়া অণ্ড্ৰেণ্ণথাপি এবরূপো
পাসাদো কতপদুস্বো, উদাহন্ন পঠমসিম্পমেব তে ইদ’ন্তি।
‘পঠমসিম্পমেব, দেবা’তি চ বদুত্তে চিস্তেসি—‘সচে অয়ং
অণ্ড্ৰেণ্ণসপি এবরূপং পাসাদং করিস্সতি, অয়ং পাসাদো
অনচ্ছরিয়ো ভাবিস্সতি। ইমং ময়া মাৱেতুং বা হত্থপাদে
বাস্স ছিন্দিতুং অকখীনি বা উম্পাটেতুং বট্ঠতি, এবং

•

•

•

১২। আশ্ববর্গ

বোধিরাজকুমারের উপাখ্যান। ১।

‘নিজেকে যদি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ভেসকলাবনে অবস্থানকালে
বোধিরাজকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

তিনি একবার পৃথিবীতে অতুলনীয় কোকনদ নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ
করিয়াছিলেন যাহাকে মনে হইত যেন আকাশে ভাসমান। প্রাসাদের
নির্মাণকার্য শেষ হইলে বর্ষিকিকে (—ছুতার মিস্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘তুমি ইতিপূর্বে অন্যত্রও এইরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছ কি,
না এইটাই তোমার প্রথম শিল্পকাজ।’—‘মহারাজ, ইহাই আমার প্রথম
শিল্পকাজ।’ তিনি তখন ভাবিলেন—‘যদি এই ব্যক্তি অন্যের জন্যও
এইরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করে, তাহা হইলে আমার প্রাসাদের অভিনবত্ব থাকিবে
না। আমি হয় ইহাকে হত্যা করিব, না হয় ইহার হস্তপদ ছেদন করিব, না
হয় চক্ষুদুগল উৎপাটিত করিব—তাহা হইলে সে অন্যের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ

অঞ্ঞম্স পাসাদং ন করিস্সতী’তি । সো তমথং অন্তনো
 পিষসহায়ক্সস সঞ্জীবকপদুত্ত্স নাম মাণবক্সস কথেসি ।
 সো চিস্তেসি—‘নিম্সংসয়ং এস বড্ঢাকিং নাসেম্সতি,
 অনগ্ঘো সিম্পী, সো ময়ি পম্সন্তে মা নম্সতু, সঞ্ঞম্সস
 দম্সামী’তি । সো তং উপসঙ্কমিত্তা ‘পাসাদে তে কম্মং
 নিট্ঠিতং, নো’তি পদুচ্ছিত্তা ‘নিট্ঠিত’ন্তি বদুত্তে ‘রাজকুমারো
 তং নাসেতুকামো অন্তানং রক্খেয়্যাসী’তি আহ । বড্ঢ-
 কীপি ‘ভদ্দকং তে, সামি, কতং মম আরোচেস্তেন, অহমেথ
 কত্তম্বং জানিম্সামী’তি বত্তা ‘কিং, সম্ম, অম্হাকং পাসাদে
 কম্মং নিট্ঠিত’ন্তি রাজকুমারেন পদুট্ঠো ‘ন তাব, দেব,
 নিট্ঠিতং বহু অবসিট্ঠন্তি’ আহ । ‘কিং কম্মং নাম
 অবসিট্ঠ’ন্তি ? ‘পচ্ছা, দেব, আচিক্খিম্সামি, দারুনি

*

*

*

করিতে পারিবে না । এই বিষয়ে তিনি সঞ্জীবকপদুত্ত নামক তাঁহার প্রিয়
 বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করিলেন । বন্ধু চিন্তা করিলেন—‘ইহাতে কোন
 সংশয় নাই যে সে বর্ধকিকে হত্যা করিবে । কিন্তু এতবড় একজন প্রতিভাধর
 শিল্পীকে আমার চক্ষুর সম্মুখে হত হইতে দিব না । বরং বর্ধকিকে এই
 বিষয়ে ইঙ্গিত দিব ।’ তিনি বর্ধকির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
 ‘তোমার প্রাসাদ তৈয়ারীর কাজ শেষ হইয়াছে কি ?’

‘হ্যাঁ শেষ হইয়াছে ।’

‘রাজকুমার তোমাকে হত্যা করিবে, তুমি আত্মরক্ষা কর ।’

‘প্রভু, আপনি ইহা বলিয়া আমার অনেক উপকার করিলেন । আমি এখন
 ষথাকর্তব্য জানিব ।’

রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘সৌম্য, প্রাসাদের কাজ শেষ
 হইয়াছে ত ?’

‘মহারাজ, এখনও শেষ হয়নি, বহু কাজ অবশিষ্ট আছে ।’

‘কি কাজ অবশিষ্ট আছে ?’

‘মহারাজ, পরে বলিব, আগে কাঠ সংগ্রহ করুন ।’

তাব আহরাপেথা'তি । 'কিং দারদুনি নামা'তি ?
 'নিম্সারানি সুদ্ধুদারদুনি, দেবা'তি । সো আহরাপেত্তা
 অদাসি । অথ নং আহ—'দেব, তে ইতো পট্ঠায় মম
 সান্তিকং নাগন্তস্বং ।' 'কিং কারণা ?' 'সুদ্ধুমকম্মং করোন্তস্স
 হি অএঃঞেহি সন্ধিং সল্লপন্তস্স মে কম্মবিক্খেপো হোতি,
 আহারবেলায়ং পন মে ভরিয়াব আহারং আহরিম্সতী'তি ।
 রাজকুমারোপি 'সাধু'তি পটিম্সদুণি । সোপি একস্মিং
 গম্ভে নিসীদিদ্বা তানি দারদুনি তচ্ছেত্তা অন্তনো পদুত্তদারস্স
 অন্তো নিসীদনযোগং গরুলসকুণং কত্তা আহারবেলায় পন
 ভরিয়ং আহ—'গেহে বিজ্জমানকং সব্বং বিক্কিণিত্তা হির-
 ঞ্ণসুব্বল্লং গণ্হাহী'তি । রাজকুমারোপি বড্ঢকিস্স
 অনিক্খমনথায় গেহং পরিকখিপিত্তা আরক্খং ঠপেসি ।
 বড্ঢকীপি সকুণস্স নিট্ঠিতকালে—'অজ্জ সবেপি

*

*

*

'কি কাঠ লাগিবে ?'

'মহারাজ, নিঃসার শূঙ্ক কাঠ লাগিবে ।'

তিনি আনিয়া দিলেন । তখন বর্ধকি রাজকুমারকে বলিলেন—'মহারাজ,
 এখন হইতে আপনি (বা অন্য কেহ) আমার নিকট আসিবেন না ।'

'কেন ?'

'সুদুস্কর কাজ করার সময় অন্যের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে আমার কাজের
 ক্ষতি হয় । কেবল আহারের সময় আমার ভাষা আমার আহার লইয়া
 আসিবে ।'

রাজকুমারও 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া অনুমতি দিলেন । বর্ধকিও
 একটি ঘরে বসিয়া ঐ সকল কাঠ দিয়া এমন বড় একটি গরুড় পাখী তৈয়ার
 করিল যাহাতে ইহার উদরমধ্যে সে নিজে, তাহার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা
 একত্রে বসিতে পারে । আহারের সময় ভাষাকে বলিল—'গৃহে যে সকল
 জিনিসপত্র আছে বিক্রয় করিয়া হিরণ্যসুব্বল্ল ক্রয় কর ।' রাজকুমারও বর্ধকি
 যাহাতে বাহিরে আসিতে না পারে তাহার ঐ কর্মশালার চতুর্দিকে প্রহরার

দারকে গহেহা আগছেয়্যাসী’তি ভরিয়ং বহা ভুত্তপাতরাসো
পদ্দদারং সকুণস্স কুচ্ছিয়ং নিসীদাপেহা বাতপানেন নিক্-
খমিহা পলায়ি । সো তেসং, ‘দেব, বড়্ঢকী পলায়তী’তি
কন্দন্তানংয়েব গম্হা হিমবন্তে ওতরিহা একং নগরং মাপেহা
‘কট্ঠবাহনরাজা’ নাম জাতো ।

রাজকুমারোপি ‘পাসাদমহং করিস্সামী’তি সথারং নিমন্তেহা
পাসাদে চতুজ্জাতিয়গন্ধেহি পরিভন্ডিকং কহা পঠম-
উম্মারতো পট্ঠায় চেলপটিকং পথরি । সো কির অপদ্দত্তকো,
তস্মা ‘সচাহং পদ্দত্তং বা ধীতরং বা লচ্ছামি, সথা ইমং অক্-
মিস্সতী’তি চিস্তেহা পথরি । সো সথরি আগতে সথারং
পণ্ডপতিট্ঠিতেন বন্দিহা পদ্দত্তং গহেহা ‘পবিসথ, ভন্তে’তি
আহ । সথা ন পার্বিসি, সো দ্দতীয়ম্পি ততীয়ম্পি যাচি ।

*

*

*

ব্যবস্থা করিলেন । বর্ধকিও ঐ গরুড়পাখী নির্মাণের কাজ শেষ হইলে
ভাষাকে বলিল—‘অদ্য সকল ছেলেমেয়েদের লইয়া আসিবে’ এবং প্রাতরাশ
ভোজন করিয়া দারা-পদ্ম-পরিবার সহ ঐ পক্ষীর কুক্ষিতে বসিয়া জানালা
দিয়া পলায়ন করিল । রক্ষী চীৎকার করিয়া বলিল—‘মহারাজ, বর্ধকি
পলায়ন করিতেছে ।’ কিন্তু বর্ধকি যাইয়া হিমালয়ে অবতরণ করিল
এবং (ক্রমে) একটি নগর নির্মাণ করিয়া ‘কাম্ভবাহন রাজা’ নামে পরিচিত
হইল ।

রাজকুমারও ‘প্রাসাদের উদ্বোধন উৎসব করিব’ মনে করিয়া শাস্তাকে
নিমন্ত্রণ করিয়া চারিপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্যের দ্বারা প্রাসাদে প্রাসটার করিয়া
সিঁড়ির প্রথম ধাপ হইতে আগাগোড়া কার্পেট বিছাইয়া দিলেন । তিনি
অপদ্মক ছিলেন । ‘যদি তিনি পদ্ম বা কন্যা লাভ করেন তাহা হইলে শাস্তা
এই কার্পেটের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবেন’—তাই তিনি কার্পেট বিছাইয়া-
ছিলেন । শাস্তা আসিলে তিনি শাস্তাকে পণ্ডাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্দনা
করিয়া এবং শাস্তার ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, প্রবেশ
করুন ।’ শাস্তা প্রবেশ করিলেন না । দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ঘাঘ্রা করিলেও

সথা অপাবিসিদ্ধাব আনন্দথেরং ওলোকেসি । থেরো ওলোকিতসঙ্ঘায়েব বখানং অনক্কমনভাবং এত্তা তং ‘সংহরতু, রাজকুমার, দুস্সানি, ন ভগবা চেলপটিকং অক্কমিস্সতি, পচ্ছিমজনতং তথাগতো ওলোকেতী’তি দুস্সানি সংহরাপেসি । সো দুস্সানি সংহরিত্বা সথারং অন্তো-নিবেসনং পবেসেত্তা যাগদুখজ্জকেন সম্মানেত্তা একমন্তং নিসিন্নো বন্দিহা আহ—‘ভন্তে, অহং তুম্হাকং উপকারকো তিক্খত্তুং সরণং গতো, কুচ্ছিগতো চ কিরম্হি একবারং সরণং গতো, দুতীয়ং তরুণদারককালে, ততীয়ং বিএ এত্ত-ভাবং পত্তকালে । তস্স মে কস্সা চেলপটিকং ন অক্কমিত্থা’তি ? ‘কিং পন ত্বং, কুমার, চিন্তেত্তা চেলানি অথরী’তি ? ‘সচে পদত্তং বা ধীতরং বা লচ্ছামি, সথা মে চেলপটিকং অক্কমিস্সতী’তি ইদং চিন্তেত্তা, ভন্তে’তি ।

*

*

*

তিনি প্রবেশ করিলেন না । শাস্তা প্রবেশ না করিয়া আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । শাস্তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা স্থবির বদ্বিলেন যে শাস্তা কাপেট মাড়াইয়া প্রবেশ করিবেন না । তিনি তাই রাজকুমারকে বলিলেন—‘রাজকুমার, কাপেট সরাইয়া ফেলুন । ভগবান কাপেট মাড়াইয়া যাইবেন না । তথাগত ভবিষ্যত বংশধর সম্বন্ধে অবলোকন করিয়াছেন ।’ রাজকুমার কাপেটসমূহ অপসারণ করাইলেন । কাপেটসমূহ অপসারণ করাইয়া রাজকুমার শাস্তাকে প্রাসাদাভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন এবং যাগদু-খাদ্যাতির দ্বারা সম্মানিত করিয়া একপাশে বসিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, আমি আপনার পরিচারক ; তিনবার আপনার শরণাগত হইয়াছি—যখন মাতৃকুক্ষিগত ছিলাম তখন একবার, তরুণ বয়সে একবার এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আর একবার । কিন্তু আপনি আমার কাপেটের উপর দিয়া পদচারণা করিলেন না কেন ?’ ‘হে কুমার, তুমি কি ভাবিয়া ঐ কাপেট বিছাইয়াছিলে ?’

‘ভন্তে, ইহা চিন্তা করিয়া যে, যদি আমার পুত্র বা কন্যাসন্তান লাভ হইবার থাকে, তাহা হইলে শাস্তা ঐ কাপেটের উপর দিয়া গমন করিবেন ।’

‘তেনেবাহং তং ন অক্কমি’ন্তি । ‘কিং পনাহং, ভন্তে, পদন্তং বা ধীতরং বা নেব লচ্ছামী’তি ? ‘আম, কুমারা’তি । ‘কিং কারণা’তি ? ‘পদুরিমকঅন্তভাবে জায়ায় সন্ধিং পমাদং আপন্নত্তা’তি । ‘কস্মিংকালে, ভন্তে’তি ? অথস্স সত্থা অতীতং আহরিত্বা দস্সেসি ।

অতীতে কির অনেকসতা মনুস্সা মহতিয়া নাবায় সমুদুদং পক্খন্দিংসু । নাবা সমুদুদমণ্ণে ভিঞ্জি । ত্বে জয়ম্পতিকা একং ফলকং গহেত্বা অন্তরদীপকং পবিসিংসু, সেসা সবে তথেব মরিংসু । তস্মিং থো পন দীপকে মহাসকুণসণ্ণে বসতি । তে অণ্ণং খাদিতব্বকং অদিম্বা ছাতজ্জাত্তা সকুণঅ’ডানি অঙ্গারেসু পচিহ্বা খাদিংসু, তেসু অ’পহো-ন্তেসু সকুণচ্ছাপে গহেত্বা খাদিংসু । এবং পঠমবয়েপি মজ্জিমবয়েপি পচ্ছিমবয়েপি খাদিংসুয়েব । একস্মিম্পি

*

*

*

‘সেই কারণেই আমি কার্পেটের উপর দিয়া পদচারণা করি নাই ।’

‘ভন্তে, আমি কি তাহা হইলে পদ বা কন্যাসন্তান লাভ করিব না ?’

‘হ্যাঁ কুমার লাভ করিবে না ।’

‘কেন ?’

‘এক পূর্বজন্মে তুমি ও তোমার ভাৰ্ষা প্রমাদাপন্ন হইয়াছিলে ।’

‘ভন্তে, কোন সময়ে ?’

তখন শাস্তা তাঁহার নিকট অতীতের ঘটনা বিবৃত করিলেন—

অতীতে অনেক শত মনুষ্য বড় একটি নৌষানে করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল । সমুদ্রমধ্যে তাহাদের নৌষান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল । এক দম্পতী একখণ্ড কাষ্ঠফলাকার দ্বারা ভাসিতে ভাসিতে নিকটবর্তী দ্বীপে যাইয়া পৌঁছিল । অন্য সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে । সেই দ্বীপে অনেক পাখীর আবাস ছিল । দম্পতী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অন্য কিছু না পাইয়া পাখীর ডিম্ব অঙ্গারে পাক করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল । ডিম্ব শেষ হইলে পাখীর শাবকদের খাইতে আরম্ভ করিল । এইভাবে প্রথম বয়সে, মধ্য বয়সে

বয়ে অম্পমাদং নাপজ্জিৎসু, একোপি চ নেসং অম্পমাদং
নাপজ্জি ।

সথা ইদং তস্স পুৰ্ব্বকম্মং দস্সেহা ‘সচে হি ত্বং, কুমার,
তদা একস্মিম্পি বয়ে ভরিয়ায় সন্ধিং অম্পমাদং আপজ্জিৎসু,
একস্মিম্পি বয়ে পুত্তো বা ধীতা বা উম্পজ্জিয়া । সচে
পন তে একোপি অম্পমত্তো অভবিৎসু, তং পটিচ্চ পুত্তো
বা ধীতা বা উম্পজ্জিৎসু । কুমার, অন্তানএহি পিয়ং
মএৎএমানেন তীসদুপি বয়েসু অম্পমত্তেন অন্তা রক্খি-
তব্বো, এবং অসক্কোন্তেন একবয়েপি রক্খিতব্বোয়েবা’তি
বহা ইমং গাথমাহ—

‘অন্তানণে পিয়ং জএৎএ, রক্খেযা নং সুদরক্খিতং ।

তিল্লং অএৎএত্তরং যামং, পটিজ্জপ্পেযা পিডিতো’তি । ১৫৭ ।

তথ ‘যাম’ন্তি সথা অন্তনো ধম্মস্সরতায় দেসনাকুসলতায়

*

*

*

এবং শেষ বয়সে তাহাদের খাইল । কোন একটি বয়সে অপ্রমত্ত হইতে পারিল
না, উভয়ের মধ্যে একজনও নহে ।

শাস্তা তাহাদের এই পূর্বকর্মে’র কথা জানাইয়া বলিলেন—‘হে কুমার,
তখন যদি তুমি কোন এক বয়সে ভাষার সঙ্গে অপ্রমত্ত হইতে পারিতে, তাহা
হইলে (এই জন্মে) কোন এক বয়সে পুত্র বা কন্যা লাভ করিতে । যদি দুই
জনের মধ্যে একজনও অপ্রমত্ত থাকিতে, তাহা হইলেও পুত্র বা কন্যা লাভ
করিতে । হে কুমার, যে নিজেকে প্রিয় মনে করে, সে তিন বয়সেই অপ্রমত্ত
থাকিয়া নিজেকে রক্ষা করিবে, অসমর্থ হইলে অন্ততঃ এক বয়সে অপ্রমত্ত
থাকা উচিত’—এই বলিয়া তিনি এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যদি নিজেকে প্রিয়জ্ঞান কর, তাহা হইলে নিজেকে সযত্নে রক্ষা করিবে ।
জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রিহামের মধ্যে অন্ততঃ একযামও জাগ্রত চিত্তে (অর্থাৎ দান, শীল
ও ভাবনা দ্বারা) প্রতিপোষণ করিবে ।’

ধম্মপদ, শ্লোক ১৫৭ ।

অম্বয় : ‘যাম’ অর্থাৎ শাস্তা নিজের ধর্মৈশ্বর্য ও দেশনাকুশলতায় এখানে

চ ইধ তিল্লং বয়ানং অঞ্‌ঞতরং বয়ং যামন্তি কত্তা দেসেসি,
 তস্মা এবমেথ অথো বেদিতস্বো । সচে অন্তানং পিয়ং
 জানেয্য, 'রক্‌থেয্য নং সুদরক্‌খিত'ন্তি যথা সো সুদরক্‌খিতো
 হোতি, এবং নং রক্‌থেয্য । তথ সচে গিহী সমানো
 'অন্তানং রক্‌খিস্সামী'তি উপরিপাসাদতলে সুসংবদন্তং
 গব্ভং পবিসিদ্ধা সম্পন্নরক্‌খো হুত্তা বসন্তোপি, পব্বজিতো
 হুত্তা সুসংবদন্তো পিহিতদ্বারবাতপানে লেণে বিচরন্তোপি
 অন্তানং ন রক্‌খতিয়েব । গিহী পন সমানো যথাবলং
 দানসীলাদীনি পুঞ্‌ঞানি করোন্তো, পব্বজিতো বা পন
 বত্তপটিবত্তপরিয়ত্তিম্নসিকারেসু উস্সুঙ্কং আপজ্জন্তো
 অন্তানং রক্‌খতি নাম । এবং তীসু বয়েসু অসক্কোন্তো
 অঞ্‌ঞতরস্মিম্পি বয়ে পিডিতপুৱিসো অন্তানং পটিজ্জগ-
 তিয়েব । সচে হি গিহীভূতো পঠমবয়ে খিডাপসুততায়

*

*

*

(জীবনের) তিন বয়সের এক একটি বয়সকে 'যাম' আখ্যা দিয়েছেন । অতএব
 এইস্থলে তাহাই বুঝিতে হইবে । যদি 'নিজেকে প্রিয় মনে কর' তাহা হইলে
 সতর্কতার সহিত নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে । যদি কোন গৃহী 'নিজেকে
 রক্ষা করিব' বলিয়া প্রাসাদের উপরে সুরক্ষিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রহরী
 দ্বারা রক্ষিত হইয়া বাস করে, যদি কোন প্রব্রজিত অনুরূপভাবে বন্ধদ্বার-
 বাতায়নযুক্ত ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করে, তথাপি তাহাকে সুরক্ষিত বলা যায় না ।
 যে গৃহী যথাসাধ্য দানশীলাদি পুণ্যকর্ম করে, যে প্রব্রজিত (আচার্য এবং
 উপাধ্যায়ের) সেবা-শুশ্রূষা ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি কর্মে ঔৎসুক্য লাভ করে,
 তাহাকেই সুরক্ষিত বলা হয় । এই প্রকারে তিন বয়সে না পারিলেও অন্ততঃ
 কোন এক বয়সে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করিবে । যদি গৃহস্থ হইয়া প্রথম
 বয়সে (তরুণ বয়সে) ক্রীড়াকৌতুকে প্রমত্ত হইয়া পুণ্যকর্ম সম্পাদনে
 অপারগ হয়, মধ্যম বয়সে (যৌবনে) অপ্রমত্ত হইয়া কুশলকর্ম সম্পাদন করা
 উচিত । যদি মধ্যম বয়সে দারাপুত্রপরিবারের ভরণপোষণের জন্য কুশলকর্ম
 সম্পাদন করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধবয়সে হইলেও কুশলকর্ম সম্পাদন

উপনন্দসক্যগুত্ত্বেরবন্ধ, । ২

‘সত্তানমেব পঠম’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো উপনন্দং সক্যপুত্তং আরব্ধ কুথেসি ।

সো কির থেরো ধম্মকথং কথেতুং ছেকো । তস্স অম্পিচ্ছ-
তাদিপটিসংযুত্তং ধম্মকথং সদ্বা বহু ভিক্ষু তং তিচীবরেহি
পুজ্জেস্বা ধুতঙ্গানি সমাদিসিংসু । তেহি বিস্সট্ঠপরিঙ্খারে
সোয়েব গণ্হি । সো একস্মিং অন্তোবস্সে উপকট্টে
জনপদং অগমাসি । অথ নং একস্মিং বিহারে দহরসামণেরা
ধম্মকথিকপেমেন, ‘ভস্কে, ইধ বস্সং উপেথা’তি বদিংসু ।
‘ইধ কিস্তকং বস্সাবাসিং লব্ভতী’তি পুচ্ছিস্বা তেহি
‘একেকো সাটকো’তি বুদ্ধে তথ উপাহ না ঠপেত্বা অঞ্ঞং
বিহারং অগমাসি । দূতিয়ং বিহারং গম্বা ‘ইধ কিং

* * *

উপনন্দ শাক্যপুত্র স্ববিরের উপাখ্যান । ২ ।

‘নিজেকে প্রথমে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে উপনন্দ
শাক্যপুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই (উপনন্দ) স্ববির ধর্মকথা বলিতে দক্ষ । তাঁহার অপেক্ষিতাদি
(—আসক্তিশূন্যতাদি) প্রতিসংযুক্ত ধর্মকথা শুনিয়া বহু ভিক্ষু তাঁহাকে
ত্রিচীবরাদি দিয়া পূজা করিয়া ধুতঙ্গসমূহ পালন করিতেন । তাঁহারা যে
সমস্ত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিতেন তিনি সেইগুলি গ্রহণ করিতেন । একবার
বর্ষা সমাগত হইলে তিনি জনপদে চলিয়া আসিলেন । তখন এক বিহারের
তরুণ শ্রামণেরগণ তিনি ধর্মকথিক জানিয়া সাদরে বলিল—‘ভস্কে, এখানেই
বর্ষাবাস করুন ।’

‘এখানে কয়টি বর্ষাবাসিক চীবর পাওয়া যায় ?’

‘প্রত্যেকে একটি করিয়া ।’ ইহা শুনিয়া তিনি নিজের পাদদ্বকাম্বুগল
সেখানে রাখিয়া অন্য বিহারে চলিয়া গেলেন । দ্বিতীয় বিহারে যাইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘এখানে কি পাওয়া যায় ?’

লব্ধতীতি পদুচ্ছিত্তা 'দে সাটকা'তি বদন্তে কত্তরষট্ঠিং .
 ঠপেসি । ততিয়ং বিহারং গন্ত্বা 'ইধ কিং লব্ধতীতি
 পদুচ্ছিত্তা 'তয়ো সাটকা'তি বদন্তে তথ উদকতুম্বং ঠপেসি ।
 চতুথং বিহারং গন্ত্বা 'ইধ কিং লব্ধতীতি পদুচ্ছিত্তা
 'চত্তারো সাটকা'তি বদন্তে 'সাধু ইধ বসিস্সামী'তি
 তথ বস্সং উপগন্ত্বা গহট্ঠানণেব ভিক্খুনণ ধম্মকথং
 কথোতি । তে নং বহুহি বথোহি চেব চীবরোহি চ
 পদুজেসুং । সো বদট্ঠবস্সো ইতরেসুপি বিহারেসু
 সাসনং পেসেস্সা 'ময়া পরিক্খারস্স ঠপিতত্তা বস্সাবাসিকং
 লব্ধব্বং, তং মে পহিণন্তু'তি সস্বং আহরাপেত্তা যানকং
 পুরেত্তা পায়াসি ।

অথেকস্মিং বিহারে দে দহরভিক্খু দে সাটকে একণ

*

*

*

'দুইখানি চীবর ।' ইহা শুনিয়া তিনি সেখানে তাঁহার ভ্রমণবস্টি
 রাখিলেন । তৃতীয় বিহারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখানে কি পাওয়া
 যায় ?'

'তিনখানি চীবর ।' ইহা শুনিয়া তিনি সেখানে তাঁহার জলপাত্র রাখিয়া
 চলিয়া গেলেন । চতুর্থ বিহারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'এখানে কি পাওয়া যায় ?'

'চারখানি চীবর ।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—'বেশ, আমি এখানেই
 থাকিব ।' সেখানে তিনি বর্ষাবাস উদ্‌যাপনকালে গৃহী এবং ভিক্ষু উভয়
 পরিষদকে ধর্মকথা শুনাইলেন । তাহারা তাঁহাকে অনেক বস্ত্র এবং চীবর
 দিয়া পূজা করিল । বর্ষাবাস শেষ হইলে তিনি অন্যান্য বিহারেও খবর
 পাঠাইলেন—'আমি যেহেতু আমার ব্যবহার্য দ্রব্য রাখিয়া আসিয়াছি,
 বর্ষাবাসিক চীবরাদি আমিই পাইব । আমার নিকট পাঠাইয়া দাও ।' এই
 ভাবে সমস্ত কিছুর সংগ্রহ করিয়া একটি যানে চাপাইয়া প্রস্থান করিলেন ।

এইদিকে এক বিহারে দুইজন তরুণ ভিক্ষু দুইটি কাপড় ও একটি কম্বল

কম্বলং লভিত্বা ‘তুয়ং সাটকা হোন্তু, ময়ং কম্বলো’তি
 ভাজেতুং অসক্কোন্তা মঙ্গসমীপে নিসীদিদ্বা বিবদন্তি ।
 তে নং থেরং আগচ্ছন্তং দিম্বসা, ‘ভন্তে, তুম্হে নো ভাজেত্বা
 দেথা’তি বদিংসু । ‘তুম্হেযেব ভাজেথা’তি । ‘ন সক্কোম,
 ভন্তে, তুম্হেযেব নো ভাজেত্বা দেথা’তি । ‘তেন হি মম বচনে
 ঠম্মস্থা’তি । ‘আম, ঠম্মামা’তি । ‘তেন হি সাধু’তি ‘তেসং
 ষ্ঠে সাটকে দত্ত্বা ‘অয়ং ধম্মকথং কথেন্তানং অম্মহাকং
 পারদ্পনারহো’তি মহগ্গং কম্বলং আদায় পক্কামি ।
 দহরভিক্খু বিম্পটিসারিনো হুত্বা সথু সন্তিকং গম্বা
 তমথং আরোচেসুং । সথা ‘ন, ভিক্খবে, ইদানেব
 তুম্হাকং সন্তকং গহেত্বা তুম্হে বিম্পটিসারিনো করোতি,
 পদ্বোপি অকাসিষেবা’তি বত্তা অতীতং আহরি—

*

*

*

লাভ করিয়াছিল । কিন্তু কে কম্বল লইবে আর কে কাপড় লইবে মীমাংসা
 করিতে না পারিয়া রাস্তার ধারে বসিয়া বিবাদ করিতেছিল । তাহারা ঐ
 স্থিরকে আসিতে দেখিয়া বলিল—‘ভন্তে, আমাদের এইগুণি ভাগ করিয়া
 দিবেন ?’

‘কেন, তোমরাই ভাগ করিয়া লও ।’

‘ভন্তে, আমরা পারিতেছি না, আপনিই আমাদের ভাগ করিয়া দিন ।’

‘তাহা হইলে আমি যাহা বলিব, তাহা শুনবে ত ?’

‘হ্যাঁ, শুনিব ।’

‘তাহা হইলে বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া দুইটি কাপড় দুইজনকে দিয়া
 বলিলেন—‘এই কম্বলখানি ধর্মকথক আমরাই শুদ্ধ ব্যবহার করিতে পারি’
 বলিয়া মহাঘর্ষ কম্বলখানি লইয়া চলিয়া গেলেন । তরুণ ভিক্ষুদ্বয় মনঃক্লম্ব
 হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিল । শাস্তা বলিলেন—‘হে
 ভিক্ষুগণ, শুদ্ধ এখনই যে তোমাদের দ্রব্য লইয়া যাইয়া তোমাদের মনঃক্লম্ব
 করিয়াছে তাহা নহে, অতীতেও তদ্রূপ করিয়াছিল’ বলিয়া অতীতের ঘটনা
 বলিতে আরম্ভ করিলেন—

অতীতস্মিং অনদুতীরচারী চ গম্ভীরচারী চাতি ধ্ব উদ্দা
মহন্তং রোহিতমচ্ছং লভিস্বা ‘ময়ং সীসং হোতু, তব
নঙ্গদুট্ঠ’ন্তি বিবাদাপন্বা ভাজেতুং অসঙ্কোন্তা একং
সিঙ্গালং দিস্বা আহংসু ‘মাতুল, ইমং নো ভাজেত্বা
দেহী’তি । ‘অহং রঞ্ঞা বিনিচ্ছয়ট্ঠানে ঠপিতো, তথ
চিরং নিসীদিত্বা জম্ববিহারথায় আগতোম্হি, ইদানি মে
ওকাসো নথী’তি । ‘মাতুল, মা এবং করোথ, ভাজেত্বা এব
নো দেথা’তি । ‘মম বচনে ঠস্সথা’তি ? ‘ঠস্সাম,
মাতুলা’তি । ‘তেনহি সাধু’তি সো সীসং ছিন্দিত্বা একমন্তে
অকাসি, নঙ্গদুট্ঠং একমন্তে । কত্বা চ পন, ‘তাতা, যেন বো
অনদুতীরে চরিতং, সো নঙ্গদুট্ঠং গণ্হাতু । যে গম্ভীরে
চরিতং, তস্স সীসং হোতু । অয়ং পন মম্বিমো থম্ভে মম
বিনিচ্ছয়ধম্মে ঠিতস্স ভবিস্সতী’তি তে সঞ্ঞা-পেন্তো—

*

*

*

অতীতে অনদুতীরচারী ও গম্ভীরচারী নামক দুই ভৌদড় বড় একটি
রুইমাছ (=রোহিতমৎস্য) ধরিয়া ‘আমি লেজের দিক লইব, আমি মাথার
দিক লইব’ বলিয়া বগড়া করিতে করিতে ভাগ করিতে না পারিয়া একটি
শৃগালকে দেখিয়া বলিল—‘মামা, এইটি আমাদের ভাগ করিয়া দাও ।’

‘আমি রাজা দ্বারা বিচারক নিযুক্ত হইয়াছি । অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া
ক্লান্ত হইয়াছি । একটু পায়চারি করিতে এখানে আসিয়াছি । আমার এখন
সময় নাই ।’

‘মামা, এইরূপ বলিওনা ! এইটা আমাদের ভাগ করিয়া দাও !’

‘আমার কথা শুনিলে ত ?’

‘হ্যাঁ মামা শুনিল ।’

‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া শৃগাল মাছটিকে ছিঁড়িয়া মাথাটি একদিকে
রাখিল, এবং লেজটি অন্যদিকে রাখিল । তারপর বলিল—‘বাবারা, যে নদীর
তীরে তীরে বিচরণ কর সে লেজ নাও এবং যে গভীর জলে ডুব দাও সে
মাথাটি নাও । আর মাঝের অংশটি বিচারকরূপে আমারই প্রাপ্য’ ইহা
বুঝাইতে একটি গাথা বলিল—

‘অনুতীরচারি নঙ্গুট্টং, সীসং গম্ভীরচারিনো ।

অচ্যায়ং মম্বিমো খণ্ডো, ধম্মট্টস্স ভবিস্সতী’তি ॥

—ইমং গাথং বহ্বা মম্বিমখণ্ডং আদায় পক্কামি । তেপি
বিস্পটিসারিনো তং ওলোকেহ্বা অট্টংসদু ।

সখা ইমং অতীতং দম্মেসহ্বা ‘এবমেস অতীতেপি তুম্হে
বিস্পটিসারিনো অকাসিষেবা’তি তে ভিক্খু সঞ্ঞাপেহ্বা
উপনন্দং গরহন্তো, ‘ভিক্খবে, পরং ওবদন্তেন নাম পঠমমেব
অত্তা পতিরূপে পতিট্টাপেত্তম্বো’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘অন্তানমেব পঠমং, পতিরূপে নিবেসয়ে ।

অথঞ্ণমনুসাসেয্য, ন কিলিস্সেয্য পিডতো’তি । ১৫৮ ।

তথ ‘পতিরূপে নিবেসয়ে’তি অনুচ্ছবিকে গদুণে পতিট্টা-
পেয্য । ইদং বদন্তং হোতি—‘যো অপিচ্ছতাদিগদুণেহি বা

*

*

*

‘অনুতীরচারী লেজ, গম্ভীরচারী মাথা ।

অবশিষ্ট মধ্যমখণ্ড ধর্মসুই (= বিচারকই) পাইবে ॥’

—এই গাথা বলিয়া মধ্যম খণ্ড লইয়া প্রস্থান করিল । তাহারাও মনঃক্ষুণ্ণ
হইয়া তাহার গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিল ।

শাস্তা অতীতের এই ঘটনা বলিয়া ‘এই প্রকারে অতীতে সে তোমাদের
মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছিল’ বলিয়া ভিক্ষুদের বদ্বাইয়া এবং উপনন্দের নিন্দা
করিতে করিতে বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, অন্যকে উপদেশদাতার উচিত প্রথমে
নিজেকে ন্যায় পথে রাখা’ বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘প্রথমে নিজেকে যথোচিত স্থানে নিয়োজিত করিবে, পরে অন্যকে উপদেশ
দিবে । এইরূপ করিলে জ্ঞানী ব্যক্তি ক্লিষ্ট হইবে না ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ১৫৮ ।

অর্থঃ : ‘যথোচিত স্থানে নিয়োজিত করিবে’ অর্থাৎ উপযুক্ত গদুণে
প্রতিষ্ঠিত করিবে । ইহা বলা হইয়াছে—যে অপিচ্ছতাদি গদুণের দ্বারা বা

অরিয়বংসপটিপদাদীহি বা পরং অন্দুসাসিতকামো, সো
 ‘অন্তানমেব’ ‘পঠমং’ তস্মিং গদুণে পতিট্ঠাপেয্য। এবং
 পতিট্ঠাপেয্যা ‘অথঞ্-ঞং’ তেহি গদুণেহি ‘অন্দুসাসেয্য’।
 অন্তানঞ্-হি তথ অনিবেসেয্যা কেবলং পরমেব অন্দুসাসমানো
 পরতো নিন্দং লভিত্বা কিলিঙ্গসতি নাম, তথ অন্তানং
 নিবেসেয্যা অন্দুসাসমানো পরতো পসংসং লভতি, তস্মা ন
 কিলিঙ্গসতি নাম। এবং করোন্তো ‘পশ্চিডতো ন কিলি-
 স্তেয্যা’তি।

দেশনাবসানে তে ভিক্ষু সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠাহিংসু,
 মহাজনস্সাপি সাত্থিকা ধম্মদেশনা অহোসী’তি।

। উপনন্দসক্যপুত্রস্তথেরবথু দদতিয়ং।

আর্যবংশপ্রতিপদাদির দ্বারা অন্যকে উপদেশ দানে ইচ্ছুক, তাহাকে প্রথমে
 নিজেকে ঐ সকল গদুণের অধিকারী হইতে হইবে। নিজেকে সদগদুণে
 স্দুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ‘অপরকে’ ‘শাসন-অনুশাসন করা উচিত’। প্রথমে নিজেকে
 সদগদুণের অধিকারী না করিয়া অপরকে শাসন বা উপদেশ প্রদান করিলে
 উপদেষ্টা নিন্দাহঁ হইয়া মনঃকণ্ট পাইবে। নিজেকে সদগদুণে প্রতিষ্ঠিত
 করিয়া অন্যকে উপদেশ দিলে সকলের প্রশংসা-ভাজন হইয়া থাকে,
 পশ্চাত্তাপের কোন ব্যাপারই থাকে না। এইরূপ করিলে ‘জ্ঞানী ব্যক্তি
 মনঃকণ্ট পাইবেনা।’

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই
 ধর্মদেশনা জনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল।

॥ উপনন্দ শাক্যপুত্র স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

প্ৰধানিকৰ্তিস্থস্থেৰবথু । ৩

‘অন্তানশ্চে’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
প্ৰধানিকৰ্তিস্থস্থেৰং আৰম্ভ কৰ্ণেসি ।

সো কির সখ্ৰু সন্তিকে কম্মট্ঠানং গহেত্বা পণ্ডসতে ভিক্খু
আদায় অরঞ্ণে বসসং উপগন্ত্বা, ‘আব্দসো, ধৰমানস্স
বুদ্ধস্স সন্তিকে বো কম্মট্ঠানং গহিতং, অস্পমত্তাব সমণ-
ধম্মং কৰোথা’তি ওবদিত্বা সয়ং গন্ত্বা নিপজ্জিত্বা স্দুপতি ।
তে ভিক্খু পঠমযামে চণ্কমিত্বা মজ্জিমযামে বিহারং
পবিসন্তি । সো নিন্দায়িত্বা পবুদ্ধকালে তেসং সন্তিকং
গন্ত্বা ‘কিং তুম্হে নিপজ্জিত্বা নিন্দায়িস্সামা’তি আগতা,
সীঘং নিক্খমিত্বা সমণধম্মং কৰোথা’তি বত্বা সয়ং গন্ত্বা
তথেব স্দুপতি । ইতরে মজ্জিমযামে বহি চণ্কমিত্বা পচ্ছিম-
যামে বিহারং পবিসন্তি । সো পদুনিপ পবুদ্ধিত্বা তেসং

* * *

প্ৰধানিক তিষ্য স্থবিৰেৰ উগাখ্যান । ৩ ।

‘নিজেকে যদি’ ইত্যাদি ধৰ্মদেৰশনা শান্তা জেতবনে অবস্থানকালে প্ৰধানিক
তিষ্য স্থবিৰকে উদ্দেশ্য কৰিয়া ভাষণ কৰিয়াছিলেন ।

তিনি শান্তাৰ নিকট ষাইয়া ‘কৰ্মস্থান’ গ্ৰহণ কৰিয়া পণ্ডশত ভিক্ষুদেৰ
লইয়া অরণ্যে বৰ্ষাবাস কৰিতে ষাইয়া ভিক্ষুদেৰ বলিলেন—‘আব্দসো, ভগবান
বুদ্ধেৰ জীবদ্দশাতেই আমরা তাঁহাৰ নিকট কৰ্মস্থান গ্ৰহণ কৰিয়াছি ।
আপনাৰা অপ্রমত্ত হইয়া শ্ৰামণ্যধৰ্ম পালন কৰুন’ । এইভাবে উপদেশ দিয়া
স্বয়ং ষাইয়া শূইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রামগ্ন হইলেন । ঐ ভিক্ষুগণ প্ৰথম
যামে চক্ষুৰূপ কৰিয়া মধ্যম যামে বিহাৰে প্ৰবেশ কৰিলেন । তিনি নিদ্রোপ্তিত
হইয়া তাঁহাদেৰ নিকট ষাইয়া ‘তোমরা ঘুমাইবাৰ জন্য বিহাৰে প্ৰবেশ
কৰিয়াছ ? শীঘ্ৰই ষাইয়া শ্ৰামণ্যধৰ্ম পালন কৰ’ এই কথা বলিয়া স্বয়ং
ষাইয়া আবার নিদ্রামগ্ন হইলেন । অন্যৰা মধ্যম যামেও বাহিৰে চক্ষুৰূপ
কৰিয়া অস্তিম যামে বিহাৰে প্ৰবেশ কৰিলেন । তিনি নিদ্রোপ্তিত হইয়া

সন্তিকং গন্ত্বা তে বিহারা নীহরিষ্বা সয়ং পুন গন্ত্বা তথৈব
 সুপতি । তস্মিং নিচ্চকালং এবং করোন্তে তে ভিক্খু
 সম্মায়াং বা কস্মট্ঠানং বা মনসিকাতুং নাসক্খিংসু, চিত্তং
 অঞ্জথত্তং অগমাসি । তে ‘অম্‌হাকং আচরিয়ো অতিবিয়
 আরদ্ধবিরিয়ো, পরিগ্গণ্‌হিস্সাম ন’ন্তি পরিগ্গণহন্তা তস্স
 কিরিয়ং দিস্সা ‘নট্ঠম্‌হা, আবুসো, আচরিয়ো নো
 তুচ্ছরবং রবতী’তি বদিংসু । তেসং অতিবিয় নিন্দায়
 কিলমন্তানং একাভিক্খুপি বিসেসং নিব্বত্তেতুং নাসক্খি ।
 তে বট্ঠবস্সা সথু সন্তিকং গন্ত্বা সথারা কতপটিসংহারা
 ‘কিং, ভিক্খবে, অপ্পমত্তা হুত্তা সমগধম্মং করিথা’তি
 পদুচ্ছিতা তমথং আরোচেসুং । সথা ‘ন, ভিক্খবে,
 ইদানেব, পদুবেপেস তুম্‌হাকং অন্তরায়মকাসিযেবা’তি বত্তা
 তেহি যাচিতো—

*

*

*

তাঁহাদের নিকট ষাইয়া পুনবার তাঁহাদের বিহার হইতে বাহির করিয়া দিয়া
 স্বয়ং ষাইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন । প্রত্যহ তিনি এইরূপ করিতে সেই
 ভিক্ষুগণ স্বাধ্যায় বা কর্মস্থান কোনটাতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না,
 চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইল । তাঁহারা চিন্তা করিলেন—‘আমাদের আচার্য ত
 অত্যন্ত আরম্ভবীৰ্য, দেখি ত তিনি কি করেন ।’ তাঁহারা তাঁহার কীর্তি-
 কলাপ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—‘আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে, আমাদের
 আচার্য ভণ্ডামি করিতেছেন ।’ নিদ্রাভাবে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে কোন
 ভিক্ষুই ধ্যানে বিশেষ মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না । বর্ষাবাস শেষ
 হইলে তাঁহারা শাস্তার নিকট গেলেন । শাস্তা তাঁহাদের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ
 করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া শ্রামণ্যধর্ম
 পালন করিয়াছ ত?’ তাঁহারা ঐ বিষয় জানাইলেন । শাস্তা বলিলেন—
 ‘হে ভিক্ষুগণ, শূদ্ধ এখনই নহে, পূর্বেও এই ব্যক্তি তোমাদের
 ক্রটি করিয়াছে ।’ তাঁহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান একটি গাথা
 বলিলেন—

‘অমাতাপিতরসংবট্টো অনাচেরকুলে বসং ।

নায়ং কালং অকালং বা, অভিজানাত্তি কুঙ্কটো’তি ॥

ইমং ‘অকালরাবিকুঙ্কটজাতকং’ বিখ্যারেহা কথেসি । ‘তদা হি সো কুঙ্কটো অয়ং পধানিকর্তিস্থেরো অহোসি, ইমে পণ্ড সতা ভিক্ষু তে মাণবা অহেসুং, দিসাপামোক্খো আচারিয়ো অহমেবা’তি সখা ইমং জাতকং বিখ্যারেহা ‘ভিক্ষবে, পরং ওবদন্তেন নাম অন্তা সুদন্তো কাতম্বো । এবং ওবদন্তো হি সুদন্তো হুত্বা দমোতি নামা’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘অন্তানণে তথা করিয়া, যথাএওমনুসাসতি ।

সুদন্তো বত দমেথ, অন্তা হি কির দুন্দমো’তি ॥ ১৫৯ ॥

তস্সথো—যো হি ভিক্ষু ‘পঠমযামাদিসু চঙ্কমিতম্ব’ন্তি বহ্বা পরং ওবদতি, সয়ং চঙ্কমনাদীনি অধিট্ঠহন্তো

*

*

*

‘মাতাপিতার দ্বারা সংবর্ধিত না হইয়া, আচার্যহীন কুলে বাস করিয়া এই কুঙ্কট জানে না কোনটা কাল এবং কোনটা অকাল’—বলিয়া এই ‘অকাল-রাবিকুঙ্কটজাতক’ বিস্তারপূর্বক বলিলেন । ‘তখন সেই কুঙ্কট ছিল বর্তমানের প্রধানিক তিষ্য স্থিরর, এই সকল পণ্ডশত ভিক্ষু ছিল তখনকার শিক্ষানবীশগণ এবং বিশ্ববিখ্যাত আচার্য ছিলাম আমি ।’ এইভাবে শাস্তা এই জাতক বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, অন্যকে উপদেশ দিতে হইলে নিজেকে আগে সুসংযত হইতে হইবে । সুসংযত হইয়া উপদেশ দিলে অপরকে সংযত করা যায় ।’ ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘লোকে অন্যকে যেরূপ হইতে উপদেশ দেয়, নিজেকে যদি সেইভাবে গঠিত করে, তবে স্বয়ং সংযত হইয়া পরকেও দমন করিতে পারে । নিজেকে সংযত করা সত্যই কঠিন ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৫৯ ।

অর্থ : যে ভিক্ষু ‘প্রথম যামাদিতে চঙ্কমণ করিবে’ বলিয়া অন্যকে উপদেশ দেয়, ‘স্বয়ং চঙ্কমণাদি করিয়া’ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি ‘অন্যকে

‘অন্তানণে তথা কস্মিরা, যথাঞ্ ঞ্মনদসাসতি’ এবং সন্তে
‘সদন্তো বত দমেথা’তি যেন গুণেন পরং অনদসাসতি, তেন
অন্তনা সদন্তো হুত্বা দমেয্য । ‘অন্তা হি কির দদমো’তি
অয়ং হি অন্তা নাম দদমো । তস্মা যথা সো সদন্তো
হোতি, তথা দমেতস্বো’তি ।

দেসনাবসানে পণ্ড সতাপি তে ভিক্ষু অরহন্তং পাপদ-
গিংসতি ।

। প্রধানিকতিস্সথেরবথু ততিয়ং ।

*

*

*

অনুশাসিত করে’—এইরূপ হইলে অর্থাৎ ‘সদসংঘত হইলে অপরকে সংঘত
করিতে পারিবে’ অর্থাৎ যে গুণের দ্বারা পরকে অনুশাসিত করিবে তদ্বারা
স্বয়ং সদাস্ত হইয়া অন্যকে দমন করিবে । ‘নিজেকে সংঘত করা সত্যই
কঠিন’—এই আত্মা (অর্থাৎ স্বয়ং) দদমণীয় । নিজেকে দমন করা অতিশয়
কঠিন । সুতরাং সকলের কর্তব্য নিজেকে দমন করিবার উপায়
অবলম্বন করা ।

দেসনাবসানে সেই পণ্ডশত ভিক্ষু অহঁত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ প্রধানিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



কুমারকস্‌সপমাতুথেরোবখ্ণ । ৪

‘অন্তা হি অন্তনো নাথো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো কুমারকস্‌সপথেরস্‌স মাতরং আরম্ভ কথেসি ।
সা কির রাজগহনগরে সেট্ঠিধীতা বিঞ্ঞত্তং পত্তকালতো
পট্ঠায় পব্বজ্জং যাচি । অথ সা পদ্বনপ্পদ্বনং যাচমানাপি
মাতাপিতদ্বনং সন্তিকা পব্বজ্জং অলভিত্বা বয়স্পত্তা
পতিকুলং গন্ত্বা পতিদেবতা হদ্বা অগারং অম্বাবসি ।
অথস্সা ন চিরস্সেব কুচ্ছিস্সিং গম্ভো পতিট্ঠহি । সা
গম্ভস্স পতিট্ঠিতভাবং অজানিত্বাব সাম্মিকং আরাধেত্বা
পব্বজ্জং যাচি । অথ নং সো মহন্তেন সন্ধারেন ভিক্‌খদ্বন্দ্ব-
পস্সয়ং নেত্বা অজানন্তো দেবদত্তপক্‌খিকানং ভিক্‌খদ্বনীনং
সন্তিকে পম্বাজেসি । অপরেন সময়েন ভিক্‌খদ্বনিয়ো
তস্সা গম্ভনিভাবং এত্বা তাহি—‘কিং ইদ’ন্তি বদন্তা

*

*

*

কুমারকশ্যপ-মাতা থেরীর উপাখ্যান । ৪ ।

‘নিজেই নিজের প্রভু’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
কুমারকশ্যপ স্থবিরের মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

রাজগৃহ নগরের শ্রেষ্ঠিকন্যা তিনি । বিজ্ঞতা প্রাপ্তির সময় হইতে তিনি
প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছিলেন । পদ্বনঃ পদ্বনঃ প্রার্থনা করিয়াও তিনি
মাতাপিতার নিকট প্রব্রজ্যা লাভের অনুরাগ না পাইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে
পতিকূলে যাইয়া পতিদেবতা হইয়া সংসারধর্ম পালন করিতে লাগিলেন ।
অচিরেই তিনি গর্ভবতী হইলেন । তিনি গর্ভবতী হইয়াছেন না জানিয়াই
পতিকে তুষ্ট করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন । তখন তাঁহার পতি তাঁহাকে
মহা সংকারের সহিত ভিক্ষুণী-নিবাসে লইয়া যাইয়া অজ্ঞাতসারে দেবদত্ত-
পক্ষিক ভিক্ষুণীদের নিকট প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন । অন্য এক সময়
ভিক্ষুণীগণ তাঁহার গর্ভিনীভাবে কথা জানিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন
—‘এইটা কি ব্যাপার হইল ?’

“নাহং অযো জানামি ‘কিমেতং’, সীলং বত মে অরোগ-
মেবাতি।” ভিক্খুনীয়ো তং দেবদত্তস্স সন্তিকং নেহা
‘অয়ং ভিক্খুনী সদ্ধাপস্বজিতা, ইমিস্সা ময়ং গব্ভস্স
পতিট্ঠিতভাবং জানাম, কালং ন জানাম, কিং দানি
করোমা’তি পদুচ্ছিস্দু। দেবদত্তো ‘মা ময়্হং ওবাদকারি-
কানং ভিক্খুনীনং অযসো উম্পজ্জতু’তি এত্তকমেব
চিন্তেহা ‘উম্পস্বাজেথ ন’ন্তি আহ। তং স্দুহা সা দহরা
‘মা মং, অযো, নাসেথ, নাহং দেবদত্তং উদ্দিস্স পস্বজিতা,
এথ, মং সথ্হু সন্তিকং জেতবনং নেথা’তি। তা তং আদায়
জেতবনং গম্বা সথ্হু আরোচেস্দুং। সথা ‘তস্সা গিহিকালে
গম্ভো পতিট্ঠিতো’তি জানন্তোপি পরবাদমোচনথং
রাজানং পসেনদিকোসলং মহাঅনাত্থাপিস্শিকং চুলঅনাত্থ-
পিস্শিকং বিসাত্থাউপাসিকং অঞ্ঞানি চ মহাকুলানি

*

*

*

‘আৰ্ঘে, আমি ত জানি না কি হইয়াছে, আমার ত শীল অক্ষুণ্ণ আছে।’
ভিক্ষুগণ তাঁহাকে দেবদত্তের নিকট লইয়া যাইয়া—‘এই ভিক্ষুগণী শ্রদ্ধা-
প্রব্রজিতা, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ইনি গর্ভবতী। তবে কত
মাসের জানি না। এখন কি করিব?’ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবদত্ত
‘আমার উপদেশ পালনকারিণী ভিক্ষুগণীদের দুর্নাম হউক সেইটা আমি চাই
না।’ ইহা চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘ইহাকে সঞ্চ হইতে বহিষ্কার করিয়া
দাও।’ ইহা শুনিয়া সেই তরুণী বলিলেন—‘আৰ্ঘে, আমার সর্বনাশ
করিবেন না। আমি ত দেবদত্তকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রব্রজিত হই নাই।
আমাকে জেতবনে শাস্তার নিকট লইয়া চলুন।’ তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া
জেতবনে যাইয়া শাস্তাকে জানাইলেন। সে গৃহীকালেই গর্ভবতী হইয়াছে
জানিয়াও শাস্তা পরনিন্দা হইতে মৃদুস্ত্রাভের জন্য রাজা পসেনদি কোশল,
মহা অনাত্থাপিস্শিক, ক্ষুদ্র অনাত্থাপিস্শিক, বিশাত্থা উপাসিকা এবং অন্যান্য
অনেক বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে ডাকাইয়া উপালি স্থবিরকে আদেশ দিলেন—‘যাও,

পক্কোসাপেত্বা উপালিথেরং আগাপেসি—‘গচ্ছ, ইমিস্সা দহরায় ভিক্খুনিয়া চতুপারিসমঙ্ঘে কস্মং পরিসোধেহী’তি । থেরো রঞ্ঞো পদুরতো বিসাখং পক্কোসাপেত্বা তং অধিকরণং পটিচ্ছাপেসি । সা সাণিপাকাারং পরিক্খিপাপেত্বা অন্তোসাণিয়ং তস্সা হত্থপাদনাভিউদরপারিয়োসানানি ওলোকেত্বা মাসদিবসে সমানেত্বা ‘গিহিভাবে ইমায় গম্ভো লক্কো’তি এত্বা থেরস্স তমথং আরোচেসি । অতস্সা থেরো পরিসমঙ্ঘে পরিসুদ্ধভাবং পতিট্ঠাপেসি । সা অপরেন সময়েন পদমুত্তরবুদ্ধস্স পাদমূলে পথিতপথনং মহানুভাবং পুত্তং বিজায়ি ।

অথেকদিবসং রাজা ভিক্খুদুপস্সয়সমীপেন গচ্ছন্তো দারকসন্দং সত্বা ‘কিং ইদ’ন্তি পুচ্ছিত্বা, ‘দেব, একিস্সা ভিক্খুনিয়া পুত্তো জাতো, তস্সেস সন্দেরো’তি বুদ্ধে তং কুমারং অন্তনো ঘরং নেত্বা ধীতানং অদাসি । নামগহণ-

*

*

*

চারি পরিষদের মধ্যে এই তরুণী ভিক্ষুণীর শুদ্ধি-অশুদ্ধি পরীক্ষা কর ।’ স্থবির রাজার সম্মুখে বিশাখাকে ডাকিয়া তাঁহার উপর মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন । বিশাখা তাঁহাকে পদারি আড়ালে লইয়া ঘাইয়া তাঁহার হাত-পা-নাভি-উদর প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া মাস-দিন নির্ণয় করিয়া (অর্থাৎ কত মাস কত দিনের গর্ভ) ‘গৃহী অবস্থাতেই ইনি গর্ভবতী হইয়াছেন’ জানিয়া স্থবিরকে তাহা জানাইলেন । তখন স্থবির পরিষদ মধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি পরিশুদ্ধ । যথাকালে তিনি এক মহানুভাব (= মহা প্রতাপশালী) পুত্রের জন্ম দিলেন যাহার জন্য তিনি পদমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

একদিন রাজা ভিক্ষুণীদের নিবাসস্থানের নিকট দিয়া ঘাইবার সময় শিশু-বালকের শব্দ শুনিয়া ‘ইহা কি ?’ জিজ্ঞাসা করিয়া ‘মহারাজ, এক ভিক্ষুণীর পুত্র-সন্তান হইয়াছে, তাহারই শব্দ’ ইহা জানিয়া সেই কুমারকে নিজগৃহে লইয়া ঘাইয়া ধাত্রীর নিকট দিলেন । নামকরণ দিবসে তাহার

দিবসে চক্ষু ‘কুস্পো’তি নামং কহা কুমারপরিহারেন
বড়্চিত্তা ‘কুমারকুস্পো’তি সঞ্জানিংসু। সো কীলা-
মন্ডলে দারকে পহরিহা ‘নিম্মাতাপিতিকেনম্হা পহটা’তি
বুত্তে রাজানং উপসঙ্কমিস্সা, “দেব, মং ‘নিম্মাতাপিতিকো’তি
বদন্তি, মাতরং মে আচিক্খথা”তি পদুচ্ছিহা রণ্ণা
ধাতিয়ো দস্সেহা ‘ইমা তে মাতরো’তি বুত্তে ‘ন এত্তিকা
মে মাতরো, একায় মে মাতরা ভবিতব্বং, তং মে আচিক্-
খথা’তি আহ। রাজা ‘ন সন্ধা ইমং বণ্ণেতু’ন্তি চিন্তেহা,
‘তাত, তব মাতা ভিক্খুনী, ত্বং ময়া ভিক্খুনুপস্সয়া
আনীতো’তি। সো তাবতকেনেব সমুপ্পন্নসংবেগো হুহা,
‘তাত, পব্বাজেথ ম’ন্তি আহ। রাজা ‘সাধু, তাতা’তি তং
মহন্তেন সন্ধারেণ সখু সন্তিকে পব্বাজেসি। সো লঙ্ঘ-
পসম্পদো ‘কুমারকুস্পথেরো’তি পণ্ণায়াসি। সো সখু

•

•

•

নাম রাখা হইল ‘কশ্যপ’ এবং রাজকুমারের ন্যায় বর্ধিত হইতে থাকায় তাহার
সম্পূর্ণ নাম হইল ‘কুমার কশ্যপ’। ক্রীড়ামন্ডলে কুমার কশ্যপ অন্য
বালকদের প্রহার করিলে তাহারা বলিল—‘মার্ত্তপত্নীনের দ্বারা আমরা
প্রহৃত হইয়াছি।’ ইহা শুনিয়া কুমার রাজার নিকট ঘাইয়া বলিল—‘মহারাজ,
আমাকে মার্ত্তপত্নীন বলে, বলুন আমার মাতা কে?’ রাজা ধাত্রীদের
দেখাইয়া বলিলেন—‘ইহারাই তোমার মাতা।’ ‘এতজন আমার মাতা
হইতে পারে না, আমার মাতা একজনই হইবেন। তিনি কে আমাকে
বলুন।’ রাজা চিন্তা করিলেন যে কুমারকে বণ্ণনা করা অসম্ভব, তাই তিনি
বলিলেন—‘বৎস, তোমার মাতা একজন ভিক্ষুণী, আমি তোমাকে ভিক্ষুণী-
নিবাস হইতে আনিয়াছি।’ এই কথা শোনামাত্রই কুমারের সংবেগ উৎপন্ন
হইল। সে বলিল—‘পিতঃ, আমাকে প্ররজিত করুন।’ রাজা ‘বৎস,
তাহাই হইবে’ বলিয়া মহা-সৎকার সহকারে শান্তার নিকট লইয়া ঘাইয়া
তাহাকে প্ররজ্যা প্রদান করিলেন। উপসম্পদা লাভের সময় হইতে তাহাকে
‘কুমার কশ্যপ শ্রবির’ বলা হইত। তিনি শান্তার নিকট ‘কম্ভান’ গ্রহণ

সন্তিকে কস্মট্ঠানং গহেহা অরএৎএং পবিসিহা বায়মিহা
বিসেসং নিব্বত্তেতুং অসক্কোন্তো ‘পদ্ন কস্মট্ঠানং
বিসেসেহা গহেহসামী’তি সথদু সন্তিকং গন্তা অন্ধবনে
বিহাসি ।

অথ নং কস্সপবুদ্ধকালে একতো সমণধম্মং কহা অনাগামি-
ফলং পহা ব্রহ্মলোকে নিব্বত্তাভিক্খু ব্রহ্মলোকতো আগন্তা
পন্নরস পএৎহে পদুচ্ছিহা ‘ইমে পএৎহে ঠপেহা সথারং
অএৎএৎ ব্যাকাতুং সমথো নাম নথি, গচ্ছ, সথদু সন্তিকে
ইমেসং অথং উগ্গণ্হা’তি উয্যোজেসি । সো তথা কহা
পএৎহাবিস্সজ্জনাবসানে অরহত্তং পাপদুগি । তস্স পন
নিক্খন্তাদিবসতো পট্ঠায় দ্বাদস বস্সানি মাতুভিক্-

*

*

*

করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও বিশেষ কিছু লাভ
না করাতে ‘পদ্নরায় আমার উপযোগী বিশেষ কর্মস্থান গ্রহণ করিব’ বলিয়া
শান্তার নিকট যাইয়া অন্ধবনে বাস করিতে লাগিলেন ।

একজন ভিক্ষু কশ্যাপবুদ্ধকালে (কুমার কশ্যাপের সঙ্গে) একত্রে শ্রামণ্যধর্ম
পালন করিয়া অনাগামি ফল প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন এবং
ব্রহ্মলোক হইতে অন্ধবনে আসিয়া কুমার কশ্যাপকে ‘পনেরিটি প্রশ্ন’ জিজ্ঞাসা
করিলেন । তিনি উত্তরদানে অসমর্থ হইলে সেই ব্রহ্মলোকবাসী ভিক্ষু কুমার
কশ্যাপকে বলিলেন—

‘একমাত্র শাস্তা ব্যতীত অন্য কেহ এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ ।
তুমি শান্তার নিকট যাইয়া জানিয়া লও’ বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন । কুমার
কশ্যাপ তাহাই করিলেন এবং প্রশ্নোত্তর শেষে অহং লাভ করিলেন ।

ষোড়শ হইতে পদ্ন নিষ্কান্ত হইয়াছে সেইদিন হইতে দ্বাদশ বৎসর যাবত

(১) কুমার কশ্যাপ তখন অন্ধবনে ধ্যানরত ছিলেন ।

(২) এই পনেরিটি প্রশ্ন মণ্ডিকমণিকায়ের (১ম খণ্ড) ‘বল্মীক সূত্রে’
প্রদত্ত হইয়াছে ।

খুনিয়া অকখীহি অস্সদনি পবত্তিসু। সা পুত্তবিয়োগ-
দুদুখিতা অস্সদন্তিতেনেব মদুথেন ভিকুখায় চরমানা
অন্তরবীথিয়ং থেরং দিম্বাব, ‘পুত্ত, পুত্তা’তি বিরবন্তী তং
গণ্হিতুং উপধাবমানা পরিবত্তিত্বা পতি। সা থনেহি খীরং
মদুগুন্তেহি উট্ঠহিত্বা অল্লচীবরা গন্ত্বা থেরং গণ্হি।
সো চিন্তেসি—‘সচায়ং মম সন্তিকা মধুরবচনং লভিস্সতি,
বিনিস্সিস্সতি। থদ্ধমেব কত্ত্বা ইমায় সন্ধিং সল্লপিস্সা-
মী’তি। অথ নং আহ—‘কি করোন্তী বিচরসি, সিনেহ-
মত্তম্পি ছিন্দিতুং ন সঙ্কোসী’তি? সা ‘অহো ককখলা
থেরস্স কথা’তি চিন্তেত্বা—‘কিং বদেসি, তাতা’তি বত্ত্বা
পুন্নপি তেন তথৈব বত্ত্বা চিন্তেসি—‘অহং ইমস্স কারণা
দ্বাদসবস্সানি অস্সদনি সন্ধারেতুং ন সঙ্কোমি, অয়ং পনেবং
থদ্ধহদয়ো, কিং মে ইমিনা’তি পুত্তসিনেহং ছিন্দিত্বা তং
দিবসমেব অরহত্তং পাপুণি।

*

*

*

তাহার মাতা ভিক্ষুণী অশ্রুপাত করিয়া চলিয়াছেন। পুত্রবিয়োগ দুঃখ
কাতর তিনি অশ্রুক্লিষ্ট মুখে ভিক্ষায় বিচরণ করা কালে পথিমধ্যে স্থবিরকে
(=কুমার কশ্যপকে) দেখিয়াই ‘পুত্র পুত্র’ বলিয়া বিরব করিতে করিতে
তাহাকে ধরিবার জন্য ধাবমানা হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার শুন হইতে
দুঃখ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি উঠিয়া (দুঃখ) সিন্ধচীবরে ধাবিত
হইয়া পুত্র স্থবিরকে জড়াইয়া ধরিলেন। পুত্র চিন্তা করিলেন—‘যদি আমি
তাঁহাকে মধুর কথা বলি, তাঁহারই ক্ষতি হইবে। অতএব, আমি তাঁহার
সঙ্গে রুদ্ধ ভাষাতেই কথা বলিব।’ তিনি মাতাকে বলিলেন—

‘তুমি কি রকম স্নেহের বন্ধনকেও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছ না?’
তিনি চিন্তা করিলেন—‘এই ভিক্ষুর কথা ত ককশ!’ এবং বলিলেন—‘বাবা,
তুমি কি বলিতেছ?’ ভিক্ষু ঐ একই কথা বলাতে মাতা চিন্তা করিলেন—
‘আমি ইহার জন্য দ্বাদশ বৎসর যাবত অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেছিলাম,
আর ইহার হৃদয় এত নিষ্ঠুর। ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।’—এইভাবে
পুত্র স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সেই দিবসেই অহঙ্ক প্রাপ্ত হইলেন।

অপরেন সময়েন ধম্মসভায়ং কথং সমুট্টাপেসদং—
 ‘আবুসো, দেবদন্তেন এবং উপনিষসয়সম্পন্নো কুমারকস্সপো
 সচথেরী চ নাসিতা, সথা পন তেসং পতিট্টা জাতো, অহো
 বুদ্ধা নাম লোকানুকম্পকা’তি । সথা আগন্হা, ‘কায় নুথ,
 ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিহিতা’তি পদুচ্ছিত্তা ‘ইমায়
 নামা’তি বুদ্ধে ‘ন, ভিক্খবে, ইদানেব অহং ইমেসং পচ্ছয়ো
 পতিট্টা জাতো, পদুস্বোপি নেসং অহং পতিট্টা অহো-
 সিংঘেবা’তি বজ্জা—

‘নিগ্রোধমেব সেবেষা, ন সাখমুপসংবসে ।

নিগ্রোধস্মিং মতং সেযো, যণে সাখস্মিং জীবিত’ন্তি ॥

—ইমং ‘নিগ্রোধজাতকং’ বিখ্যারেন কথিত্তা ‘তদা সাখমিগো
 দেবদন্তো অহোসি, পরিসাপি সা দেবদন্তপরিসা, বারম্পত্তা
 মিগধেনু থেরী অহোসি, পদুত্তো কুমারকস্সপো, গম্ভিনী-

*

*

*

অন্য এক সময়ে ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা উঠাইলেন—‘আবুসো, ঈদৃশ
 উপনিষয়সম্পন্ন কুমারকশ্যপ এবং তাঁহার মাতা ভিক্ষুণী দেবদন্তের দ্বারা
 বিনষ্ট হইতেছিলেন । শাস্তা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন । অহো !
 বুদ্ধগণ বাস্তবিকই লোকানুকম্পক ।’ শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
 ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য সম্মিলিত হইয়াছ ?’

‘এই বিষয়ে, ভণ্ডে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা যে এইবার আমি তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছি তাহা
 নহে, পূর্বেও আমি তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিলাম ।’ বলিয়া ‘ন্যগ্রোধ
 মৃগেরই সেবা করিবে, শাখামৃগকে নহে । শাখামৃগের সহিত বাঁচিয়া থাকা
 অপেক্ষা ন্যগ্রোধের সহিত মৃত্যুও শ্রেয়ঃ ।’—এই গাথা বলিয়া ‘ন্যগ্রোধজাতক’
 বিস্তৃতভাবে ভাষণ করিয়া বলিলেন—‘তখন শাখামৃগ ছিল দেবদন্ত,
 পরিষদুও ছিল দেবদন্তের পরিষদু, বারপ্রাপ্তা (অর্থাৎ যাহার বলিদানের বার
 আসিয়াছিল) মৃগধেনু ছিল এই ভিক্ষুণী মাতা এবং তাহার পুত্র ছিল এই

মিগিয়া জীবিতং পরিচ্ছজিয়া গতো নিগ্রোধমিগরাজা পন
অহমেবা'তি জাতকং সমোদানেহা পদ্বত্তসিনেহং ছিন্দিহা
থেরিয়া অন্তনাব অন্তনো পতিট্ঠানকতভাবং পকাসেন্তো,
'ভিক্ষবে, যস্মা পরস্স অন্তনি ঠিতেন সঙ্গপরায়ণেন বা
মঙ্গপরায়ণেন বা ভবিতুং ন সন্ধা । তস্মা অন্তাব অন্তনো
নাথো, পরো কিং করিস্সতী'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘অন্তা হি অন্তনো নাথো, কো হি নাথো পরো সিয়া ।

অন্তনা হি সদ্দন্তেন, নাথং লভতি দল্লভ'ন্তি । ১৬০ ।

তথ ‘নাথো’তি পতিট্ঠা । ইদং বদন্তং হোতি—যস্মা
অন্তনি ঠিতেন অন্তসম্পন্নেন কুসলং কহ্বা সঙ্গং বা
পাপদুর্গিতুং, মঙ্গং বা ভাবেতুং, ফলং বা সচ্ছিকাতুং সন্ধা ।
তস্মা হি অন্তাব ‘অন্তনো’ পতিট্ঠা হোতি । ‘পরো কো’

*

*

*

কুমার কশ্যপ । যে ন্যাগ্রোধ-মৃগরাজ গর্ভিনী মৃগীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল
সে আমিই ছিলাম’—বলিয়া জাতকের সমাধান করিয়া পদ্বত্তসিনেহের বন্ধন
ছিন্ন করিয়া থেরী যে নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা প্রকাশ
করিতে যাইয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু অন্যের দ্বারা স্বর্গ-পরায়ণ
বা মার্গ-পরায়ণ হওয়া যায় না, অতএব নিজেই নিজের আশ্রয়, অন্যে কি
করিবে ?’—বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘নিজেই নিজের আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা), অন্য আশ্রয়দাতা আর কে আছে ?
নিজেকে সংযত করিতে পারিলে দল্লভ আশ্রয় (= প্রতিষ্ঠা = নিবারণ) লাভ
করা যায় ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১৬০ ।

অন্বয় :—‘নাথ’ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা । ইহা উক্ত হইয়া থাকে—যেহেতু যিনি
আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন, তিনি বিবিধ কুশল (পদ্য) প্রভাবে
স্বর্গলাভ করিতে পারেন, মার্গ-ফল লাভ করিতে পারেন, অতএব নিজেকেই
নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । নিজের চেষ্টা ব্যতীত অপর কেহ নিজেকে

নাম কস্স পতিট্টা 'সিয়া' । 'অন্তনা' এব হি স্দদন্তেন
 নিব্বিসেবনেন অরহত্ত্বফলসংখাতং 'দল্লভং নাথং লভতি' ।
 অরহত্ত্বং হি সন্ধ্যায় ইধ 'নাথং লভতি দল্লভ'ন্তি বদন্তং ।
 দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসুতী ।

। কুমারকস্সপমাতুথেরীবথু চতুথং ।

*

*

*

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না । (প্রকৃতপক্ষে) যিনি নিজেকে স্দদাস্ত করিতে
 পারেন, তিনিই অহ'ত্ত্বফল নামক দল্ল'ভ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন ?
 'দল্ল'ভ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে' এই কথা দ্বারা অহ'ত্ত্বলাভকেই
 বুঝাইয়াছে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ কুমার-কস্যপ-মাতা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মহাকালউপাসকবধু । ৫

‘অন্তনা হি কতং পাপ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো একং মহাকালং নাম সোতাপন্ন-উপাসকং আরব্ধ
কথোসি ।

সো কির মাসস্স অট্টদিবসেসসু উপোসথিকো হুত্বা
বিহারে সম্বরন্তি ধম্মকথং সুগাতি । অথ রন্তি চোরা
একস্মিং গেহে সন্ধিং ছিন্দিত্বা ভণ্ডকং গহেত্বা লোহভাজন-
সন্দেশন পবুদ্ধোহি সামিকোহি অনুবদ্ধা গহিতভণ্ডং ছুডেত্বা
পলায়িসু । সামিকাপি তে অনুবন্ধিংসুযেব, তে দিসা
পক্খন্দিংসু । একো পন বিহারমগ্গং গহেত্বা মহাকালস্স
রন্তি ধম্মকথং সুত্বা পাতোব পোক্খরগিতীয়ে মদুখং
ধোবন্তস্স পুরতো ভণ্ডকং ছুডেত্বা পলায়ি । চোরে

*

*

*

মহাকাল উপাসকের উপাখ্যান । ৫ ।

‘নিজের দ্বারা কৃত পাপ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
মহাকাল নামক জনৈক সোতাপন্ন উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

তিনি মাসের আট দিন উপোসথিক হইয়া বিহারে সারারাত্রি ধর্মকথা
শ্রবণ করেন । একদিন চোরেরা রাত্রে এক গৃহে সিঁধ কাটিয়া ঢুকিয়া
দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেছিল । লৌহভাজনের শব্দে গৃহস্বামীরা প্রবুদ্ধ
হইয়া চোরদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে চোরেরা অপহৃত দ্রব্যাদি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে
পলায়ন করিল । গৃহস্বামীরাও তাহাদের তাড়াইয়া চলিলে তাহারা এদিকে-
ঐদিকে পলাইয়া গেল । তাহাদের মধ্যে একজন বিহারের রাস্তা ধরিয়া
ষাইতেছিল । তখন মহাকাল সারারাত্রি ধর্মকথা শুনিয়া প্রাতঃকালেই
পদস্করগীতীয়ে মদুখ ধুইতেছিলেন । (ঐ চোর) তাহার স্বত দ্রব্যাদি
মহাকালের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল । চোরদের পশ্চাদ্ধাবনকারী

অনুবন্ধিত্বা আগতম্নস্সা ভণ্ডিকং দিম্বা—‘ত্বং নো
গেহসন্ধিং ছিন্দিত্বা ভণ্ডিকং হরিত্বা ধম্মং সন্ধান্তো বিয়
বিচরসী’তি তং গহেত্বা পোথেত্বা মারেত্বা ছুন্ডেত্বা অগমিৎসন্।
অথ নং পাতোব পানীয়ঘটং আদায় গতা দহরসামণেরা
দিম্বা ‘বিহারে ধম্মকথং সন্ধান্তা সয়িতউপাসকো অযদন্তং
মরণং লভতী’তি বত্বা সত্থং আরোচেসন্। সত্থা ‘আম,
ভিক্ষবে, ইমস্মিং অন্তভাবে কালেন অম্পতিরূপং মরণং
লদ্ধং, পদুবেব কতকম্মস্স পন তেন যদন্তমেব লদ্ধ’ন্তি বত্বা
তোহি যাচিতো তস্স পদুস্বকম্মং কথেসি—

অতীতেকির বারাগসিরঞ্ণো বিজিতে একস্স পচ্চস্তগামস্স
অটবিমদুখে চোরা পহরন্তি। রাজা অটবিমদুখে একং
রাজভটং ঠপেসি, সো ভতিং গহেত্বা মনুস্সে ওরতো পারং
নেতি, পারতো ওরং আনেতি। অথেকো মনুস্সো

*

*

*

গৃহস্বামীরা ঐ দ্রব্য দেখিয়া—‘তুমি আমাদের গৃহে সিঁধ কাটিয়া দ্রব্যাদি
অপহরণ করিয়া এখন ধর্মপ্রবণ করার ভাগ করিতেছ!’ বলিয়া পিটিয়া মারিয়া
ফেলিয়া চলিয়া গেল। সকালেই তরুণ শ্রামণেরগণ জল আনিতে যাইয়া
তাঁহাকে দেখিয়া—‘বিহারে ধর্মকথা শুনিয়া শয়নকারী উপাসক দেখিতেছি
বেঘোরে প্রাণ দিল।’ তাহারা যাইয়া শাস্তাকে জানাইল। শাস্তা ‘হ্যাঁ
ভিক্ষুগণ, এই জন্মে সে অকালে অন্যায়ভাবে প্রাণ দিয়াছে ঠিকই, কিন্তু
পূর্বে সে যে কাজ করিয়াছে—তাহার ফলে তাহার এই মৃত্যু যুক্তিযুক্তই
হইয়াছে’ বলিয়া তাহাদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া পূর্বজন্মের কথা বলিতে
লাগিলেন—

অতীতে বারাগসী রাজার রাজ্যে কোন এক প্রত্যস্তগ্রামের অটবিমদুখে
চোরেরা ঔৎপাতিয়া থাকে। রাজা অটবিমদুখে এক রাজসেনাকে নিযুক্ত
করিলেন। সে ভাতার বিনিময়ে লোকদের পাহাড়া দিয়া বনে লইয়া যাইত,
আবার পাহাড়া দিয়া বন হইতে লোকালয়ে লইয়া আসিত। জনৈক ব্যক্তি
তাহার সুন্দরী ভাষাকে ছোট গাড়ীতে বসাইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত

অভিরূপং অন্তনো ভরিয়ং চুলযানকং আরোপেত্বা তং ঠানং
 অগমাসি । রাজভটো তং ইথিং দিম্বাব সঞ্জাতসিনেহো
 তেন ‘অটবিং নো, সামি, অতিক্রামেহী’তি বদন্তে ‘ইদানি
 বিকালো, পাতোব অতিক্রামেঙ্গসী’তি আহ । ‘সো সকালো,
 সামি, ইদানেব নো নেহী’তি । ‘নিবত্ত, ভো, অম্‌হাকংষেব
 গেহে আহারো চ নিবাসো চ ভবিঙ্গসতী’তি । সো নেব
 নিবত্তিতুং ইচ্ছি । ইতরো পদুরিসানং সঞ্‌ঞং দত্বা যানকং
 নিবত্তাপেত্বা অনিচ্ছন্তস্বেব দ্বারকোট্টকে নিবাসং দত্বা
 আহারং পটিয়াদাপেসি । তঙ্গ পন গেহে একং মণিরতনং
 অথি । সো তং তঙ্গ যানকন্তরে পক্‌খিপাপেত্বা পচ্ছ-
 সকালে চোরানং পবিট্‌ঠসন্দং কারেসি । অথঙ্গ পদুরিসা
 ‘মণিরতনং, সামি, চোরেহি হট্‌’ন্তি আরোচেসুং । সো
 গামদ্বারেসু আরক্‌খং ঠপেত্বা ‘অন্তোগামতো নিক্‌খমন্তে

হইল । রাজসেনা ঐ স্ত্রীলোককে দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইল । ঐ ব্যক্তি তাহাকে
 বলিল—‘মহাশয়, আমাদের অটবি পার করিয়া দিন ।’ রাজসেনা বলিল—
 ‘এখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে, কাল সকালেই পার করিয়া দিব ।’ ‘মহাশয়,
 সেই সকাল হইলে অনেক দেরী হইয়া যাইবে । এখনই আমাদের লইয়া
 যাউন ।’ ‘ওহে, থাকিয়া যাও, আমাদের ঘরেই আহার এবং শয়নের ব্যবস্থা
 হইবে ।’ আগন্তুক থাকিতে রাজী হইল না । রাজসেনা ইঙ্গিত করাতে
 তাহার লোকজন আসিয়া আগন্তুকের গাড়ী ঘুরাইয়া রাখিল এবং তাহার
 অনিচ্ছাসত্ত্বে দ্বারকোষ্ঠকে তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া আহারের ব্যবস্থা
 করিয়া দিল । তাহার গৃহে একটি মণিরত্ন ছিল । সে ঐ রত্নটিকে আগন্তুকের
 গাড়ীতে রাখিয়া দিল এবং প্রত্যুষকালে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে
 তাহার ঘরে চোর ঢুকিয়াছিল । তাহার (নিজের) লোকজনেরাও বলিতে
 লাগিল—‘প্রভু, আপনার মণিরত্ন চোরেরা চুরি করিয়াছে ।’ সে তখন গ্রাম-
 দ্বারে পাহাড়া বসাইয়া বলিল—‘মাহারা গ্রামের বাহিরে যাইবে তাহাদের

বিচিন্থা'তি আহ। ইতরোপি পাতোব যানকং যোজেষ্বা
 পার্যাসি। অথস্স যানকং সোধেলতা অন্তনা ঠপিতং
 মণিরতনং দিম্বা সন্তজ্জেষ্বা—‘ত্বং মণিং গহেষ্বা পলায়-
 সী’তি পোথেষ্বা ‘গহিতো, নো, সামি চোরো’তি গামভোজ-
 কস্স দস্সেসসুং। সো ‘ভতকস্স মে গেহে নিবাসং দত্তা ভত্তং
 দিম্বং, মণিং গহেষ্বা গতো, গণ্হথ নং পাপপদুরিস’ন্তি
 পোথাপেষ্বা মারেষ্বা ছডাপেসি। ইদং তস্স পদ্বকস্সং।
 সো ততো চুতো অবীচিম্হি নিব্বত্তিষ্বা তথ দীঘরত্তং
 পচ্চিষ্বা বিপাকাবসেসেন অন্তভাবসতে তথেব পোথিতো
 মরণং পাপদুগি।

এবং সখা মহাকালস্স পদ্বকস্সং দস্সেষ্বা, ‘ভিক্খবে,
 এবং ইমে সন্তে অন্তনা কতপাপকস্সমেব চত্‌সু অপায়েসু
 অভিমথতী’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

তল্লাসী কর।’ সেই আগন্তুকও সকালেই তাহার যান যোজনা করিয়া রওনা
 হইল। তাহার যান তল্লাসী করিয়া সেই মণিরত্ন তাহাতে পাইয়া আগন্তুককে
 তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া—‘তুমি মণিরত্ন লইয়া পলায়ন করিতেছ?’ বলিয়া প্রহার
 করিয়া গ্রামের মোড়লকে বলিল—‘প্রভু, চোর ধরা পড়িয়াছে।’ মোড়ল
 বলিল—‘আমার ভৃত্যের বাড়ীতে থাকিয়া থাইয়া তাহার মণিরত্নটি লইয়া
 চলিয়া যাইতেছিল। উহাকে ধর মার।’—তাহাকে প্রহার করিয়া মারিয়া
 ফেলিল এবং মৃতদেহ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।—ইহাই তাহার অতীত জীবনের
 কর্ম। সে মৃত্যুর পরে অবীচি-নরকে জন্মগ্রহণ করিল এবং সেখানে
 বহুকাল পর হইয়া বিপাকাবশেষে একশত জন্মে ঐভাবেই প্রহৃত হইয়া
 মৃত্যুবরণ করিয়াছিল।

এইভাবে শাস্তা মহাকালের পূর্বজন্ম দর্শন করাইয়া—‘হে ভিক্ষুগণ কৃত
 পাপকর্মই সত্ত্বগণকে চারি অপায়ে দুষ্টভোগ করায়’—ইহা বলিয়া এই গাথা
 ভাষণ করিলেন—

‘অন্তনা হি কতং কস্মৎ, অন্তজং অন্তসম্ভবং ।

অভিমর্থতি দদুস্মেধং, বজিরংবস্মময়ং মণি’ন্তি । ১৬১ ।

তথ ‘বজিরংবস্মময়ং মণি’ন্তি বজিরংব অস্মময়ং মণিং ।

ইদং বদন্তং হোতি—যথা পাসগময়ং পাসাগসম্ভবং বজিরং

তথৈব অস্মময়ং মণিং অন্তনো উট্ঠানট্ঠানসংখ্যাতং পাসাগ-

মণিং খাদিত্বা ছিন্দং ছিন্দং খণ্ডং খণ্ডং কত্বা অপরিভোগং

করোতি, এবমেব ‘অন্তনা কতং’ অন্তনি জাতং ‘অন্তসম্ভবং’

পাপং ‘দদুস্মেধং’ নিস্পঞ্ঞং পদুগলং চতুস্ অপায়েসু

‘অভিমর্থতি’ কন্ততি বিদ্ধংসেতী’তি ।

দেমনাবসানে সম্পত্তিভিক্খু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিণ্-
সূতি ।

। মহাকালউপাসকবথু পশুয়ং ।

*

*

*

(‘পাষণগভোজিত’) হীরক যেমন পাষণময় মণিকে খণ্ড খণ্ড করে,
আত্মকৃত, আত্মজ ও আত্মসম্ভব পাপও সেইরূপ নিবোধ ব্যক্তিকে মথিত করে
(বিনষ্ট করে) ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ১৬১ ।

অন্বয় : ‘হীরক যেমন অস্মময় মণিকে’ বজ্র বা হীরক যেমন প্রস্তরময়
মণিকে । ইহা উক্ত হয়—যেমন পাষণময় পাষণোজিত বজ্র (=হীরক)
‘সেই পাষণময় মণিকেই’ অর্থাৎ যে পাষণহইতে হীরকের উৎপত্তি সেই পাষণ
হইতেই মণির উৎপত্তি, অথচ হীরক মণিকে ছিদ্র ছিদ্র খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া
ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া দেয়, তদ্রূপ ‘নিজকৃত’ ও ‘নিজ হইতে উৎপন্ন
পাপও’ ‘নিবোধ’ ব্যক্তিকে চারি অপায়ে নিক্ষেপ করিয়া মথিত করে ধ্বংস
করে ।

দেমনাবসানে উপস্থিত ভিক্ষুগণ সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ মহাকাল উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

দেবদত্তবধু । ৬

‘যস্মৈ অচ্যুতদাস্যসীল্যন্তি ইমং ধর্ম্মদেসনং সখা বেলদ্বনে
বিহরন্তো দেবদত্তং আরম্ভ কথেসি ।

একস্মিৎত্রি দিবসে ভিক্ষু ধর্ম্মসভায়ং কথা সমুট্ঠা-
পেসদুং—‘আবুসো, দেবদত্তো দাস্যসীলো পাপধর্ম্মো
দাস্যসীল্যকারণেন বড্ঢিতায় তণ্হায় অজাতসত্তুং সঙ্গ-
হিহ্মা মহন্তং লাভসঙ্কারং নিম্বত্তেহ্মা অজাতসত্তুং পিতুবধে
সমাদপেহ্মা তেন সন্ধিং একতো হুহ্মা নানস্পকারেন তথা-
গতস্মৈ বধায় পরিসক্কতী’তি । সখা আগম্হা ‘কায় নুথ,
ভিক্ষবে, এতরহি কথায় সনিসিন্হা’তি পুচ্ছিহ্মা ‘ইমায়
নামা’তি বত্তে ‘ন, ভিক্ষবে, ইদানেব, পুর্বেপি দেবদত্তো
নানস্পকারেন ময়্হং বধায় পরিসক্কতী’তি বত্তা ‘কুরুঙ্গমিগ-

*

*

*

দেবদত্তের উপাখ্যান । ৬ ।

‘যাহার অত্যন্ত দঃশীলতা’ ইত্যাদি ধর্ম্মদেশনা শাস্তা বেগদ্বনে অবস্থান-
কালে দেবদত্তকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় কথা উঠাইলেন—‘আবুসো, দেবদত্ত দঃশীল,
পাপধর্ম্ম । দঃশীলতার কারণে বধিত তৃষ্ণাহেতু অজাতশত্রুকে বশীভূত
করিয়া মহালাভসংকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং অজাতশত্রুকে পিতৃবধে
উৎসাহিত করিয়া তাহার সহিত একত্রে নানাপ্রকারে তথাগতকে হত্যার চেষ্টা
করিয়াছিলেন ।’ শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা
কি বিষয়ে আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ ?’

‘এই বিষয়ে, ভগ্নে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, শূদ্ধ এইবারেই নহে, পূর্বেও দেবদত্ত নানাপ্রকারে আমাকে
হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল’—এই কথা বলিয়া শাস্তা ‘কুরুঙ্গম্গজাতকাদি’

জাতকাদীনি' কথেন্না, 'ভিক্ষবে, অচ্চন্তদুস্সীলপদুগলং
নাম দুস্সীল্যাকারণা উপ্পন্বা তণ্হা মালদ্বা বিয় সালং
পরিয়োনন্ধিত্বা সম্ভজ্জমানা নিরয়াদীসু পক্খিপতী'তি
বহ্বা ইমং গাথমা—

‘যস্স অচ্চন্তদুস্সীল্যং, মালদ্বা সালমিবোথতং ।

করোতি সো তথত্তানং, যথা নং ইচ্ছতী দিসো'তি । ১৬২ ।

তথ ‘অচ্চন্তদুস্সীল্য’ন্তি একন্তদুস্সীলভাবো । গিহী
বা জাতিতো পট্ঠায় দস অকুসলকম্মপথে করোন্তো,
পব্বজিতো বা উপসম্পন্নাদিবসতো পট্ঠায় গরুকাপত্তিং
আপজ্জমানো অচ্চন্তদুস্সীলো নাম । ইধ পন যো দ্বীসু
তীসু অন্তভাবেসু দুস্সীলো, এতস্স গতিয়া আগতং
দুস্সীলভাবং সন্ধায়েতং বদন্তং । ‘দুস্সীলভাবো’তি চেথ

*

*

*

বর্ণনা করিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, মালদ্বালতা যেমন শালবৃক্ষকে পরিব্যাপ্ত করিয়া
অবশেষে তাহাকে ধ্বংস করে তদ্রূপ অত্যন্ত দুষ্টশীল ব্যক্তিকে দুষ্টশীলতার
কারণে উৎপন্ন তৃষ্ণা নরকাদিতে নিক্ষেপ করে’—ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘মালদ্বালতা বেষ্টিত শালবৃক্ষের ন্যায় যে অত্যন্ত দুষ্টশীলতার দ্বারা
বেষ্টিত, শত্রু তাহার যে অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই নিজের তদ্রূপ অনিষ্ট
সাধন করে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৬২ ।

অন্বয় : ‘অত্যন্ত দুষ্টশীলতা’ অর্থাৎ একান্ত দুষ্টশীলভাব । গৃহী যদি
জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া (কার্যিক, বাচনিক ও মানসিক) দশ অকুশল
কর্মপথ সাধন করে, প্রব্রজিত যদি তাহার উপসম্পদা লাভের (অর্থাৎ ভিক্ষুত্ব
লাভের) দিন হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকে,
তাহা হইলে সেই গৃহী এবং সেই প্রব্রজিতকে দুষ্টশীল বলা হয় । এই
স্থলে যে দুই-তিন জন্মে দুষ্টশীল, অর্থাৎ এই পাপগতিকে অবলম্বন করিয়া
আসিতেছে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে । ‘দুষ্টশীলভাব’ অর্থাৎ

দুঃসীলস্স ছ দ্বারাণি নিস্সায় উপ্পন্না তণ্হা বেদিভস্সা ।
 ‘মালদ্বা সালমিবোথত’ন্তি যস্স পুপ্পলস্স তং তণ্হা-
 সস্সাতং দুঃসীল্যং যথা নাম মালদ্বা সালং ওথরন্তী দেবে
 বস্সন্তে পত্তেহি উদকং সম্পটিচ্ছিহা সম্ভঞ্জনবসেন সব্বথক-
 মেব পরিয়োনন্ধতি, এবং অন্তভাবং ওথতং পরিয়োনন্ধিত্বা
 ঠিতং । সো মালদ্বায় সম্ভঞ্জিত্বা ভূমিয়ং পাতিয়মানো
 রক্থো বিয় তায় দুঃসীল্যসস্সাতায় তণ্হায় সম্ভঞ্জিত্বা
 অপায়েসদু পাতিয়মানো, যথা নং অনথকামো দিসো ইচ্ছতি,
 তথা অন্তানং কেরোতি নামাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুঃখংসুদতি ।

। দেবদত্তবত্থু ছট্ঠং ।

*

*

*

দুঃশীলের ষড়্‌দ্বারে জাত তৃষ্ণাকে আশ্রয় করিয়াই পাপ বাড়িতে থাকে ।
 ‘মালদ্বা শালবৃক্ষকে পরিব্যাপ্ত করিয়া’—যে ব্যক্তির সেই তৃষ্ণা নামক
 দুঃশীলতা আছে ইহা ঐ ব্যক্তির জীবনকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করে,
 যেমন মালদ্বালতা শালবৃক্ষকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে, বৃষ্টিপাত হইলে
 পত্রসমূহের দ্বারা জলধারণ করিয়া শালবৃক্ষকে এমন ভারী করিয়া ফেলে যে,
 অবশেষে বৃক্ষ ধরাশায়ী হয় । সেই নিবোধ ব্যক্তি মালদ্বার দ্বারা ভগ্ন হইয়া
 ভূমিতে পাতিত বৃক্ষের ন্যায় দুঃশীলতা নামক তৃষ্ণার দ্বারা ধনঃসম্প্রাপ্ত হইয়া
 নরকে পতিত হয় । একজন শত্রু যেমন অন্য শত্রুর ক্ষতি কামনা করে তদ্রূপ
 নিজের ক্ষতি করিয়া থাকে—ইহাই বস্তব্য ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন ।

॥ দেবদত্তের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সম্ভবেদগরিসঙ্কলনবন্ধু । ৭

‘সদ্ব্যবহারী’তি ইমং ধর্মদেবসনং সখা বেলদ্বনে বিহরন্তো
সম্ভবেদগরিসঙ্কলনং আরম্ভ কথেষি ।

একদিবসএহি দেবদত্তো সম্ভবেদায় পরিসঙ্কলন্তো আয়স্মন্তং
আনন্দং পিণ্ডায় চরন্তং দিম্বা অন্তনো অধিম্পায়াং
আরোচেসি । তং সদ্ব্য থেরো সখ্যু সন্তিকং গম্বা ভগবন্তং
এতদবোচ—‘ইধাহং, ভন্তে, পদ্বগ্হসময়ং নিবাসেত্বা
পত্তচীবরমাদায় রাজগহং পিণ্ডায় পাবিসিং । অদসো থো
মং, ভন্তে, দেবদত্তো রাজগহে পিণ্ডায় চরন্তং । দিম্বা
যেনাহং তেন্দুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা মং এতদবোচ—
‘অজ্জতপ্পে দানাহং, আবদুসো আনন্দ, অএংএত্রেব ভগবতা
অএংএত্রেব ভিক্কুসঙ্ঘেন উপোসথং করিস্সামি সম্বকম্ম-
ণা’তি । ‘অজ্জ ভগবা দেবদত্তো সম্ভং ভিন্দিস্সতি, উপোসথং
করিস্সতি সম্বকম্মানি চা’তি । এবং বদন্তে সখা—

*

*

*

সম্ভবেদ-করণের উগাখ্যান । ৭ ।

‘সদ্ব্যবহারী’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগদ্বনে অবস্থানকালে সম্ভবেদ-করণ
উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন দেবদত্ত সম্ভবেদ-করণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাচরণরত আয়স্মান
আনন্দকে দেখিয়া নিজের অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইলেন । ইহা শ্রুতিয়া
(আনন্দ) স্থবির শাস্তার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—“ভন্তে, আমি
পূর্বাঙ্কে পাত্তচীবর লইয়া রাজগহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলাম ।
ভন্তে, দেবদত্ত আমাকে পিণ্ডাচরণরত দেখিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া
বলিলেন—‘আবদুসো আনন্দ, অদ্য হইতে আমি উপোসথ এবং সম্বকর্ম
ভগবান এবং ভিক্কুসঙ্ঘ ব্যতিরেকেই করিব’ । ‘ভগবন্, অদ্য দেবদত্ত
সম্ভবেদ করিয়া উপোসথ এবং সম্বকর্ম সম্পাদন করিবে ।’ ইহা উক্ত
হইলে শাস্তা এই উদানবাক্য বলিলেন—

‘সুদকরং সাধুনা সাধু, সাধু পাপেন দদুস্করং ।
পাপং পাপেন সুদকরং, পাপমরিয়ৈহি দদুস্কর’ন্তি ॥

ইদং উদানং উদানেহা, ‘আনন্দ, অন্তনো অহিতকম্মং নাম
সুদকরং, হিতকম্মমেব দদুস্কর’ন্তি বহা ইমং গাথমাহ—

‘সুদকরানি অসাধুনি, অন্তনো অহিতানি চ ।
যং বে হিতং সাধুং, তং বে পরমদুস্কর’ন্তি । ১৬৩ ।

তস্সথো—যানি কম্মানি ‘অসাধুনি’ সাবজ্জানি অপায়-
সংবত্তনিকত্তাযেব ‘অন্তনো অহিতানি চ’ হোন্তি, তানি
‘সুদকরানি ।’ ‘যং’ পন সুগতিসংবত্তনিকত্তা অন্তনো ‘হিতং’
অনবজ্জথেন ‘সাধুং’ সুগতিসংবত্তনিকণ্ঠেব নিব্বানসংবত্ত-

*

*

*

‘সাধু ব্যক্তির পক্ষে কুশল কর্ম করা সুদকর ।
পাপীর পক্ষে দদুস্কর কর্ম করা সুদকর ॥

(আবার) পাপীর পক্ষে পাপকর্ম করা সুদকর ।
আর্যদের পক্ষে পাপকর্ম করা দদুস্কর ॥’ [উদান, ৪৮]

এই উদান বাক্য উদ্‌গীত করিয়া শান্তা—‘আনন্দ, নিজের অহিতকর্ম
সুদকর, হিতকর্মই দদুস্কর’ ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অসাধু ও নিজ অহিতকর্ম করা সহজ ; কিন্তু যাহা সাধু ও হিতকর্ম,
তাহা পালন করা অতিশয় দদুস্কর ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ১৬৩ ।

অম্বয় : যে সমস্ত কর্ম ‘অসাধু’ দোষাবহ, নরকোৎপত্তিমূলক তাহা
সম্পাদন করা সহজ । যে সমস্ত কর্ম নিজের ‘অহিতকর্ম’ সেইগুণি সম্পাদন
করা ‘সুদকর’ অর্থাৎ সহজ । কিন্তু যাহা সুগতিদায়ক বলিয়া নিজের ‘হিত’
এবং অনবদ্যার্থে ‘সাধু’ সুগতিমূলক এবং যাহা নির্বাণদায়ী কর্ম, তাহা

নিকণ্ড কস্মং, 'তং' পাচীনান্নায় গঙ্গায় উষ্বন্তেহা পচ্ছা-
মুখকরণং বিয় অতিদুষ্করন্তি ।

দেশনাবসানে বহু স্রোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগৎসূতি ।

। সঙ্ঘভেদপরিসক্কনবথু সত্তমং ।

*

*

*

পূর্বেদিকে প্রবহমানা গঙ্গাকে ফিরাইয়া বিপরীতমুখে প্রবাহিত করার ন্যায়
অতি দুষ্কর ।

দেশনাবসানে বহু স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল ।

॥ সঙ্ঘভেদ-করণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



কালখেরবথু । ৮

‘যো সাসন’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
কালখেরং আরব্ভ কথেসি ।

সাবাথিয়ং কিরেকা ইথী মাতুট্টানে ঠত্থা তং থেরং উপট্-
ঠহি । তস্সা পটিবিম্সকগেহে মনদ্দস্সা সথদ্দ সন্তিকে ধম্মং
সদ্দত্থা আগন্ত্বা—‘অহো, বদ্দক্কা নাম অচ্ছরিয়া, অহো ধম্ম-
দেসনা মধুরা’তি পসংসন্তি । সা ইথী তেসং কথং সদ্দত্থা,
‘ভন্তে, অহম্পি সথদ্দ ধম্মদেসনং সোতুকামা’তি তস্স
আরোচেসি । সো ‘তথ মা গম্মী’তি তং নিবারেসি । সা
পদ্দাদিবসে পদ্দাদিবসেপীতি যাবর্তিতয়ং তেন নিবারিয়-
মানাপি সোতুকামাব অহোসি । কস্সা সো পনেতং
নিবারেসী’তি ? এবং কিরস্স অহোসি—‘সথদ্দ সন্তিকে
ধম্মং সদ্দত্থা ময়ি ভিজ্জিস্সতী’তি । সা একাদিবসং পাতোব

*

*

*

কাল স্থবিরের উপাখ্যান । ৮ ।

‘যে শাসনকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কাল
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে জনৈকা স্ত্রী মাতৃবৎ সেই স্থবিরকে সেবা করিতেন । একদিন
তাঁহার প্রতিবেশীর গৃহে লোকজন শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া আসিয়া
‘অহো বুদ্ধগণ কি অশ্রুত, অহো ধর্মদেশনা কত মধুর’ বলিয়া প্রশংসা করিতে
লাগিলেন । সেই স্ত্রী তাহাদের কথা শুনিয়া ‘ভন্তে, আমিও শাস্তার ধর্ম-
দেশনা শুনিতে ইচ্ছুক’ বলিয়া স্থবিরকে জানাইলেন । তিনি ‘সেইস্থানে
যাইবেন না’ বলিয়া বারণ করিলেন । তিনি দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন
নিবারিত হইলেও ধর্ম শুনিতেই ইচ্ছা করিলেন । কেন স্থবির তাঁহাকে
নিবারিত করিয়াছিলেন ? তাহার এইরূপ মনে হইয়াছিল—‘শাস্তার নিকট
ধর্ম শ্রবণ করিলে সে আমাকে ত্যাগ করিবে ।’ তিনি একদিন প্রাতঃকালে

ভূতপাতরাসা উপোসথং সমাদিয়িত্বা, ‘অম্ম, সাধুং অয্যং পরিবিসেয্যাসী’তি ধীতরং আণাপেত্বা বিহারং অগমাসি । ধীতাপিস্সা তং ভিক্ষুং আগতকালে পরিবিসিত্বা ‘কুহিং মহাউপাসিকা’তি বদন্তা ‘ধম্মস্সবনায় বিহারং গতা’তি আহ । সো তং সুত্তাব কুচ্ছিয়ং উট্ঠিতেন ডাহেন সন্তপ্প-মানো ‘ইদানি সা ময়ি ভিন্না’তি বেগেন গন্ত্বা সত্ত্বং সন্তিকে ধম্মং সুগম্মানং দিস্সা সত্ত্বাং আহ—‘ভস্তু, অয়ং ইত্থী দন্তা সুত্ত্বং ধম্মকথং ন জানাতি, ইমিস্সা খন্ধাদিপটিসংযুতং সুত্ত্বং ধম্মকথং অকথেষ্টা দানকথং বা সীলকথং বা কথেষ্টং বটুতী’তি । সত্ত্বা তস্সম্মাসয়ং বিদিত্বা ‘ত্বং দুপ্পপ্পে, পাপিকং দিট্ঠিং নিস্সায় বুদ্ধানং সাসনং পটিক্কোসসি । অন্তঘাতায়েব বায়মসী’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

•

•

•

প্রাতরাশ ভোজনাশ্তে উপোসথ সমাধা করিয়া—‘মা, ভাল করিয়া স্থবিরকে পরিবেশন করিবে’ বলিয়া কন্যাকে আদেশ দিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন । কন্যাও সেই ভিক্ষু আসিলে তাঁহাকে পরিবেশন করিল । ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মহা উপাসিকা কোথায় ?’

সে বলিল—‘ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে গিয়াছে ।’ এই কথা শোনামাত্রই যেন তাঁহার কৃষ্ণিতে বিদ্যেবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল ।—‘এখনই সে আমার হইতে ভিন্ন হইয়া যাইবে’—ইহা ভাবিয়া দ্রুত যাইয়া শাস্ত্রার নিকট ধর্মশ্রবণরতা তাহাকে দেখিয়া শাস্ত্রাকে বলিলেন—‘ভস্তু, এই স্ত্রী মূর্খ । সুক্ষ্ম ধর্মকথা জানে না । ইহাকে স্কন্ধাদি প্রতিসংযুক্ত সুক্ষ্ম ধর্মকথা না বলিয়া দানকথা, শীলকথা দি বলা উচিত ।’ শাস্ত্রা ঐ ভিক্ষুর মতলব বদ্বিতে পারিয়া—‘তুমি মূর্খ এবং পাপদৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়াই বুদ্ধশাসনকে আক্রোশ করিতেছ, ইহার দ্বারা তুমি নিজেরই ক্ষতি করিতেছ ।’ এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যো সাসনং অরহত্তং, অরিয়ানং ধম্মজীবিনং ।

পটিক্কোসতি দদুম্মেধো, দিট্ঠিং নিস্সায় পাপি কং ।

ফলানি কট্ঠকস্সেব, অন্তঘাতায়* ফল্লতী’তি । ১৬৪ ।

তস্সথো—‘যো দদুম্মেধো’ পদঙ্গলো অন্তনো সঙ্কারহানি-
ভয়েন ‘পাপিকং দিট্ঠিং নিস্সায়’ ‘ধম্মং বা সোম্সাম, দানং
বা দস্সামা’তি বদন্তে পটিক্কোসন্তো ‘অরহত্তং অরিয়ানং
ধম্মজীবিনং’ বুদ্ধানং ‘সাসনং পটিক্কোসতি,’ তস্স তং
পটিক্কোসনং সা চ পাপিকা দিট্ঠি বেল্লসত্ত্বাতস্স ‘কট্ঠ-
কস্স ফলানি’ বিয়্য হোতি । তস্মা যথা কট্ঠকো ফলানি
গণ্হন্তো ‘অন্তঘাতায় ফল্লতি’, অন্তনো ঘাতখমেব ফলতি,
এবং সোপি অন্তঘাতায় ফল্লতী’তি । বুদ্ধম্পি চেতং—

‘যে নিবোধি ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া পুঞ্জনীয় ও ধর্মপরায়ণ
অহংগণের শাসনকে আক্রোশ করে, সে বাঁশের [ফলোন্মভবের ন্যায়] নিজের
ধন্যসের নিমিত্তই ফলবান হয় ।

—ধম্মপদ, স্লোক ১৬৪ ।

অম্বয়ঃ—যে ‘দুম্মেধা’ মূর্খ ব্যক্তি নিজের সংকার পরিহানির ভয়ে
‘পাপদৃষ্টির কারণে’ যাহারা ‘ধর্ম শ্রবণ করিব, দান দিব’ বলে তাহাদের
আক্রোশ করে ‘ধর্মজীবি আর্ষ’ অহংগণের বুদ্ধগণের ‘শাসনকে আক্রোশ
করে’, তাহার সেই আক্রোশ, সেই পাপদৃষ্টি বেগু নামক বাঁশের ফলোন্-
পাদনের ন্যায় হয় । তাই যেমন বাঁশ ফল উৎপাদন করিতে যাইয়া নিজেরই
ধন্যস ডাকিয়া আনে, আত্মবিনাশ হেতুই ফল দান করে, তদ্রূপ সেই মূর্খ
ব্যক্তিও নিজের কৃত দম্মকর্মের দ্বারা ধন্যসমুখে পতিত হয় । তাই উক্ত
হইয়াছে—

‘ফলং বে কদলিং হন্তি, ফলং বেলদং ফলং নলং ।

সঙ্কারো কাপদুরিসং হন্তি, গন্ডো অস্সতরিং যথা’তি ॥

দেশনাবসানে উপাসিকা সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,

সম্পত্তপারিসায়পি সাথিকা ধম্মদেশনা অহোসী’তি ।

। কালথেরবথদ্ অট্ঠমং ।

•

•

•

‘(কদলী) ফল কদলীবৃক্ষকে ধংস করে, বেগু এবং নড়কে নিজের ফলই ধংস করে, সংকার কাপদুরূষকে ধংস করে এবং গর্ভ যেমন অশ্বতরিকে ধংস করে ।’

দেশনাবসানে উপাসিকা সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত পরিষদের নিকট ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ কাল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

চুলকালউপাসকবধু । ১

‘অন্তনা হি কত’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো চুলকালং উপাসকং আরব্ভ কথেসি ।
একদিবসঞ্ছি মহাকালবধুস্মিং বদন্তনয়েনৈব উমঙ্গচোরা
সামিকেহি অনুবদ্ধা রন্তি বিহারে ধম্মকথং সদ্বা পাতোব
বিহারা নিক্খমিত্তা সাবাথিং আগচ্ছন্তস্স তস্স উপাসকস্স
পদুরতো ভণ্ডিকং ছুডেত্বা পলায়িংসু । মনুস্সা তং দিস্বা
‘অয়ং রন্তি চোরকম্মং কত্বা ধম্মং সদুগন্তো বিয় চরতি,
গণ্হথ ন’ন্তি তং পোথায়িংসু । কুম্ভদাসিয়ো উদকতিথং
গচ্ছমানা তং দিস্বা ‘অপেথ, সামি, নায়ং এবরুপং
করোতী’তি তং মোচেসুং । সো বিহারং গন্ত্বা, ‘ভন্তে,
অহঞ্ছি মনুস্সেহি নাসিতো, কুম্ভদাসিয়ো মে নিস্সায়

*

*

*

চুলকাল উপাসকের উপাখ্যান । ১ ।

‘স্বকৃত’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চুলকাল
উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ঘটনা ‘মহাকাল উপাসকের উপাখ্যান’ সদৃশ । একদিন সিদ্ধকাত
চোরদের গৃহস্বামীরা তাড়া করিলে রাত্রে ধর্মকথা শুনিয়া প্রাতঃকালে
বিহার হইতে বাহির হইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিবার সময় সেই চুল উপাসকেরা
সম্মুখে স্ততদ্রব্যসমূহের পট্টদলি ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিল । লোকেরা
চুল উপাসককে দেখিয়া ‘এই ব্যক্তিই রাত্রে চুরি করিয়া এখন ধর্মশ্রবণ করিয়া
ফিরিবার ভাণ করিতেছে, ইহাকে ধর, মার’—বলিয়া তাহারা ধরিয়া বেদম
প্রহার করিল । কুম্ভদাসীরা ঘাটে জল আনিতে যাইবার সময় তাহাকে
দেখিয়া—‘প্রভু, ইহাকে ছাড়িয়া দিন, এই ব্যক্তি ঐরূপ নহে’ বলিয়া মৃত্ত
করিল । চুল উপাসক আবার বিহারে যাইয়া—‘ভন্তে, আমি লোকদের
দ্বারা প্রপ্ত হইতেছিলাম, এই কুম্ভদাসীদের দ্বারা আমার জীবনরক্ষা হইয়াছে’

জীবিতং লঙ্ক'ন্তি ভিক্খু'নং আরোচেসি । ভিক্খু
তথাগতস্স তমখং আরোচেসুং । সখা তেসং কথং সু'ত্বা,
'ভিক্খবে, চুল্লকালউপাসকো কুম্ভদাসিয়ো চেব নিস্সায়,
অন্তনো চ অকরণভাবেন জীবিতং লভি । ইমে হি নাম
সত্তা অন্তনা পাপকম্মং কত্বা নিরয়াদীসু অন্তনাব
কিলিস্সন্তি, কুসলং কত্বা পন সু'গতিণ্ণেব নিস্সানণ্ণ গচ্ছন্তা
অন্তনাব বিসু'জ্জন্তী'তি বহু ইমং গাথমাহ—

‘অন্তনা হি কতং পাপং, অন্তনা সংকিলিস্সতি ।

অন্তনা অকতং পাপং, অন্তনাব বিসু'জ্জতি ।

সু'দ্বি অসু'দ্বি পচ্চত্তং, নাঞ'ঞা অঞ'ঞং
বিসোধয়ে'তি । ১৬৫ ।

তস্সথো—যেন ‘অন্তনা’ অকুসলকম্মং ‘কতং’ হোতি, সো
চতু'সু অপায়েসু দু'ক্খং অনু'ভবন্তো ‘অন্তনাব সংকিলি-

*

*

*

বলিয়া ভিক্ষুদের জানাইল । ভিক্ষুগণ তথাগতকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন ।
শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া—‘হে ভিক্ষুগণ, চুল্ল উপাসকের জীবনরক্ষা
হইয়াছে কুম্ভদাসীদের দ্বারা যেহেতু যে নিজে পাপ করে নাই । এই
সত্ত্বগণ স্বকৃত পাপকর্মের জন্য নিজেরাই নরকাদিতে জন্ম লইয়া দুঃখভোগ
করিবে, আর যাহারা কুশল কর্ম করিয়াছে তাহারা সু'গতি এবং নির্বাণ লাভ
করিয়া নিজেরাই বিশুদ্ধ হইবে’—এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ
করিলেন—

‘লোকে নিজে পাপ করে, নিজেই কষ্ট পায় ; নিজে পাপ না করিলে,
নিজেই পবিত্র থাকে । শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি সব নিজস্ব ব্যাপার, একে অন্যকে
শুদ্ধ করিতে পারে না ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১৬৫ ।

অশ্বয় : যে ‘নিজে’ অকুশল কর্ম ‘করে’, সে চারিপ্রকার অপায়ে
(—দুঃখজনক ঘোঁনিতে) দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ‘নিজেই ক্লিষ্ট হয়’ ।

স্বাস্থ্য' । যেন পক্ষ 'অন্তনা অকতং পাপং', সো সদৃগতিশ্চৈব
 নিম্বানশ্চ গচ্ছন্তো 'অন্তনাব বিসদৃশ্বাসিত' । কুসলকর্মসংস্থাতা
 'সদৃশ্ব' অকুসলকর্মসংস্থাতা চ 'অসদৃশ্ব পচন্তং' কারক-
 সন্তানং অন্ত্রনিয়ৈব বিপচ্ছতি । 'অঞ্ঞা' পদংগলো
 'অঞ্ঞা' পদংগলং 'ন বিসোধয়ে' নেব বিসোধেতি, ন
 কিলেসেতীতি বদন্তং হোতি ।

দেমনাবসানে চুলকালো সোতাপত্তিফলে পতিট্টহি,
 সম্পত্তপারিসারপি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

। চুলকালউপাসকবৎখ নবমং ।

আর যে 'স্বল্পং পাপ করে না', সে সদৃগতি এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া 'নিজেই
 বিশুদ্ধ হয়' । অতএব কুশলকর্ম প্রভাবে যে সুখ এবং অকুশলকর্ম প্রভাবে
 যে দুঃখ উপপন্ন হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' । 'এক' ব্যক্তি
 'অন্য' ব্যক্তিকে কখনও বিশুদ্ধও করিতে পারে না, ক্রিষ্টও করিতে পারে না ।

দেমনাবসানে চুলকাল সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং
 উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ চুলকাল উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অন্তদখথেরবন্ধু । ১০

‘অন্তদখ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
অন্তদখথেরং আরব্ধ কথেসি ।

সথারা হি পরিনিব্বানকালে—‘ভিক্ষুবে, অহং ইতো
চতুম্বাসচ্চয়েন পরিনিব্বায়িস্সামী’তি বদন্তে উপ্পন্নসংবেগা
সন্তসতা প্ৰথদ্ভজনা ভিক্ষু সথদ্ সন্তিকং অবিজাহিয়া
‘কিং ন্দ থো, আব্দসো, করিস্সামা’তি সম্মত্তয়মানা
বিচরন্তি । অন্তদখথেরো পন চিন্তেসি—‘সথা কির
চতুম্বাসচ্চয়েন পরিনিব্বায়িস্সতি, অহংগম্হি অবীতরাগো,
সথারি ধরমানেষেব অরহত্তথায় বায়মিস্সামী’তি । সো
ভিক্ষুদনং সন্তিকং ন গচ্ছতি । অথ নং ভিক্ষু ‘কস্মা,
আব্দসো, ত্বং নেব অম্হাকং সন্তিকং আগচ্ছসি, ন কিণ্ড

*

*

*

অন্তদখ স্থবিরের উপাখ্যান । ১০ ।

‘অন্তদখ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অন্তদখ
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

পরিনিবাণের পূর্বে শাস্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এখন
হইতে চারিমাস পরে আমি পরিনিবাণ লাভ করিব ।’ ইহা শুনিয়া সাতশত
প্ৰথগ্জন (= সাধারণ) ভিক্ষু সংবেগপাপ্ত হইয়া শাস্তাকে ত্যাগ না করিয়া
‘আব্দসো, এখন আমাদের কি করা উচিত ?’ এই ভাবনাচিন্তা করিতে
লাগিলেন । অন্তদখ স্থবির চিন্তা করিলেন—‘শাস্তা এখন হইতে চারিমাস
পরে পরিনিবাণ লাভ করিবেন । অথচ আমি এখনও অবীতরাগ, শাস্তার
জীবদ্দশাতেই আমি অহংভ্রুলাভের জন্য যত্নবান হইব ।’ তিনি ভিক্ষুদের
নিকট গেলেন না । তখন ভিক্ষুরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আব্দসো,
কেন আপনি আমাদের নিকট আসেন না, আমাদের সঙ্গে কথাও বলেন না ?’
তখন তাঁহারা তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাইয়া শাস্তাকে জানাইলেন—

মন্তেসী'তি বহা সখ্ণ সন্তিকং নেহা 'অয়ং, ভন্তে, এবং
 নাম করোতী'তি আরোচয়িংসু। সো সখারাপি 'কস্মা
 এবং করোসী'তি বদন্তে 'তুম্হে কির, ভন্তে, চতুমাসচ্চয়েন
 পরিনিব্বায়িস্সথ, অহং তুম্হেসু ধরন্তেসুযেব অরহন্ত-
 স্পত্তিয়া বায়মিস্সামী'তি। সখা তস্স সাখুকারং দহা,
 'ভিক্খবে, যস্স ময়ি সিনেহো অখি, তেন অন্তদত্থেন
 বিয় ভবিতুং বট্টিতি। ন হি গন্ধাদীহ পুজেন্তা মং
 পুজেন্তি, ধম্মানুধম্মপটিপত্তিয়া পন মং পুজেন্তি।
 তস্মা অঞ্ঞেনাপি অন্তদত্থসাদিসেনেব ভবিতব্ব'ন্তি বহা
 ইমং গাথমাহ—

“অন্তদত্থং পরত্থেন, বহুনাপি ন হাপয়ে।

অন্তদত্থমভিঞ্ঞায় 'সদত্থপসুতো সিয়া'তি। ১৬৬।

তস্সথো—গিহিভূতা তাব কাকণিকমত্তম্পি অন্তনো অত্থং

• • •

‘ভন্তে, এই ভিক্ষু এই রকম করিতেছেন।’ শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কেন
 তুমি এইরূপ করিতেছ?’ ‘ভন্তে, আপনি চারিমাস পরে পরিনিবাণ লাভ
 করিবেন, আপনার জীবদ্দশাতেই আমি অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য যত্ববান হইব।’
 শাস্তা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমাকে যে ভালবাসে
 তাহার অন্তদত্থের মত হওয়া উচিত। যাহারা গন্ধদ্রব্যাদি দিয়া আমাকে পূজা
 করে তাহারা আমাকে ঠিক পূজা করে না। যাহারা ধর্মানুধর্মপ্রতিপত্তির
 দ্বারা আমাকে পূজা করে, তাহাদের পূজাই যথার্থ। সুতরাং সকলেরই
 অন্তদত্থ সদৃশ হওয়া উচিত।’—বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘বহু পরার্থের প্রয়োজনেও স্বীয় পরমার্থ নষ্ট করিবে না। আত্মাহিত
 পরিজ্ঞাত হইয়া পরমার্থ সাধনে তৎপর হওয়া উচিত।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৬৬।

অম্বয় : গৃহস্থ হইয়া এক কড়ি মূল্যের উপার্জিত পুণ্য সহস্র অর্থ-

সহস্রমন্তেনাপি পরস্পর অথেন ন হাপয়ে । কাকগিকমন্তে-
নাপি হিঙ্গ অন্তদথোব খাদনীয়ং বা ভোজনীয়ং বা
নিপ্ফাদেয্য ন পরথো । ইদং পন এবং অকথেহ
কম্মট্ঠানসীসেন কথিতং, তস্মা ‘অন্তদথং ন হাপেসী’তি
ভিক্খুনা নাম সঙ্ঘস্স উম্পন্নং চেতিয়পটিসংখরগাদি-
কিচ্চং বা উপম্মায়াদিবত্তং বা ন হাপেতস্বং । আভিসমা-
চারিকবত্তঞ্ছি পদুরেন্তোযেব অরিয়ফলাদীনি সচ্ছি-
করোতি, তস্মা অয়ম্পি অন্তদথোব । যো পন অচ্চারদ্ধ-
বিপস্সকো ‘অঞ্জ বা সুবে বা’তি পটিবেধং পথয়মানো
বিচরতি, তেন উপম্মায়বত্তাদীনিপি হাপেহা অন্তনো
কিচ্চমেব কাভস্বং । এবরূপঞ্ছি ‘অন্তদথমভিঞ্ঞায়’
‘অয়ং মে অন্তনো অথো’তি সল্লক্খেহা, সদথপসুতো
সিয়া’তি তস্মিং সকে অথে উষ্যন্তপয়ন্তো ভবেয্যাতি ।

*

*

*

দানেও পরহিতার্থে ব্যয় করা উচিত নহে । একটামাত্র কড়ি থাকিলেও তাহা
নিজের প্রয়োজনে নিজের খাদ্যভোজের জন্য ব্যয় করা বিধেয়, পরার্থে নহে ।
—ইহাকে এইভাবে না বদ্বিয়া ‘কর্মস্থান’ বিষয়ে বলা হইয়াছে বদ্বিতে
হইবে । তাই ‘আত্মহিত ত্যাগ করিব না’ অর্থাৎ সম্ভে উৎপন্ন চৈত্য-
সংস্কারাদি কৃত্য বা উপাধ্যায়াদির রত কোন ভিক্ষু ত্যাগ করিবে না । কারণ
কুশল ব্রতাদি পরিপূরণের দ্বারাও শীলবিশুদ্ধি সম্পন্ন হয়, যদ্বারা আর্ষফল
লাভাদির সম্ভাবনা থাকে । সুতরাং তাহাও আত্মহিতের জন্যই । আর যে
ব্যক্তি অত্যারম্ভবিদর্শক অর্থাৎ ‘অদ্য বা আগামীকল্য আমার ফললাভ হইবে’
এই আশায় দৃঢ়বীৰ্যসহকারে ধ্যানসমাধিতে রত থাকে, তাহার উপাধ্যায়-
ব্রতাদি ত্যাগ করিয়া নিজের কৃত্য সম্পাদন করা কর্তব্য । এই প্রকারে
‘আত্মহিত পরিত্যাগ হইয়া’—‘ইহা আমার হিতের জন্য’ এইভাবে নিরীক্ষণ
করিয়া ‘পরমার্থসাধনে তৎপর হওয়া উচিত’ অর্থাৎ নিজের কল্যাণে দৃঢ়বীৰ্য-
সম্পন্ন হওয়া উচিত । [কেননা ব্রতসম্পাদন অপেক্ষা নিজ ধ্যানসাধনার
মূল্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ] ।

দেশনাবসানে সো থেরো অরহত্তে পতিট্ঠহি, সম্পত্ত-
ভিক্ষুন্সপি সাংঘিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

। অস্তদথথেরবথু দসমং ।

। অস্তবগ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ।

*

*

*

দেশনাবসানে সেই স্থবির অরহত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । উপস্থিত
ভিক্ষুদের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ অস্তদথ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

। আশ্রবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ।

১৩। লোকবগ্গো

দহরভিক্খুবধু। ১

‘হীনং ধম্মন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
অঞ্‌ঞতরং দহরভিক্খুং আরব্ভ কথেসি।

অঞ্‌ঞতরো কির থেরো দহরভিক্খুনা সন্ধিং পাতোব
বিসাখায় গেহং অগমাসি। বিসাখায় গেহে পণ্ডসতানং
ভিক্খুং ধুবষাগদু নিচ্চপঞ্‌ঞত্তা হোতি। থেরো তথ
ষাগদুং পিবিছা দহরভিক্খুং নিসীদাপেছা সয়ং অঞ্‌ঞং
গেহং অগমাসি। তেন চ সময়েন বিসাখায় পদুত্তস্স ধীতা
অয্যিকায় ঠানে ঠায়া ভিক্খুং বেয্যাবস্তুং করোতি। সা তস্স
দহরস্স উদকং পরিম্সাবেত্তী চাটিয়ং অন্তনো মদুখনিমিত্তং
দিম্বা হসি, দহরোপি তং ওলোকেছা হসি। সা তং
হসমানং দিম্বা “ছিন্নসীসো হসতী”তি আহ। অথ নং

*

*

*

১৩। লোকবর্গ

তরুণ ভিক্ষুর উপাখ্যান। ১।

‘হীন ধর্ম’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোন এক
তরুণ ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

জনৈক স্থবির কোন এক তরুণ ভিক্ষুর সঙ্গে বিশাখার গৃহে গিয়াছিলেন।
বিশাখার গৃহে প্রত্যেকদিন পাঁচশত ভিক্ষুর জন্য ষাগদুভাতের ব্যবস্থা ছিল।
স্থবির সেখানে ষাগদু পান করিয়া তরুণ ভিক্ষুকে বসাইয়া রাখিয়া অন্য গৃহে
গেলেন। সেই সময় বিশাখার পৌত্রী (পদুমের কন্যা) পিতামহীর সঙ্গে
ভিক্ষুদের সেবা করিতেন। সে তরুণ ভিক্ষুর ছল ছাঁকিতে ষাইয়া জলের
খম্বে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া হাসিল, তরুণ ভিক্ষুও তাহাকে দেখিয়া
হাসিল। ভিক্ষুকে হাসিতে দেখিয়া সে বলিল—‘কাটামুড হাসিতেছে।’

দহরো ‘ঙ্গ ছিন্নসীসা, মাতাপিতরোপি তে ছিন্নসীসা’তি
 অক্কোসি। সা রোদমানা মহানসে অয্যিকায় সন্তিকং
 গন্ত্বা ‘কিং ইদং, অস্মা’তি বদন্তে তমথং আরোচেসি।
 সা দহরস্স সন্তিকং আগন্ত্বা, ‘ভন্তে, মা কুঙ্কি, ন
 এতং ছিন্নকেসনথস্স ছিন্ননিবাসনপারদপনস্স মম্মে ছিন্ন-
 কপালং আদায় ভিক্খায় চরন্তস্স অয্যস্স অগরদুকন্তি’
 আহ। দহরো ‘আম, উপাসিকে, ঙ্গ মম ছিন্নকেসাদি-
 ভাবং জানাসি, ইমিস্সা মং ‘ছিন্নসীসো’তি বহ্বা অক্কোসিতুং
 বট্টিসসতী’তি। বিসাখা নেব দহরং সঞ্ঞাপেতুং অসক্খি,
 নপি দারিকং। তস্মিং খণে থেরো আগন্ত্বা ‘কিমিদং
 উপাসিকে’তি পদচ্ছিত্বা তমথং সুদ্বা দহরং ওবদন্তো
 আহ—‘অপেহি, আবুসো, নায়ং ছিন্নকেসনথবথস্স মম্মে
 ছিন্নকপালং আদায় ভিক্খায় চরন্তস্স অক্কোসো, তুণ্হী

*

*

*

তখন, তরুণ ভিক্ষু রাগান্বিত হইয়া বলিল—‘তুমি কাটামদ্দ, তোমার
 মাতাপিতা কাটামদ্দ।’ সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে রম্ধনশালায় পিতামহীর
 নিকট গেলে পিতামহী ‘মা, তোমার কি হইয়াছে?’ জিজ্ঞাসা করাতে সে
 ঐ বিষয় তাঁহাকে জানাইল।

পিতামহী তরুণ ভিক্ষুর নিকট আসিয়া বলিলেন—‘ভস্কে, রাগ করিবেন
 না। আপনি ভুল বদ্বিয়াছেন। ইহা সম্মানের কথা যে ভিক্ষুর কেশ নখ
 ছোট করিয়া কাটা। তিনি অস্তবাস ও বহিবাস চীবরের অভ্যস্তরে ভগ্ন
 ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা করেন।’

তরুণ ভিক্ষু—‘হ্যাঁ উপাসিকে, আপনি আমার ছিন্নকেশাদিভাব জানেন,
 কিন্তু এ যে আমাকে ‘কাটামদ্দ’ বলিয়া উপহাস করিয়াছে।’ বিশাখা
 তরুণ ভিক্ষুকেও বদ্বাইতে পারিলেন না, পোত্রীকেও বদ্বাইতে পারিলেন না।
 সেই সময় স্থবির আসিয়া ‘উপাসিকে, কি হইয়াছে?’ জিজ্ঞাসা করিয়া সেই
 ব্যাপার শুনিয়া তরুণ ভিক্ষুকে উপদেশদানচ্ছলে বলিলেন—‘আবুসো, যাও
 যাও, ইহাতে ত অপমানের কিছু নাই যে তোমার কেশনখবস্ত্র ছিন্ন এবং তুমি
 ভগ্ন ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা কর। তুমি শাস্ত হও।’

হোহী'তি, 'আম ভন্তে, কিং তুমেহ অন্তনো উপট্ঠায়িকং
অতজ্জহা মং তজ্জথ, মং 'ছিন্নসীসো'তি অক্কোসিতুং
বট্টিসসতী'তি। তস্মিং খণে সথা আগল্লা 'কিং ইদন্তি'
পদ্বিচ্ছ। বিসাখা আদিতো পট্ঠায় তং পবত্তিং আরোচেসি।
সথা তস্স দহরস্স সোতাপত্তিফলদপনিস্সয়ং দিস্সা 'ময়া
ইমং দহরং অনদবত্তিতুং বট্টতী'তি চিস্তেহা বিসাখং আহ—
'কিং পন বিসাখে তব দারিকায় ছিন্নকেশাদিমন্তকেনেব মম
সাবকে ছিন্নসীসে কহা অক্কোসিতুং বট্টতী'তি? দহরো
ভিক্খু উট্ঠায় অঞ্জলিং পংগহেহা, 'ভন্তে, এতং পঞং
তুমেহব সদুট্ঠদু জানাথ, অম্হাকং উপজ্জায়ো চ উপাসিকা চ
সদুট্ঠদু ন জানন্তী'তি আহ। সথা দহরস্স অন্তনো অনদু-
কুলভাবং এহা 'কামগুণং আরব্ভ হসনভাবো নাম হীনো
ধম্মো, হীনণ্ড নাম ধম্মং সেবিতুং পমাদেন সদ্ধিং সংবাসিতুং
ন বট্টতী'তি বহা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

'হ্যাঁ ভন্তে, আপনি নিজের সেবিকাকে শাসন না করিয়া আমাকে শাসন
করিতেছেন! আমাকে 'কাটামদু' বলিয়া উপহাস করিবে?' সেই সময়
শাস্তা আসিয়া 'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশাখা প্রথম হইতে সমস্ত
ঘটনা বুদ্ধকে জানাইলেন। শাস্তা সেই তরুণ ভিক্ষুর স্নোতাপত্তি ফল লাভের
উপনিশ্রয় দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আমার উচিত তরুণ ভিক্ষুকে সমর্থন
করা।' শাস্তা বিশাখাকে বলিলেন—'বিশাখে, আমার শ্রাবকের ছিন্নকেশাদি-
মাত্রের জন্য তাহাকে 'মদু' বলিয়া উপহাস করা কি তোমার পোত্রীর
উচিত হইয়াছে?' তরুণ ভিক্ষু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া করজোড়ে বলিল—

'ভন্তে, এই প্রশ্নের সদুত্তর সমাধান আপনিই জানেন, আমাদের উপাধ্যায়
বা উপাসিকা জানে না।' শাস্তা তরুণ ভিক্ষুকে নিজের অনুকুলে
আসিয়াছে জানিয়া বলিলেন—

'কামগুণকে উপলক্ষ্য করিয়া হাসা হীনধর্ম। হীনধর্মের সেবা করা এবং
প্রমত্তভাবে জীবন যাপন করা উচিত নহে'—এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘হীনং ধম্মং ন সেবেষ্য, পমাদেন ন সংবসে ।

মিচ্ছাদিট্ঠিং ন সেবেষ্য, ন সিয়ালোকবড্ঢনো’তি । ১৬৭ ।

তথ ‘হীনং ধম্মন্তি’ পণ্ডকামগুণং ধম্মং । সো হি হীনো ধম্মো ন অন্তমসো ওট্ঠগোণাদীহিপি পটিসেবিতম্বো । হীনেসু চ নিরয়াদীসু ঠানেসু নিব্বত্তাপেতী’তি হীনো নাম, তং ‘ন সেবেষ্য’ । ‘পমাদেনা’তি সতিবোম্সগলক্-
থণেন পমাদেনাপি ‘ন সংবসে’ । ‘ন সেবেষ্য’তি মিচ্ছা-
দিট্ঠিম্পি ন গণ্হেয্য । ‘লোকবড্ঢনো’তি যো হি এবং
করোতি, সো লোকবড্ঢনো নাম হোতি । তস্মা এবং
অকরণেন ন সিয়া লোকবড্ঢনো’তি ।

দেসনাবসানে সো দহরো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।

। দহরীভিক্খুবথু পঠমং ।

*

*

*

‘হীন ধর্মের অনুসরণ করিও না, প্রমত্তভাবে জীবনযাপন করিও না ।
মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করিও না, লোক (অর্থাৎ জন্মান্তরের সংখ্যা) বৃদ্ধি
করিও না ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৬৭ ।

অন্বয় :—‘হীনধর্ম’ অর্থাৎ পণ্ড কামগুণধর্ম । সেই হীনধর্ম (অর্থাৎ
কামসেবা) মানুষ্য ত দূরের কথা এমন কি উষ্ট্র-গবাদির সহিত করাও উচিত
নহে । নরকাদি হীনলোকে জন্মগ্রহণ করায় বলিয়া ‘হীন’ বলা হইয়াছে ।
ইহার সেবা করা উচিত নহে । ‘প্রমাদের দ্বারা’—স্মৃতিভ্রষ্টতাই প্রমাদবিহার,
ইহার দ্বারা জীবনযাপন করিবে না । ‘সেবা করিও না’ অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টির
বশীভূত হইও না । ‘লোকসংবর্ধক’ অর্থাৎ যে এইরূপ করিয়া থাকে, সে
লোকসংবর্ধক (জন্মান্তরের সংখ্যাবর্ধক) হয়—অর্থাৎ তাহার পুনর্জন্মের
সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয় । তাহা সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া ‘লোকসংবর্ধক’
হইও না ।

দেশনাবসানে সেই তরুণ ভিক্ষু সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল ।
উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ তরুণ ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সুদ্ধোদনবধু । ২

‘উত্তিষ্ঠে’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা নিগ্গোধারামে বিহরন্তো
পিতরং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি সময়ে সখা পঠমগমনেন কপিলপদুরং গন্ত্বা
ঐতাহি কতপচ্ছদুগমনো নিগ্গোধারামং পত্বা ঐতাহীনং মান-
শিন্দনথায় আকাসে রতনচঙ্কমং মাপেত্বা তথ চঙ্কমন্তো
ধম্মং দেসেসি । ঐতাহী পসন্নচিত্তা সুদ্ধোদনমহারাজানং
আদিং কত্বা বন্দিংসু । তস্মিৎ ঐতাসমাগমে পোক্খর-
বস্সং বস্সি । তং আরব্ভ মহাজনেন কথায় সমুট্ঠাপিতায়
‘ন, ভিক্ষবে, ইদানেব, পদুস্বেপি ময়্হং ঐতাসমাগমে
পোক্খরবস্সং বস্সিয়েবা’তি বত্বা ‘বেস্সন্তরজাতকং’
কথেসি । ধম্মদেসনং সত্বা পক্কমন্তেসু ঐতাহীসু একোপি
সখারং ন নিমন্তেসি । রাজাপি ‘ময়্হং পদন্তো মম গেহং

*

*

*

শুদ্ধোদনের উপাখ্যান । ২ ।

‘উ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ন্যগ্গোধারামে অবস্থানকালে পিতাকে
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় শাস্তা কপিলপদুরে যখন প্রথমবার যান জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে
প্রত্যুদগমন করিয়া ন্যগ্গোধারামে লইয়া গেলে জ্ঞাতীদের অহংকার চূর্ণ
করিবার জন্য আকাশে রত্নচঙ্করণ বানাইয়া তাহাতে চঙ্করণ করিতে করিতে
ধর্মদেশনা করিলেন । প্রসন্নচিত্ত জ্ঞাতিগণ এবং শুদ্ধোদন মহারাজ হইতে
আরম্ভ করিয়া সকলে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন । সেই জ্ঞাতিসম্মেলনে
পশ্চবৃষ্টি হইয়াছিল । এই বিষয় লইয়া লোকেরা বলাবলি করিতে থাকিলে
শাস্তা—‘হে ভিক্ষুগণ, শুদ্ধ এইবারেই নহে, পূর্বেও এইরূপ জ্ঞাতিসম্মেলনে
পশ্চফুলের বৃষ্টি হইয়াছিল’ বলিয়া ‘বেস্সন্তর জাতক’ বর্ণনা করিলেন ।
ধর্মদেশনা শুনিয়া সকল জ্ঞাতিরা চলিয়া গেল, কেহই বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিল
না । রাজাও ‘আমার পুত্র আমার গৃহে না যাইয়া কোথায় যাইবে’ ভাবিয়া

অনাগন্ত্বা কহং গমিস্সতী'তি অনিমন্তেত্বাব অগমাসি ।
 গন্ত্বা চ পন গেহে বীসতিয়া ভিক্খুসহস্সানং যাগদুআদীনি
 পটিয়াদাপেত্বা আসনানি পঞ্ঞাপেসি । পদ্বদিবসে
 সত্থা পি'ডায় পবিসন্তো 'কিং নু থো অতীতবুদ্ধা পিতু
 নগরং পত্বা উজ্জুকমেব ঞ্জাতিকুলং পবিসিংসু, উদাহু পটি-
 পাটিয়া পি'ডায় চরিংসু'তি আবজ্জেন্তো 'পটিপাটিয়া
 চরিংসু'তি দিস্বা পঠমগেহতো পট্ঠায় পি'ডায় চরন্তো
 পায়াসি । রাহুলমাতা পাসাদতলে নিসিন্নাব দিস্বা তং
 পবন্তিং রঞ্ঞো আরোচেসি । রাজা সাটকং স'ঠাপেত্তো
 বেগেন নিক্খমিত্বা সত্থারং বন্দিত্বা—'পুত্রে, কস্সা মং
 নাসেসি, অতিবিয় তে পি'ডায় চরন্তেন লজ্জা উ'পাদিতা
 যদুত্তং নাম বো ইমস্মিংযেব নগরে সুবল্লসিবিকাদীহি বিচরিত্বা
 পি'ডায় চরিতুং, কিং মং লজ্জাপেসী'তি ? 'নাহং তং,
 মহারাজ, লজ্জাপেমি, অন্তনো পন কুলবংসং অনুবত্তামী'তি ।

*

*

*

নিমন্ত্ৰণ না করিয়াই চলিয়া গেলেন । যাইয়া বিংশতিসহস্র ভিক্ষুদের জন্য
 যাগদু প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আসন বিছাইয়া দিলেন (ভিক্ষুদের বসিবার
 জন্য) । পরের দিন শাস্তা পি'ডপাতের জন্য প্রবেশকালে চিন্তা করিলেন—
 'অতীত বুদ্ধগণ পিতার নগরে যাইয়া সোজাসুজি কি জ্ঞাতিকূলে প্রবেশ
 করিয়াছিলেন, না কি প্রতি গৃহে পি'ডপাতের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন'—
 এবং জানিলেন যে 'প্রতিগৃহে পি'ডপাতের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন' ইহা
 জানিয়া প্রতি গৃহে পি'ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন । রাহুল-
 মাতা প্রাসাদতলে বসিয়াই তাঁহাকে দেখিয়া সেই বিষয় রাজাকে জানাইলেন ।
 রাজা নিজের কাপড় সামলাইতে সামলাইতে দ্রুত যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা
 করিয়া বলিলেন—'হে পুত্র, আমার সর্বনাশ করিওনা, তুমি ভিক্ষা করিতেছ
 দেখিয়া আমার লজ্জা হইতেছে । এই নগরে যে সুবর্ণশিবিকায় বিচরণ
 করিয়াছে তাহার কি ভিক্ষাচরণ করা যুক্তিযুক্ত ? তুমি আমাকে লজ্জিত
 করিতেছ ।' 'মহারাজ, আমি ত আপনাকে লজ্জিত করিতেছি না, আমি

‘কিং পন, তাত, পিণ্ডায় চরিত্ত্বা জীবনবংসো মম বংসো’তি ?
‘নেসো, মহারাজ, তব বংসো, মম পনেসো বংসো ।
অনেকানি হি বুদ্ধসহস্পানি পিণ্ডায় চরিত্ত্বাব জীবিসু’তি
বহ্বা ধম্মং দেসেসন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘উত্তিট্ঠে নম্পমজ্জিয়া, ধম্মং সুচরিতং চরে ।

ধম্মচারি সুখং সেতি, অস্মিং লোকে পরম্হি চ । ১৬৮ ।

‘ধম্মং চরে সুচরিতং, ন নং দদুচরিতং চরে ।

ধম্মচারী সুখং সেতি, অস্মিং লোকে পরম্হি চা’তি । ১৬৯ ।

তথ ‘উত্তিট্ঠে’তি উট্ঠহিত্বা পরেসং ঘরদ্বারে ঠহ্বা গহেতস্ব-
পিণ্ডে ‘নম্পমজ্জিয়া’তি পিণ্ডচারিকবত্তুএ’হি হাপেত্বা
পণীতভোজনানি পরিয়েসন্তো উত্তিট্ঠে পমজ্জতি নাম,
সপদানং পিণ্ডায় চরন্তো পন ন পমজ্জতি নাম । এবং

*

*

*

আমার কুলবংশকেই অনুসরণ করিতেছি ।’ ‘বাবা, ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবন-
ধারণ কি আমার বংশের কাজ ?’ ‘মহারাজ, এইটা ত আপনার বংশ নহে,
এইটা আমারই বংশ, অনেক সহস্র বুদ্ধ ভিক্ষাচরণ করিয়াই জীবিকানিবাহ
করিয়াছিলেন ।’—ইহা বলিয়া ধর্মদেবনাচ্ছলে এই দুইটি গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘উঠ, প্রমত্ত হইও না, সন্ধর্ম আচরণ কর । ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোক
উভয় লোকেই সুখে অবস্থান করে ।’

‘সন্ধর্ম আচরণ করিবে, অসন্ধর্ম (=পাপধর্ম) আচরণ করিবেনা ।
ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই সুখে অবস্থান করে ।’

—ধম্মপদ, স্কোখ ১৬৮-১৬৯ ।

অন্বয় : ‘উঠ’ অর্থাৎ উঠিয়া অন্যের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা গ্রহণের
সময় প্রমত্ত হইও না । পিণ্ডচারিক ব্রত বাদ দিয়া উত্তম ভোজনের সম্ভান
করিলে প্রমাদবিহার হইয়া থাকে । (নিলোভচিত্তে) প্রতি ঘরে ঘরে ভিক্ষা-
চরণ করাকে প্রমাদবিহার বলে নহে । এইরূপ করার জন্যই বলা হয় ‘উঠ,

করোন্তো উত্তিট্ঠে নম্পমজ্জিয়া । ‘ধম্মন্তি’ অনেসনং
পহায় সপদানং চরন্তো তমেব ভিক্খাচারিয়ধম্মং ‘সুচরিতং
চরে’ । ‘সুখংসেতী’তি দেসনামন্তমেতং, এবং পনেতং
ভিক্খাচারিয়ধম্মং চরন্তো ‘ধম্মচারী’ ইধ লোকে চতুহি
ইরিয়াপথেহি ‘সুখং’ বিহরতীতি অথো । ‘ন নং দদুচরিতং’
তি বেসিয়াদিভেদে অগোচরে চরন্তো ভিক্খাচারিয়ধম্মং
দদুচরিতং চরতি নাম । এবং অচরিত্বা ‘ধম্মং চরে সুচরিতং,
ন তং দদুচরিতং চরে’ । সেসং বদন্তথমেব ।

দেসনাবসানে রাজা সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি, সম্পত্তা-
নম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।

। শুদ্ধোদনবন্ধু দ্বুতিয়ং ।

*

*

*

প্রমত্ত হইওনা ।’ ‘ধর্ম’ অর্থাৎ (উত্তম খাদ্যের) সম্ভান বাদ দিয়া ঘরে ঘরে
বিচরণ করিয়া ভিক্ষাচার্যধর্ম ‘উত্তমরূপে পালন কর ।’ ‘সুখে থাকে’—ইহা
দেশনামাত্র । এই প্রকারে ভিক্ষাচার্যধর্ম পালনকারী ব্যক্তিই ধর্মচারী যিনি
ইহলোকে চারি দ্বীপথে সুখে অবস্থান করেন । ‘দুচ্চরিত আচরণ করিবেনা’
অর্থাৎ বেশ্যাদিভেদে অগোচরে বিচরণ করিয়া যে ভিক্ষাচার্যধর্ম তাহাকে
দুচ্চরিতই বলা হয়, পাপধর্মে আচরণ করা বোঝায় । এইরূপ না করিয়া
‘সক্কর্ম আচরণ করিবে, অসক্কর্ম আচরণ করিবেনা’ । অবশিষ্টের অন্বয় পূর্ব
শ্লোকেই প্রদত্ত হইয়াছে ।

দেশনাবসানে রাজা সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। শুদ্ধোদনের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

গণসত্তাবিগস্‌সক্‌শিক্‌খুবথু । ৩

‘যথা বুদ্ধুলকন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পণ্ডসতে বিপস্সকে ভিক্‌খু আরব্ধ কথেসি ।
তে কির সথু সন্তিকে কস্মট্‌ঠানং গহেত্বা অরএ্‌এং
পবিসিত্বা ষটেন্তা বায়মন্তা অস্পবিসেসা ‘বিসেসেস্বা
কস্মট্‌ঠানং গহেস্সামা’তি সথু সন্তিকং আগচ্ছন্তা
অন্তরামণ্ণে মরীচিকস্মট্‌ঠানং ভাবেন্তাব আগমিংসু ।
তেসং বিহারং পবিট্‌ঠক্‌খনেয়েব দেবো বস্সি । তে তথ
তথ পমদ্থেসু ঠত্বা ধারাবেগেন উট্‌ঠহিত্বা ভিজ্জন্তে
বুদ্ধুলকে দিম্বা ‘অয়স্পি অন্তভাবো উপ্‌পিজ্জিত্বা ভিজ্জন-
থেন বুদ্ধুলকসদিসোষেবা’তি আরম্মণং গণ্‌হিংসু । সথা
গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব তে ভিক্‌খু ওলোকেত্বা তেহি সন্ধিং
কথেন্তো বিয় ওভাসং ফরিত্বা ইমং গাথমাহ—

•

•

•

গণশত বিদর্শক ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৩ ।

‘যেমন বুদ্ধদকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
পণ্ডশত বিদর্শক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ঐ ভিক্ষুগণ শাস্ত্রার নিকট ‘কর্মস্থান’ গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করতঃ
কঠোরভাবে ধ্যান করিয়াও বিশেষভাবে উপকৃত না হওয়াতে ‘আমাদের
উপযুক্ত বিশেষ কর্মস্থান গ্রহণ করিব’ চিন্তা করিয়া শাস্ত্রার নিকট আসিবার
সময় পথিমধ্যে মরীচিকা দেখিয়া সেই মরীচিকাকেই কর্মস্থানরূপে ভাবনা
করিতে করিতে আসিলেন । তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিবামাত্রই বৃষ্টিপাত
হইল । তাঁহারা এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে ধারাবেগের প্রভাবে
বুদ্ধদ উৎপন্ন হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে । ইহা দেখিয়া
তাঁহারা আলম্বন গ্রহণ করিলেন—‘এই শরীরও বুদ্ধদের ন্যায় উৎপন্ন হয়,
আবার নিরুদ্ধ হয় ।’ শাস্ত্রা গন্ধকুটিতে বসিয়াই ভিক্ষুদের অবলোকন
করিয়া যেন তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেছেন এই আলোক উদ্ভাসিত
করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যথা বদ্বদুলকং* পস্বেস, যথা পস্বেস মরীচিকং ।

এবং লোকং অবেক্খন্তং, মচ্ছরাজা ন পস্সতী’তি । ১৭০ ।

তথ ‘মরীচিকং’তি ময়দুখং । তে হি দূরতোব গেহস*ঠানা-
দিবসেন উপট্ঠিতাপি উপগচ্ছন্তানং অগয়্হুপগা রিত্তকা
তুচ্ছকাব । তস্মা যথা উপ্পিজ্জহা ভিজ্জনথেন বদ্বদুলকং
রিত্ততুচ্ছাদিভাবেনৈব পস্সেয্য, এবং খন্ধাদিলোকং ‘অবেক্-
খন্তং মচ্ছরাজা ন পস্সতী’তি অথো ।

দেসনাবসানে তে ভিক্খু ঠিতট্ঠানেষেব অরহত্তং পাপদ্-
গিংসদ্’তি ।

পণ্ডসতবিপস্সকভিক্খুবথু ততিয়ং ।

*

*

*

‘লোকে যেমন বদ্বদ ও মরীচিকা দর্শন করে, যে ব্যক্তি জগৎকে তদ্রূপ
(ভঙ্গুর ও অসার) বলিয়া জানে, মৃত্যুরাজ তাহার দর্শন পায় না ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৭০ ।

অন্বয় :—‘মরীচিকা’ অর্থাৎ ময়দুখ । দূর হইতে মনে হয় যেন গৃহাদি
কোন কিছুর আছে, কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইলে দেখা যায় রিত্ত, তুচ্ছ—ইহাই
মরীচিকা । তদ্রূপ বদ্বদ । উপপন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যায় । সবই রিত্ত
তুচ্ছ । এই পণ্ডস্কন্ধের জীবনও তদ্রূপ । যে ব্যক্তি এই পণ্ডস্কন্ধের জীবনকেও
মরীচিকা ও বদ্বদের ন্যায় ভঙ্গুর ও অসার বলিয়া জানে, মৃত্যুরাজ
তাহাকে আর দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারে না ।

দেসনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ স্থিতস্থানে স্থিতাবস্থাতেই অহঁত্ব লাভ
করিলেন ।

। পণ্ডসত বিদর্শক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

* পাঠান্তর ‘পদ্বদুলকং’

অভয়রাজকুমারবধু । ৪

‘এবং পশ্চিমং লোকং’তি ইমং ধর্মদেসনং সখা বেলদ্বনে
বিহরন্তো অভয়রাজকুমারং আরম্ভ কথেসি ।

তস্ম কির পচন্তং বৃপসমেত্বা আগতস্ম পিতা বিম্বি-
সারো তুস্মিহা একং নচগীতকুসলং নাটকিখং দত্ত্বা সস্তাহং
রজ্জমদাসি । সো সস্তাহং গেহা বহি অনিক্খন্তোব
রজ্জসিরিং অনুভবিত্বা অট্টমে দিবসে নদীতিথং গন্ত্বা
নহত্ত্বা উষ্যানং পবিসিত্বা ‘সন্ততি’ মহামত্তো বিয় তস্মা
ইথিয়া নচগীতং পশ্চন্তো নিসীদি । সাপি তথ্ণঞেঞেব
‘সন্ততি’ মহামত্তস্ম নাটকিখী বিয় সথকবাতানং বসেন
কালমকাসি । কুমারো তস্মা কালকিরিয়ায় উপ্পন্নসোকো
‘ন মে ইমং সোকং ঠপেত্বা সথারং অঞেঞো নিব্বাপেতুং

*

*

*

অভয় রাজকুমারের উপাখ্যান । ৪ ।

‘এস, দেখ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণদ্বনে অবস্থানকালে অভয়
রাজকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

প্রত্যস্তপ্রদেশকে শাস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলে পিতা বিম্বিসার তুষ্ট
হইয়া তাহাকে এক সপ্তাহের জন্য রাজত্ব করিতে দিলেন এবং নৃত্যগীতে
কুশলা এক রমণীকেও দিলেন । রাজকুমার এক সপ্তাহকাল প্রাসাদের বাহিরে
না ঘাইয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া অষ্টম দিবসে নদীর ঘাটে ঘাইয়া স্নান
করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করতঃ সন্ততি মহামাত্রের ন্যায় সেই রমণীর নৃত্যগীত
দেখিতেছিলেন । সেই রমণীও সেই মূহূর্তে সন্ততি মহামাত্রের নর্তকীর
ন্যায় পেটে কাটার মত অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে
পতিত হইল । তাহার মৃত্যুতে রাজকুমার অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া
পড়িলেন । তিনি ভাবিলেন—‘শাস্তা ব্যতীত অন্য কেহ আমার এই শোক
অপনোদন করিতে পারিবে না’—তাই শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন

সক্খিস্সতী’তি সখারং উপসঙ্কমিস্বা, ‘ভস্তু, সোকং মে
নিম্বাপেথা’তি আহ। সখা তং সমম্সাসেত্বা ‘তয়া হি,
কুমার, ইমিস্সা ইথিয়া এবমেব মতকালে রোদন্তেন পবন্তি-
তানং অস্সদনং অনমতগ্গে সংসারে পমাণং নথী’তি বত্বা তায়
দেসনায় সোকস্স তনুভাবং ঞ্জত্বা, ‘কুমার, মা সোচি,
বালজনানং সংসীদনট্ঠানমেতং’তি বত্বা ইমং গাথমাহ—

‘এথ পস্সথিমং লোকং, চিত্তং রাজরথদুপমং।

যথ বালা বিসীদন্তি, নথি সঙ্গো বিজানতন্তি।’ ১৭১।

তথ ‘এথ পস্সথা’তি রাজকুমারমেব সন্ধ্যাহ। ‘ইমং
লোক’তি ইমং খন্ধলোকাদিসংস্থাৎ অন্তুভাবং ‘চিত্তন্তি’
সত্তরতনাদিবিচিত্তং রাজরথং বিয় বখালঙ্কারাদিচিহ্নিতং।

*

*

*

—‘ভস্তু, আমার শোক অপনোদন করুন।’ শাস্তা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া
বলিলেন—

—‘হে কুমার, আদ্যন্তুবিহীন এই সংসারে এই রমণী এইভাবে অসংখ্যবার
মৃত হইলে তুমি যে অশ্রুপাত করিয়াছ তাহা প্রমাণাতীত।’ এইভাবে দেশনার
দ্বারা তাঁহার শোক কিছুটা কমিয়াছে জানিয়া—‘কুমার, শোক করিও না,
মর্খ ব্যক্তিরাই শোকাভিভূত হয়।’ এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘এস, এই জগৎকে বিচিহ্ন রাজরথের ন্যায় অবলোকন কর, যেখানে মর্খেরা
নির্মজ্জিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞদের উহাতে কোন আকর্ষণ থাকে না।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১৭১।

অম্বয় :—‘এস দেখ’ ইত্যাদি রাজকুমারকে উপলক্ষ্য করিয়াই বলা
হইয়াছে। ‘এই জগৎকে’ এই স্কন্ধলোকাদি নামক জীবন। (এই রূপ,
বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানময় পঞ্চস্কন্ধ বা দেহজগৎ)।

‘চিহ্ন’ সত্তরতনাদিবিচিত্ত রাজরথের ন্যায় এই দেহজগৎ বস্থালঙ্কারাদি দ্বারা
চিহ্নিত।

‘যথ বাল্য’তি যস্মিং অত্রভাবে বাল্য এবং বিসীদন্তি ।
 ‘বিজ্ঞানতন্তি’ বিজ্ঞানন্তানং পশ্চিডতানং এথ রাগসঙ্গাদীসু
 একোপি ‘সঙ্গো নথী’তি অথো ।

দেসনাবসানে রাজকুমারো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
 সম্পত্তানস্মি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

। অভয়রাজকুমারবৎস চতুর্থ

*

*

*

‘যেখানে মদ্ব’গণ’ মোহান্ধ মানব এই দেহের বাহ্যিক রূপলাবণ্যে মোহিত
 হইয়া মদ্ব হয় । ‘মাহারা বিজ্ঞ’ বিজ্ঞ পশ্চিডতদের অর্থাৎ দেহতাত্ত্বিক
 পশ্চিডতগণ এই অসার দেহের প্রতি মদ্ব হইয়া আসক্তি উৎপাদন করে না ।

দেশনাবসানে রাজকুমার সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।
 উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। অভয়রাজকুমারের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সম্মজ্জনথেরবথ । ৫

‘যো চ পদুবে’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো সম্মজ্জনথেরং আরম্ভ কথেসি ।

সো কির পাতো বা সায়াং বাতি বেলং পমাণং অকস্সা অভিক্খণং সম্মজ্জন্তোব বিচরতি । সো একদিবসং সম্মজ্জনিং গহেত্বা দিবাট্ঠানে নিসিন্নস্স রেবতথেরস্স সন্তিকং গম্বা ‘অয়াং মহাকুসীতো জনস্স সন্ধাদেয়াং ভুঞ্জিত্বা আগম্বা নিসীদতি, কিং নামেতস্স সম্মজ্জনিং গহেত্বা একং ঠানং সম্মজ্জিতুং ন বট্টতী’তি আহ । থেরো ‘ওবাদমস্স দম্সামী’তি চিন্তেত্বা ‘এহাব্দসো’তি আহ । ‘কিং ভন্তে’তি ? ‘গচ্ছ ন্হত্বা এহী’তি । সো তথা অকাসি । অথ নং থেরো একমন্তং নিসীদাপেত্বা ওবদন্তো আহ—‘আব্দসো, ভিক্খুনা নাম ন সস্বকালং সম্মজ্জন্তেন

*

*

*

সম্মাজ্জন স্থবিরের উপাখ্যান । ৫ ।

‘ষে পদুবে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সম্মাজ্জন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষু সকাল বিকাল সর্বদা সম্মাজ্জনী হস্তে অপরিষ্কৃত স্থান পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন । একদিন তিনি সম্মাজ্জনী লইয়া দিবাবিহার-রত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া—‘এই অলস ব্যক্তি লোকের শ্রদ্ধাদান ভোজন করিয়া আসিয়া বসিয়া থাকেন । তিনি কি সম্মাজ্জনী লইয়া একটি স্থানও পরিষ্কার করিতে পারেন না ?’ স্থবির চিন্তা করিলেন—‘ইহাকে উপদেশ দিতে হইবে ।’ তিনি ডাকিলেন—‘আব্দসো, এস ।’ ‘কি ভন্তে ?’ ‘যাও স্নান করিয়া আইস ।’ তিনি তাহাই করিলেন । তখন স্থবির তাহাকে একপাশে বসাইয়া উপদেশ দিলেন—‘আব্দসো, ভিক্ষুদের সব সময় সম্মাজ্জন

বিচরিতুং বট্টিত, পাতো এব পন সম্মজ্জিত্বা পিণ্ডায়
 চরিত্বা পিণ্ডপাতপটিকন্তেন আগন্ত্বা রত্তিট্ঠানে বা
 দিবাট্ঠানে বা নিসিন্বেন স্বত্তিংসাকারং সম্মায়িত্বা
 অন্তভাবে খয়বয়ং পট্ঠপেহা সায়হুে উট্ঠায় সম্মজ্জিতুং
 বট্টিত, নিচ্চকালং অসম্মজ্জিত্বা অন্তনোপি নাম ওকাসো
 কাতবেবাতি । সো থেরস্স ওবাদে ঠহা ন চিরস্সেব অরহন্তং
 পাপর্দণ । তং তং ঠানং উক্কাপং অহোসি । অথ নং ভিক্খু
 আহংসু—‘আবুসো সম্মজ্জনথের, তং তং ঠানং উক্কাপং,
 কস্মান সম্মজ্জসী’তি ? ‘ভন্তে ময়া পমাদকালে এবং কতং,
 ইদানাম্হি অস্পমত্তো’তি । ভিক্খু ‘অয়ং থেরো অঞ্-ঞং
 ব্যাকরোতী’তি সথু আরোচেসুং । সথা ‘আম, ভিক্খবে,
 মম পুত্তো পুত্বে পমাদকালে সম্মজ্জন্তো ইদানি পন

*

*

*

করিয়া বিচরণ করা উচিত নহে । সকালে সম্মার্জিত করিয়া ভিক্ষায় যাইয়া
 ভিক্ষাশেষে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিবাস স্থানে অথবা দিবাবাস স্থানে বসিয়া
 (কেশলোমাদি) স্বাশ্রিত্যকার পর্যালোচনা করিয়া এই দেহের ক্ষয়-ব্যয় সম্বন্ধে
 জানিবে এবং সম্ম্যাবেলায় উঠিয়া সম্মার্জন করিবে । সব সময় সম্মার্জন
 না করিয়া নিজের জন্যও অবকাশ রাখিতে হইবে ।’ তিনি স্থবিরের উপদেশে
 (ধ্যান-সাধনা করিয়া) অচিরেই অহংত্ব লাভ করিলেন । এদিকে সমস্ত স্থান
 আবর্জনাপূর্ণ হইয়া গেল । ভিক্ষুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবুসো
 সম্মার্জন স্থবির, সব জায়গা আবর্জনাপূর্ণ হইয়াছে । আপনি সম্মার্জন
 করিতেছেন না কেন ?’

‘ভন্তে, আমি যখন প্রমাদগ্রস্ত ছিলাম তখন করিয়াছি । এখন আমি
 অপ্রমত্ত ।’

ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, এই স্থবির মিথ্যা
 বলিতেছেন ।’

শাস্তা বলিলেন—‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র পূর্বে প্রমাদকালে সম্মার্জন

মঙ্গফলসদুথেন বীতিনামেন্তো ন সম্মজ্জতী'তি বহ্বা ইমং
গাথমাহ—

‘যো চ পদুস্বে পমজ্জিহ্বা, পচ্ছা সো নম্পমজ্জতি ।

সো’ মং লোকং পভাসেতি, অব্ভা মদুত্তোব চন্দমা’তি ।

। ১৭২ ।

তস্সথো—‘যো’ পদুগলো ‘পদুস্বে’ বত্তপটিবত্তকরণেন বা
সম্মায়াদীহি বা ‘পমজ্জিহ্বা’ ‘পচ্ছা’ মঙ্গফলসদুথেন
বীতিনামেন্তো ‘নম্পমজ্জতি’ ‘সো’ অব্ভাদীহি ‘মদুত্তো’
চন্দোব ওকাসলোকং মঙ্গএণাণেন ‘ইমং’ থন্দাদিলোকং
ওভাসেতি, একালোকং করোতী’তি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিংসু’তি ।

। সম্মজ্জনথেরবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

করিয়া বিচরণ করিত, এখন মার্গফলসদুখে বিচরণ করে বলিয়া সম্মার্জন করে
না ।’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন :—

‘যে পূর্বে প্রমত্ত থাকিয়া পরে অপমাদী হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়
জগৎকে উজ্জ্বল করে ।’

—ধ্বম্পদ, শ্লোক ১৭২ ।

অন্বয় : ‘যে’ ব্যক্তি ‘পূর্বে’ ব্রত-কৃত্যাদি সম্পাদন ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা
প্রভৃতি বিধিকর্মে প্রমত্তভাবে ব্যস্ত থাকিয়া ‘পরবর্তী জীবনে’ ধ্যান সমাধি দ্বারা
মার্গফল উপলব্ধি করিয়া (দিব্যারাত্র) সদুখে জীবন অতিবাহিত করে, সে
আর প্রমত্ত হয়না, সে মেঘাদি হইতে মুক্ত চন্দ্র যেমন আকাশলোককে আলো-
কিত করে’ তদ্রূপ নিজের মার্গজ্ঞানের দ্বারা ‘এই’ স্বক্শলোককে আলোকিত
করে, আলোকের দ্বারা একাকার করে ।

দেমনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল ।

। সম্মার্জন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অঙ্গুলিমালখেরবন্ধু । ৬

‘যস্স পাপংগীত ইমং ধম্মদেশনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
অঙ্গুলিমালখেরং আরব্ভ কথেসি । বথদ্ ‘অঙ্গুলিমাল-
সদ্বৃত্ত’ বসেনেব বেদিতব্বং ।

থেরো পন সথদ্ সন্তিকে পব্বজিহ্বা অরহত্তং পাপদুগ্ধি ।
অথ থো আয়স্মা অঙ্গুলিমালো রহোগতো পটিসল্লীনো
বিমদুত্তিসদুখপটিসংবেদী । তায়ং বেলায়ং ইমং উদানং
উদানেসি—

‘যো চ পদুবে পমজ্জিহ্বা, পচ্ছা সো নিম্পমজ্জত ।

সো’ মং লোকং পভাসেতি, অব্ভা মদত্তোব চন্দিমা’তি’

—আদিনা নয়েন উদানং উদানেহ্বা অনদুপাদিসেসায়
নিব্বানধাতুয়া পরিনিব্বদতো, ভিক্খদ্ ‘কহং নদ্ থো,

*

*

*

অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান । ৬ ।

‘যাহার পাপ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অঙ্গুলিমাল
স্থবিরকে উল্লেখ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । [এই উপাখ্যানের জন্য
মণ্ডিমনিব্বাণের ‘অঙ্গুলিমাল সদ্বৃত্ত’ দ্রষ্টব্য]

(অঙ্গুলিমাল) স্থবির শাস্তার নিকট প্ররজ্যা গ্রহণ করিয়া অহং ভূ লাভ
করিয়াছিলেন । আয়দস্মান অঙ্গুলিমাল একদিন নিজনে ধ্যানস্থ হইয়া
বিমদুত্তিসদুখ উপভোগ করিতেছিলেন । সেই সময় তিনি এই উদানটি উদ্গীত
করিয়াছিলেন—

‘যে পূর্বে প্রমত্ত থাকিয়া পরে অপ্রমাদী হয়, সে মেঘমদুস্ত চন্দ্রের ন্যায়
জগৎকে উজ্জ্বল করে ।’ ইত্যাদিরূপে উদান উদ্গীত করিয়া নিরুপাধিশেষ
নিব্বানধাতুতে পরিনিব্বৃত্ত হইলেন । ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুদ্বাধিত

আব্দুসো, থেরো উম্পন্নো’তি ধম্মসভায়ং কথং সমদুট্টা-
পেসদং । সখা আগচ্ছা—‘কাম্ম নদুখ, ভিক্ষবে, এতরহি
কথায় সন্নিসিন্না’তি পদুচ্ছিত্তা, ‘ভন্তে, অঙ্গদলিমালথেরস্স
নিব্বত্তট্টানকথায়’তি বদন্তে ‘পরিণিব্বত্তো চ, ভিক্ষবে,
মম পদন্তো’তি । ‘ভন্তে, এত্তকে মনুস্সে মারেত্বা পরি-
নিব্বত্তো’তি ? ‘আম, ভিক্ষবে, সো পদুস্সে একং
কল্যাণমিত্তং অলভিত্তা এত্তকং পাপমকাসি, পচ্ছা পন
কল্যাণমিত্তপচ্চয়ং লভিত্তা অম্পমত্তো অহোসি । তেনস্স
তং পাপকম্মং কুসলেন পিহিতং’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘যস্স পাপং কতং কম্মং, কুসলেন পিধীয়তি ।

সো’মং লোকং পভাসেতি, অন্ভা মদন্তোব চন্দিমা’তি

। ১৭৩ ।

*

*

*

করিলেন—‘আব্দুসো, (অঙ্গদলিমাল) স্থবির কোথায় উৎপন্ন হইলেন ?’ শাস্তা
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার
জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ ?’

‘ভন্তে, অঙ্গদলিমাল কোথায় উৎপন্ন হইল সেই বিষয়ে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র পরিণিবর্ণপ্রাপ্ত হইয়াছে ।’

‘ভন্তে, এতজন মনুষ্য হত্যা করিয়া কিভাবে তিনি পরিণিবৃত্ত
হইলেন ?’

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, সে পূর্বে কোন কল্যাণমিত্র লাভ না করিয়া এত পাপ
করিয়াছে । পরে কল্যাণমিত্ররূপ প্রত্যয় লাভ করিয়া অপ্রমত্ত হইয়াছিল ।
এইভাবে তাহার পরের কুশলকর্ম প্রভাবে পূর্বের পাপকর্ম চাপা পড়িয়া
গিয়াছিল ।’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘মাহার কৃত পাপকর্ম কুশলকর্ম (অহঁতুমার্গ) দ্বারা আবৃত হয়, সে
মোঘমুদ্র চন্দ্রের ন্যায় জগৎকে উজ্জ্বল করে ।’ —ধম্মপদ, স্লোক ১৭৩ ।

তথ 'কুসলেনা'তি অন্নহন্তমগ্নং সন্ধ্যায় বদন্তং । সেসং
উত্তানথমেবাতি ।

দেমনাবসানে বহু স্নোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গণংসুদীতি ।

। অঙ্গুলিমালথেরবথু ছট্ঠং ।

*

*

*

অন্বয় : 'কুশলের দ্বারা' অর্থাৎ অহঁত্বমার্গের দ্বারা । অবশিষ্ট পদ্বের
গাথাসদৃশ ।

দেমনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল ।

। অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



পেসকারধীতাবধু । ৭

‘অন্ধভূতো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা অঙ্গালবে চেতিয়ে
বিহরন্তো একং পেসকারধীতরং আরব্ভ কথেসি ।

একদিবসঞ্হি আলবিবাসিনো সত্তরি আলবিং সম্পত্তে
নিমন্তেহা দানং অদংসু । সথা ভত্তিকিচ্চাবসানে অন-
মোদনং করোন্তো ‘অন্ধুং মে জীবিতং, ধুং মে মরণং,
অবস্সং ময়ং মরিতব্বমেব, মরণপরিয়োসানং মে জীবিতং,
জীবিতমেব অনিয়তং, মরণং নিয়তং’তি এবং মরণস্সতিং
ভাবেথ । যেসঞ্হি মরণস্সতি অভাবিতা, তে পচ্ছিমে
কালে আসীবিসং দিম্বা ভীতঅদংডপ্দুরিসো বিয় সন্তাস-
স্পত্তা ভেরবরবং রবন্তা কালং করোন্তি । যেসং পন মরণ-
স্সতি ভাবিতা, তে দুরতোব আসীবিসং দিম্বা দংডকেন
গহেহা ছুন্ডেহা ঠিতপ্দুরিসো বিয় পচ্ছিমে কালে ন সন্তসন্তি

*

*

*

তত্ত্বায় কন্যার উগাখ্যান । ৭ ।

‘অন্ধভূত’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা অঙ্গাডুব চৈতে অবস্থানকালে ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

একদিন শাস্তা আলবিতে আসিলে আলবিবাসিগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ
করিয়া দান দিয়াছিলেন । শাস্তা ভোজনকৃত্যাবসানে দানান্দুমোদন করিতে
যাইয়া বলিয়াছিলেন—‘আমার জীবন অনিশ্চিত, মৃত্যু নিশ্চিত, অবশ্যই
আমাকে মরিতে হইবে, আমার জীবনের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে, জীবন অনিয়ত,
মরণ নিয়ত’ এইভাবে মরণানুস্মৃতি ভাবনা কর । যাহারা মরণানুস্মৃতি
ভাবনা করে নাই, তাহারা পরে সর্প দেখিয়া ভীত দংডহীন ব্যক্তির ন্যায়
সন্ত্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ভৈরবরব করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করে । যাহারা
মরণানুস্মৃতি ভাবনা করিয়াছে । তাহারা দূর হইতে সর্প দেখিয়া দন্ডের
দ্বারা ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্থিত ব্যক্তিসদৃশ, তাহারা অস্তিমকালে

তস্মা মরণস্মৃতি ভাবেতস্মা'তি আহ । তং ধম্মদেসনং সন্ধান্না
অবসেসজনা সাকিচ্ছস্পসদুতাব অহেসদুং । একা পন সোলস-
বস্সন্দেসিকা পেসকারধীতা—‘অহো, বুদ্ধানং কথা নাম
অচ্ছরিয়া, ময়া পন মরণস্মৃতিং ভাবেতুং বটুতী’তি
রত্তিন্দিবং মরণস্মৃতিমেব ভাবেসি । সথাপি ততো নিক্খ-
মিত্তা জেতবনং অগমাসি । সাপি কুমারিকা তীণিবস্সানি
মরণস্মৃতি ভাবেসিষেব ।

অথেকাদিবসং সথা পচ্ছদসসময়ে লোকং ওলোকেন্তো তং
কুমারিকং অন্তনো ঞ্ণাণজালস্স অন্তোপবিট্ঠং দিম্বা ‘কিং
নুখো ভাবিস্সতী’তি উপধারেন্তো ‘ইমায় কুমারিকায় মম
ধম্মদেসনায় সদ্দতিবসতো পট্ঠায় তীণি বস্সানি মরণ-
স্মৃতি ভাবিতা, ইদানাহং তথ গন্ত্বা ইমং কুমারিকং চত্তারো
পঞ্হে পদ্বিচ্ছিত্তা তায় বিস্সজ্জেন্টিয়া চতদস্দ ঠানেস্দ
সাধুকারং দত্ত্বা ইমং গাথং ভাসিস্সামি । সা গাথাপরিয়ো-

*

*

*

সন্তাসপ্রাপ্ত হয় না । অতএব, মরণানুস্মৃতি ভাবনা করা কত‘ব্য ।’ সেই
ধর্মদেশনা শুনিয়া একজন বাদে আর সকলেই নিজ নিজ কমে ফিরিয়া গেল ।
কিন্তু কেবল ষোড়শবর্ষীয়া এক তন্তুবায় কন্যা ‘অহো ! বুদ্ধগণের কথা কি
বিস্ময়কর, কি অদ্ভূত ! আমি অবশ্যই মরণানুস্মৃতি ভাবনা করিব’ বলিয়া
দিবারাত্র মরণানুস্মৃতি ভাবনাই করিতে লাগিল । শান্তাও সেই স্থান হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়া জেতবনে ফিরিয়া গেলেন । সেই কুমারীও তিন বৎসর যাবত
মরণানুস্মৃতি ভাবনা করিল ।

একদিন শান্তা প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকনের সময় সেই কুমারী তাঁহার
জ্ঞানজালে প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া চিন্তা করিলেন ‘কি হইতে পারে ?’
তারপর বুদ্ধদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখিলেন—‘আমার ধর্মদেশনা শোনার পর
হইতে এই কুমারী তিন বৎসর যাবত মরণানুস্মৃতি ভাবনা করিয়াছে । আমি
এখন সেই কুমারীর নিকট বাইয়া চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব । সে যথাযথ
উত্তর দিলে আমি চারিবার তাহাকে সাধুবাদ দিব এবং একটি গাথা ভাষণ

সানে সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহিস্সতি, তং নিস্সায় মহা-
জনস্সাপি সাথিকা ধম্মদেসনা ভবিস্সতী'তি এত্বা পণ্ডসত-
ভিক্খুপরিবারো জেতবনা নিক্খমিহা অনুপদুস্বেন
অঙ্গালবিবিহারং অগমাসি। আলবিবাসিনো 'সথা
আগতো'তি সদ্ধা তং বিহারং গন্ত্বা নিমন্তয়িৎসু। তদা
সাপি কুমারিকা সথু আগমনং সদ্ধা 'আগতো কির ময়'হং
পিতা, সামি, আচারিয়ো পুণ্ণচন্দমুখো মহাগোতমবুদ্ধো'তি
তুট্ঠমানসা 'ইতো মে তিগ্গং সংবচ্ছরানং মথকে সুবল্লবল্লো
সথা দিট্ঠপদুস্বো, ইদানিস্স সুবল্লবল্লং সরীরং দট্ঠুং
মধুরোজ্জং বরধম্মং সোতুং লভিস্সামী'তি চিন্তেসি। পিতা
পনস্সা সালং গচ্ছন্তো আহ—'অম্ম, পরসন্তকো মে সাটকো
আরোপিতো, তস্স বিদথিমত্তং অনিট্ঠিতং, তং অজ্জ
নিট্ঠাপেস্সামি, সীঘং মে তসরং বট্টেহা আহরেয়্যাসী'তি।

*

*

*

করিব। সে ঐ গাথা শুনিয়া গাথাবসানে সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইবে।
তাহার কারণে জনগণের নিকটও সেই ধর্মদেশনা সার্থক হইবে।—ইহা
দেখিয়া শাস্তা পণ্ডসত ভিক্খুপরিবার সঙ্গে লইয়া জেতবন হইতে নিস্কান্ত হইয়া
বিচরণ করিতে করিতে অঙ্গাডব বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
আলবিবাসিগণ 'শাস্তা আসিয়াছেন' শুনিয়া বিহারে যাইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ
করিলেন। সেই কুমারীও শাস্তার আগমনবার্তা শুনিয়া আনন্দিত চিন্তে
—'পুণ্ণচন্দ্রবদন আমার পিতা, আমার প্রভু, আমার আচার্য মহা গৌতমবুদ্ধ
আসিয়াছেন! এখন হইতে তিন বৎসর পূর্বে আমি সুবর্ণবর্ণ শাস্তাকে
দেখিয়াছিলাম। এখন আবার সুবর্ণবর্ণ তাঁহার শরীর দেখিতে পাইব
এবং তাঁহার মধুর ও ওজস্বপন্ন শ্রেষ্ঠ ধর্মকথা শুনিতে পাইব'—ইহা চিন্তা
করিল। কিন্তু তাহার পিতা তন্তুশালায় যাইতে যাইতে মেয়েকে বলিয়াছিল
—'মা, অন্য এক বস্ত্র তন্তুতে আরোপিত আছে। ইহার কাজ বির্ত্তিমাত্র
অবশিষ্ট আছে। অদ্য ইহার কাজ শেষ করিব। খীল্লই আমাকে ইহার

সা চিন্তেসি—‘অহং সথ্‌ ধম্মং সোতুকামা, পিতা চ মে এবং আহ। কিং ন্‌ খো সথ্‌ ধম্মং সদ্‌গামি, উদাহ্‌ পিতু তসরং বট্টেহ্‌ হরামী’তি? অথস্সা এতদহোসি—‘পিতা মং তসরে অনাহরিয়মাণে পোথেয্যাপি পহরেয্যাপি, তস্মা তসরং বট্টেহ্‌ তস্স দহ্‌ পচ্ছা ধম্মং সোম্সামী’তি পীঠকে নিসীদিহ্‌ তসরং বট্টেসি।

আলবিবাসিনোপি সথারং পরিবিসিহ্‌ পত্তং গহেহ্‌ অনদ্‌-মোদনথায় অট্‌ঠংসদ্‌। সথা ‘যমহং কুলধীতরং নিস্সায় তিংসযোজনমগ্গং আগতো, সা অজ্জাপি ওকাসং ন লভতি। তায় ওকাসে লন্ধে অনদ্‌মোদনং করিস্সামী’তি তুণ্‌হীভূতো অহোসি। এবং তুণ্‌হীভূতম্পি সথারং সদেবকে লোকে কোচি কিণ্ণি বত্তং ন বিসহতি। সাপি থো কুমারিকা তসরং বট্টেহ্‌ পচ্ছিয়ং ঠপেহ্‌ পিতু সন্তিকং গচ্ছমানা পরিস-

*

*

*

মাকু গদ্‌টাইয়া দাও।’ কন্যা চিন্তা করিল—‘আমি শাস্তার ধর্ম শুনিতে আগ্রহী। অথচ পিতা আমাকে এই কাজের কথা বলিতেছেন, (আমি এখন কি করি!) শাস্তার ধর্ম শুনিব, না পিতার জন্য মাকু গদ্‌টাইয়া দিব।’ তখন সে ভাবিল—‘আমি মাকু গদ্‌টাইয়া না দিলে পিতা আমাকে মারধর করিবেন, অতএব পিতার জন্য মাকু গদ্‌টাইয়া দিয়া পরে ধর্ম শুনিব’—এবং চোঁকিতে বসিয়া মাকু গদ্‌টাইতে লাগিল।

আলবিবাসীরাও শাস্তাকে (খাদ্য) পরিবেশন করিয়া পাত্র গ্রহণ করিয়া অনদ্‌মোদনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ‘আমি যে কুলকন্যার উদ্দেশ্যে ত্রিশযোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সে অদ্যও অবকাশ পাইতেছে না। সে অবকাশ পাইলে দানানদ্‌মোদন করিব’—মনে করিয়া শাস্তা চুপ রহিলেন।

এইরূপভাবে তুষ্ণীভূত শাস্তাকে কথা বলাইবার সাধ্য দেবলোক সহ মনদ্ব্যালোকে কাহারও নাই। সেই কুমারীও মাকু গদ্‌টাইয়া চুপড়িতে রাখিয়া পিতার নিকট বাইবার সময় পরিষদের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শাস্তাকে—

পরিষত্তে ঠাঙ্গা সখারং ওলোকয়মানাব অট্ঠাসি । সখাপি
 গাবং উক্খিপিত্বা তং ওলোকেসি । সা ওলোকিতা-
 কারেনেব অঞ্ণাসি—‘সখা এবরুপায় পরিসায় মম্বে
 নিসীদিহাব মং ওলোকেত্তো মমাগমনং পচ্চাসীসতি,
 অন্তনো সন্তিকং আগমনমেব পচ্চাসীসতী’তি । সা তসর-
 পচ্ছিং ঠপেত্তা সখা সন্তিকং অগমাসি । কস্মা পন নং সখা
 ওলোকেসী’তি ? এবং কিরস্স অহোসি—‘এসা এত্তেব
 গচ্ছমানা পুথুজ্জনকালকিরিয়ং কত্তা অনিয়ত্তগতিকা
 ভবিস্সতি, মম সন্তিকং আগম্মা গচ্ছমানা সোতাপত্তিফলং
 পত্তা নিয়ত্তগতিকা হত্তা তুসিত্তবিমানে নিব্বত্তিস্সতী’তি ।
 তস্সা কির তং দিবসং মরণতো মুত্তি নাম নথি । সা
 ওলোকিতসঞ্ণাণেনেব সখারং উপসঙ্কমিত্বা ছব্বল্পরং-
 সীনং অন্তরং পবিসিত্বা বন্দিত্বা একমন্তং অট্ঠাসি । তথা-

*

*

*

অবলোকন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিল । শাস্তা তাঁহার গ্রীবাদেশ
 উত্তোলিত করিয়া তাহাকে দেখিলেন । সে শাস্তার অবলোকন দ্বারা বুদ্ধিল—
 ‘শাস্তা এইরূপ পরিষদের মধ্যে বসিয়াও আমার দিকে তাকাইয়া আমার
 আগমন কামনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আগমনই ইচ্ছা করিতেছেন ।’ সে
 মাকুর চুপিড়ি রাখিয়া শাস্তার নিকটে গেল । শাস্তা তাহাকে কেন অবলোকন
 করিয়াছিলেন ? তাঁহার এইরূপ মনে হইয়াছিল—‘এই কন্যা যদি এইস্থান
 হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ লোকের মত মৃত্যুবরণ করিবে এবং
 মৃত্যুর পর তাহার গতি হইবে অনিশ্চিত । আমার নিকট আসিলে সে
 স্নোতাপত্তিফল লাভ করিয়াই যাইবে এবং একথা নিশ্চিত যে মৃত্যুর পরে
 সে তুষিতভবনে জন্মগ্রহণ করিবে । সেই দিবসেই তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি
 নাই । শাস্তার ইঙ্গিতেই সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ষড়্‌বর্ণরশ্মির
 অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধম্মনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল । সে ইরূপ

রূপায় পরিসায় মন্তে নিসীদিহা তুগ্হীতুতং সখ্যারং
বন্দিহা ঠিতক্খণেয়েব তং আহ—‘কুমারিকে, কুতো
আগচ্ছসী’তি ?

‘ন জানামি, ভন্তে’তি ।

‘কথ গমিস্সসী’তি ?

‘ন জানামি, ভন্তে’তি ।

‘ন জানাসী’তি ?’

‘জানামি, ভন্তে’তি ।

‘জানাসী’তি ?

‘ন জানামি, ভন্তে’তি ।

—ইতি নং সখা চত্বারো পঞ্হে পদ্বিচ্ছ । মহাজনো
উচ্ছায়ি—‘অম্ভো, পস্সথ, অয়ং পেসকারধীতা
সম্মাসম্বদ্বেন সন্ধিং ইচ্ছিত্তিচ্ছিতং কথেন্তি, নন্দ নাম

*

*

*

পরিষদের মধ্যে বসিয়া নীরব শাস্তাকে বন্দনা করিয়া (সরব করিল) । সে
বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র শাস্তা তাহাকে বলিলেন—

‘কুমারিকে, কোথা হইতে আসিতেছ ?’

‘ভন্তে, জানি না ।’

‘কোথায় যাইবে ?’

‘ভন্তে, জানি না ।’

‘তুমি জান না ?’

‘ভন্তে, জানি ।’

‘তুমি জান ?’

‘ভন্তে, জানি না ।’

এইভাবে শাস্তা তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । লোকেরা
বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

‘ওহে, তোমরা দেখ । এই তন্তুবায়কন্যা সম্যকসম্বদ্বেন সহিত বাহা
নয় তাহা বলিতেছে ।

ইমায় ‘কুতো আগচ্ছসী’তি বদন্তে ‘পেসকারগহতো’তি বদন্তঃ। ‘কহং গচ্ছসী’তি বদন্তে ‘পেসকারসালন্তি’ বদন্তঃ।
সিয়া’তি ।

সখা মহাজনং নিসসন্দং কহা, ‘কুমারিকে, স্বং কুতো আগচ্ছ-
সী’তি বদন্তে ‘কস্মা ন জানামী’তি বদেসী’তি পদুচ্ছি ।
‘ভন্তে, তুমেহ মম পেসকারগেহতো আগতভাবং জানাথ,
‘কুতো আগতাসী’তি পদুচ্ছন্তা পন ‘কুতো আগন্ত্বা ইধ
নিব্বত্তাসী’তি পদুচ্ছথ । অহং পন ন জানামি ‘কুতো চ
আগন্ত্বা ইধ নিব্বত্তাম্হী’তি । অথস্সা সখা ‘সাধু সাধু,
কুমারিকে, ময়া পদুচ্ছিতপঞ্হোব তয়া বিস্সজ্জিতো’তি
পঠমং সাধুকারং দহা উত্তরিম্পি পদুচ্ছি—‘কথ গমিস্সসী’তি
পদুন পদুট্ঠা কস্মা ‘ন জানামী’তি বদেসী’তি ? ‘ভন্তে,

*

*

*

‘তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?’—শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বলা
উচিত ছিল—‘তন্তুবায় গৃহ হইতে ।’ ‘কোথায় যাইতেছ’ শাস্তা জিজ্ঞাসা করাতে
তাহার বলা উচিত ছিল—‘তন্তুবায় গৃহে ।’

শাস্তা জনগণকে থামাইয়া কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কুমারিকে,
তোমাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম ‘কোথা হইতে আসিতেছ ?’ তুমি কেন
বলিলে ‘জানি না ?’

‘ভন্তে, আপনি জানেন যে, আমি তন্তুবায়গৃহ হইতে আসিয়াছি । অতএব
যখন জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কোথা হইতে আসিতেছ ?’ আমি বদ্বিখ্যাছি আপনি
জানিতে চাহিয়াছেন ‘কোথা হইতে আসিয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ।’
আমি ত জানিনা ‘কোথা হইতে আসিয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ।’ শাস্তা
তাহাকে প্রথমবার সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—‘কুমারিকে, সাধু সাধু, আমি
যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তুমি তাহার সঠিক উত্তর দিয়াছ ।’ আবার জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘কুমারিকে, তোমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল ‘কোথায় যাইবে ?’ তুমি
কেন বলিলে ‘জানি না ?’

তুম্হে মং তসরপাচ্ছিং গহেত্বা পেসকারসালং গচ্ছন্তিৎ জানাথ, 'ইতো গন্ত্বা কথং নিব্বত্তিস্সামী'তি পদুচ্ছথ। অহং ইতো চুতা ন জানামি 'কথং গন্ত্বা নিব্বত্তিস্সামী'তি। অথস্সা সথা 'ময়া পদুচ্ছিতপঞ্হোয়েব তয়া বিস্সজ্জিতো'তি দত্তিয়ং সাধুকারং দত্ত্বা উত্তরিস্পি পদুচ্ছি—'অথ কস্সা 'ন জানাসী'তি পদুট্ঠা 'জানাামী'তি বদেসী'তি? 'মরণ-ভাবং জানামি, ভন্তে, তস্সা এবং বদেমী'তি। অথস্সা সথা 'ময়া পদুচ্ছিতপঞ্হোয়েব তয়া বিস্সজ্জিতো'তি তত্তিয়ং সাধুকারং দত্ত্বা উত্তরিস্পি পদুচ্ছি—'অথ কস্সা 'জানাসী'তি পদুট্ঠা 'ন বদেসী'তি। মম মরণভাবমেব অহং জানামি। ভন্তে, 'রত্তিন্দিবপদুস্বণ্হাদীসদ্দ পন অসদ্দকালে নাম মরিস্সামী'তি ন জানামি, তস্সা এবং

*

*

*

'ভন্তে, আপনি জানেন যে আমি মাকুর চূপাড়ি লইয়া তন্তুবায়গৃহেই যাইব। তথাপি আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোথায় যাইবে?' আমি ইহাতে বদ্বিয়ারাছি 'এখন হইতে মৃত্যুর পর কোথায় জন্মগ্রহণ করিব জানি না।' তখন শাস্তা দ্বিতীয়বার তাহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—

'সাধু সাধু, আমি যাহা জানিতে চাহিয়ারাছি তুমি তাহার সঠিক উত্তরই দিয়াছ।'।

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'তুমি কি জান না?' 'তুমি কেন বলিলে 'জানি?'

'ভন্তে, আমি জানি যে আমার মৃত্যু ধ্রুব, তাই বলিয়ারাছি 'জানি।'।

শাস্তা তৃতীয়বার তাহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—'সাধু, সাধু, আমি যাহা জানিতে চাহিয়ারাছি তুমি তাহার সঠিক উত্তর দিয়াছ।'। শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'তুমি কি জান?' 'তুমি কেন বলিলে—জানি না?'

'ভন্তে, আমার মৃত্যু ধ্রুব আমি জানি, কিন্তু জানি না অমরক সময়ে গ্রীব—রাত্রে না দিনে, পূর্বাঙ্কে না অপরাঙ্কে—তাই বলিয়ারাছি 'জানি না।'।

বদেমী'তি । অথস্সা সথা 'ময়া পদুচ্ছিতপঞ'হোয়েব তয়া
বিস্সসিজ্জতো'তি চতুৎ সাধুকারং দস্সা পরিসং আমন্তেত্বা—
'এত্তকং নাম তুস্হে ইমায় কথিতং ন জানাথ, কেবলং
উস্সায়থেব । যেসএ'হি পঞ'ঞাচক'খু নথি, তে অন্ধা
এব । যেসং পঞ'ঞাচক'খু অথি, তে এব চক'খু মন্তো'তি
বস্সা ইমং গাথমাহ—

‘অন্ধভূতো অয়ং লোকো, তনুকেথ বিপস্সতি ।

সকুণো জালমুত্তোব, অস্পো সঙ্গায় গচ্ছতী'তি । ১৭৪ ।

তথ 'অন্ধভূতো অয়ং লোকো'তি অয়ং লোকিয়মহাজনো
পঞ'ঞাচক'খুনো অভাবেন অন্ধভূতো । 'তনুকেথা'তি
তনুকো এথ, ন বহু জনো অনিচ্ছাদিবসেন 'বিপস্সতি' ।
'জালমুত্তোবা'তি যথা ছেকেন সাকুণিকেন জালেন ওথরিত্বা

*

*

*

শাস্তা চতুর্থবার তাহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—‘সাধু সাধু, আমি
যাহা জানিতে চাহিয়াছি তুমি তাহার সঠিক উত্তরই দিয়াছ ।’ তারপর
উপস্থিত জনগণকে ডাকিয়া বলিলেন—‘এ যাহা বলিয়াছে তোমরা বুঝিতে পার
নাই, অথবা বিরক্ত হইতেছ । যাহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু নাই তাহারা অন্ধই ।
যাহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু আছে তাহারাই চক্ষুস্মান ।’—এই কথা বলিয়া শাস্তা
নিম্নলিখিত গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন । এইখানে অল্পসংখ্যক লোকই সত্য দর্শনে
সমর্থ । জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় অল্পলোকই স্বর্গে গমন করে ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ১৭৪ ।

অন্বয় : ‘এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন’ এই জগতের অধিকাংশ লোকই
প্রজ্ঞাচক্ষুর অভাবে অন্ধীভূত । ‘এইখানে অল্পসংখ্যক’ অর্থাৎ কেবল অল্প-
সংখ্যক, অধিকাংশ লোক নহে, যাহারা অনিত্যাদিবশে (অনিত্য, দুঃখ,
অনন্তজ্ঞানে) সংসারকে জানিতে পারে । (বিদর্শন ধ্যানের দ্বারা সংসারের
উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানিতে পারে) । ‘জালমুক্তবৎ’ যেনন দক্ষ ব্যাধের দ্বারা নিষ্কিপ্ত

গয়্‌হমানেস্‌ বটুকৈস্‌ কোচিদেব জালতো মদুচ্চতি । সেসা
অন্তোজালমেব পবিসন্তি । তথা মরণজালেস্‌ ওথটেস্‌
সন্তেস্‌ বহু অপায়গামিনো হোন্তি, ‘অম্পা’ কোচিদেব
সন্তো ‘সঙ্গায় গচ্ছতি’, সদুগতিং বা নিম্বানং বা পাপদুগা-
তীতি অথো ।

দেসনাবসানে কুমারিকা সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি, মহা-
জন্মসাপি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।

সাপি তসরপচ্ছিং গহেহ্বা পিতু সন্তিকং অগমাসি, সোপি
নিসিন্নকোব নিম্মদায়ি । তস্সা অসল্লক্‌থেহ্বাব তসরপচ্ছিং
উপনামেত্তিয়া তসরপচ্ছি বেমকোটিং পটিহ্‌ঞ্‌ঞ্‌হ্বা সন্দং
কুরুমানা পতি । সো পবুজ্জিহ্বা গহিতানিমিত্তেনেব
বেমকোটিং আকড্‌টি । বেমকোটি গন্হা তং কুমারিকং
উরে পহরি, সা তথেব কালং কহ্বা তুসিতভবনে নিম্বতি ।

*

*

*

জালকে গদুটাইয়া আনিবার সময় খুব অল্পসংখ্যক বর্তকপাখী জাল হইতে
মুন্ডিলাভ করিতে পারে, অধিকাংশ পাখী জালেই আবদ্ধ থাকে, তদুপ
মৃত্যুজালে আবদ্ধ সত্ত্বগণের মধ্যে অধিকাংশই দদুগতিগামী হয়, অতি অল্প-
সংখ্যক সত্ত্বই ‘স্বর্গে’ গমন করিয়া থাকে’ অর্থাৎ সদুগতিপ্রাপ্ত হয় বা নিবাণলাভ
করে ।

দেশনাবসানে কুমারিকা সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল । এই ধর্মদেশনা
বহুলোকের নিকট সার্থক হইয়াছিল ।

সেই কুমারিকাও মাকুর চুপাড়ি লইয়া পিতার নিকট গেল । সেও
(=পিতাও) বসিয়া থাকিতে থাকিতে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে । পিতা
নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে না জানিয়া মাকুর চুপাড়ি নামাইয়া রাখিতে গেলে
তাহা তাঁতের প্রান্তে ধাক্কা খাইয়া সশব্দে পতিত হইল । পিতা শব্দ শোনা-
মাত্রই জাগিয়া উঠিয়া তাঁতের প্রান্ত টানিয়া ধরিল । কিন্তু ইহা দৈবাৎ ঘড়িয়া
ঘাইয়া কুমারীর বদকে জোড়ে আঘাত করিল । সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত

অথস্সা পিতা তং ওলোকেস্তো সকলসরীরেন লোহিতমক্-
খিতেন পতিত্বা মতং অন্দস । অথস্স মহাসোকো উম্পজ্জি ।
সো 'ন মম সোকং অণ্ড্ৰো নিব্বাপেতুং সন্ধিস্সতী'তি
রোদন্তো সখ্ণু সন্তিকং গন্ত্বা তমথং আরোচেত্বা, 'ভস্কে,
সোকং মে নিব্বাপেথা'তি আহ । সখা তং সমস্সাসেত্বা 'মা
সোচি, উপাসক । অনমতঙ্গস্মিণ্ণহি সংসারে তব এবমেব
ধীতু মরণকালে পগ্ঘারিতঅস্সু চতুন্নং মহাসমুদানং
উদকতো অতিরেকতরং'তি বত্বা অনমতঙ্গকথং কথেসি ।
সো তনুভূতসোকো সখারং পববজ্জং যাচিস্সা লঙ্কুপসম্পদো
ন চিরস্সেব অরহত্তং পাপুণীতি ।

। পেসকারধীতাবথু সত্তমং ।

*

*

*

হইয়া তুষিতভাবে জন্মগ্রহণ করিল । তাহার পিতা দেখিল যে রক্তাক্ত শরীরে
সে মরিয়া পড়িয়া আছে । সে শোকাভিভূত হইল । সে 'আমার এই শোক
কেহ অপনোদন করিতে পারিবে না' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শাস্তার নিকট
যাইয়া সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল—'ভস্কে, আমাকে শোকমুক্ত করুন ।'
শাস্তা তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—'উপাসক, শোক করিও না । অনাদি
সংসারে তোমার এইরূপ কন্যার অসংখ্যবার মৃত্যুকালে তুমি যে অশ্রুপাত
করিয়াছ তাহা চারি মহাসমুদ্রের জল অপেক্ষাও বেশী ।' ইহা বলিয়া শাস্তা
অনাদি সংসারের কথা ব্যক্ত করিলেন । শূদানিয়া তাহার শোক দূর হইল ।
সে শাস্তার নিকট প্ররজ্যা এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া অচিরেই অর্হত্ত
লাভ করিল ।

। তন্তুবায়কন্যার উপাখ্যান সমাপ্ত ।

তিংসভিক্খু বখ্খ । ৮

‘হংসাদিচ্চপথে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
তিংস ভিক্খু আরম্ভ কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি দিবসে তিংসমত্তা দিসাবাসিকা ভিক্খু
সথারং উপসঙ্কমিংসু । আনন্দথেরো সথু বত্তকরণবেলায়
আগন্ত্বা তে ভিক্খু দিস্বা ‘সথারা ইমেহি সন্ধিং
পটিসন্হারে কতে বত্তং করিস্সামী’তি দ্বারকোট্ঠকে
অট্ঠাসি । সথাপি তেহি সন্ধিং পটিসন্হারং কত্ত্বা তেসং
সারণীয়ধম্মং কথেসি । তং সত্ত্বা তে সবেপি অরহত্তং
পত্ত্বা উম্পতিত্ত্বা আকাসেন আগমিংসু । আনন্দথেরো তেসু
চিরায়ন্তেসু সথারং উপসঙ্কমিত্বা, ‘ভন্তে, ইদানেব
তিংসমত্তা ভিক্খু আগতা, তে কুহি’ন্তি পদচ্ছি । ‘গতা,

*

*

*

ত্রিংশৎ ভিক্ষুর উগাখ্যান । ৮ ।

‘হংসাদিত্যপথে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
ত্রিংশৎ ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন ভিন্নপ্রদেশের ত্রিশজন ভিক্ষু শাস্তার নিকট আসিয়াছিলেন ।
আনন্দ স্থবির শাস্তার ব্রতকৃত্যাদি সম্পাদন করিতে আসিয়া ঐ ভিক্ষুদের
দেখিয়া ‘শাস্তার সহিত ইহাদের প্রীতিসম্ভাষণ শেষ হইলে শাস্তার ব্রত
সম্পাদন করিব’ বলিয়া গন্ধকুটির দ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন ? শাস্তাও
তাহাদের সহিত প্রীতিসম্ভাষণ শেষ করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন । এই
ধর্মদেশনা শুনিয়া (ত্রিশজন ভিক্ষুর) সকলেই অহঁত্ব লাভ করিয়া আকাশ-
পথে উড়িয়া চলিয়া গেলেন । এদিকে ঐ ভিক্ষুদের গন্ধকুটির বাহিরে
আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আনন্দ স্থবির শাস্তার নিকট উপস্থিত
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, এখন যে ত্রিশজন ভিক্ষু আসিয়াছিলেন তাহারা কোথায়
গেলেন ?’

আনন্দা'তি । 'কভরেন মগ্গেন, ভন্তে'তি ? আকাসেনা-
নন্দা'তি । 'কিং পন তে, ভন্তে, খীগাসবা'তি ? 'আমানন্দ,
মম সন্তিকে ধম্মং সদ্ধা অরহত্তং পত্তা'তি । তস্মিং পন
খণে আকাসেন হংসা আগমিৎসু । সখা 'যস্স থো পনানন্দ,
চত্তারো ইন্ধিপাদা স্দুভাবিতা, সো হংসা বিয়় আকাসেন
গচ্ছতী'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘হংসাদিচ্চপথে যন্তি, আকাসে যন্তি ইন্ধিয়া ।

নীয়ন্তি ধীরা লোকম্হা, জেত্বা মারং সবাহিনিন্তি’ ।

। ১৭৫ ।

তস্সথো—ইমে ‘হংসা আদিচ্চপথে আকাসে’ গচ্ছন্তি ।
যেসং ইন্ধিপাদা স্দুভাবিতা, তেপি আকাসে ‘যন্তি ইন্ধিয়া’ ।

*

*

*

‘আনন্দ, তাহারা চলিয়া গিয়াছে ।’

‘ভস্তু, কোন পথ দিয়া গেলেন ?’

‘আনন্দ, আকাশ পথে ।’

‘ভস্তু, তাহারা কি অহং ?’

‘হ্যাঁ আনন্দ, আমার নিকট ধর্মপ্রবণ করিয়া তাহারা অহং লাভ
করিয়াছে ।’

সেই মূহুর্তে কিছু হাঁস আকাশ পথে উড়িয়া গেল, শাস্তা বলিলেন—
‘হে আনন্দ, যাহার চারি ঋদ্ধিপাদ স্দুভাবিত হইয়াছে, সে হংসের ন্যায়
আকাশপথে উড়িয়া যাইতে পারে ।’—এই কথা বলিয়া একটি গাথা ভাষণ
করিলেন—‘হংসসমূহ আদিত্যপথে বিচরণ করে, লোকে ঋদ্ধিদ্বারা আকাশে
গমন করে । পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া সংসারবর্ত
হইতে মুক্ত হয় (লোকান্তর নির্বাণধর্ম প্রাপ্ত হয়) ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৭৫ ।

অন্বয় : ‘হংসগণ আদিত্যপথে আকাশে বিচরণ করে ।’ যাহাদের
ঋদ্ধিপাদসমূহ স্দুভাবিত হইয়াছে তাহারাও ‘ঋদ্ধিপ্রভাবে’ আকাশপথে গমন

‘ধীরা’ পণ্ডিতা ‘সবাহিনিং মারং জেত্বা’ ইমহা বটলোকা
‘নীয়ন্তি’, নিব্বানং পাপদুগন্তী’তি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিৎসু’তি ।

। তিংসভিক্খুবথু অট্ঠমং ।

•

•

•

করিতে পারে । ‘ধীরগণ’ পণ্ডিতগণ ‘সসৈন্য মারকে জয় করিয়া’ এই
সংসারকর্তৃ হইতে ‘মুক্ত হয়’, নিবাণ লাভ করে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল ।

। ত্রিংশৎ ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

চিঞ্চমাণবিকাবথু । ১

‘একং ধম্মন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো চিঞ্চমাণবিকং আরব্ধ কথেসি ।

পঠমবোধিয়এহি দসবলস্স পদ্ধভূতেস্ সাবকেস্ অস্পমাণেস্ দেবমনস্সেস্ অরিয়ভূমিং ওক্কন্তেস্ পথটে গুণসমুদয়ে মহালাভসঙ্কারো উদপাদি । তিথিয়া স্দারিয়-
গম্মনে খম্ভেজাপনকসদিসা অহেস্ হতলাভসঙ্কারা । তে অন্তরবীথিয়ং ঠহা ‘কিং সমণো গোতমোব বুদ্ধো, ময়স্পি বুদ্ধা, কিং তস্সেব দিন্নং মহপ্ফলং, অম্মহাকম্পি দিন্নং মহপ্ফলমেব, অম্মহাকম্পি দেথ সঙ্করোথা’তি এবং মনস্সেস বিএ-এপেন্তাপি লাভসঙ্কারং অলভিত্বা রহো সন্নিপতিত্বা ‘কেন ন্ তথো উপায়েন সমণস্স গোতমস্স মনস্সানং । অন্তরে অবল্লং উপাদেত্বা লাভসঙ্কারং নাসেয্যামা’তি চিন্তিয়িস্ ।

*

*

*

চিঞ্চ মাণবিকার উপাখ্যান । ১ ।

‘একমাত্র ধর্ম’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে চিঞ্চ মাণবিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

বোধিলাভের প্রথমভাগেই দশবল বুদ্ধের দেবমনুষ্য অপ্রমেয় শ্রাবক আর্ষভূমিতে প্রবেশ করিলে বুদ্ধগুণের কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং মহা লাভসংকারও উৎপন্ন হইল । তীর্থকগণের অবস্থা হইল সূৰ্ষোদয়ে খদ্যোতের মত, লাভসংকারহীন । তাহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া মনুষ্যগণকে জানাইতে লাগিল—‘কেবল শ্রমণ গোতমই বুদ্ধ নাকি, আমরাও বুদ্ধ । কেবল তাঁহাকে দান করিলেই মহাফল হয় নাকি ! আমাদের দান করিলেও মহাফল হয় । আমাদের দান কর, সংকার কর ।’ কিন্তু তাহারা কোন লাভসংকার না পাইয়া নিজনে বসিয়া মন্ত্রণা করিল—‘যে কোন উপায়েই হউক শ্রমণ গোতমের অপবশ উৎপাদন করিয়া মনুষ্যগণের লাভসংকার বন্ধ করিয়া দিব ।

তদা সার্বথিয়ং চিণ্ডমাণবিকা নামেকা পরিব্বাজিকা উত্তম-
রূপধরা সোভগ্গম্পত্তা দেবচ্ছরা বিয়। অম্মা সরীরতো
রস্মিয়ো নিচ্ছরন্তি। অথেকো থরমন্তী এবমাহ—
‘চিণ্ডমাণবিকং পটিচ্চ সমণস্স গোতমস্স অবল্লং উপ্পাদেহ্বা
লাভসঙ্কারং নাসেস্সামা’তি। তে ‘অথেকো উপায়ো’ তি
সম্পটিচ্ছিংসু। অথ সা তিথিয়ারামং গন্ত্বা বন্দিহ্বা
অট্ঠাসি, তিথিয়া তায় সন্ধিং ন কথেস্ং। সা ‘কো নু
খো মে দোসো’তি যাবর্তিয়ং ‘বন্দামি, অয্যা’তি বহ্বা
‘অয্যা, কো নু খো মে দোসো, কিং ময়া সন্ধিং ন কথেথা’তি
আহ। ‘ভগিনি, সমণং গোতমং অম্হে বিহেঠয়ন্তং হতলাভ-
সঙ্কারে কহ্বা বিচরন্তং ন জানাসী’তি? ‘ন জানামি, অয্যা,
কিং পনেথ ময়া কত্তব্বং’তি? ‘সচে হুং, ভগিনি, অম্হাকং

*

*

*

তখন শ্রাবস্তীতে চিণ্ডা মাণবিকা নামক রূপবতী সৌভাগ্যপ্রাপ্তা অম্মার
ন্যায় সুন্দরী এক পরিব্রাজিকা বাস করিত। তাহার শরীর হইতে যেন
রূপচ্ছটা নির্গত হইত। তখন এক দুষ্টপ্রকৃতির মন্ত্রণাদাতা এইরূপ
উপদেশ দিল—‘চিণ্ডা মাণবিকাকে দিয়া শ্রমণ গোতমের দুঃখ উপশান্ত
করিয়া তাহার লাভসংকার নষ্ট করিব।’ তাহারা ‘ঠিকই বলিয়াছ’ বলিয়া
সকলে ঐকমত্য পোষণ করিল। একদিন চিণ্ডা তীর্থকারামে যাইয়া তাহাদের
বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইল। তীর্থকগণ তাহার সহিত কোন কথা
বলিল না। সে তখন ‘আমার অপরাধ কি ত বন্ধিতেছি না’ চিন্তা করিয়া
তৃতীয়বার বন্দনা করিয়া বলিল—‘মহাশয়গণ, আমার অপরাধ কি? আমার
সঙ্গে কথা বলিতেছেন না কেন?’ ‘ভগিনি, তুমি কি জান না শ্রমণ গোতম
আমাদের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতেছেন এবং লাভসংকার হইতে চ্যুত
করিতেছেন?’

‘মহাশয়গণ, আমি ত জানি না। এইজন্য আমাকে কি করিতে
হইবে?’

সুখমিচ্ছসি, অন্তানং পটিচ্চ সমণস্স গোতমস্স অবল্লং
উপ্পাদেহ্বা লাভসঙ্কারং নাসেহী'তি ।

সা 'সাধু, অম্মা, ময়্‌হংবেসো ভারো, মা চিন্তয়িথ্বা'তি
বহ্বা পক্কমিত্বা ইথিমায়াসু কুসলতায় ততো পট্ঠায়
সাবথিবাসীনং ধম্মকথং সুত্তা জেতবনা নিক্‌খমনসময়ে
ইন্দগোপকবল্লং পটং পারুপিহ্বা গন্ধমালাদিহত্বা জেতবনা-
ভিমুখী গচ্ছতি । 'ইমায় বেলায় কুহিং গচ্ছসী'তি বদন্তে,
'কিং তুহ্মাকং মম গমনট্ঠানেনা'তি বহ্বা জেতবনসমীপে
তিথিয়ারামে বসিত্বা পাতোব 'অঙ্গবন্দনং বন্দিম্সামা'তি
নগরা নিক্‌খমন্তে উপাসকজনে জেতবনস্স অন্তোবট্ঠা
বিয় হুত্ত্বা নগরং পবিসতি । 'কুহিং বট্ঠাসী'তি বদন্তে,
'কিং তুহ্মাকং মম বট্ঠট্ঠানেনা'তি বহ্বা মাসঙ্কমাসচ্চয়েন

*

*

*

'ভগিনি, তুমি যদি আমাদের সুখ চাও তাহা হইলে নিজের রূপকে পরিত্যাগ
করিয়া শ্রমণ গৌতমের দর্শনমি উপাদান করিয়া তাহার লাভসংকার বন্ধ কর ।'

সে 'বেশ, মহাশয়গণ, তাহাই হউক । আমার উপর ছাড়িয়া দিন ।
চিন্তা করিবেন না ।' বলিয়া প্রস্থান করিল এবং সেইদিন হইতে তাহার স্ত্রীমায়া
কুশলতাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিল । একদিন শ্রাবস্তীবাসিগণ
বুদ্ধের ধর্মকথা শুনিয়া জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় সে ইন্দ্রগোলাপ-
বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া গন্ধমালাদি হস্তে জেতবনের দিকে যাইতে
লাগিল । 'এই অবেলায় কোথায় যাইতেছ' জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল
'আমার মাওয়া লইয়া আপনাদের কি !' বলিয়া জেতবনেরই নিকটস্থ
তীর্থকারামে রাত কাটাইত । প্রাতঃকালে শ্রাবস্তীবাসিগণ যখন শান্ত্যাকে
'প্রাতঃ বন্দনা করিব' বলিয়া নগর হইতে বাহির হয়, তখন যেন জেতবনেই
রাত কাটাইয়াছে এমন ভাব করিয়া সে নগরে প্রবেশ করিতে থাকে । লোকেরা
জিজ্ঞাসা করে—'কোথায় রাত কাটাইলে ?'

সে বলিত—'আমি কোথায় রাত কাটাইয়াছি—আপনারা জিজ্ঞাসা
করিবার কে ?' এইভাবে দেড়মাস কাটিয়া গেল । দেড়মাস পরে একদিন

পদ্মচ্ছিন্নমানা জেতবনে সমগ্নেন গোতমেন সন্ধিং একগন্ধ-
কুটিয়া বদুট্ঠাম্হী'তি । পদুথুজ্জনানং 'সচ্চং নু থো
এতং, নো'তি কথং উম্পাদেত্বা তেমাসচতুমাসচ্চয়েন
পিলোতিকাং উদরং বেঠেত্বা গম্ভিনিবল্লং দম্বেত্বা উপরি
রত্তপটং পারদুপিহা 'সমগং গোতমং পটিচ্চ গম্ভো
উম্পনো'তি অন্ধবালে সন্দহাপেত্বা অট্ঠনবমাসচ্চয়েন
উদরে দারুদুগ্ধলিকং বন্ধিত্বা উপরি পটং পারদুপিহা
হথপাদপিট্ঠিয়ো গোহনুকেন কোট্টাপেত্বা উম্মদে
দম্বেত্বা কিলন্তিন্দ্রিয়া হুত্বা সায়হুসময়ে তথাগতে
অলঙ্কতধম্মাসনে নিসীদিত্বা ধম্মং দেসেন্তে ধম্মসভং গম্ভা
তথাগতস্স পুরতো ঠত্বা, "মহাসমগ, মহাজনন্স তাব ধম্মং
দেসেসি, মধুরো তে সন্দো, সম্ফুসিতং দন্তাবরণং । অহং

*

*

*

(সে যখন জেতবন হইতে ফিরিতেছিল) লোকেরা আবার জিজ্ঞাসা করিল—

‘কোথায় রাত কাটাইয়া ফিরিতেছ ?’

‘কেন, শ্রমণ গোতমের সঙ্গে গম্ভকুটিতে একত্রে রাতিবাস করিয়া
ফিরিতেছি ।’ সাধারণ লোকদের সংশয় হইত—‘এ কি সত্য কথা বলিতেছে,
না মিথ্যা ।’—এইভাবে যখন তিনচারি মাস অতিবাহিত হইল একদিন সে
পেটে কম্বল বাঁধিয়া গম্ভিণীর ন্যায় সাজিয়া লাল রং এর কাপড় পরিয়া
‘শ্রমণ গোতমের কারণে আমার গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া মূর্খজনদের
বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আটনয় মাস পরে পেটে মোটা কাঠের ফলক বাঁধিয়া
উপরে বস্ত্রাবৃত করিয়া গোহনুর দ্বারা হাত-পা পিটাইয়া (অর্থাৎ যাহাতে
স্থূল দেখায়) শরীরের স্থূলভাব প্রদর্শিত করিয়া অতিশয় ক্রান্তি অবসম্মত
মত হইয়া সায়াহুকালে তথাগত যখন অলঙ্কৃত ধর্মাসনে বসিয়া ধর্মদেশনা
করিতেছিলেন .তখন ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া তথাগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া
পরিষদ্ মধ্যে তথাগতকে এই বলিয়া আক্রোশ করিতে লাগিল যেন গুণ-
পিণ্ডের দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকে দূষিত করার প্রয়াস—‘হে মহাশ্রমণ, তুমি ত বহু
লোকদের ধর্মকথা শুনাইতেছ । তোমার গলার স্বর মধুর, তোমার ওষ্ঠ-

পন তং পটিচ্চ গব্ভং লভিস্বা পরিপদ্বগ্গব্ভা জাতা, নেব মে
সদ্বিতঘরং জানাসি, সম্পিতেলাদীনি সয়ং অকরোন্তো
উপট্ঠাকানস্পি অণ্ড্রতরং কোসলরাজানং বা অনাথ-
পিণ্ডিকং বা বিসাথং উপাসিকং বা 'ইমিস্সা চিণ্ণমাণবিকায়
কত্ত্বযদুত্তকং করোহী'তি ন বদেসি, অভিৰমিতুংষেব
জানাসি, গব্ভপরিহারং ন জানাসী'তি গদ্বর্থপিণ্ডং গহেত্বা
চন্দমণ্ডলং দদুসেতুং বায়মন্তী বিয় পরিসমন্তে তথাগতং
অক্কোসি। তথাগতো ধম্মকথং ঠপেত্বা সীহা বিয়
অভিনদন্তো,—'ভগিনি, তয়া কথিতস্স তথভাবং বা
বিতথভাবং বা অহমেব চ ত্বণ্ড জানামা'তি আহ। 'আম,
মহাসমণ, তয়া চ ময়া চ ণাতভাবেনেতং জাত'ন্তি।

তস্মিং খণে সক্কস্স আসন্নং উণ্হাকারং দস্সেসি। সো
আবজ্জমানো 'চিণ্ণমাণবিকায় তথাগতং অভূতেন অক্কো-

*

*

*

প্রদেশ কত কোমল। কিন্তু তোমার জন্য আমি গর্ভবতী হইয়া এখন আমার
গর্ভের পূর্ণাবস্থা। আমার সদ্বিতকাষর ঠিক করিয়াছ কি? আমার
প্রয়োজনীয় ঘৃত-তৈলাদির ব্যবস্থাও কর নাই। তুমি নিজে কিছু করিতে
না পারিলে তোমার ষাহারা সেবক-সেবিকা যেমন কোশলের রাজা,
অনার্থপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠি বা উপাসিকা বিশাখাকে বল—'এই চিণ্ণ মাণবিকার
ষাহা প্রয়োজন সব ব্যবস্থা কর। ফদ্বর্ত করিতে জান, আর গর্ভরক্ষার বিষয়
জান না?' তথাগত ধর্মদেশনা বন্ধ করিয়া সিংহগর্জনে বলিলেন—

'ভগিনি, তুমি ষাহা বলিতেছ সেই বিষয়ে সত্যমিথ্যা তুমিও জান,
আমিও জানি।'

'হ্যাঁ মহাশ্রমণ, সত্যমিথ্যা তুমিও জান, আমিও জানি। কিন্তু কে
বিচার করিবে?'

সেই মূহূর্তে দেবরাজ শক্রে আসন উত্তপ্ত হইল। তিনি কারণ
অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন 'চিণ্ণ মাণবিকা মিথ্যার দ্বারা তথাগতকে
আক্রোশ করিতেছে' এবং চিন্তা করিলেন—

সতী'তি ঐত্বা 'ইদং বথুং সোধেস্সামী'তি চতুর্হি
 দেবপদুভেহি সাক্ষং আগমি। দেবপদুভা মূসিকপোতকা
 হুত্বা দারুদুন্ডালিকস্স বন্ধনরজ্জুকে একস্পহারেনেব
 ছিন্দিংসু, পারুতপটং বাতো উক্খাপি, দারুদুন্ডালিকং
 পতমানং তস্সা পাদপিট্ঠিয়ং পতি, উভো অঙ্গপাদা
 ছিঞ্জিৎসু। মনুস্সা 'ধী কালকর্ণি, সম্মাসম্বুদ্ধং-অক্কো
 সী'তি সীসে থেলং পাতেত্বা লেজ্জুদুন্ডাদিহত্বা জেতবনা
 নীহরিংসু। অথস্সা তথাগতস্স চক্খুপথং অতিক্কন্তকালে
 মহাপথবী ভিজ্জিত্বা বিবরমদাসি, অবীচতো অগ্নিজালা
 উট্ঠাহি। সা কুলদত্তিয়ং কম্বলং পারুপমানা বিয় গত্ত্বা
 অবীচিম্হ নিম্বত্তি। অণ্ণ-এতিথিয়ানং লাভসস্কারো
 পরিহায়ি, দসবলস্স ভিষ্যোসোমত্তায় বড্ঢি। পদুনিদবসে
 ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসুং,—‘আবুসো, চিণ্ডমাণবিকা

‘এই বিষয়টা আমাকেই সমাধা করিতে হইবে।’ তিনি চারিজন
 দেবপদুকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবপদুগণ মূষিক-
 শাবকবেশে চিণ্ডার উদরে বাঁধা কাষ্ঠফলকের রজ্জু নিমেষের মধ্যে কাটিয়া
 ফেলিল। আচ্ছাদিত বস্ত্রখণ্ড বাতাস উড়াইয়া লইয়া গেল। দারুখণ্ড
 ভাহার পায়ের উপর পড়িল। তাহার দুই পায়ের অগ্রভাগ ছিন্ন হইল।
 লোকেরা তখন ‘হে কালকর্ণি তোকে ধিক্। তুই সম্যক্-সম্বুদ্ধকে গালি-
 গালাজ করিতেছিলি!’—বলিয়া তাহার মাথায় থুথু নিক্ষেপ করিল,
 লোষ্ট্রদুন্ডাদি হস্তে তাহাকে জেতবন হইতে বাহির করিয়া দিল। যখন সে
 তথাগতের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, তখন মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া
 তাহাকে গ্রাস করিল। অবীচি নরক হইতে অগ্নিজালা উত্থিত হইল। সে
 যেন কুলদত্ত কম্বল পরিহিত হইয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন হইল।
 অন্যতীর্থকগণের লাভ-সংকার আরও ক্ষীণ হইল, দশবলের লাভ-সংকার
 অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পরের দিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা
 সমুদ্বাপিত করিলেন—‘চিণ্ডা মাণবিকা এই প্রকার মহৎগুণসম্পন্ন অগ্রদক্ষিণাহ’

এবং উলারগদুগং অঙ্গদক্খিণেযাং সম্মাসম্বুদ্ধং অভূতেন
অক্কোসিত্তা মহাবিনাসং পত্তা'তি । সখা আগন্ত্বা 'কায়
নুত্থ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না'তি পদুচ্ছিত্তা
'ইমায় নামা'তি বদন্তে 'ন, ভিক্খবে, ইদানেব, পদুস্বোপি
এসা মং অভূতেন অক্কোসিত্তা বিনাসং পত্তায়েবা'তি বহা—

‘নাদট্টা পরতো দোসং, অগুং থুলানি সম্বসো ।

ইস্সরো পণয়ে দণ্ডং, সামং অম্পটিবেক্খিয়া'তি ।

ইমং দ্বাদাসনিপাতে ‘মহাপদমজাতকং’ বিখ্যারেত্বা কথেসি—
তদা কিরেসা মহাপদমকুমারস্স বোধিসত্ত্বস্স মাতু সপত্তী
রঞ্জেণা অঙ্গমহেসী হুত্বা মহাসত্ত্বং অসঙ্কম্মেন নিমন্তেত্বা
তস্স মনং অলভিত্বা অন্তনাব অন্তনি বিম্পকারং কত্বা
গিলানালয়ং দস্সেত্বা ‘তব পদত্তো মং অনিচ্ছন্তিৎ ইমং

*

*

*

সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ শাস্তা
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া
আলোচনা করিতেছিলে ?’

‘এই বিষয়ে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, শূদ্ধ এইবারেই নহে অতীতেও সে আমাকে মিথ্যা অপবাদ
দিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।’ ইহা বলিয়া—

‘অন্যের অপরাধ গুরু হউক বা লঘু হউক স্বয়ং অনুসন্ধান না করিয়া
অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা রাজার উচিত নহে’—

ইত্যাদিরূপে ‘মহাপদমজাতক’ (নং ৪৭২) বিস্তৃতরূপে ভাষণ
করিলেন ।

তখন এই চিন্তা বোধিসত্ত্ব মহাপদমের মাতার সপত্নী এবং রাজার অগ্র-
মহিষী ছিল । সে একদিন মহাসত্ত্বকে (—বোধিসত্ত্ব মহাপদমকে) তাহার
সহিত সহবাস করার কুপ্রস্তাব দেয়, কিন্তু বোধিসত্ত্বের মন না পাইয়া নিজের
হাতে নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া রাজাকে দেখাইয়া বলিয়াছিল—

বিম্পকারং পাপেসসী'তি রঞ্ঞো আরোচেসি । রাজা
কুদ্ধো মহাসত্তং চোরপপাতে থিপি । অথ নং পব্বতকুচ্ছিয়ং
অধিবথা দেবতা পটিংগহেত্বা নাগরাজস্স ফণগণ্ণে
পতিট্ঠপেসি । নাগরাজা তং নাগভবনং নেত্বা উপড্ঢ-
রঞ্জন সম্মানেসি । সো তথ সংবচ্ছরং বসিত্বা পব্বজিতু-
কামো হিমবন্ত্পদেসং পত্বা পব্বজিত্বা ঝাণাভিঞ্ঞায়ো
নিব্বত্তেসি । অথ নং একো বনচরকো দিম্বা রঞ্ঞো
আরোচেসি । রাজা তস্স সন্তিকং গন্ত্বা কতপটিসহারো
সব্বং তং পব্বত্তিং ঞ্চত্বা মহাসত্তং রঞ্জন নিমন্তেত্বা তেন
'ময়্‌হং রঞ্জন কিচ্ছং নথি, ত্বং পন দস রজধম্মে অকো-
পেত্বা অগতিগমনং পহায় ধম্মেন রজ্জং কারেহী'তি
ওব্দিতোউট্ঠায়াসনারোদিত্বা নগরং গচ্ছন্তো অন্তরামণ্ণে
অমচেচ পদুচ্ছ—'অহং কং নিস্সায় এবং আচারসম্পন্নেন

*

*

*

'দেখুন, আপনার পুত্রের কাণ্ড । সে আমাকে কুপ্রস্তাব দেয়, আমি রাজ্য
না হওয়াতে দেখুন আমাকে কি করিয়াছে ।' রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মহাসত্ত্বকে
চোরপপাতে নিক্ষেপ করিলেন । পর্বতকুক্ষিতে বসবাসকারী দেবতা তাহাকে
ধরিয়া নাগরাজের ফণাগর্ভে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । নাগরাজা তাহাকে
নাগভবনে লইয়া যাইয়া অধেক রাজত্ব দিয়া সম্মানিত করিলেন । তিনি
সেখানে এক বৎসরকাল বাস করিয়া প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়া হিমালয়
পর্বতে যাইয়া প্রব্রজিত হইয়া তপস্যার দ্বারা অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন ।
এক বনচর তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া রাজাকে জানাইল । রাজা
তাহার নিকট যাইয়া প্রীতিসম্ভাষণপূর্বক সমস্ত ব্যাপার জানিয়া মহাসত্ত্বকে
রাজ্য প্রদান করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—

'আমার রাজ্যের প্রয়োজন নাই । আপনি বরং দশ রাজধর্ম রক্ষা
করিয়া, অধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মোপায়ে রাজত্ব করুন ।' এইভাবে
উপদিষ্ট হইয়া রাজা আসন হইতে উঠিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে নগরে প্রত্যা-

পদ্মভেন বিয়োগং পত্তো'তি ? 'অগ্গমহেসিং নিম্মসায়, দেবা'তি । রাজা তং উদ্ধংপাদং গহেত্বা চোরপপাতে থিপাপেত্বা নগরং পবিসিত্বা ধম্মেন রত্তজং কারেসি । তদা মহাপদমকুমারো সথা অহোসি, মাতু সপত্তী চিণ্ণমাণ-বিকা'তি ।

সথা ইমমথং পকাসেত্বা 'ভিক্খবে, একং ধম্মঞ্জিহ সচ্চবচনং পহায় মদুসাবাদে পতিট্ঠিতানং বিম্মসট্ঠপ-লোকানং অকত্তব্বপাপকম্মং নাম নথী'তি বত্বা ইমং গাথমাহ—

একং ধম্মং অতীতস্স, মদুসাবাদিস্স জন্তুনো ।

বিতিগ্নপরলোকস্স, নথি পাপং অকারিয়'ন্তি ॥ ১৭৬ ॥

•

•

•

গমনের সময় পথিমধ্যে অমাত্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আমি কাহার কারণে আমার এই আচারসম্পন্ন পুত্রের সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম ?’

‘মহারাজ, অগ্গমহিষীর কারণে ।’

রাজা তাহাকে উদ্ধংপাদ (ও অবংশির) করিরা চোরপপাতে নিক্ষেপ করাইয়া নগরে প্রবেশ করিয়া ধর্মোপায়ে রাজ্যশাসন করিলেন । তখন মহাপদমকুমার ছিলেন বর্তমানের শাস্তা, মাতার সপত্নী ছিল এই চিণ্ণ মাণবিকা ।

শাস্তা এই ঘটনা প্রকাশ করিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, যাহারা সত্যবচন ত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় নেয়, যাহারা পরলোকের আশা ত্যাগ করে, তাহাদের দ্বারা অকরণীয় কোন পাপ নাই ।’—এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যে সত্যধর্ম লঙ্ঘন করিয়াছে, যে মিথ্যাবাদী এবং যে পরলোকে বিশ্বাস-হীন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অকরণীয় এমন কোন পাপ নাই ।’

:

তথ্য ‘একং ধম্ম’ন্তি সচ্চং । ‘মুদাসাবাদিস্সা’তি ষম্স দসসু
 বচনেসু একম্পি সচ্চং নথি, এবরুপস্স মুদাসাবাদিনো ।
 ‘বিতিগ্গপরলোকস্সা’তি বিম্সট্টপরলোকস্স । এবরুপো
 হি মনুস্সসম্পত্তিং দেবসম্পত্তিং অবসানে নিম্বান-
 সম্পত্তিন্তি ইমা তিস্সোপি সম্পত্তিয়ো ন পস্সতি । ‘নথি
 পাপ’ন্তি তস্স এবরুপস্স ইদং নাম পাপং অকত্তব্বন্তি
 নথি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপগিংসুতি ।

‘চিণ্ডমাণবিকাবথু নবমং ।

*

*

*

অম্বয় : ‘এক ধর্ম’ অর্থাৎ সত্য । ‘মিথ্যাবাদীর’ যাহার দর্শটি ভাষণের
 মধ্যে একটিও সত্যভাষণ নাই, এইরূপ মিথ্যাবাদীর । ‘পরলোকে
 বিশ্বাসহীন ব্যক্তির’ যাহারা পরলোকের আশা ত্যাগ করে । এই প্রকারের
 ব্যক্তি মনুষ্যসম্পত্তি, দিব্যসম্পত্তি, পরিশেষে নিবাণসম্পত্তি—এই তিন প্রকার
 সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না । ‘কোন পাপ নাই’ অর্থাৎ এই রকম ব্যক্তির
 অকরণীয় কোন পাপ নাই ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিল ।

। চিণ্ডা মাণবিকার উপাখ্যান সমাপ্ত ।



অসদিসদানবন্ধ । ১০

‘ন বে কদরিয়া’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
অসদিসদানং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি সময়ে সথা চারিকং চরিত্বা পণ্ডসত-
ভিক্খুপরিবারো জেতবনং পার্বসি । রাজা বিহারং গন্ত্বা
সথারং নিমন্তেত্বা পুনদিবসে আগন্তুকদানং সজ্জিত্বা
‘দানং মে পস্সন্তু’তি নাগরে পক্কোসি । নাগরা আগন্ত্বা
রওণ্ণো দানং দিস্বা পুনদিবসে সথারং নিমন্তেত্বা দানং
সজ্জিত্বা ‘অম্হাকম্পি দানং দেবো পস্সন্তু’তি রওণ্ণো
পরিহিংসু । রাজা তেসং দানং দিস্বা ‘ইমেহি মম দানতো
উত্তরিতরং কতং, পুন দানং করিস্সামী’তি পুনদিবসে দানং
সজ্জেসি । নাগরাপি তং দিস্বা পুনদিবসে সজ্জয়িংসু ।
এবং নেব রাজা নাগরে পরাজেতুং সেক্কোতি, ন নাগরা

*

*

*

অতুলনীয় দানের উপাখ্যান । ১০ ।

‘কৃপণ ব্যক্তির পায়ে না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
অতুলনীয় দানকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় শাস্তা চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে পণ্ডসত-ভিক্কু পরিবৃত্ত
হইয়া জেতবনে প্রবেশ করিলেন । রাজা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ
করিয়া পরের দিন আগন্তুকদান সজ্জিত করিয়া ‘আমার দান দেখুক’ বলিয়া
নগরবাসীদের ডাকাইলেন । নগরবাসীরা আসিয়া রাজার দান দেখিয়া পরের
দিন শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া দান সজ্জিত করিয়া ‘মহারাজ, আমাদের দান
দেখুন’ বলিয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন । রাজা তাহাদের দান দেখিয়া
‘ইহারা ত আমার দান অপেক্ষা বেশী ব্যবস্থা করিয়াছে ! আমি আবার দান
দিব ।’ পরের দিন আবার দান সজ্জিত করিলেন । নগরবাসীরা তাহা
দেখিয়া পরের দিন নিজেরা দান সজ্জিত করিল । এইভাবে রাজাও নগর-
বাসীদের পরাজিত করিতে পারিলেন না, নগরবাসীরাও রাজাকে পরাজিত

রাজ্ঞানং । অথ ছট্ঠে বারে নাগরা সতগুণং সহস্রগুণং বড্‌চেত্বা যথা ন সন্ধা হোতি—‘ইদং নাম ইমেসং দানে নথী’তি বত্তং, এবং দানং সজ্জয়িংসু । রাজা তং দিম্বা ‘সচাহং ইমেসং দানতো উত্তরিতরং কাতুং ন সন্ধিহিমামি, কিং মে জীবিতেনা’তি উপায়ং চিন্তেন্তো নিপজ্জি । অথ নং মল্লিকাদেবী উপসংকমিহ্বা, ‘কস্মা, মহারাজ, এবং নিপন্বোসি, কেন তে ইন্দ্রিয়ানি কিলন্তানি বিয়া’তি পদুচ্ছি । রাজা আহ—‘ন দানি ত্বং, দেবি, জানাসী’তি । ‘ন জানামি, দেবা’তি । সো তস্মা তমথং আরোচেসি ।

অথ নং মল্লিকা আহ—‘দেব, মা চিন্তয়ি, কহং তয়া পথ-
বিস্সরো রাজা নাগরেহি পরাজিয়মানো দিট্ঠপদুস্বো বা
সুদতপদুস্বো বা, অহং তে দানং সংবিদাহিমসামী’তি । ইতিস্স
অসদিদসদানং সংবিদাহিতুকামতায় এবং বত্তা ‘মহারাজ, সাল-

করিতে পারিলেন না । ষষ্ঠবারে নগরবাসীরা শতগুণ সহস্রগুণ বাড়াইয়া
এমন করিলেন যাহাতে কেহ বলিতে না পারে—‘ইহাদের দানে এই বস্তুটির
অভাব আছে ।’ রাজা ইহা দেখিয়া ‘যদি আমি ইহাদের দান অপেক্ষা অধিক
কিছু করিতে না পারি আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ?’ ইহা চিন্তা
করিতে করিতে শয্যাশায়ী হইলেন । মল্লিকাদেবী উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘মহারাজ, আপনি এইভাবে শুইয়া আছেন কেন ? আপনাকে
এত ক্লান্ত দেখাইতেছে কেন ?’ রাজা বলিলেন—

‘দেবি, তুমি কি কিছুই জান না ?’

‘না মহারাজ, জানি না ।’ রাজা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন ।

তখন মল্লিকা বলিলেন—‘মহারাজ, চিন্তা করিবেন না । পৃথিবীশ্বর
রাজা নগরবাসীদের দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন এই কথা আপনি পূর্বে
দেখিয়াছেন, না শুনিয়াছেন । আমিই দানের ব্যবস্থা করিব ।’ অতুলনীয়
দানের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক হইয়া মল্লিকাদেবী রাজাকে বলিলেন—
‘মহারাজ, উত্তম শালকাঠের দ্বারা অভ্যস্তরে গোলাকার মণ্ডপ প্রস্তুত করুন

কল্যাণিপদরেহি পণ্ডনং ভিক্খুসতানং অন্তো আবটে
 নিসীদনম্ভপং কারেহি, সেসা বহিআবটে নিসীদিম্ভসন্তি ।
 পণ্ড সেতচ্ছত্তানি কারেহি, তানি গহেত্তা পণ্ডসতা হত্থী
 পণ্ডনং ভিক্খুসতানং মথকে ধারয়মানা ঠম্ভসন্তি ।
 অট্ট বা দস বা রত্তসুবল্লনাবায়ো কারেহি, তা ম্ভপমজ্জ
 ভবিম্ভসন্তি । দ্বিনং দ্বিনং ভিক্খুনং অন্তরে একেকা
 খত্তিয়ধীতা নিসীদিত্তা গন্ধে পিসিম্ভসতি, একেকা খত্তিয়-
 ধীতা বীজনং আদায় দ্বে দ্বে ভিক্খু বীজমানা ঠম্ভসতি,
 সেসা খত্তিয়ধীতরো পিসে পিসে গন্ধে হরিত্তা সুবল্লনাবাসু
 পক্খিপিম্ভসন্তি, তাসু একচ্চা খত্তিয়ধীতরো নীলম্পল-
 কলাপে গহেত্তা সুবল্লনাবাসু পক্খিত্তগন্ধে আলোলোত্তা
 বাসং গাহাপেম্ভসন্তি । নাগরানণ্ণহি নেব খত্তিয়ধীতরো
 অস্থি, ন সেতচ্ছত্তানি, ন হত্থিনো চ । ইমেহি কারণেহি
 নাগরা পরাজিম্ভসন্তি, এবং কেরেহি, মহারাজা'তি । রাজা

*

*

*

যাহাতে পণ্ডগত ভিক্ষু বসিতে পারেন । অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ ম্ভপের বাহিরে
 বসিবেন । পণ্ডগত শ্বেতচ্ছত্র করুন সেইগুণি লইয়া পণ্ডগত হস্তী পণ্ডগত
 ভিক্ষুর মস্তকোপরি ধারণ করিয়া থাকিবে । আটটি বা দশটি রত্তসুবর্ণের
 নৌকা প্রস্তুত করুন যেগুণি ম্ভপের মাঝখানে থাকিবে । দুইজন দুইজন
 ভিক্ষুর মাঝখানে একেকজন ক্ষত্রিয়কন্যা বসিয়া গন্ধদ্রব্য পেষণ করিবে ।
 একেকজন ক্ষত্রিয়কন্যা ব্যজন লইয়া দুইজন দুইজন ভিক্ষুকে ব্যজন করিতে
 করিতে অবস্থান করিবে । অন্যান্য ক্ষত্রিয় কন্যাগণ পিষ্ট গন্ধদ্রব্যসমূহ
 লইয়া ঐ সকল সুবর্ণনৌকায় রাখিবে । তাহাদের মধ্যে কোন কোন
 ক্ষত্রিয়কন্যা নীল উৎপলের কলাপ লইয়া সুবর্ণনৌকাতে প্রক্ষিপ্ত গন্ধদ্রব্যকে
 বারবার নাড়িয়া দিবে যাহাতে সুগন্ধ ভিক্ষুগণ উপভোগ করিতে পারেন ।
 নগরবাসীরা কোথায় পাইবে ক্ষত্রিয়কন্যা, কোথায় পাইবে শ্বেতচ্ছত্র এবং
 কোথায় পাইবে এত হস্তী । এই কারণেই নগরবাসীরা পরাজিত হইবে ।
 মহারাজ, এইরূপই করুন ।'

‘সাধু, দেবি, কল্যাণং তে কথিত’ন্তি তায় কথিতনিয়ামেন
সব্বং কারেসি। একস্স পন ভিক্খুনো একো হিথি
নম্পহোসি। অথ রাজা মল্লিকং আহ—‘ভদ্দে, একস্স
ভিক্খুনো একো হিথি নম্পহোতি, কিং করিস্সামা’তি।
‘কিং, দেব, পণ্ড হিথিসতানি নথী’তি? ‘অথি, দেবি,
অবসেসা দদুট্ঠহিথিনো, তে ভিক্খু দিম্বাব বেরম্ভবাতা
বিয় চন্ডা হোন্তী’তি। ‘দেব, অহং একস্স দদুট্ঠহিথিপোত-
কস্স ছত্তং গহেহা তিট্ঠনট্ঠানং জানামী’তি। ‘কথং নং
ঠপেস্সামা’তি? ‘অয্যস্স অঙ্গুলিমালস্স সন্তিকে’তি।
রাজা তথা কারেসি। হিথিপোতকো বালধিৎ অন্তর-
সিথিম্হি পক্খিপিহা উভো কল্লো পাতেহা অক্খীনি
নিমিলেহা অট্ঠাসি। মহাজনো ‘এবরুপস্স নাম চন্ড-
হিথিনো অয়মাকারো’তি হিথিমেব ওলোকেসি।

*

*

*

রাজা ‘দেবি, তুমি খুব সুন্দর ব্যবস্থার কথা বলিয়াছ। রাজা মল্লিকা-
দেবীর নির্দেশানুসারে সব ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু একজন ভিক্ষুর জন্য
একটি হস্তী কম পড়িল।

রাজা মল্লিকাকে বলিলেন—‘ভদ্দে, একজন ভিক্ষুর জন্য একটি হস্তীর
অভাব হইতেছে, কি করিব?’

‘কি বলেন মহারাজ, পঞ্চশত হস্তীও নাই?’

‘দেবি, আছে, তবে অন্যগুণি দৃষ্টহস্তী, তাহারা ভিক্ষু দেখিলেই পর্বতের
উপর দিয়া প্রবাহিত প্রবল ঝটিকার ন্যায় চন্ডরূপ ধারণ করে।’

‘মহারাজ, আমি একটি স্থান বলিতে পারি যেখানে যে কোন দৃষ্ট হস্তী-
শাবককে শ্বেতছত্র লইয়া দাঁড় করানো যাইতে পারে।’

‘কোথায় দাঁড় করাইব?’

‘আর্য অঙ্গুলিমালের নিকটে।’

রাজা তাহাই করিলেন। সেই হস্তীপোতক তাহার পেছনের দুই পায়ে
ফাঁকে লেজ গুটাইল। দুই কাণ ঝুলাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া
রহিল। বহু মনুষ্য ‘এইরূপ চন্ডহস্তীর এই অবস্থা’ বলিয়া হস্তীটিকেই
দেখিতে লাগিল।

রাজা বুদ্ধপমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসিত্বা সথারং
বন্দিত্বা, 'ভন্তে, যং ইমস্মিং দানংগে কাম্পিয়ভণ্ডং বা
অকাম্পিয়ভণ্ডং বা, সম্বং তং তুম্হাকমেব দম্মী'তি আহ।
তস্মিং পন দানে একদিবসেনেব পরিচ্ছত্তং চুন্দসকোটিধনং
হোতি। সথদ্ পন সেতচ্ছত্তং নিসীদনপল্লঙ্কে আধারকো
পাদপীঠিকাতি চত্তারি অনগ্ঘানেব। পদন এবরুপং কত্তা
বুদ্ধানং দানং নাম দাতুং সমথো নাহোসি, তেনেব তং
'অসাদিসদান'ন্তি পণ্ড্ণায়ি। তং কির সম্ববুদ্ধানং
একবারং হোতিয়েব, সম্বেসং ইথীয়েব সংবিদহতি।
রণ্ড্ণো পন কালো চ জুগ্হো চাতি দ্বে অমচ্চা অহেসদং।
তেসদ্ কালো চিন্তেসি—'অহো রাজকুলস্স পরিহানি,
একদিবসেনেব চুন্দসকোটিধনং খয়ং গচ্ছতি, ইমে ইমং দানং
ভুঞ্জিত্বা গন্ত্বা নিপত্ত্বা নিদ্দায়িস্সন্তি, অহো নট্ঠং রাজ-

*

*

*

রাজা বুদ্ধপমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া
বলিলেন—'ভন্তে, এই অগ্রদানে যাহা কিছু আছে, আপনার ব্যবহার্য বা
অব্যবহার্য সমস্তই আপনাকে দান করিতেছি।' সেই দানে একদিনেই চতুর্দশ
কোটি ধন ব্যয় হইয়াছিল। শাস্তার শ্বেতচ্ছত্র, বসার পালঙ্ক, আধারক এবং
পাদপীঠ—এই চারিটি দ্রব্য ছিল অমূল্য। এইরূপভাবে কোন দান কেহ
কোন বুদ্ধকে দিতে পারেন নাই। তাই এই দান 'অতুলনীয় দান' নামে
প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সকল বুদ্ধগণের এই দান একবারই মাত্র হইয়া থাকে।
প্রত্যেকবার একজন স্ত্রীলোকই এই দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজার কাল
এবং জুগ্হ নামে দুইজন মন্ত্রী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কাল চিন্তা
করিলেন—

'অহো রাজকুলের কি পরিহানি! একদিনে চতুর্দশ কোটি ধন ব্যয়
করিলেন? ই'হারা (= ভিক্ষুগণ) এই দানীয় খাদ্যভোজ্য খাইয়া (বিহারে)
যাইয়া শয়ন করিবে এবং নিদ্রামগ্ন হইবে। অহো! রাজকুল নষ্ট হইল!'

কুল'ন্তি । জুগ্‌হো চিন্তেসি—‘অহো রঞ্ঞো দানং
সুদানং । ন হি সন্ধা রাজ্যভাবে অট্ঠিতেন এবরুপং দানং
দাতুং, সম্বসত্তানং পত্তিং অদেন্তো নাম নথি, অহং পনিদং
দানং অনুমোদামী’তি ।

সথু ভত্তিকিচ্চাবসানে রাজা অনুমোদনথায় পত্তং গণ্‌হি ।
সথা চিন্তেসি—‘রঞ্ঞো মহোঘং পবত্তেন্তেন বিয়
মহাদানং দিনং, অসক্‌খি নু থো মহাজনো চিত্তং পসাদেতুং,
উদাহু নো’তি । সো তেসং অমচ্চানং চিত্তাচারং ঞ্জা
‘সচে রঞ্ঞো দানানুচ্ছবিকং অনুমোদনং করিস্সামি,
কালস্স মদ্বা সত্তথা ফলিস্সতি, জুগ্‌হো সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিস্সতী’তি ঞ্জা কালে অনুকম্পং পটিচ্চ এবরুপং
দানং দত্তা ঠিতস্স রঞ্ঞো চতুস্পদিকং গাথমেব বত্তা
উট্ঠায়াসনা বিহারং গতো । ভিক্‌খু অঙ্গুলিমালং
পদচ্ছিংসু—‘ন কিং নু থো, আবুসো, দুট্ঠহিথিং ছত্তং

জুগ্‌হ চিন্তা করিলেন—‘অহো ! রাজার দান সুদত্তই হইয়াছে । রাজা
না হইলে এইরূপ দান দিতে পারিতেন না । তাছাড়া কেহ এইভাবে
নিজের দানফল অন্যদের হিতার্থে দান করে না । আমি এই দান সমর্থন
করি ।’

শাস্তার ভোজনাবসানে রাজা অনুমোদনের জন্য শাস্তার ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ
করিলেন । শাস্তা চিন্তা করিলেন—‘মহা স্রোতপ্রবাহের ন্যায় রাজা মহাদান
দিয়াছেন, কিন্তু জনগণ তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন করিতে পারিয়াছে, কি না ?’
তিনি সেই দুই অমাত্যের মনের কথা জানিয়া—‘যদি রাজার উপযুক্ত করিয়া
দানানুমোদন করি, তাহা হইলে মন্ত্রী কালের শির সপ্তথা বিদীর্ণ হইবে এবং
মন্ত্রী জুগ্‌হ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইবে’ বুদ্ধিতে পারিলেন । তাই
মন্ত্রী কালের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ অতুলনীয় দানের দাতা রাজাকে মাত্র
চতুস্পদিক একটি গাথা ভাষণ করিয়া আসনত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ।
ভিক্ষুগণ (স্থবির) অঙ্গুলিমালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবুসো, দুট্ঠহী

ধারেহা ঠিতং দিস্বা ভায়ী'তি ? 'ন ভায়িং, আবদসো ।'
 তে সথারং উপসঙ্কমিত্বা আহংসু—'অঙ্গুলিমালো, ভন্তে,
 অঞ্ঞং ব্যাকরোসী'তি । সথা—'ন, ভিক্খবে অঙ্গুলি-
 মালো ভায়তি । খীণাসবউসভানঞ্ঞহি অন্তরে ঠ্ঠেট্টক-
 উসভা মম পদন্তসাদিসা ভিক্খু ন ভায়ন্তী'তি বহ্বা 'ব্রাহ্মণ-
 বণ্ণে' ইমং গাথমাহ—

‘উসভং পবরং বীরং, মহেসিং বিজিতাবিনং ।

অনেজং ন্হাতকং বুদ্ধং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণ'ন্তি ॥

রাজাপি দোমনস্পপত্তো 'এবরুপায় নাম পরিসায় দানং
 দত্তা ঠিতস্স ময়্‌হং অনুদ্ধবিকং অনুমোদনং অকত্তা গাথমেব
 বহ্বা সথা উট্ঠায়াসনা গতো । ময়া সথু অনুদ্ধবিকং
 দানং অকত্তা অননুদ্ধবিকং কতং ভবিস্সতি, কম্পিয়ভণ্ডং

*

*

*

যে তোমার উপর ছত্র ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তুমি তাহাতে ভয় পাই
 নাই ?' 'না, আবদসো, আমি ভয় পাই নাই ।' তাহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত
 হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, অঙ্গুলিমাল মিথ্যা বলিতেছে ।' 'না ভিক্ষুগণ,
 অঙ্গুলিমাল ভয় পায় নাই । অহংদের মধ্যে জ্যেষ্ঠকক্ষমভ আমার পদগ্রসদৃশ
 ভিক্ষুগণ ভয় করে না'—এই কথা বলিয়া 'ব্রাহ্মণবর্গের' এই গাথাটি
 ভাষণ করিলেন—

‘যিনি ঋষভ (=অগ্রগণ্য), প্রবর (=শ্রেষ্ঠ), বীর, মহর্ষি, বিজ্ঞেতা,
 নিষ্কলুষ, স্নাতক (=ধৌতপাপ) ও বুদ্ধ, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—(ধম্মপদ, শ্লোক ৪২২, সুত্তনিপাত, শ্লোক ৬৫১)

রাজাও দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হইয়া (=সন্তুষ্ট না হইয়া)—‘এইরূপ
 পরিষদে (অতুলনীয়) দানের দাতা আমার উপযুক্ত দানানুমোদন না করিয়া
 একটি মাত্র গাথা ভাষণ করিয়া শাস্তা আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন ।
 আমি যদি শাস্তার উপযুক্ত দান না দিয়া অনূপযুক্ত দান দিতাম, ব্যবহার

অদত্বা অকর্ষ্পয়ভণ্ডং বা দিন্নং ভবিষ্যতি, সথারা মে
কুপিতেন ভবিতত্বং । এবঞ্হি অসদিদসদানং নাম, দানান্দ-
রূপং অনন্মোদনং কাতুং বটুতী'তি বিহারং গন্ত্বা সথারং
বন্দিত্বা এতদবোচ—'কিং নু খো মে, ভন্তে, দাতব্যযুদ্ধকং
দানং ন দিন্নং, উদাহ্ণ দানান্দরূপং কর্ষ্পয়ভণ্ডং অদত্বা
অকর্ষ্পয়ভণ্ডমেব দিন্ন'ন্তি ? 'কিমেতং, মহারাজা'তি ?
'ন মে তুম্হেহি দানান্দচ্ছবিকা অনন্মোদনা কতা'তি ?
'মহারাজ, অন্দচ্ছবিকমেব তে দানং দিন্নং । এতঞ্হি
অসদিদসদানং নাম, একস্স বুদ্ধস্স একবারমেব সন্ধা দাতুং,
পুন এবরূপং নাম দানং দন্দদ'ন্তি । 'অথ কস্মা, ভন্তে,
মে দানান্দরূপং অনন্মোদনং ন করিত্বা'তি ? 'পরিসায়
অসুদ্ধত্তা, মহারাজা'তি । 'কো নু খো, ভন্তে, পরিসায়

*

*

*

যোগ্য দ্রব্য না দিয়া ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য দিতাম, শাস্তা আমার প্রতি
কুপিত হইতেন । এইরূপ অতুলনীয় দানের জন্য তদনন্দরূপ দানান্দমোদন
করায় ত উচিত ছিল'—ইহা চিন্তা করিয়া বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা
করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, আমি কি দাতব্যযুদ্ধ দান দিই নাই, অথবা ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য না
দিয়া ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য দান করিয়াছি ?'

'মহারাজ, এই কথা কেন বলিতেছেন ?'

'আপনি আমার দানের উপযুক্ত দানান্দমোদন করেন নাই ।'

'মহারাজ, আপনি আপনার উপযুক্ত দানই দিয়াছেন । এই দান অসদৃশ
দান (=অতুলনীয় দান) । এক বুদ্ধকে মাত্র একবারই এই দান দেওয়া
যায় । পুনরায় এইরূপ দান দেওয়া অসম্ভব ।'

'ভন্তে, তাহা হইলে কেন আপনি আমার দানের উপযোগী অনন্মোদন
করিলেন না ?'

'মহারাজ, পরিষদের অশুদ্ধতার জন্য ।'

'ভন্তে, পরিষদের অপরাধ কি ছিল ?'

দোসো'তি? অথস্স সত্থা দ্বিন্সম্পি অমচ্চানং চিত্তাচারং আরোচেত্বা কালে অনুদ্ধকম্পং পটিচ্চ অনুদ্ধমোদনায় অকত-ভাং আচিক্খি। রাজা 'সচ্চং কির তে, কাল, এবং চিস্তিত'ন্তি পদুচ্ছিহ্বা 'সচ্চ'ন্তি বদন্তে 'তব সম্ভকং অঙ্গহেত্বা মম পদুত্তদারেহি সন্ধিং ময়ি অন্তনো সম্ভকং দেন্তে তুয়'হং কা পীলা। গচ্ছ ভো, যং তে ময়া দিন্নং, তং দিন্নমেব হোতু, রট'ঠতো পন মে নিক'খমা'তি তং রট'ঠা নীহরিহ্বা জুণ্ণ'হং পক্কোসাপেত্বা 'সচ্চং কির তে এবং চিস্তিত'ন্তি পদুচ্ছিহ্বা 'সচ্চ'ন্তি বদন্তে, 'সাধু, মাতুল, পসন্নো'স্মি, হুং মম পরিজনং গহেত্বা ময়া দিন্নানিয়ামেনেব সত্তু দিবসানি দানং দেহী'তি সত্তাহং রজ্জং নিয্যাদেত্বা সথারং আহ—'পস্সথ,

*

*

*

তখন শাস্তা দুই অমাত্যের চিন্তাচারের কথা (= চেতনার কথা) বলিয়া মন্ত্রী কালের প্রতি অনুদ্ধকম্পাবশতঃ তিনি যে রাজার উপযুক্ত দানানুদ্ধমোদন করেন নাই—এই কথা ব্যক্ত করিলেন।

রাজা (তৎক্ষণাৎ) মন্ত্রী কালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে কাল, সত্যই কি তুমি ঐরূপ চিন্তা করিয়াছিলে ?'

'হ্যাঁ মহারাজ ।'

'তোমার নিকট হইতে গ্রহণ না করিয়া আমি আমার দারাপুত্রের সঙ্গে নিজস্ব দ্রব্য দান করিলে তোমার কি ? তোমার এত মনঃপীড়া কেন ? যাও, তোমাকে আমি যাহা দিয়াছি দিয়াছি। এখন তুমি আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাও।' তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিস্কার করিয়া মন্ত্রী জুণ্ণ'হকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলে ?'

'হ্যাঁ সত্য ।'

'সাধু সাধু মাতুল, আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি আমার আত্মীয় পরিজনদের লইয়া আমি যেভাবে দান দিয়াছি সেইভাবে সাত দিন ধরিয়া দান দিতে থাকুন' বলিয়া সাতদিনের জন্য রাজ্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া শাস্তাকে বলিলেন—

ভস্তে, বালস্ করণং, ময়া এবং দিনদানে পহারমদাসী'তি ।
 সথা 'আম, মহারাজ, বালা নাম পরস্ দানং অনভিনন্দিত্বা
 দূর্গতিপরায়ণা হোন্তি, ধীরা পন পরেসম্পি দানং অনদু-
 মোদিত্বা সঙ্গপরায়ণা এব হোন্তী'তি বহ্না ইমং গাথমাহ--

‘ন বে কদরিয়া দেবলোকং বর্জনিত, বালা হবে

নস্পসংসন্তি দানং ।

ধীরো চ দানং অনদুমোদমানো, তেনেব সো হোতি

সুখী পরথা'তি । ১৭৭ ।

তথ ‘কদরিয়া’তি থঙ্কমচ্ছরিনো । ‘বাল’তি ইধলোকপর-
 লোকং অজাননকা । ‘ধীরো’তি পি'ডতো । ‘সুখী
 পরথা’তি ‘তেনেব সো’ দানানদুমোদনপদুণ্ডেণ পরলোকে
 দিব্যসম্পত্তিং অনুভবমানো সুখী ‘হোতী’তি ।

*

*

*

‘ভস্তে, দেখুন নিবোধের কান্ড । আমি এইরূপ দান দিলে সে আমাকে
 মনঃকণ্ট দিল ?’

শাস্তা বলিলেন—‘মহারাজ, ঠিক তাই । মূর্খ ব্যক্তিগণ অন্যের দানকে
 অভিনন্দিত না করিয়া দূর্গতিপরায়ণ হয়, জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যের দান
 অনুমোদন করিয়া স্বর্গপরায়ণ হয়’—ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ
 করিলেন—

‘কৃপণ ব্যক্তির দেবলোকে যাইতে পারে না । মূর্খের কখনও দানের
 প্রশংসা করে না । জ্ঞানী ব্যক্তি দান অনুমোদন করেন এবং তদ্বারাই তিনি
 পরলোকে সুখী হন ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ১৭৭ ।

অর্থ : ‘কৃপণেরা’ অর্থাৎ মহাকৃপণ ব্যক্তিগণ । ‘মূর্খগণ’ অর্থাৎ যাহাদের
 ইহলোক পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান নাই । ‘পি'ডত ব্যক্তি’ জ্ঞানী ব্যক্তি ।
 ‘সুখী পর’ ‘সেই দানের দ্বারা’ দানানদুমোদনজনিত পদ্যের দ্বারা
 পরলোকে দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করিয়া সুখী হন ।

দেশনাবসানে জুগ্‌হো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি, সম্পত্ত-
পরিসায়পি সাথিকা ধম্মদেশনা অহোসি, জুগ্‌হোপি
সোতাপন্নো হুত্তা সত্তাহং রঞ্ঞা দিন্ননিয়ামেনেব দানং
অদাসীতি ।

। অসদিসদানবত্থু দসমং ।

*

*

*

দেশনাবসানে জুগ্‌হ সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল । জুগ্‌হও সোতাপন্ন
হইয়া সপ্তাহকাল ধরিয়া রাজার দ্বারা প্রদত্ত দান অনুসারে দান দিয়াছিলেন ।

। অতুলনীয় দানের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অনাথগিষ্ঠিকগুণকালবন্ধু । ১১

‘পথব্যা একরঞ্জন’তি ইমং ধম্মদেসনাং সখা জেতবনে
বিহরন্তো কালং নাম অনাথপিণ্ডকস্স পদন্তং আরভ্ভ
কথেসি ।

সো কির তথাবিধস্স সদ্ধাসম্পন্নস্স সেট্ঠিনো পদন্তো হুত্বা
নেব সখদু সন্তিকং গন্তুং, ন গেহং আগতকালে দট্ঠং ন
ধম্মং সোতুং, ন সঙ্ঘস্স বেয্যাবচ্চং কাতুং ইচ্ছতি । পিতরা
‘মা এবং, তাত, করী’তি বদন্তোপি তস্স বচনং ন সদুগাতি ।
অথস্স পিতা চিন্তেসি—‘অয়ং এবরূপং দিট্ঠিং
গহেত্বা বিচরন্তো অবীচিপরায়ণো ভবিষসিতি, ন থো পনেতং
পতিরূপং, যং ময়ি পস্সন্তে মম পদন্তো নিরয়ং গচ্ছেয্য ।
ইমস্মিং থো পন লোকে ধনদানেন অভিজ্জনকসন্তো নাম

*

*

*

অনাথগিষ্ঠিক-গুণ কালের উগাখ্যান । ১১ ।

‘পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে অনাথপিণ্ডকের পুত্র কালকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তাদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠের পুত্র হইয়া সে (অর্থাৎ কাল) শাস্তার নিকট
স্বাইত না । শাস্তা রাজপ্রাসাদে আসিলে তাঁহাকে দর্শন করিত না । ধর্ম-
শ্রবণ করিত না, ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি কোন কর্তব্য করিত না । পিতা
বলিতেন—

‘বৎস, এইরূপ করিও না ।’ কিন্তু সে পিতার কথায় কর্ণপাত করিত
না । তখন তাহার পিতা একদিন চিন্তা করিলেন—‘এ এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি-
পরায়ণ হইয়া বিচরণ করিলে অবীচিপরায়ণ হইবে । ইহা শোভন নহে যে
আমার চক্ষুর সম্মুখে আমার পুত্র নরকগামী হইবে । এই জগতে ধনের
দ্বারা প্রলুপ্ত করা যায় না এমন ব্যক্তি নাই । আমি তাহাকে ধনের দ্বারাই

নথি, ধনে নং ভিন্দিস্সামীতি । অথ নং আহ—‘তাত, উপোসথিকো হুত্তা বিহারং গন্ডা ধম্মং সদ্দা এহি, কহাপণ-সতং তে দস্সামীতি । ‘দস্সথ, তাতা’তি ? ‘দস্সামি, পদ্দ’তি । সো যাবততিয়ং পটিঞ্‌ঞং গহেত্তা উপোস-থিকো হুত্তা বিহারং অগমাসি । ধম্মস্সবনে পনস্স কিচ্চং নথি, যথাফাসদকট্ঠানে সয়িত্তা পাতোব গেহং অগমাসি । অথস্স পিতা ‘পদ্দন্তো মে উপোসথিকো অহোসি, সীঘমস্স যাগদুআদীনি আহরথা’তি বত্তা দাপেসি । সো ‘কহাপণে অঙ্গহেত্তা ন ভুজ্জিস্সামীতি আহটাহটং পটিক্খিপি । অথস্স পিতা পীলং অসহন্তো কহাপণভণ্ডং দাপেসি । সো তং হন্তেন গহেত্তাব আহারং পরিভুজ্জি ।

*

*

*

জয় করিব ।’ তখন তাহাকে বলিলেন—‘বাবা, যাও উপোসথিক হইয়া বিহারে বাইরা ধর্ম প্রবণ করিয়া আইস । আমি তোমাকে একশত কাষাপণ দিতেছি ।’

‘পিতঃ, দিবে ত ?’

‘হে পুত্র, দিব ।’

সে তিনবার পিতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া উপোসথিক হইয়া বিহারে গেল । তাহার ধর্মপ্রবণের কাজ নাই । সারারাত্রি আরাম করিয়া শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে গৃহে ফিরিয়া আসিল । পিতা—‘আমার পুত্র উপোসথিক হইয়াছে । শীঘ্রই তাহাকে যাগদু প্রভৃতি দাও ।’ বলিয়া দেওয়াইলেন । সে ‘কাষাপণ না লইয়া ভোজন করিবে না ।’ তাই যাহা কিছু আনিল সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিল । পিতা তাহার ভোজনে অনীহাকে সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে কাষাপণ ভাণ্ড প্রদান করিলেন । সে তাহা হাতে রাখিয়াই আহার করিল ।

অথ নং পদ্বাদিবেসে সেট্ঠি, 'তাত, কহাপণসহস্সং তে
 দম্সামি, সথদ্ পদুরতো ঠহ্বা একং ধম্মপদং উগ্গণ্হিহ্বা
 আগছেষ্যাসীণ্ঠি পেসেসি। সোপি বিহারং গম্ব্বা সথদ্
 পদুরতো ঠহ্বাব একমেব পদং উগ্গণ্হিহ্বা পলারিত্তুকামো
 অহোসি। অথস্স সথা অসল্লক্খণাকারং অকাসি। সো
 তং পদং অসল্লক্খেহ্বা উপরিপদং উগ্গণ্হিস্সামীণ্ঠি ঠহ্বা
 অস্সেসিসেব। উগ্গণ্হিস্সামীণ্ঠি সদ্গন্তোব কির সক্কচ্চং
 সদ্গাতি নাম। এবণ্ঠ কির সদ্গন্তানং ধম্মো সোতাপত্তি-
 মগ্গাদয়ো দেতি। সোপি উগ্গণ্হিস্সামীণ্ঠি সদ্গাতি,
 সথাপিষ্স অসল্লক্খণাকারং করোতি। সো 'উপরিপদং
 উগ্গণ্হিস্সামীণ্ঠি ঠহ্বা সদ্গন্তোব সোতাপত্তিফলে
 পতিট্ঠাসি।

পরের দিন শ্রেষ্ঠি—'বাবা. তোমাকে এক সহস্র কাষাপণ দিব, তুমি
 শাস্তার সম্মুখে অবস্থান করিয়া একটি ধর্মপদ শিখিয়া আইস' বলিয়া
 পাঠাইয়া দিলেন। সেও বিহারে ঘাইয়া শাস্তার সম্মুখে অবস্থান করিয়া
 একটিমাত্র ধর্মপদ শিখিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল। শাস্তা এমন
 করিলেন যাহাতে সে মনে করে 'কি শিখিলাম বুদ্ধিলাম না ত !' সে তখন
 দ্বিতীয় ধর্মপদ শুনবার জন্য অবস্থান করিল এবং শ্রবণ করিল। 'আমি
 শিক্ষা করিব' এই চিন্তায় শ্রবণ করিলে সাদরে শ্রবণ করে। এইভাবে সাদরে
 শ্রবণ করিলে শ্রুতধর্ম শ্রোতাকে স্রোতাপত্তি মার্গাদি দান করে। সেও 'শিক্ষা
 করিব' বলিয়া শুনিতে লাগিল। শাস্তা আবার এমন করিলেন যাহাতে
 সে মনে করে 'কিছুই ত শিখিলাম না।' সে তখন 'আরও উপরিপদ শিক্ষা
 করিব' বলিয়া অবস্থান করিয়া ধর্ম শ্রবণ করিতে করিতেই স্রোতাপত্তিফলে
 প্রতিষ্ঠিত হইল।

সো পদ্নদিবসে বদ্ধপ্পমদুথেন ভিক্ষুদুসঙ্ঘেন সন্ধিংষেব
 সাবাংখং পার্বিসি । মহাসেট্ঠি তং দিম্বা ‘অজ্জ মম পদুত্তস্স
 আকারো বুদ্ধতী’তি চিন্তেসি । তস্সপি এতদহোসি—
 ‘অহো বত মে পিতা অজ্জ সথু সন্তিকে কহাপণেন দদেয়া,
 কহাপণকারণা মসুং উপোসথিকভাবং পটিচ্ছাদেয়া’তি ।
 সথা পনস্স হিষ্যোব কহাপণস্স কারণা উপোসথিকভাবং
 অণ্ণেসি । মহাসেট্ঠি বদ্ধপ্পমদুথস্স ভিক্ষুদুসঙ্ঘস্স
 যাগদুং দাপেহা পদুত্তস্সপি দাপেসি । সো নিসীদিহা
 তুণ্হীভূতোব যাগদুং পিবি, খাদনীয়ং খাদি, ভত্তং ভুঞ্জি ।
 মহাসেট্ঠি সথু ভত্তিকিচ্চাবসানে পদুত্তস্স পদুরতো সহস্স-
 ভাণ্ডকং ঠপাপেহা, ‘তাত, ময়া তে’ সহস্সং দস্সামী’তি বহা
 উপোসথং সমাদাপেহা বিহারং পহিতো । ইদং তে

•

•

সে পরের দিন বদ্ধপ্রমদুখ ভিক্ষুদুসঙ্ঘের সঙ্গেই শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিল ।
 মহাশ্রেষ্ঠ তাহাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—‘অদ্য আমার পদুত্তকে দেখিতে
 ভাল লাগিতেছে ত ।’ পদুত্তও চিন্তা করিল—‘অহো ! অদ্য আমার পিতা
 যেন শাস্তার সম্মুখে আমাকে কাষাপণ না দেন । কাষাপণের জন্যই আমি
 উপোসথিক হইয়াছি এই কথা যেন প্রকাশ না পায় ।’ শাস্তা কিন্তু পদুত্তের
 দিনেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে কাল কাষাপণের জন্যই উপোসথিক
 হইয়াছিল । মহাশ্রেষ্ঠ বদ্ধপ্রমদুখ ভিক্ষুদুসঙ্ঘকে যাগদু দান করিয়া পদুত্তকেও
 যাগদু দেওয়াইলেন । সে বসিয়া নীরবে যাগদু পান করিল । খাদ্য খাইল,
 অন্ন ভোজন করিল । শাস্তার ভোজনকৃত্যবসানে মহাশ্রেষ্ঠ পদুত্তের সম্মুখে
 সহস্র কাষাপণের ভাণ্ড রাখিয়া বলিলেন—‘বৎস, আমি তোমাকে সহস্র
 কাষাপণ দিব বলিয়া উপোসথিক করিয়া বিহারে পাঠাইয়াছিলাম । এই

সহস্র'ন্তি আহ। সো সখদ্ পুত্রতো কহাপণে দিয়্যামানে
 দিম্বা লজ্জন্তো 'অলং মে কহাপণেহী'তি বহ্বা 'গণ্হ,
 তাতা'তি বুদ্ধমানোপি ন গণ্হি। অথস্স পিতা সখারং
 বন্দিহ্বা, 'ভন্তে, অজ্জ মে পুত্রস্স আকারো বুদ্ধতী'তি
 বহ্বা 'কিং, মহাসেট্ঠী'তি বুদ্ধে "ময়া এস পুত্রিমদিবসে
 'কহাপণসতং তে দস্সামী'তি বহ্বা বিহারং পেসিতো।
 পুত্রদিবসে কহাপণে অঙ্গহেহ্বা ভুঞ্জিতুং ন ইচ্ছি, অজ্জ পন
 দিয়্যামানোপি কহাপণে ন ইচ্ছতী'তি আহ। সখা 'আম,
 মহাসেট্ঠি, অজ্জ তব পুত্রস্স চক্কবত্তিসম্পত্তিতোপি
 দেবলোক-ব্রহ্মলোকসম্পত্তীহিপি সোতাপত্তিফলমেব বর'ন্তি
 বহ্বা ইমং গাথমাহ—

নাও তোমার সহস্র কাষাপণ।' শাস্তার সম্মুখে কাষাপণ দিতে দেখিয়া
 লজ্জিত হইয়া সে বলিল—'আমার আর কাষাপণের প্রয়োজন নাই।'

'বাবা নাও।' কিন্তু সে গ্রহণ করিল না। তখন পিতা শাস্তাকে
 বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, অদ্য আমার পুত্রকে দেখিয়া ভাল
 লাগিতেছে।'

'কেন, মহাশ্রেষ্ঠি!'

'ভন্তে, আগের দিন একশত কাষাপণ দিব বলিয়া তাহাকে বিহারে
 পাঠাইয়াছিলাম। সে আসিয়া কাষাপণ না লইয়া আহার করিতেছিল
 না। আর অদ্য আমি তাহাকে কাষাপণ দিতে চাহিলেও সে গ্রহণ
 করিতেছে না।'

শাস্তা—'হ্যাঁ মহাশ্রেষ্ঠি, অদ্য আপনার পুত্রের নিকট রাজচক্রবর্তী-
 সম্পত্তি, দেবলোক-ব্রহ্মলোক সম্পত্তি অপেক্ষা স্নোতাপত্তিফলই 'শ্রেয়ঃ
 হইয়াছে'—ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘পথব্য্যা একরঞ্জন, সঙ্গস্স গমনেন বা ।

সম্বলোকাধিপাচেন, সোতাপত্তিফলং বর’ন্তি ॥

—তথ ‘পথব্য্যা একরঞ্জন’তি চক্রবর্তিরঞ্জন । ‘সঙ্গস্স গমনেন বা’তি ছস্বীসতিবিধস্স সঙ্গস্স অধিগমনেন । ‘সম্বলোকাধিপাচেনা’তি ন একস্মিং এতকে লোকে নাগস্দুপন্নবৈমানিকপেতোহি সন্ধিং, সম্বাস্মিং লোকে আধিপাচেন । ‘সোতাপত্তিফলং বর’ন্তি যস্মা এতকে ঠানে

‘পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গগমন, এমনকি সর্বলোকের (দেবলোক-ব্রহ্মলোক সহ সমস্ত জগতের) আধিপত্য অপেক্ষা স্রোতাপত্তিফল শ্রেষ্ঠ ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৭৮ ।

অর্থঃ : ‘পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব’ অর্থাৎ রাজচক্রবর্তিত্ব । ‘স্বর্গে গমন বা’ অর্থাৎ ছাস্বিশ প্রকার * স্বর্গে গমনের দ্বারা । ‘সর্বলোকাধিপত্য’ অর্থাৎ একটি মাত্র লোকে নহে নাগ-স্দুপর্ণ-বৈমানিকপ্রেতলোক সহ সমস্ত জগতের আধিপত্য । তদপেক্ষা ‘স্রোতাপত্তিফল শ্রেষ্ঠ’—যেহেতু এত সব

* ২৬ প্রকার স্বর্গ বা দেবলোক :

১। ৬ প্রকার স্বর্গ : চাতুম্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুসিত নিম্মানরতি, পরিনিম্মিতবসবাস্তি ।

২। ১৬ প্রকার রূপব্রহ্ম : ব্রহ্মপারিসঙ্কজ, ব্রহ্মপুরুষোহিত, মহাব্রহ্ম স্থান, পরিস্তাভ, অস্পমানাভ, আভস্সর, পরিস্তস্দুভ, অস্পমানস্দুভ, স্দুভকিন্ন, বেহপ্ফল, অসঞ্ঞসন্ত, অবিহ, আতম্প, স্দুদস্স, স্দুদস্সী ও অকনিট্ট ।

৩। ৪ প্রকার অরূপব্রহ্ম :

আকাসণ্ণায়তন, বিঞ্ঞণ্ণায়তন, আকিঞ্ঞণ্ণায়তন ও নেবসঞ্ঞণ্ণায়তন ।

রক্ষা করেছাপি নিরুদাধীহি অমদন্তোব হোতি, সোতা-
পন্থো পন পিহিতাপায়দ্বারো হুত্বা সম্বদন্ত্বলোপি
অট্টমে ভবে ন নিব্বর্ততি, তস্মা সোতাপত্তিফলমেব
বরং উত্তমন্তি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসুদতি ।

অনার্থপিণ্ডিকপদ্যকালবথু একাদসমং ।

। লোকবঙ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ।

•

•

•

স্থানে রাজ্য করিলেও নরকাদি হইতে মুক্তি নাই, কেবল 'সোতাপন্ন' হইতে
পারিলেই চারি অপায়দ্বার রুদ্ধ হয়, যত দুর্বলই হউন না কেন অষ্টমবার
ভবে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । তাই 'সোতাপত্তিফলই' শ্রেষ্ঠ উত্তম ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

। অনার্থপিণ্ডিকপদ্য কালের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

॥ লোকবঙ্গবর্ণনা সমাপ্ত ॥

১৪ । বুদ্ধবগ্গো

মারধীতরবঞ্চ । ১

‘যস্স জিত’ন্তি ইমিং ধম্মদেসনং সথা বোধিমন্ডে বিহরন্তো
মারধীতরো আরব্ভ কথেসি । দেসনং পন বোধিমন্ডে
সমুট্টাপেত্বা পদন কুরুরট্টে মাগন্দিয়ব্রাহ্মণস্স’
কথেসি ।

কুরুরট্টে কির মাগন্দিয়ব্রাহ্মণস্স ধীতা মাগন্দিয়াষেব’
নাম অহোসি উত্তমরূপধরা । তং পথয়মানা অনেকব্রাহ্মণ-
মহাসালা চেব খত্তিয়মহাসালা চ ‘ধীতরং নো দেতু’তি
মাগন্দিয়স্স পহিণিংসু । সোপি ‘ন তুম্হে ময়্হং ধীতু
অনুচ্ছবিকা’তি সম্বে পটিক্খপতেব । অথেকদিবসং

•

•

•

১৪ । বুদ্ধ বর্গ

মারকন্যাগণের উপাখ্যান । ১ ।

‘ঘাঁহার বিজয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা বোধিমন্ডপে অবস্থানকালে
মারকন্যাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন । এই দেশনা পুনরায় কুরুরাষ্ট্রে
মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের নিকট (শাস্ত্রা) ভাষণ করিয়াছিলেন ।

কুরুরাষ্ট্রে মাগন্দিয়ব্রাহ্মণের কন্যা মাগন্দিয়া খুব রূপবতী ছিল । অনেক
ধনশালী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের নিকট দৃত প্রেরণ
করিয়াছিলেন—‘আপনার কন্যাকে আমাদের দিন ।’ কিন্তু তিনি তাঁহাদের
সকলকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—‘আপনারা কেহই আমার

(১) পাঠান্তর ‘মাগন্দিয়ব্রাহ্মণস্স’

(২) পাঠান্তর ‘মাগন্দিয়াষেব’

সখা পচুদসময়ে লোকং বোলোকেস্তো অন্তনো ঞ্জাণ-
জালস্স অন্তো পবিট্ঠং মাগন্দিয়ব্রাহ্মণং দিম্বা ‘কিং নু
থো ভবিমসসতী’তি উপধারেস্তো ব্রাহ্মণস্স চ ব্রাহ্মণিয়া চ
তিগ্গং মগ্গফলানং উপনিমসসয়ং অন্দস । ব্রাহ্মণোপি
বহিগামে নিবদ্ধং অগ্গিং পরিচরতি । সখা পাতোব পত্ত-
চীবরমাদায় তং ঠানং অগমাসি । ব্রাহ্মণো সখু রুপসিরিং
ওলোকেস্তো ‘ইমস্মিং লোকে ইমিনা সদিমসো পুৱিসো নাম
নখি, অয়ং ময়্‌হং ধীতু অনুচ্ছবিকো, ইমস্স মে ধীতরং
দস্সামা’তি চিন্তেত্বা সখারং আহ—‘সমগ, মম একা ধীতা
অখি, অহং তস্সা অনুচ্ছবিকং পুৱিসং অপস্সন্তো তং ন
কস্সচি অদাসিং, ত্বং পনস্সা অনুচ্ছবিকো, অহং তে ধীতরং
পাদপরিচারিকং কত্বা দাতুকামো, যাব নং আনেমি, তাব

*

*

*

কন্যার উপষুক্ত নহেন ।’ অনন্তর একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে জগত অবলোকন
কালে মাগন্দিয় ব্রাহ্মণকে তাহার জ্ঞানজালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট দেখিয়া
‘কি হইতে পারে’ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর তিনটি
মাগফলের’ উপনিশ্রয় আছে । ব্রাহ্মণও প্রত্যহ গ্রামের বাহিরে অগ্নি-পরিচর্যা
করিতেন । শাস্তা প্রাতঃকালেই পাণ্ডচীবর লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত
হইলেন । ব্রাহ্মণ শাস্তার রূপশ্রী দেখিয়া ভাবিলেন—‘এই জগতে ইহার
মত পুরুষ নাই, ইনি আমার কন্যার উপষুক্ত, ইহাকেই আমার কন্যা দান
করিব’ এবং বলিলেন—‘হে শ্রমণ, আমার একটি কন্যা আছে, তাহার উপষুক্ত
পুরুষ না দেখিয়া আমি তাহাকে কাহারও নিকট প্রদান করি নাই ।
(দেখিতেছি) আপনিই তাহার উপষুক্ত, আমি আমার কন্যাকে আপনার

১ । স্নোতাপত্তি মার্গ ও ফল, স্কুদাগামী মার্গ ও ফল এবং অনাগামী
মার্গ ও ফল ।

ইধেব তিট্ঠাহী'তি । সখা তস্স কথং সদ্বা নেব অভিনন্দি,
ন পটিক্কোসি ।

ব্রাহ্মণোপি গেহং গম্ব্বা ব্রাহ্মণিং আহ—‘ভোতি, অজ্জ মে
ধীতু অনদুচ্ছবিকো পদুরিসো দিট্ঠো, তস্স নং দস্সামা’তি
ধীতরং অলঙ্কারাপেত্তা আদায় ব্রাহ্মণিয়া সন্ধিং তং ঠানং
অগমাসি । মহাজনোপি কুতুহলজাতো নিক্খমি । সখা
ব্রাহ্মণেন বদন্তট্ঠানে অট্ঠহা পদচেতিয়ং দস্সেত্তা
অণ্ণ্ণস্মিং ঠানে অট্ঠাসি । বদ্বানং কির পদচেতিয়ং
‘ইদং অমদুকো নাম পস্সত্’তি অধিট্ঠহিহা অক্কন্তট্ঠানে-
য়েব পণ্ণ্ণায়তি, সেসট্ঠানে তং পস্সন্তো নাম নখি ।
ব্রাহ্মণো অন্তনা সন্ধিং গচ্ছমানায় ব্রাহ্মণিয়া ‘কহং সো’তি
পদট্ঠো ‘ইমস্মিং ঠানে তিট্ঠাহী’তি তং অবচ’ন্তি

*

*

*

পাদপরিচারিকা করিয়া দিতে ইচ্ছুক । আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন,
আমি তাহাকে লইয়া আসিবেছি ।’

ব্রাহ্মণও গৃহে যাইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—‘ওগো, অদ্য আমার কন্যার
উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াছি, তাহাকেই কন্যা দান করিব’ । তারপর কন্যাকে
অলঙ্কৃত করাইয়া লইয়া ব্রাহ্মণীসহ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ।
কৌতুহলবশে বহু লোকজন (কি হয় দেখিতে) বাহির হইল । শান্তা
যেখানে ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন সেখানে অবস্থান না
করিয়া সেখানে পদাচিহ্ন রাখিয়া অন্যস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন । বুদ্ধগণের
পদাচিহ্ন ‘ইহা অমদুক ব্যক্তি দেখুক’ এই অধিষ্ঠান করার ফলে যাহার জন্য
অধিষ্ঠান করা হয় সে ব্যতীত অন্য কেহ ঐ পদাচিহ্ন দেখিতে পাইবে না ।
ব্রাহ্মণের সঙ্গে আগতা ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তিনি কোথায় ?’ ব্রাহ্মণ
বলিলেন—‘আমি ত তাঁহাকে এই স্থানেই থাকিতে বলিয়াছিলাম’ এবং বুদ্ধের

ওলোকেন্তো পদবলঞ্জং দিম্বা 'ইদমস্স পদ'ন্তি দস্সেসি ।
 সা লক্ষণমন্তকুসলতায় 'ন ইদং, ব্রাহ্মণ কামভোগিনো
 পদ'ন্তি বহ্বা ব্রাহ্মণেন, 'ভোতি, ত্বং উদকপাতিম্‌হি
 সদস্দমাং পস্সসি, ময়া সো সমণো দিট্‌ঠো 'ধীতরং তে
 দস্সামী'তি বদন্তো, তেনাপি অধিবাসিত'ন্তি বদন্তে, 'ব্রাহ্মণ,
 কিণ্ণাপি ত্বং এবং বদেসি, ইদং পন নিক্কিলেসসেসব পদ'ন্তি
 বহ্বা ইমং গাথমাহ—

“রত্তস্স হি উক্কটিকং পদং ভবে,
 দদুট্‌ঠস্স হোতি অবকড্‌টিতং' পদং ।
 ম্দলহস্স হোতি সহসান্দপীলিতং,
 বিবট্‌চ্ছদস্স ইদমীদিসং পদ'ন্তি ॥

পদাচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—‘দেখ, দেখ, এই তাঁহার পদাচিহ্ন ।’ লক্ষণ-
 মন্ত্যভিজ্ঞা ব্রাহ্মণী—(ঐ পদাচিহ্ন দেখিয়া) বলিলেন—‘ইহা কোন কাম-
 ভোগীর পদাচিহ্ন হইতে পারেনা’ । ব্রাহ্মণ বলিলেন—‘তুমি দেখি জলবিন্দুর
 মধ্যে কুমীর দেখিতেছ । আমি সেই শ্রমণকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে আমার
 কন্যাদান করিব বলিয়াছি । তিনিও স্বীকার করিয়াছেন ।’ ‘ব্রাহ্মণ, তুমি
 যাহাই বলনা কেন, এই পদাচিহ্ন নিস্কাম ব্যক্তিরই’ এই বলিয়া গাথায়
 বলিলেন—

‘রাগচারিতের (কামদকের) পদ উৎকৃটিক হইয়া থাকে । ক্রোধী বা
 দুষ্ট ব্যক্তির পদ পশ্চাদ্ধিকে টানা হইয়া থাকে । মূর্খ ব্যক্তির পদ সহসান্দ-
 পীড়িত (অর্থাৎ যে পা ঘষিয়া ঘষিয়া চলে) । কিন্তু ঈদৃশ পদ বিবৃদ্ধহস্মঃ
 (যাহার রাগ-দ্বেষ মোহাদি আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে) বৃদ্ধের ।’

অথ নং ব্রাহ্মণো, 'ভোতি, মা বিরবি, তুণ্হীভূতাব এহী'তি
গচ্ছন্তো সথারং দিম্বা' অয়ং সো পদুরিসো'তি তস্সা দস্সেস্সা
সথারং উপসজ্জমিহ্বা, 'সমগ, ধীতরং তে দস্সামী'তি
আহ । সথা 'ন মো তব ধীতায় অথো'তি অবহ্বা, 'ব্রাহ্মণ,
একং তে কারণং কথেস্সামি, স্দুণিস্সসী'তি বহ্বা 'কথোহি,
ভো সমগ, স্দুণিস্সামী'তি বুদ্ধো অভিনিক্খম্নতো পট্টায়
অতীতং আহরিত্বা দস্সেস্সি ।

তদ্রায়ং সংক্ষেপকথা—মহাসত্তো রজ্জসিরিং পহার কণ্টকং
আরদ্বয়্হ ছন্নসহায়ো অভিনিক্খম্নতো নগরদ্বারে ঠিতেন
মারেন 'সিদ্ধথ, নিবত্ত, ইতো তে সত্তমে দিবসে চক্করতনং

*

*

*

তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে (ব্রাহ্মণীকে) 'ওহে, তুমি বক্‌বক্‌ না করিয়া
চূপচাপ আমার সঙ্গে আইস' বলিয়া যাইতে যাইতে শাস্ত্রাকে দেখিয়া 'ঐ
ত উনি' বলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া
বলিলেন—'শ্রমণ, আমি তোমার হস্তে আমার কন্যাকে সম্প্রদান করিব ।'
শাস্ত্রা 'আপনার কন্যার আমার প্রয়োজন নাই' এই কথা না বলিয়া বলিলেন—
'হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে কিছু বলিতে চাই, শুনিবেন কি ?' 'হে শ্রমণ,
বলুন, আমি শুনিব' এই কথা বলিলে শাস্ত্রা তাঁহার অভিনিষ্ক্ৰমণ
(=গৃহত্যাগ) হইতে আরম্ভ করিয়া অতীতের সমস্ত ঘটনা বিবৃত
করিলেন ।

ইহাই তাহার সংক্ষেপকথা—মহাসত্ত (বুদ্ধ) রাজ্যশ্রী ত্যাগ করিয়া
কণ্টক অশ্বে আরোহণ করিয়া ছন্ন সারথিকে সঙ্গে লইয়া অভিনিষ্ক্ৰমণকালে
নগরদ্বারে স্থিত মার বলিয়াছিল—'সিদ্ধার্থ, ফিরিয়া যাও । অদ্য হইতে
সপ্তম দিবসে চক্করত্ন তোমার নিকট প্রাদুর্ভূত হইবে (অর্থাৎ রাজচক্রবর্তী
হইবে)' ।

পাতুভবিস্সতী'তি বদন্তে, 'অহমেতং, মার, জানামি, ন মে তেনথো'তি আহ। 'অথ কিমথায় নিক্খমসী'তি ?

'সম্বৎসরতৎসংসারায়'তি। 'তেন হি সচ্চৈতন্যে পট্টায় কামবিতক্কাদীনং একম্পি বিতক্কং বিতক্কৈসসি, জানিস্সামি তে কতম্ব'ন্তি আহ। সো ততো পট্টায় ওতারাপেক্খো সত্ত বস্সানি মহাসত্তং অনুবন্ধি।

সথাপি ছব্বস্সানি দুরুরকারিকং চরিত্তা পচুত্তপ্পুরিসকারং নিস্সায় বোধিমূলে সম্বৎসরতৎসংসারং পটিবিজ্জিত্তা বিমুত্তিসুদ্ধং পটিসংবেদয়মানো পণ্ডমসত্তাহে অজপাল-নিগ্রোধমূলে নিসীদি। তস্মিং সময়ে মারো 'অহং এত্তকং কালং অনুবন্ধিত্তা ওতারাপেক্খোপি ইমস্স কিণ্ড খলিতং নান্দসং, অতিক্কন্তো ইদানি এস মম বিসয়'ন্তি দোমনস-প্পত্তো মহামণ্ণে নিসীদি। অথস্স তণ্হা অরতী রগাগাতি

৬

*

*

*

'হে মার, আমি তাহা জানি। আমার ইহার প্রয়োজন নাই।'

'তাহা হইলে কি জন্য বাহির হইয়াছে ?'

'সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্য।'

'তাহা হইলে যদি অদ্য হইতে কামবিতর্কাদির মধ্যে কোন একটিকে তোমার মনে স্থান দাও, তাহা হইলে আমি ষথাকর্তব্য করিব'। সেইদিন হইতে সাত বৎসর যাবত মার মহাসত্ত্বকে অনুসরণ করিয়াছিল।

শাস্তাও ছয়বৎসর দুরুরচর্যা করিয়া স্বকীয় পুরুরকারের প্রভাবে বোধিমূলে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করিয়া বিমুত্তিসুদ্ধ উপভোগ করিতে করিতে পণ্ডম সত্তাহে অজপালনিগ্রোধমূলে উপবেশন করিলেন। সেই সময় মার— 'আমি এতকাল যাবত (সিদ্ধার্থকে) অনুসরণ করিয়া সূর্যোদয়ের স্থানে থাকিয়া ইহার কিঞ্চিৎ মাত্র দোষ দেখি নাই। এখন সে আমার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে' এই বলিয়া মনের দুঃখে মহাপথে বসিয়া পড়িল।

ইমা তিস্সো ধীতরো ‘পিতা নো ন পঞ্ণায়তি । কহং
নু খো এতরহীতি ওলোকয়মানা তং তথা নিসিন্নং দিম্বা
উপসংকমিত্বা ‘কস্মা, তাত, দূক্খী দম্মনোসী’তি
পদচ্ছিৎসু । সো তাসং তমথং আরোচেসি । অথ নং তা
আহংসু—‘তাত, মা চিন্তয়ি, ময়ং তং অন্তনো বসে কস্সা
আনেস্সামা’তি । ‘ন সন্না অস্সা, এস কেনচি বসে
কাতু’ন্তি । ‘তাত, ময়ং ইচ্ছিয়ো নাম, ইদানেব নং রাগ-
পাসাদীহি বন্ধিত্বা আনেস্সাম, তুম্হে মা চিন্তয়িত্বা’তি
সথারং উপসংকমিত্বা ‘পাদে তে, সমণ, পরিচারেমা’তি
আহংসু । সথা নেব তাসং বচনং মনসাকাসি, ন অক্খীনী
উস্সীলেত্বা ওলোকেসি ।

পুন মারধীতরো ‘উচ্চাবচা খো পুরিসানং অধিম্পায়া,

•

•

•

তখন তাহার তৃষ্ণা, অরতী ও রগাগা নায়নী কন্যা ‘আমাদের পিতাকে দেখা
বাইতেছে না, তিনি এখন কোথায়’ চারিদিকে অবলোকন করিতে করিতে
দেখিল যে তাহাদের পিতা ঐভাবে দুর্মনা হইয়া বসিয়া আছে । তাহার
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘পিতঃ, আপনি এত দুঃখী এবং
দুর্মনা কেন ?’ মার তাহাদের সমস্ত বদন্তান্ত জানাইল । তখন তাহারা
তাহাকে বলিল—‘পিতঃ, চিন্তা করিবেন না, আমরা তাঁহাকে (= বুদ্ধকে)
নিজেদের বশে আনয়ন করিব ।’

‘মা, কেহই তাঁহাকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইবে না ।’ ‘পিতঃ, আমরা
নারী, এখনই তাঁহাকে রাগপাশে বন্ধন করিয়া আনিব । আপনি চিন্তা
করিবেন না ।’—তাহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—‘হে শ্রমণ,
আমরা আপনার পাদপরিচারিকা হইতে উৎসুক ।’ শাস্তা তাহাদের কথায়
কর্ণপাত করিলেন না । তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না ।

পুনরায় মারকন্যাগণ (পরস্পর বলিতে লাগিল)—‘পুরুষদের রূঢ়ি

কেসরিণ্ড কুমারিকাসদ্ পেয়ং হোতি, কেসরিণ্ড পঠমবয়ে
ঠিতাসদ্, কেসরিণ্ড মণ্ডিমবয়ে ঠিতাসদ্, কেসরিণ্ড পচ্ছিমবয়ে
ঠিতাসদ্, নানম্পকারেহি তং পলোভেস্সামা'তি একেকা
কুমারিকবল্লাদিবসেন সতং সতং অন্তভাবে অভির্নিম্মিনিহা
কুমারিয়ো, অবিজাতা, সাকিং বিজাতা, দুবিজাতা,
মণ্ডিমমিখিয়ো, মহল্লকিখিয়ো চ হুত্বা ছক্খত্তুং ভগবন্তং
উপসঙ্কমিহা 'পাদে তে, সমণ, পরিচারেমা'তি আহংসদ্ ।
তম্পি ভগবা ন মনসাকাসি যথা তং অনন্তুরে
উপধিসংখয়ে বিমুত্তোতি । অথ সখা এত্তকেনপি তা
অনুগচ্ছন্তিয়ো 'অপেথ, কিং দিম্বা এবং বায়মথ, এবরুপং
নাম বীতরাগানং পুরতো কাতুং ন বট্টিতি । তথাগতস্স

•

•

•

বিভিন্ন, কাহারও কাহারও কুমারীদের প্রতি প্রেম হয়, কাহারও কাহারও বা
প্রথম বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রতি প্রেম হয়, কাহারও কাহারও বা মধ্যমবয়স্কাদের প্রতি
প্রেম হয়, কাহারও কাহারও বা শেষবয়সপ্রাপ্তদের প্রতি প্রেম হয় । অতএব
আমরা নানাভাবে তাঁহাকে প্রলোভিত করিব । এই বলিয়া তাহারা একের
পর একে কুমারী বর্ণাদিবশে শত শত স্ত্রীরূপ নির্মাণ করিয়া কেহ কেহ
কুমারী, কেহ কেহ অবিজাতা (অর্থাৎ এখনও সন্তানের জন্ম দেয় নাই), কেহ
কেহ বা একবারমাত্র জন্ম দিয়াছে, কেহ কেহ বা দুইবার জন্ম দিয়াছে, কেহ
কেহ বা মধ্যমবয়স্কা এবং কেহ কেহ বা বৃদ্ধার বেশে ছয়বার ভগবানের নিকট
উপস্থিত হইয়া বলিল—‘হে শ্রমণ, আমরা আপনাব পাদপরিচারিকা হইতে
চাহি ।’ ভগবান তাহাদের কথায় কণপাত করিলেন না, কারণ অনন্তুর
উপধিক্ষয়ের দ্বারা তিনি বিমুক্ত । এতৎসত্ত্বেও তাহারা শাস্তার অনুগমন
করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন—‘দূর হও, কি দেখিয়া তোমরা এত পরিশ্রম
করিতেছ ? যাহারা বীতরাগ হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে এইরূপ আচরণ

পন রাগাদয়ো পহীনা । কেন তং কারণেন অন্তনো বসং
নেস্সথা'তি বহ্ম ইমা গাথা অভাসি—

‘যস্স জিতং নাবজীয়তি,
জিতং যস্স নোষাতি কোচি লোকে ।
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং
অপদং কেন পদেন নেস্সথ । ১৭৯ ।

‘যস্স জালিনী বিসত্তিকা,
তণ্হা নথি কুহিণ্ড নেতবে ।
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং,
অপদং কেন পদেন নেস্সথা'তি । ১৮০ ।

তথ ‘যস্স জিতং নাবজীয়তী’তি যস্স সম্মাসম্বুদ্ধস্স তেন
তেন মণ্ণেন জিতং রাগাদিকিলেসজাতং পদন অসমুদা-

*

*

*

নিরর্থক । তথাগতের রাগাদি প্রহীন হইয়াছে । কেন তাহাকে তোমাদের
বশীভূত করিতে চাহিতেছ ?’ বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘যাঁহার বিজয় পরাজয়ে পর্যাবসিত হয় না, যাঁহার দ্বারা জিত কোন ক্লেশ
(পাপ) জগতে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করে না, সেই অনন্তগোচর সর্বজ্ঞ,
অপদ (যাঁহার রাগাদিক্লেশসমূহের কোন পদ বর্তমান নাই) বুদ্ধকে কোন
পথে লইয়া যাইবে ?’—ধম্মপদ, শ্লোক ১৭৯ ।

‘যাঁহার জালবতী (অর্থাৎ বন্ধনকারিণী) এবং বিষয়ান্ধকা তৃষ্ণা তাঁহাকে
কোথাও লইয়া যাইতে পারে না, সেই অনন্তগোচর সর্বজ্ঞ, রাগাদি পদহীন
বুদ্ধকে কোন পথে লইয়া যাইবে ?’—ধম্মপদ, শ্লোক ১৮০ ।

অন্বয় : ‘যাঁহার বিজয় পরাজয়ে হয় না’ অর্থাৎ যেই সম্যক্সম্বুদ্ধের
বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা জিত রাগাদিক্লেশ পদনরায় উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে

চরণতো নাবজীয়তি, দৃষ্টিজিতং নাম ন হোতি ।
 ‘নোষাতী’তি ন উষ্যতি, যস্য জিতং কিলেসজাতং
 রাগাদীসু কোচি একো কিলেসোর্পি লোকে পচ্ছতো বস্তী
 নাম ন হোতি, নানুবন্ধতীতি অথো । ‘অনন্তগোচর’ন্তি
 অনন্তারম্মণস্য সৰ্ব্বঞ্ৎঞ্ৎতঞ্ৎঞ্ৎগণস্য বসেন অপরিয়ন্তং
 গোচরং । ‘কেন পদেনা’তি যস্য হি রাগপদাদীসু এক-
 পদম্পি অথি, তং তুম্হে তেন পদেন নৈস্সথ । বুদ্ধস্য
 পন একপদম্পি নথি, তং অপদং বুদ্ধং তুম্হে কেন পদেন
 নৈস্সথ ।

দ্বিতীয়গাথায় তৎহা নামেসা সংসিদ্ধিতপরিরোনম্মনট্টেন
 জালম্সা অথীতিপি জালকারিকার্তিপি জালপম্মার্তিপি
 ‘জালিনী’ । রূপাদীসু আরম্মণেসু বিসত্ততায় বিসত্তমনতায়
 বিসাহরতায় বিসপদ্প্ফতায় বিসফলতায় বিসপরিভোগতায়

*

*

*

পরাজিত করে না, যাঁহার জয় দুর্জিত হয় না । ‘পশ্চাদনুসরণ করে
 না’ । যাঁহার ক্লেশরাশি (সম্পূর্ণরূপে) বিজিত, রাগাদি কোন একটি
 ক্লেশও জগতে তার পশ্চাদ্গমন করে না, অনুসরণ করে না । ‘অনন্ত-
 গোচর’ অনন্ত আলম্বনসম্পন্ন, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানবশে অনন্তগোচর । ‘কোন
 পদের দ্বারা’ যাহার রাগাদিপদসমূহের মধ্যে একটিও বর্তমান আছে, তাহাকে
 তোমরা সেই পদে লইয়া যাও । বুদ্ধের তাদৃশ একটি পদও বর্তমান নাই ।
 সেই অপদ বুদ্ধকে তোমরা কোন পথে চালিত করিবে ? (সেই নিষ্কলঙ্ক
 বুদ্ধকে) তোমরা কিভাবে প্রলুপ্ত করিবে ?

দ্বিতীয় গাথায় তৎহাকে ‘জালিনী’ বলা হইয়াছে । জড়াতে পারে, বন্ধন
 করিতে পারে এইরকম জাল ইহার আছে বলিয়া ‘জালিনী’, জালকারি অর্থেও
 ‘জালিনী’ এবং জালের উপমাযুক্ত বলিয়াও ‘জালিনী’ । তৎহাকে ‘বিষাঘিকা’
 বলা হইয়াছে । রূপাদি আলম্বনসমূহে বিষাক্ততা, বিষাক্তমনতা, বিষাহরতা,

‘বিসত্তিকা’। সা এবরুপা তণ্হা ‘ষম্স কুহিণ্ণ’ ভবে
‘নেতুং’ নথি, তং তুম্হে অপদং বুদ্ধং কেন পদেন
নেস্সথা’তি অথো।

দেসনাবসানে বহুদনং দেবতানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি।
মারধীতরোপি তথেব অন্তরধায়িৎসু।

সথা ইমং ধম্মদেসনং আহরিয়া, ‘মাগন্দিয়, অহং পদুস্বে
ইমা তিস্সো মারধীতরো অন্দসং সেম্হাদীহি অপলি-
বুদ্ধেন সুবল্লক্খন্দসদিসেন অন্তভাবেন সমন্নাগতা তদাপি
মেথুনস্মিং ছন্দো নাহোসিষেব। তব ধীতু সরীরং দ্বিত্তং-
সাকারকুণপপরিপরুং বহিবিচিত্তো বিয় অসুচিঘটো।
সচে হি মম পাদো অসুচিমক্খিতো ভবেয়া, অয়ণ্ড উম্মারট-
ঠানে তিট্ঠেয়া, তথাপিঙ্গা সরীরে অহং পাদে ন
ফুসেয়া’ন্তি বহা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

বিষপদুপতা, বিষফলতা এবং বিষপরিভোগতার জন্য ‘বিষাঙ্ঘিকা’। এইরূপ
তৃষ্ণা যাঁহাকে ভবে কোথাও লইয়া যাইতে পারে না, সেই অপদ বুদ্ধকে তোমরা
কোন পথে লইয়া যাইবে ?

দেশনাবসানে বহু দেবগণের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল। মারকন্যাগণও
সেই স্থানেই অস্তর্ধান করিল।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—‘মাগন্দিয়, যখন পূর্বে এই
তিন মারকন্যাকে দেখিয়াছিলাম ষাহারা শ্লেষ্মাদির দ্বারা অক্লিষ্ট এবং সুবর্ণ-
বর্ণের দেহসম্পন্না। তখনও তাহাদের প্রতি আমার কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় নাই।
তোমার কন্যার শরীর দ্বাগ্রিংশাকারের দ্বারা পরিপূর্ণ কুণপসদৃশ এবং
বহির্ভাগে চিত্রিত অশুচিঘটসদৃশ। যদি আমার পা অশুচিঘ্নাক্রিত হয় এবং
তোমার কন্যা সোপানশ্রেণীতে শয়ন করিয়া থাকে, তথাপি আমি তাহাকে
পায়ের দ্বারাও স্পর্শ করিব না।’ এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

“দিস্বান তগ্হং অরতিং রগণ,
 নাহোসি ছন্দো অপি মেথদুন্স্মিং ।
 কিমেবিদং মদন্তকরীসপদুন্নং,
 পাদাপি নং সমফদুসিতুং ন ইচ্ছে’তি ॥

দেশনাবসানে উভোপি জয়ম্পতিকা অনাগামিফলে পতিট্ট-
 হিংসদতি ।

। মারধীতরবথু পঠমং ।

*

*

*

‘তৃষ্ণা, অরতি ও রগাকে* দেখিয়া তাঁহার একটুও কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয়
 নাই । মদ্রপদুরীষপদুর্গ ইহা কি পদার্থ ? আমি পায়ের দ্বারাও ইহাকে
 স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না ।’ [স্দন্তনিপাত, গাথা ৮৩৫]

দেশনাবসানে উভয় দম্পতী অনাগামিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

। মারকন্যাগণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

* অন্যত্র : রতিকে ।

দেবোরোহণবন্ধু । ২

‘যে ঝানপস্নতা ধীরা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা সঙ্কস্স-
নগরদ্বারে বহু দেবমনুস্সে আরব্ভ কথেসি । দেসনা পন
রাজগহে সমুট্ঠিতা ।

একস্মিৎসহ সময়ে রাজগহসেট্ঠি পরিস্সয়মোচনথণ্ণেব
পমাদেন গলিতানং আভরণাদীনং রক্খণথণ্ণ জালকরুডকং
পরিব্ধাপাপেহা গঙ্গায় উদককীলং কীলি । অথেকো
রক্তচন্দনরুক্খো গঙ্গায় উপরিতীরে জাতো গঙ্গোদকেন
ধোতমূলো পতিত্বা তথ তথ পাসাণেসু সংভজ্জমানো
বিস্পিকরি । ততো একা ঘটপমাণা ঘটিকা পাসাণেহি
ঘণ্টিয়মানা উদকউমীহি পোথিয়মানা মট্ঠা হুত্বা অন-
পদুস্সেন বায়্হমানা সেবালপরিয়োদক্কা আগম্বা তস্স জালে

দেবোরোহণের উপাখ্যান । ২ ।

‘যে সকল পণ্ডিত সতত ধ্যানপরায়ণ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা সাংকাস্য
নগরদ্বারে বহু দেবমনুষ্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।
দেশনার উৎপত্তি রাজগৃহেই হইয়াছিল ।

একসময় রাজগৃহশ্রেষ্ঠি গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতে গিয়াছিলেন । যাহাতে
স্বয়ং জলে ভাসিয়া না যান এবং প্রমাদবশতঃ দেহ হইতে স্থলিত আভরণাদি
জলে ভাসিয়া না যায়, সেইজন্য তিনি একটি জালকরুডক জলে ফেলিয়া
তাহার অভ্যন্তরেই জলক্রীড়া করিতেন । গঙ্গার উপরিতীরে একটি রক্ত-
চন্দনের গাছ ছিল । এক সময় গঙ্গার জলে ধোতমূল হইয়া গাছটি ভূপতিত
হয় এবং (গঙ্গার জলে ভাসিতে ভাসিতে) বিভিন্ন প্রস্তরখণ্ডের ঘাত-
প্রতিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় । ঐ গাছেরই একটি কলসী-প্রমাণের গর্দভি
পাষাণে ঘষা খাইতে খাইতে এবং জলের ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে মসৃণ

লম্পি : সেট্টি 'কিমেন্ট'ন্ত বহা 'বৃক্ষখটিকা'ন্ত স্ফা
 তং আহ্বায়েহা 'কিং নামেত'ন্ত উপহারগং বাসিকলেন
 তচ্ছাপেসি। তাবদেব অলন্তকবহ্নং রন্তচন্দনং পঞ্চেত্রায়ি।
 সেট্টি পন নেব সম্মাদিট্টি ন মিচ্ছাদিট্টি, মন্ত্যন্ত-
 ধাতুকো। সো চিস্তেসি—'ময়ং গেহে রন্তচন্দনং বহ্ন,
 কিং ন্দ থো ইমিনা করিস্সামী'তি। অথস্স এত্তদহোসি—
 'ইমস্মিং লোকে 'ময়ং অরহন্তো ময়ং অরহন্তো'তি বন্তারো
 বহ্ন, অহং একং অরহন্তম্পি ন পস্সামি। গেহে ভমং
 যোজেহা পন্তং লিখাপেহা সিক্কায ঠপেহা বেল্পপরম্পরায়
 সট্টিহথমন্তে আকাসে ওলম্বাপেহা 'সচে অরহা অথি
 ইমং আকাসেনাগন্তা গণ্হাত্'তি বক্খামি। যো তং
 গহেস্সতি, তং সপদন্তদারং সরণং গমিস্সামী'তি।

*

*

*

হইয়া ক্রমশঃ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া শৈবালাচ্ছন্ন অবস্থায় ঐ শ্রেষ্ঠির জালে
 আসিয়া লাগিল। শ্রেষ্ঠি 'ইহা কি' জিজ্ঞাসা করিয়া 'বৃক্ষখটিকা' বলিয়া
 জানিয়া তাহার নিকট আনাইলেন এবং 'বস্ত্রটি কি' জানিবার জন্য ক্ষুরের
 অগ্রভাগ দ্বারা ঈষৎ ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে ইহা অলন্তকবর্ণের
 রন্তচন্দন। শ্রেষ্ঠি সম্যগ্‌দৃষ্টিসম্পন্নও নহেন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নও নহেন,
 তিনি নিরপেক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি চিন্তা করিলেন—'আমার গৃহে অনেক
 রন্তচন্দন আছে। ইহা লইয়া আমি কি করিব?' আবার ভাবিলেন—'এই
 জগতে 'আমরা অহং, আমরা অহং' বলিয়া অনেকে জাহির করিয়া থাকেন,
 কিন্তু আমি তাদৃশ একজনকেও জানি না। (আমি পরীক্ষা করিয়া
 জানিব)। আমার গৃহের সহিত একটি ঘর্নিচক্র যুক্ত করিয়া তাহাতে
 চন্দনপাত্রটি শিকায় ঝুলাইয়া দিব। অপরদিকে বাঁশের সঙ্গে বাঁশ বাঁধিয়া
 ষাট্‌হাত উচ্চতায় ঐ শিকার রন্তজু বাঁশের সঙ্গে বাঁধিয়া দিব। পাত্রটি শূন্য
 অনবরত আবর্তিত হইবে। আমি তখন ঘোষণা করিব—'যদি কোন অহং
 থাকেন, তাহা হইলে আকাশপথে আসিয়া এই পাত্র গ্রহণ করুন। যদি কেহ
 গ্রহণ করিতে পারেন আমি স্ত্রীশূদ্রসহ তাহার শরণাগত হইব।' তিনি

সো চিস্তিতনিয়ামেনেব পত্তং লিখাপেত্বা বেল্পপরম্পরায়
উস্সাপেত্বা ‘যো ইমস্মিৎ লোকে অরহা, সো আকাসেনাগন্ত্বা
ইমং পত্তং গণ্হাতু’তি আহ ।

ছ সথারো ‘অম্হাকং এস অনুচ্ছবিকো, অম্হাকমেব নং
দেহী’তি বদিংসু । সো ‘আকাসেনাগন্ত্বা গণ্হত্বা’তি
আহ । অথ ছট্ঠে দিবসে নিগণ্ঠো নাটপদন্তো অস্তে-
বাসিকে পেসেসিস—‘গচ্ছথ, সেট্ঠিৎ এবং বদেথ—
‘অম্হাকং আচরিয়স্সেব অনুচ্ছবিকোয়ং, মা অস্পমত্তকস্স
কারণা আকাসেনাগমনং করি, দেহি কির মে তং পত্তং’তি ।
তে গন্ত্বা সেট্ঠিৎ তথা বদিংসু । সেট্ঠি ‘আকাসেনাগন্ত্বা
গণ্হিতুং সমথোব গণ্হাতু’তি আহ । নাটপদন্তো সয়ং
গন্তুকামো অস্তেবাসিকানং সঞ্ঞং অদাসি—‘অহং একং
হথণ্ড পাদণ্ড উক্খাপিত্বা উপ্পতিতুকামো বিয় ভবিম্সামি,

*

*

*

তাহার চিন্তা অনুসারে সব ব্যবস্থা করিয়া ঘূর্ণায়মান পাত্রটিকে বেগপরম্পরায়
ঘাটহাত উচ্চতায় উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—‘এই জগতে যদি কোন অহং
থাকেন, তিনি আকাশপথে আসিয়া এই পাত্র গ্রহণ করুন ।’

ছয়জন ধর্ম্গরু* বলিলেন—‘ইহা আমাদেরই উপযুক্ত । ইহা আমাদেরই
প্রদান করুন ।’ শ্রেষ্ঠি বলিলেন—‘আকাশপথে আসিয়া গ্রহণ করুন ।’
ষষ্ঠ দিবসে নিগণ্ঠনাতপদন্ত শিষ্যদের পাঠাইলেন—‘যাও, এইরূপ বল
‘আমাদের আচার্যেরই ইহা উপযুক্ত । সামান্য ব্যাপারের জন্য আকাশে
গমন করাইও না । ঐ পাত্র আমাকে দিন ।’ তাহারা যাইয়া শ্রেষ্ঠিকে
বলিল । শ্রেষ্ঠি বলিলেন—‘আকাশপথে আসিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ
হইলে গ্রহণ করুন ।’ নাতপদন্ত স্বয়ং যাইতে ইচ্ছুক হইয়া শিষ্যদের
সংকেত দিলেন—‘আমি একটি হাত এবং একটি পা উপরে তুলিয়া উর্ধ্বদিকে

* পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিতকেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন,
সজ্জ বেলট্ঠিপদন্ত এবং নিগণ্ঠ নাতপদন্ত ।

তুমহে মং ‘আচারিয়, কিং করোথ, দারদুময়পত্তস্স কারণা পটিচ্ছন্নং অরহত্তগদুণং মহাজনস্স মা দস্সয়িথাতি’ বহা মং হথেস্দু চ পাদেস্দু চ গহেহা আকড্‌টন্তা ভূমিয়ং পাতেয়্যা-থা”তি। সো তথ গন্হা সেট্‌ঠিং আহ—‘মহাসেট্‌ঠি, ময়্‌হং অয়ং পত্তো অনদুচ্ছবিকো, অঞ্‌ঞেসং নানদুচ্ছবিকো, মা তে অস্পমত্তকস্স কারণা মম আকাসে উস্পতনং রুচ্ছি, দেহি মে পত্ত’ন্তি। ‘ভস্সে আকাসে উস্পতিত্‌তাব গণ্‌হ-থা”তি। ততো নাটপদত্তো—‘তেন হি অপেথ অপেথা”তি অস্তুেবাসিকে অপনেহা ‘আকাসে উস্পতিত্‌তাসামী”তি একং হথণ্ড পাদণ্ড উক্‌খিপি। অথ নং অস্তুেবাসিকা,—‘আচারিয়, কিং নামেতং করোথ, ছবস্স লামকস্স দারদুময়-পত্তস্স কারণা পটিচ্ছন্নগদুণেন মহাজনস্স দস্সিতেন কো অথো”তি তং হথপাদেস্দু গহেহা আকড্‌টিহা ভূমিয়ং

লক্ষ্যপ্রদানের ভান করিব। তোমরা তখন বলিলেন—‘আচার্য কি করিতেছেন? সামান্য একটি দারদুময় পাত্রের জন্য নিজের গদুপ্ত অহংবিদ্যা জনসাধারণের সম্মুখে প্রকট করিবেন?’—এই কথা বলিয়া আমার হাত এবং পা টানিয়া ধরিয়া আমাকে ভূপাতিত করিবে।’ তিনি স্বয়ং যাইয়া শ্রেষ্ঠিকে বলিলেন—‘মহাপ্রার্থী, এই পাত্র আমারই উপযুক্ত, অন্য কেহ উপযুক্ত নহে। এই সামান্য কারণে শূন্যে লক্ষ্যপ্রদান করার জন্য আমাকে বলিবেন না। পাত্রটি আমাকেই দিন।’ ‘ভস্সে, শূন্যে উঠিয়াই গ্রহণ করুন।’ তখন নাতপদত্ত ‘তোমরা সরিয়া যাও, সরিয়া যাও’ বলিয়া শিষ্যদের দ্বারে সরাইয়া ‘আমি শূন্যে লক্ষ্যপ্রদান করিব’ বলিয়া একটি হাত ও একটি পা উপরের দিকে তুলিলেন। তখন শিষ্যরা তাঁহাকে বলিলেন—‘আচার্য, আপনি কি করিতেছেন। সামান্য একটি তুচ্ছ দারদুময় পাত্রের জন্য আপনার গদুপ্তবিদ্যা সাধারণের নিকট প্রকট করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি?’—এই বলিয়া তাঁহার হাত-পা টানিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন। তিনি তখন শ্রেষ্ঠিকে

পাত্তেসং । সো সেট্টিং আহ—ইমে, মহাসেট্টিং, উম্পতিতুং ন দেস্তি, দেহি মে পত্তিস্তি । ‘উম্পতিত্বা গণ্হং, ভস্তে’তি । এবং তিথিস্থা হু দিবসানি বার্মিম্বাপি তং পত্তং ন লভিস্দ্বেব ।

সপ্তমে দিবসে আয়স্মতো মহামোঙ্গল্যানস চ আয়স্মতো পিন্ডোলভারদ্বাজস চ ‘রাজগহে পিন্ডায় চরিস্সামা’তি পন্থা একস্মিৎ পিট্ঠিপাসাণে ঠত্বা চীবরং পারদপনকালে ধৃত্বা কথং সমুট্ঠাপেসং— “অম্ভো পূর্বে হু সথারো লোকে ‘মরং অরহন্তম্হা’তি বিচারিসং । রাজগহসেট্ঠিনো পন অজ্জ সত্তমো দিবসো পত্তং উম্পাপেত্বা ‘সচে অরহা অসি । আকাসেনাগন্ত্বা গণ্হাতু’তি বদন্তস্স, একোপি ‘অহং অরহা’তি আকাসে উম্পতন্তো নথি । অজ্জ নো লোকে অরহন্তান নথিভাবো এত্তো’তি । তং কথং সূত্বা

*

*

*

বলিলেন—‘ইহারা আমাকে উড়িতে দিতেছে না, আপনি পাত্তা আমাকে দিন ।’ ‘ভস্তু, শূন্যে উঠিয়া গ্রহণ করুন ।’—এইভাবে তীর্থিকগণ ছয়দিন যাবত অনেক কসরত করিয়াও পাত্তাটি লাভ করিলেন না ।

সপ্তম দিবসে আয়স্মান মহামোদগল্যানন এবং আয়স্মান পিন্ডোলভারদ্বাজ ‘রাজগহে পিন্ডপাতের জন্য’ বাইব বলিয়া একটি পাথরের চাতালের উপর দাঁড়াইয়া বহির্বাসচীবর পরিধানকালে ধৃত্বা কথ্য উঠাইল—‘ওহে, পূর্বে ছয়জন ধর্মগুরু, ‘আমরা অহং’ বলিয়া বিচরণ করিতেছিলেন । অদ্য সপ্ত দিবস যাবত রাজগহশ্রেষ্ঠ পাত্ত উপরে ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিয়া আসিতেছেন—‘যদি কোন অহং থাকেন, তাহা হইলে শূন্যমার্গে বাইয়া এই পাত্ত গ্রহণ করুন ।’ কিন্তু উক্ত অহংগণের (অর্থাৎ যে ছয়জন তীর্থিক এতাবৎকাল নিজেদের অহং বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন) কেহই আকাশ-মার্গে বাইতে সক্ষম হইলেন না । অদ্যই জানিলাম যে জগতে অহং নাই ।’

আয়ুস্মা মহামোঙ্গল্যানো আয়ুস্মন্ত পিণ্ডালভারদ্বাজং
 আহ—‘সদুতং তে, আবদুসো ভারদ্বাজ, ইমেসং বচনং, ইমে
 বুদ্ধস্স সাসনং পরিগ্গহন্তা বিয় বদন্তি । ত্বং মহিহিক্কিকো
 মহানুভাবো, গচ্ছ তং পত্তং আকাসেন গন্ত্বা গণ্হাহী’তি ।
 ‘আবদুসো মহামোঙ্গল্যান, ত্বং ইহিক্কিমন্তানং অণ্ণো, ত্বং এতং
 গণ্হাহি, তয়ি পন অগ্গগ্হন্তে অহং গণ্হিস্সামী’তি ।
 ‘গণ্হাবদুসো’তি বদন্তে আয়ুস্মা পিণ্ডালভারদ্বাজো
 অভিঞ্ঞাপাদকং চতুখম্মানং সমাপজ্জিত্বা উট্ঠায়
 তিগাবদুতং পিট্ঠিপাসাণং পাদন্তেন পটিচ্ছাদেন্তো
 তুলপিচু বিয় আকাসে উট্ঠাপেত্বা রাজগহনগরস্স উপরি
 সত্তক্খত্তুং অনুপরিষায়ি । সো তিগাবদুতপমাণস্স
 নগরস্স পিধানং বিয় পঞ্ঞায়ি । নগরবাসিনো—
 ‘পাসাণো নো অবর্থরিত্বা গণ্হাতী’তি ভীতা স্দুপ্পাদীনি

*

*

*

এই কথা শুনিয়া আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়ন আয়ুস্মান পিণ্ডালভারদ্বাজকে
 বলিলেন—‘আবদুসো ভারদ্বাজ, তুমি কি ইহাদের কথা শুনিয়াছ ? ইহারা
 যেন বুদ্ধশাসনকে হয় প্রতিপন্ন করিতেছে । তুমি মহাঋক্ষিমান এবং মহা-
 প্রভাবসম্পন্ন । তুমি আকাশপথে যাইয়া ঐ পাত্র গ্রহণ কর ।’

‘আবদুসো মহামৌদগল্যায়ন, আপনি ঋক্ষিমানদের মধ্যে অগ্রস্থানীয় ।
 আপনিই ঐ পাত্রগ্রহণ করুন । আপনি গ্রহণ না করিলে আমি গ্রহণ করিব ।’

‘আবদুসো তুমিই গ্রহণ কর’—এই কথা বলিলে আয়ুস্মান পিণ্ডাল-
 ভারদ্বাজ অভিজ্ঞাপাদক চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করিয়া, তথা হইতে উঠিয়া
 আসিয়া ত্রিষোজন বিস্তৃত একটি পাষাণের চাতালকে পায়ের অন্তভাগের দ্বারা
 আচ্ছাদিত করিয়া (স্বয়ং তাহাতে অবস্থান করিয়া) তুলার ন্যায় আকাশে
 উঠাইয়া রাজগৃহ নগরের উপরে (শূন্যে) সাতবার প্রদিক্ষণ করিলেন । ইহাকে
 ত্রিষোজন বিস্তৃত রাজগৃহ নগরের আচ্ছাদন বলিয়া মনে হইতেছিল । নগর-
 বাসিগণ ‘এই পাষাণ আমাদের উপর পতিত হইবে’ এই ভয়ে ভীত হইয়া

মথকে কহা তথ তথ নিলীয়িংসু । সন্তমে বারে থেরো
 পিট্ঠিপাসাণং ভিন্দিহা অন্তানং দস্বেসিসি । মহাজনো
 থেরং দিম্বা—‘ভন্তে পিন্‌ডালভারদ্বাজ, তব পাসাণং দল্‌হং
 কহা গণ্‌হ, মা নো সম্বে নাসয়ী’তি । থেরো পাসাণং
 পাদন্তেন থিপিত্তা বিস্সজ্জেসিসি । সো গন্‌হা যথাঠানেষেব
 পতিট্ঠাসি । থেরো সেট্ঠিস্স গেহমথকে অট্ঠাসি ।
 তং দিম্বা সেট্ঠি উরেন নিপীজ্জহা—‘ওতরথ সামী’তি
 বহা আকাসতো ওতিল্পং থেরং নিসীদাপেহা পত্তং ওতারু-
 পেহা চতুমধুরপদ্প্পং কহা থেরস্স অদাসি । থেরো পত্তং
 গহেহা বিহারাভিমুখো পায়াসি । অথস্স যে অরঞ্ঞ-
 গতা বা সুঞ্ঞাগারগতা বা তং পাটিহারিয়ং নান্দসংসু
 তে সন্নিপতিহা—‘ভন্তে, অম্‌হাকম্পি পাটিহারিয়ং
 দস্বেসহী’তি থেরং অনুবন্দিংসু । সো তেসং তেসং পাটি-
 হারিয়ং দস্বেহা বিহারং অগমাসি ।

*

*

*

ধামা-কুলা প্রভৃতি মাথায় দিয়া যে যৌদিকে পারিল লুকাইয়া পড়িল । সপ্তম-
 বার স্থবির পাষান-চাতালকে বিদীর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন । জনগণ
 স্থবিরকে দেখিয়া বলিল—‘ভন্তে পিন্‌ডালভারদ্বাজ, আপনার পাষণটিকে শস্ত
 করিয়া ধরিয়া থাকুন, তাহা না হইলে আমাদের সকলকে নাশ করিবে ।’
 স্থবির পায়ের অগ্রভাগের দ্বারা পাষণটিকে নিক্ষেপ করিলেন । ইহা নিজের
 জায়গায় গিয়া পড়িল । স্থবির শ্রেষ্ঠির গৃহের চুড়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন ।
 তাঁহাকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠি উপদ্রু হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া বলিলেন—‘প্রভু,
 অবতরণ করুন’ এবং আকাশ হইতে অবতীর্ণ স্থবিরকে বসাইয়া তাঁহার পাশ্র্বে
 লইয়া চারিপ্রকার মধুরদ্রব্যের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া স্থবিরকে প্রদান
 করিলেন । স্থবির পাশ্র্বে লইয়া বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন । যাহারা
 অরণ্যগত বা শূন্যাগারগত তাঁহারা ঐ প্রাতিহার্য দেখেন নাই । তাঁহারা
 একত্রিত হইয়া স্থবিরকে অনুসরণ করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, আমাদেরও
 প্রাতিহার্য প্রদর্শন করুন ।’ তিনি তাঁহাদের প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়া
 বিহারে চলিয়া গেলেন ।

সখা তং অনুবন্ধিত্বা উন্মাদেস্তুস্ম মহাজনস্ম সন্দং সদ্ভা—
 ‘আনন্দ, কস্মেসো সন্দো’তি পদচ্ছিত্বা, ‘ভস্মে, পিণ্ডোল-
 ভারদ্বাজেন আকাশে উম্পতিত্বা চন্দনপত্রো গহিতো, তস্ম
 সন্তিকে এসো সন্দো’তি সদ্ভা ভারদ্বাজং পক্কোসাপেত্বা—
 ‘সচ্চং কির তয়া এবং কত’ন্তি পদচ্ছিত্বা ‘সচ্চং ভস্মে’তি
 বদন্তে, ‘কস্মা তে, ভারদ্বাজ, এবং কত’ন্তি থেরং গরহিত্বা তং
 পত্নং খণ্ডাখণ্ডং ভেদাপেত্বা ভিক্খুদং অঞ্জনাপিসনথায়
 দাপেত্বা পাটিহারিয়স্ম অকরণথায় সাবকানং সিক্খাপদং
 পঞ্ণাপেসি।

তিথিয়া ‘সমণো কির গোতমো তং পত্নং ভেদাপেত্বা পাটি-
 হারিয়স্ম অকরণথায় সাবকানং সিক্খাপদং পঞ্ণাপে-
 পেসী’তি সদ্ভা সমণস্ম গোতমস্ম সাবকা পঞ্ণপত্নং
 সিক্খাপদং জীবিতহেতুপি নাতিক্কমন্তি, সমণোপি

*

*

*

শান্তা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে জনগণের উচ্চ নিনাদ
 শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আনন্দ, ইহা কিসের শব্দ?’ ‘ভস্মে, পিণ্ডোল-
 ভারদ্বাজ আকাশে উঠিয়া চন্দনপাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটেই
 এই শব্দ হইতেছে। (শান্তা) ভারদ্বাজকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
 ‘সত্যই কি তুমি এইরূপ করিয়াছ?’ ‘ভস্মে, সত্যই।’ ‘ভারদ্বাজ কেন তুমি
 এইরূপ করিয়াছ?’ বলিয়া তাহাকে ভৎসনা করিয়া পাত্রটিকে বিভিন্ন
 খণ্ডে খণ্ডিত করাইয়া ভিক্ষুদের প্রদান করাইলেন যাহাতে চূর্ণ করিয়া
 তাহারা ব্যবহার করিতে পারে। তারপর তদ্রূপ প্রাতিহাষ্য প্রদর্শন না
 করিবার জন্য ভিক্ষুদের এই মর্মে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিলেন (দ্রঃ
 চুল্লবঙ্গ, ২৫২)।

তীর্থকগণ ‘শ্রমণ গৌতম সেই পাত্র খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়া প্রাতিহাষ্য
 প্রদর্শন না করার জন্য ভিক্ষুদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন’ শুনিয়া
 ‘শ্রমণ গৌতমের শিষ্যগণ প্রাণ থাকিতে ঐ শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করিবে না, শ্রমণ

গোতমো তং রক্ষস্বেভেব । ইদানি অম্‌হেহি ওকাসো
লঙ্কোতি নগরবীথীসু আরোচেষ্টা বিচারিসু—‘ময়ং
অন্তনো গুণং রক্ষস্তা পুৰ্বে দারুময়পত্তস্ কারণা অন্তনো
গুণং মহাজনস্ ন দস্‌সিয়ম্‌হা, সমগস্ গোতমস্ সাবকা
পত্তকমত্তস্ কারণা অন্তনো গুণং মহাজনস্ দস্‌সেসুং ।
সমণো গোতমো অন্তনো পশ্চিডততায় তং পত্তং ভেদাপেষ্টা
সিক্‌খাপদং পঞ্‌ঞাপেসি, ইদানি ময়ং তেনেব সন্ধিং
পাটিহারিয়ং করিস্সামা’তি ।

রাজা বিম্বিসারো তং কথং সুত্তা সথু সন্তিকং গন্ত্বা
‘তুম্‌হেহি কির, ভস্তু, পাটিহারিয়স্ অকরণথায় সাবকানং
সিক্‌খাপদং পঞ্‌ঞত্ত’তি ? ‘আম, মহারাজা’তি । “ইদানি
তিথিয়া ‘তুম্‌হেহি সন্ধিং পাটিহারিয়ং করিস্সামা’তি
বদন্তি, কিং ইদানি করিস্সথা’তি ?

*

*

*

গোতমও নিশ্চয়ই তাহা রক্ষা করিবেন । এখনই আমাদের সুযোগ উপস্থিত
হইয়াছে ।’ এই ভাবিয়া নগরবীথিসমূহে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—
‘আমরা নিজেদের বিদ্যা গোপন রাখার জন্য পূর্বে দারুময় পাত্রের কারণে
নিজেদের বিদ্যা জনগণকে প্রদর্শন করি নাই । শ্রমণ গোতমের শিষ্যরা
সামান্য পাত্রের কারণে নিজেদের বিদ্যা জনগণের নিকট প্রদর্শিত করিয়াছে ।
শ্রমণ গোতম নিজের পাশ্চাত্য বজায় রাখার জন্য ঐ পাঠটি বিদীর্ণ করাইয়া
শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন । এখন আমরা তাহারই সঙ্গে প্রাতিহার্য
প্রদর্শন করিব ।’

রাজা বিম্বিসার এই কথা শুনিয়া শাস্ত্রার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘ভস্তু, আপনি নাকি আপনার শিষ্যদের প্রাতিহার্য প্রদর্শন না
করিবার জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন ?’ ‘হ্যাঁ, মহারাজ ।’ ‘এখন
তীর্থিকগণ বলিতেছেন—আপনার সঙ্গেই প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন ।

‘তেসু করোস্তেসু করিস্সামি, মহারাজা’তি । ‘ননু তুম্-
হেহি সিক্খাপদং পঞ্ঞত্ত’ন্তি ? ‘নাহং, মহারাজ, অন্তনো
সিক্খাপদং পঞ্ঞাপেসিং, তং মমেব সাবকানং পঞ্ঞ-
ত্ত’ন্তি । ‘তুম্হে ঠপেহা অঞ্ঞথ সিক্খাপদং পঞ্ঞত্ত
নাম হোতি, ভন্তে’তি ? ‘তেনহি, মহারাজ, তমেবেথ পটি-
পদচ্ছামি, ‘অথি পন তে, মহারাজ বিজিতে উয্যান’ন্তি ?
‘অথি, ভন্তে’তি । ‘সচে তে, মহারাজ, উয্যানে মহাজনো
অম্বাদীনি খাদেয্য, কিমস্স কত্তম্ব’ন্তি ? ‘দণ্ডে, ভন্তে’তি ।
‘ত্বং পন খাদিতুং লভসী’তি ? ‘আম, ভন্তে, ময়্হং দণ্ডে
নথি, অহং অন্তনো সন্তকং খাদিতুং লভামী’তি । ‘মহারাজ,
যথা তব তিযোজনসতিকে রত্তেজ আণা পবত্ততি, অন্তনো
উয্যানে অম্বাদীনি খাদন্তস্স দণ্ডে নথি, অঞ্ঞেসং

*

*

*

এখন কি করিবেন ?’ ‘মহারাজ, তাহারা করিলেই করিব !’ ‘আপনি কি
শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেন নাই ?’ ‘মহারাজ, আমি ত নিজের জন্য কোন
শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করি নাই, শ্রাবকদের জন্যই করিয়াছি ।’ ‘ভন্তে, আপনি
কি বলিতে চান, উক্ত শিক্ষাপদ আপনাকে বাদ দিয়া অন্যদের জন্যই
প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন ?’ ‘তাহা হইলে, মহারাজ, আপনাকেই জিজ্ঞাসা
করি—মহারাজ, আপনার রাজ্যে একটি প্রমোদ-উদ্যান আছে না ?’ ‘হ্যাঁ,
ভন্তে, আছে ।’ ‘মহারাজ, যদি আপনার উদ্যানে জনগণ প্রবেশ করিয়া আম
খাইয়া ফেলে, আপনি কি করিবেন ?’

‘ভন্তে, দণ্ড ।’

‘আপনি কি খাইতে পাবেন ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে । আমার শান্তি হইবে না । যেহেতু আমি আমার নিজের
জিনিষই খাইতেছি ।’

‘মহারাজ, যেমন এই তিনশতযোজন বিস্তৃত রাজ্যে আপনার আদেশ
পালিত হয়, নিজের উদ্যানে আম প্রভৃতি ফল খাইলে আপনার শান্তি হয় না,

অথি, এবং মমপি চক্ৰবালকোটিসতসহস্বে আণা পবত্ততি,
অন্তনো সিক্খাপদপঞ্‌ঞত্তিয়া অতিক্কমো নাম নথি,
অঞ্‌ঞেসং পন অথি, করিস্সামাহং পাটিহারিয়'ন্তি।
তিথিয়া তং কথং সদ্ধা 'ইদানম্‌হা নট্‌ঠা, সমণেন কির
গোতমেন সাবকানংযেব সিক্খাপদং পঞ্‌ঞত্তং, ন অন্তনো।
সয়মেব কির পাটিহারিয়ং কাতুকামো, কিং ন্দু থো
করোমা'তি মন্তয়িস্দু।

রাজা সখারং পদুচ্ছি—‘ভন্তে, কদা পাটিহারিয়ং করিস্স-
থা’তি? ‘ইতো চতুমাসচ্চয়েন আমাল্‌হিপদ্বল্লমাস্বং,
মহারাজা’তি। ‘কথং করিস্সথ, ভন্তে’তি? ‘সাবথিং
নিম্মসায়, মহারাজা’তি। ‘কস্সা পন সখা এবং দূরট্‌ঠানং
অপদিদসী’তি? ‘ষম্মা তং সম্ববুদ্ধানং মহাপাটিহারিয়-
করণট্‌ঠানং, অপি চ মহাজনস্স সন্নিপাতনথায়পি

*

*

*

অন্যদের হয়, ঠিক তদ্রূপ শতসহস্রকোটী চক্ৰবালে আমার আদেশ পালিত
হয়। নিজে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়া না মানিলে অপরাধ হয় না,
অন্যদের অপরাধ হয়। আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।’ তীর্থীকগণ
ইহা শ্রুতিয়া ‘আমরা এখন আবার বিনষ্ট হইব, শ্রমণ গোতম নাকি শ্রাবকদের
জন্যই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন, নিজের জন্য নহে। স্বয়ং নাকি
প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক। এখন আমরা কি করিব!’—বলিয়া
মন্ত্রণা করিলেন।

রাজা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, আপনি কবে প্রাতিহার্য
প্রদর্শন করিবেন?’ ‘মহারাজ, এখন হইতে চারিমাস পরে আষাঢ়ীপূর্ণিমার
দিন।’ ‘ভন্তে, কোথায় করিবেন?’ ‘মহারাজ, শ্রাবস্তীর নিকটে।’ [‘শাস্তা
এত দূরে স্থান নির্বাচন করিলেন কেন? ‘যেহেতু শ্রাবস্তী হইতেছে সেই স্থান
যেখানে অতীতের সকল বুদ্ধগণ তাঁহাদের প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।
এখন বাহাতে বহুলোকের সমাগম হইতে পারে সেইজন্য অত দূরে স্থান

দূরট্ঠানমেব অপদিদসী'তি । তিথিস্থা তং কথং সন্না
 'ইতো কির চতুন্নং মাসানং অচ্চয়েন সমণো গোতমো
 সাবথিয়ং পাটিহারিয়ং করিস্সতি, ইদানি তং অমর্দাণ্ডত্বাব
 অন্দুবন্ধিস্সাম, মহাজনো অম্হে দিস্সা 'কিং ইদ'ন্তি
 পদ্বিচ্ছিস্সতি । অথস্স বক্খাম 'ময়ং সমণেন গোতমেন
 সন্ধিং পাটিহারিয়ং করিস্সামা'তি বদিম্হা । সো
 পলায়তি, ময়মস্স পলায়িতুং অদত্বা অন্দুবন্ধামা'তি । সত্থা
 রাজগহে পিণ্ডায় চরিত্বা নিক্খমি । তিথিয়াপিস্স
 পচ্ছতোব নিক্খমিত্বা ভত্তাকিচ্চট্ঠানে বসন্তি । বসিতট্-
 ঠানে পদ্বনিদবসে পাতরাসং করোন্তি । তে মনুস্সেহি
 'কিমিদ'ন্তি পদ্বিচ্ছিত্বা হেট্ঠা চিন্তিতনিয়ামেনেব আরো-
 চেসুং । মহাজনোপি 'পাটিহারিয়ং পস্সিস্সামা'তি
 অন্দুবন্ধি ।

*

*

*

নির্বাচন করা হইয়াছে ।] তীর্থকগণ এই কথা শ্রুনিয়া 'এখন হইতে
 চারিমাস পরে শ্রমণ গৌতম শ্রাবস্তীতে প্রাতিহার্ষ' প্রদর্শন করিবেন । আমরা
 তাহাকে অনুসরণ করিব । লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবে—'ব্যাপার কি ?'
 আমরা বলিব—'আমরা শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে প্রাতিহার্ষ' প্রদর্শন করিব
 বলিয়াছিলাম । (শ্রুনিয়া) তিনি পলায়ন করিতেছেন । আমরা তাহাকে
 অনুসরণ করিতেছি যাহাতে তিনি পলায়ন করিতে না পারেন ।' শাস্ত্রা
 রাজগহে পিণ্ডাচরণ করিয়া বহির্গত হইলেন । তীর্থকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 বহির্গত হইয়া শাস্ত্রাকে অনুসরণ করিলেন । শাস্ত্রার ভোজনকৃত্যস্থানে তাহারা
 রাত্রিবাস করিলেন ; যেখানে শাস্ত্রা রাত্রিবাস করিলেন সেখানে তাহারা
 পরের দিন প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন । লোকেরা 'ব্যাপার কি ?' জিজ্ঞাসা
 করিলে তাহারা পূর্ববৎ উত্তর দিয়াছিলেন । 'প্রাতিহার্ষ' দর্শন করিব'
 বলিয়া জনতা তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল ।

সখা অনন্দপদেবন সার্বথিং পাপদুগি। তিথিয়্যাপি তেন
 সন্ধিংয়েব গম্ভা উপট্টাকে সমাদপেহা সতসহস্ং লভিত্বা
 খদিরথম্ভেহি মণ্ডপং কারেহা নীলদম্পলোহি ছাদাপেহা
 ‘ইধ পাটিহারিয়ং করিস্সামা’তি নিসীদিংসু। রাজা
 পসেনদি কোসলো সখারং উপসংকমিত্বা, ‘ভন্তে, তিথিয়েহি
 মণ্ডপো কারিতো, অহম্পি তুম্হাকং মণ্ডপং করিস্সামী’তি।
 ‘অলং, মহারাজ, অথি ময়ং মণ্ডপকারকো’তি। ‘ভন্তে,
 মং ঠপেহা কো অঞ্ঞো কাতুং সন্ধিস্সতী’তি? ‘সক্কো,
 দেবরাজা’তি। ‘কহং পন, ভন্তে, পাটিহারিয়ং করিস্স-
 থা’তি? ‘গম্ভবরুদ্ধম্ভে, মহারাজা’তি। তিথিয়া
 ‘অম্বরুদ্ধম্ভে পাটিহারিয়ং করিস্সতী’তি সুহা অন্তনো
 উপট্টানং আরোহেহা যোজনবন্তরে ঠানে অন্তমসো

*

*

*

শাস্তা ক্রমঃ প্রাবন্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীর্থকগণও তাঁহার
 সহিত উপস্থিত হইয়া ভক্তদের একত্রিত করিয়া শতসহস্র (মুদ্রা) লাভ
 করিলেন। তদ্বারা খদিরকাঠের স্তম্ভ দিয়া মণ্ডপ করা হইল এবং
 নীলোৎপল দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইল। ‘আমরা এখানে প্রাতিহার্য প্রদর্শন
 করিব’ বলিয়া তাঁহারা বসিয়া পড়িলেন। রাজা পসেনদি কোশল শাস্তার
 নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, তীর্থকগণ মণ্ডপ নির্মাণ
 করাইয়াছেন, আমিও আপনার জন্য মণ্ডপ নির্মাণ করাইব।’ ‘মহারাজ,
 প্রয়োজন নাই, আমার মণ্ডপনির্মাতা আছে।’ ‘ভন্তে, আমি ছাড়া আর কে
 এই কাজ করিবে?’

‘মহারাজ, দেবরাজ শত্রু।’

‘ভন্তে, আপনি কোথায় প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন?’

‘মহারাজ, গম্ভববৃক্ষম্ভে।’ তীর্থকগণ শাস্তা আম্রবৃক্ষম্ভে প্রাতিহার্য
 প্রদর্শন করিবেন শুনিয়া ভক্তদের ডাকাইয়া এক যোজনস্থানে যত আমগাছ

তদহুজাতম্পি অম্বপোতকং উম্পাটেত্বা অরঞ্ঞে
খিপাপেসদং ।

সখা আসাল্‌হিপদুন্নমদিবসে অন্তোনগরং পার্বিসি ।
রঞ্ঞেপিসি উয়ানপালো গন্ডো নাম একং পিঙ্গলকপি-
ল্লিকোহি কতপত্তপদুটস্স অন্তরে মহন্তং অম্বপক্কং দিম্বা
তস্স গন্ধরসলোভেন সম্পতন্তে বায়সে পলাপেত্বা রঞ্ঞে
খাদনথায় আদায় গচ্ছন্তো অন্তরামণ্ণে সথারং দিম্বা
চিন্তেসি—‘রাজা ইমং অম্বং খাদিত্বা ময়্‌হং অট্ঠ বা
সোলস বা কহাপণে দদেয্য, তং মে একত্তভাবোপি জীবিত-
বুত্তিয়া নালং ? সচে পনাহং সথ্‌ইমং দস্সামি, অবস্সং
তং মে দীঘকালং হিতাবহং ভবিস্সতীতি । সো তং
অম্বপক্কং সথ্‌ই উপনামেসি । সখা আনন্দথেরং ওলোকেসি ।
অথস্স থেরো চতুমহারাজবুত্তিয়ং পত্তং নীহরিত্বা হথে

*

*

*

আছে, এমনকি সদ্যোজাত আমার চারা পর্যন্ত, সমস্তই উৎপাটিত করাইয়া
অরণ্যে নিক্ষেপ করাইলেন ।

শাস্তা আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন নগরে প্রবেশ করিলেন । রাজার গন্ড
নামক উদ্যানপালক পিঙ্গল-পিপীলিকাদের দ্বারা কৃত পত্ৰপদুটের অভ্যন্তরে
একটি বড় পাকা আম দেখিতে পাইল এবং ইহার গন্ধরসলোভে আগত
কাকদের তাড়াইয়া রাজার আহারের জন্য লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে
শাস্তাকে দেখিয়া চিন্তা করিল—‘রাজা এই আম খাইয়া আমাকে আটটি বা
দশটি কাষাপণ দিবেন, ইহার দ্বারা আমি এক জীবনও বাঁচিয়া থাকিতে
পারিব না । যদি আমি ইহা শাস্তাকে প্রদান করি, তাহা হইলে এই দান
অবশ্যই আমার বহু জন্মের হিতাবহ হইবে ।’ ইহা ভাবিয়া সে ঐ আম
শাস্তার নিকট উপস্থাপিত করিল । শাস্তা আনন্দ স্ফবিরের দিকে তাকাইলেন ।
অনন্তর স্ফবির চতুমহারাজপ্রদত্ত পাত্ৰ বাহির করিয়া শাস্তার হাতে দিলেন ।

ঠপেসি। সখা পত্তং উপনামেত্বা অম্বপক্কং পটিংগহেত্বা
তথেব নিসীদনাকারং দস্সেসি। থেরো চীবরং পঞ্জা-
পেত্বা অদাসি। অত্থস্স তস্মিং নিসিন্বে থেরো পানীয়ং
পরিস্সাবেত্বা অম্বপক্কং মন্দিত্বা পানকং কত্বা অদাসি। সখা
অম্বপানকং পিবিত্বা গণ্ডং আহ—‘ইমং অম্বট্ঠিং ইথেব
পংসদুং বিয়ুহিত্বা রোপেহী’তি। সো তথা অকাসি। সখা
তস্স উপরি হত্থং ধোবি। হত্থে ধোবিমন্তেষেব নঙ্গলসীস-
মত্তকখন্ধো হুত্বা উব্বেধেন পল্লাসহত্থো অম্বরুদ্ধকথো
উট্ঠাহি। চতুস্দু দিসাসদু একেকা, উদ্ধং একাতি পণ্ড
মহাসাখা পল্লাসহত্থা অহেসদুং। সো তাবদেব পুপ্প-
ফলসঙ্কল্লো হুত্বা একেকস্মিং ঠানে পরিপক্কঅম্বপিণ্ডিধরো
অহোসি। পচ্ছতো আগচ্ছন্তা ভিক্কু অম্বপক্কানি
খাদন্তা এব আগমিসদু। রাজা ‘এবরুপো কির

*

*

*

শাস্তা পাত্র আগাইয়া দিয়া পাকা আমটি গ্রহণ করিলেন এবং সেইস্থানে আসন
গ্রহণ করিবেন এই সংকেত দিলেন (আনন্দ স্থবিরকে)। স্থবির চীবর
বিছাইয়া দিলেন। শাস্তা উপবেশন করিলে আনন্দ জল ছাঁকিয়া লইয়া পাকা
আমটি তাহাতে মর্দিত করিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া শাস্তাকে দিলেন।
শাস্তা আমার সরবত পান করিয়া গণ্ডকে বলিলেন—‘এই আমার আঁটিটি
এইখানেই মাটি খুঁড়িয়া রোপণ কর।’ সে তাহাই করিল। শাস্তা তাহার
উপর হাত ধুইলেন। হাত ধুইবামাত্রই লাঙ্গলের হাতলের পরিমাণের
স্কন্ধযুক্ত এবং উচ্চতায় পঞ্চাশহাতযুক্ত একটি আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইল।
চতুর্দিকে এক একটি করিয়া এবং উর্ধ্বদিকে একটি মোট পাঁচটি মহাশাখা
উৎপন্ন হইল যাহার (প্রত্যেকটির) দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাত। তৎক্ষণাৎ ইহা
পুপ্প-ফলে পরিপূর্ণ হইল। এক একটি শাখায় পষাণ্ত পরিমাণে পাকা
আম দেখা গেল। পরে আসিয়া ভিক্ষুগণ পাকা আম খাইতে খাইতে
চলিয়া গেলেন। রাজা ‘ঈদৃশ আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে’ শুনিয়া ‘ইহাকে

অম্বরদুখো উট্ঠিতো'তি সূত্বা 'মা নং কোচি ছিন্দী'তি
 আরক্খং ঠপেসি। সো পন গন্ডেন রোপিতত্তা
 গন্ডম্বরদুখোত্বেব পঞ্ণায়ি। ধুত্তকাপি অম্বপক্কানি
 খাদিত্বা "হরে দদুট্ঠতিথিয়া 'সমণো কির গোতমো
 গন্ডম্বরদুখম্ভলে পাটিহারিয়ং করিম্মসতী'তি তুম্হেহি
 যোজনব্ভন্তরে তদহুজাতাপি অম্বপোতকা উম্পাটাপিতা,
 গন্ডম্বো নাম অয়'ন্তি বহ্বা তে উচ্ছিট্ঠঅম্বট্ঠীহ
 পহরিংসু।

সক্কো বাতবলাহকং দেবপদুত্তং আণাপেসি—'তিথিয়ানং
 মন্ডপং বাতেহি উম্পাটেত্বা উক্কারভূমিয়ং থিপাপেহী'তি।
 সো তথা অকাসি। সূরিয়ম্পি দেবপদুত্তং আণাপেসি—
 'সূরিয়মন্ডলং নিকড্ঢন্তো তাপেহী'তি। সো তথা
 অকাসি। পুন বাতবলাহকং আণাপেসি—'বাতমন্ডলং

*

*

*

কেহ ছেদন করিতে পারিবে না' বলিয়া প্রহার ব্যবস্থা করিলেন। যেহেতু
 গন্ড উহা রোপণ করিয়াছিল তাই আন্নবৃক্ষের নাম হইয়াছিল 'গন্ডম্ববৃক্ষ'।
 ধূর্তেরাও পাকা আম খাইয়া 'হরে, দদুট্ঠ তীর্থ'কেরা, শ্রমণ গোতম গন্ডম্ব-
 বৃক্ষম্ভলে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবেন শুনিয়া তোমরা যোজনাভ্যন্তরে
 সমস্ত আন্নবৃক্ষ এমনকি সদ্যোজাত আমের চারা পর্যন্ত উৎপাটিত করিয়াছ।
 ইহার নাম 'গন্ডম্ব' বলিয়া উচ্ছিষ্ট আমের আঁটি ছুঁড়িয়া তাহাদের
 প্রহার করিল।

শত্রু বাতবলাহক দেবপদুত্তকে আদেশ দিলেন—'তীর্থ'কদের মন্ডপগর্দাল
 বাতাসের দ্বারা উড়াইয়া লইয়া যাইয়া ময়লার পাহাড়ে ফেলিয়া দাও।' সে
 তাহাই করিল। সূর্য দেবপদুত্তকে আদেশ দিলেন—'সূর্যমন্ডলকে আকর্ষিত
 করিয়া দম্ব কর।' সে তাহাই করিল। পুনরায় বাতবলাহক দেবপদুত্তকে
 আদেশ দিলেন—'বায়ুমন্ডলকে উধ্বমুখী করিয়া যাও।' সে তদ্রূপ করিলে

উট্টাপেন্তো যাহী'তি । সো তথা করোন্তো তিথিয়ানং
 পগ্ঘরিতসেদসরীরে রজোবট্টিয়া ওকিরি । তে তম্বমন্তিক-
 সাদিসা অহেসদুং । বস্সবলাহকম্পি আগাপেসি—‘মহন্তানি
 বিন্দুনি পাতেহী'তি । সো তথা অকাসি । অথ নেসং
 কায়ো কবরগাবিসাদিসো অহোসি । তে নিগণ্ঠা লজ্জমানা
 হুহা সম্মদুখসম্মদুখট্টানেনেব পলায়িংসু । এবং পলায়-
 ন্তেসু পুরাণকম্পসম্পস উপট্টাকো একো কম্পকো—
 ‘ইদানি মে অয্যানং পাটিহারিয়করণবেলা, গন্ত্বা পাটি-
 হারিয়ং পম্মিস্সামী'তি গোণে বিস্সম্ভেজ্বা পাতোব আভতং
 যাগদুকুট্টেব যোত্তকণ্ড গহেহ্বা আগচ্ছন্তো পুরাণং তথা
 পলায়ন্তং দিম্বা, “ভন্তে, অজ্জ ‘অয্যানং পাটিহারিয়ং
 পম্মিস্সামী'তি আগচ্ছামি, তুম্হে কথং গচ্ছথা'তি ।
 ‘কিং তে পাটিহারিয়েন । ইমং কুট্টণ্ড যোত্তকণ্ড দেহী'তি ।
 সো তেন দিন্নং কুট্টণ্ড যোত্তকণ্ড আদায় নদীতীরং গন্ত্বা কুট্টং

*

*

*

তীর্থকদের ঘমন্তি কলেবরে ধূলাবালি বর্ষিত হইল । তাহাদের শরীর
 তাম্রবর্ণের হইয়া গেল । (তারপর শত্রু) বর্ষবলাহককে আদেশ করিলেন—
 ‘বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টিপাত ঘটাও ।’ সে তাহাই করিল । তখন তাহাদের
 শরীর কবর গাভীর ন্যায় হইল (অর্থাৎ বিচিত্ররঙের গাভীর ন্যায় হইয়া
 গেল) । নিগণ্ঠগণ (দিগম্বর তীর্থকগণ) লজ্জিত হইয়া যে যেদিকে
 পারিলেন পলায়ন করিলেন । পলায়নকালে পুরাণ কম্পপের এক কুষক
 ভক্ত ‘এখন আর্ষদের প্রাতিহার্য প্রদর্শনের সময় । যাইয়া প্রাতিহার্য দর্শন
 করিব’ বলিয়া গরুদুলিকে ছাড়িয়া দিয়া সকালে আনীত যাগদুকুট এবং রজ্জু
 লইয়া ফিরিবার সময় পুরাণকে সেইভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিল—
 ‘ভন্তে, আমি অদ্য আপনাদের প্রাতিহার্য দর্শন করিব বলিয়া আসিতেছি ।
 আপনারা কোথায় যাইতেছেন?’ ‘তোমার প্রাতিহার্য চুলোয় থাক, তোমার
 ঐ হাঁড়ি আর রজ্জু আমাকে দাও ।’ তিনি তৎপ্রদত্ত হাঁড়ি আর রজ্জু লইয়া

যোন্তেন অন্তনো গীবায় বন্ধিত্বা লজ্জন্তো কিণ্ডি অকথেস্বা
রহদে পতিত্বা উদকপদ্বদুলে উট্ঠাপেন্তো কালং কত্বা
অবীচিম্হি নিষ্বন্তি ।

সক্কো আকাসে রতনচঙ্কমং মাপেসি । তস্স একা কোটি
পাচীনচক্কবালমদুখবট্টিয়ং অহোসি, একা পচ্ছিমচক্কবালমদুখ-
বট্টিয়ং । সত্থা সন্নিপতিতায় ছত্তিংসযোজনিকায় পরিসায়
বড্ঢমানকচ্ছায়ায় ‘ইদানি পাটিহারিয়করণবেলা’তি গন্ধ-
কুটিতো নিক্খমিত্বা পমদুখে অট্ঠাসি । অথ নং ‘ঘরণী’
নাম ইন্ধিমন্তী একা অনাগামিউপাসিকা উপসঙ্কমিত্বা,
‘ভন্তে, মাদিসায় ধীতিরি বিজ্জমানায় তুম্হাকং কিলম্ন-
কিচ্চং নথি, অহং পাটিহারিয়ং করিস্সামী’তি আহ ।
‘কথং ত্বং করিস্সসি ঘরণী’তি ? ‘ভন্তে, একস্মিং চক্ক-
বালগণ্ঠে মহাপথাবিং উদকং কত্বা উদকসকুণিকা বিয়

*

*

*

নদীতীরে ঘাইয়া রজ্জুদ্বারা হাঁড়িটিকে নিজের গলায় বাঁধিয়া লজ্জিত হইয়া
কিছু না বলিয়াই হুদে পতিত হইয়া জলের বদ্বদ প্রদর্শন করিয়া ডুবিয়া
মরিলেন এবং অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন ।

শত্রু আকাশে রজ্জুচক্রমণ নির্মাণ করাইলেন । ইহার এক দিক পূর্ব
চক্রবালের প্রান্তে ছিল এবং অন্যদিক পশ্চিম চক্রবালের প্রান্তে ছিল ।
অপরাক্ষের ছায়া বাড়িতে থাকিলে ছত্রিশযোজনিক পরিষৎ সম্মিলিত হইল ।
শাস্তা ‘এখন প্রাতীহার্য প্রদর্শনের সময়’ ইহা চিন্তা করিয়া গন্ধকুটি হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখভাগে দাঁড়াইলেন । তখন ঘরণী নামক ঋদ্ধিমন্তী এক
অনাগামী উপাসিকা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, আমার
মত আপনার কন্যা বর্তমান থাকিতে আপনি কষ্ট করিবেন কেন ? আমি
প্রাতীহার্য প্রদর্শন করিব ।’

‘ঘরণি, তুমি কিভাবে করিবে ?’

‘ভন্তে, আমি এক চক্রবালগণ্ঠে মহাপৃথিবীকে জলে রূপান্তরিত করিব

নিম্নজিজ্ঞাসা পাচীনচক্রবালমুখবট্টিয়ং অন্তানং দম্বেস্সামি,
 তথা পচ্ছিমউত্তরদক্খিণচক্রবালমুখবট্টিয়ং, তথা মম্বে।
 মহাজনো মং দিম্বা ‘কা এসা’তি বুদ্ধে বক্খতি ‘ঘরণী
 নামেসা, অয়ং তাব একিস্সা ইতিয়া আনুভাবো, বুদ্ধানু-
 ভাবো পন কীদিসো ভবিষসতী’তি। এবং তিথিয়া তুম্হে
 অদিম্বাব পলায়িস্সন্তী’তি। অথ নং সথা ‘জানামি তে
 ঘরণী এবরূপং পাটিহারিয়ং কাতুং সমথভাবং, ন পনায়ং
 তবথায় বদ্ধো মালাপট্টো’তি বহু পটিক্খপি। সা ‘ন
 মে সথা অনুজানাতি, অদ্ধা ময়া উত্তরিতরং পাটিহারিয়ং
 কাতুং সমথো অণ্ণেণা অথী’তি একমন্তং অট্ঠাসি।
 সথাপি ‘এবমেব তেসং গুণো পাকটো ভবিষসতী’তি এবং
 ছত্তিৎসযোজনিকায় পরিসায় মম্বে সীহনাদং নদিষসতী’তি
 মণ্ণেজ্জানো অপরেপি পুচ্ছি—‘তুম্হে কথং পাটিহারিয়ং

*

*

*

এবং জলের পাখীর ন্যায় তাহাতে ডুব দিয়া পূর্বচক্রবালপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিব,
 তদ্রূপ পশ্চিম চক্রবালপ্রান্তে এবং চক্রবালমধ্যে।’ জনগণ আমাকে দেখিয়া
 জিজ্ঞাসা করিবে ‘এ কে?’ এবং জানিবে ‘ইহার নাম ঘরণী’। [তখন
 তাহারা বলিবে] ‘একজন মাত্র (বুদ্ধ শ্রাবিকা) নারীর যদি ঈদৃশ প্রভাব
 হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধের প্রভাব কিরূপ হইবে?’ তখন তীর্থকগণ
 আপনাকে না দেখিয়াই পলায়ন করিবে।’ তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—
 ‘ঘরণি, আমি জানি যে তুমি এইরূপ প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ।
 কিন্তু এই মালাপট্ট তোমার জন্য সঞ্জিত হয় নাই।’ বলিয়া তাঁহার
 অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি (ঘরণী) ‘শাস্তা আমাকে অনুমতি
 দিলেন না, নিশ্চয়ই অন্য কেহ আছেন যিনি আমা অপেক্ষা উন্নততর
 প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ’—এই ভাবিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন।
 শাস্তাও ‘এইভাবে তাহাদের গুণ প্রকটিত হইবে এবং এইরূপ ছত্রিশযোজনিক
 পরিষদের মধ্যে সিংহনাদ করিবে’ ইহা ভাবিয়া অন্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

করিস্সথা'তি । তে 'এবং এবং করিস্সাম, ভন্তে'তি
 সথ্ পদ্রতো ঠিতাব সীহনাদং নদিংস্ । তেস্ কির 'চুল-
 অনার্থপি'ডকো'—'মাদিসে অনাগামিউপাসকে পদ্রন্তে
 বিজ্ঞমানে সথ্ কিলমনকিচ্চং নথী'তি চিন্তেত্বা 'অহং,
 ভন্তে, পাটিহারিয়ং করিস্সামী'তি বহ্বা 'কথং করিস্সসী'তি
 পদ্রট্ঠো 'অহং, ভন্তে, দ্বাদসযোজনিকং ব্রহ্মত্ত্বাভং
 নিম্মিনিহ্না ইমিস্সা পরিসায় মন্ত্বে মহামেঘগাভ্জিতসাদিসেন
 সন্দেন ব্রহ্মঅপ্ফোটনং নাম অপ্ফোটেন্সামী'তি ।
 মহাজনো 'কিং নামেসো সন্দো'তি পদ্রচ্ছিত্বা 'চুলঅনাথ-
 পি'ডকস্স কির ব্রহ্মঅপ্ফোটনসন্দো নামা'তি বক্খতি ।
 তিথিয়া 'গহপতিকস্স কির তাব এসো আনুভাবো,
 বুদ্ধানুভাবো কী'দিসো ভবিস্সতী'তি তুম্হে অদিম্বাব

*

*

*

'তোমরা কি প্রকারে প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিবে?' তাঁহারা 'ভন্তে, আমরা
 এইরূপ এইরূপ করিব' বলিয়া শাস্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াই সিংহনাদ
 করিলেন । তাঁহাদের মধ্যে চুলঅনার্থপি'ডক 'আমার মত অনাগামী
 উপাসক থাকিতে শাস্তা কষ্ট করিবেন কেন?' চিন্তা করিয়া বলিলেন—
 'ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব ।'

'তুমি কি প্রকারে করিবে?'

'ভন্তে, আমি দ্বাদশযোজনিক ব্রহ্মাত্ম্যভাব নির্মাণ করিয়া এই পরিষদের
 মধ্যে মহামেঘগজ'নের শব্দের ন্যায় ব্রহ্মাস্ফোটন নামক আস্ফোটন করিব
 (মহাব্রহ্মা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিলে ঘেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ) । জনগণ
 তখন জিজ্ঞাসা করিবে 'ইহা কিসের শব্দ?' এবং জানিবে ইহা চুলঅনাথ-
 পি'ডকের ব্রহ্মাস্ফোটন শব্দ ।' তীর্থীকগণ তখন ভাবিবে 'একজন গৃহপতি-
 শিষ্যের যদি ঈদৃশ প্রভাব হইয়া থাকে তাহা হইলে বুদ্ধের প্রভাব আরও
 কত অসাধারণ হইবে' এবং আপনার দর্শন না করিয়াই পলায়ন করিবে ।'

পলায়িস্সন্তী’তি। সখা ‘জানামি তে আনুভাব’ন্তি
তস্সপি তথৈব বহু পাটিহারিয়করণং নানুজানি।

অথেকা পটিসম্ভিদম্পত্তা সত্তবস্সিকা চীরসামণেরী কির
নাম সখারং বন্দিহা—‘অহং, ভন্তে, পাটিহারিয়ং করি-
স্সামী’তি আহ। ‘কথং করিস্সসি চীরে’তি?

‘ভন্তে, সিনেরুৎ চক্রবালপর্বতৎ হিমবন্তৎ আহরিহা
ইমস্মিং ঠানে পটিপাটিয়া ঠপেহা অহং হংসসকুণী বিয়
ততো ততো নিক্খমিহা অসম্ভজমানা গমিস্সামি, মহাজনো
মং দিস্সা ‘কা এসা’তি পুচ্ছিহা ‘চীরসামণেরী’তি
বক্খতি। তিথিয়া সত্তবস্সিকায়্য তাব সামণেরিয়া অয়-
মানুভাবো, বুদ্ধানুভাবো কীদিসো ভবিস্সতী’তি তুম্হে
অদিস্সাব পলায়িস্সন্তী’তি। ইতো পরং এবরুপানি
বচনানি বদন্তানুসারেণেব বেদিতব্বানি। তস্সপি ভগবা

*

*

*

শাস্তা ‘তোমার প্রভাবের কথা আমি অবগত’। কিন্তু……’ ইত্যাদি
পূর্ববৎ বলিয়া তাঁহাকেও প্রাতিহার্য প্রদর্শনের অনুমতি দিলেন না।

অনন্তর একজন প্রতীসম্ভিদাপ্রাপ্ত সপ্তবর্ষীয়া চীরা নামক শ্রামণেরী
শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিল—‘ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব।’

‘হে চীরে, তুমি কি প্রকারে করিবে?’

‘ভন্তে, আমি সুমেরু, চক্রবালপর্বত এবং হিমালয়কে আনিয়া এখানে
পরপর সজ্জিত করিয়া হংসশকুনীর ন্যায় উড়িয়া কোনটিকে স্পর্শ না করিয়া
ঐসকল ঘুরিয়া আসিব। জনগণ আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—
‘এ কে?’ এবং জানিবে ‘চীর শ্রামণেরী’। তখন তীর্থকগণ ভাবিবেন—
‘যদি সপ্তবর্ষীয়া শ্রামণেরীর এইরূপ প্রভাব হইতে পারে, না জানি বুদ্ধের
প্রভাব কত অসাধারণ’ এবং আপনার দর্শন না করিয়াই পলায়ন করিবে।’
[ইহার পর বহুব্যাগদলি পূর্বোক্তের ন্যায় জানিতে হইবে] ভগবান তাহাকে

‘জানামি তে আনুভাব’ন্তি বহ্বা পাটিহারিয়করণং
নানুজানি । অথেকো পটিসম্ভিদম্পত্তো খীণাসবো ‘চুন্দ-
সামণেরো’ নাম জাতিয়া সত্তবসিসকো, সথারং বন্দিহ্বা ‘অহং
ভগবা পাটিহারিয়ং করিস্সামী’তি বহ্বা ‘কথং করিস্সসী’তি
পদুট্টো আহ—‘অহং, ভন্তে, জম্বদীপস্স ধজভূতং
মহাজম্বদুরুদ্ধক্খং খন্ধে গহেহ্বা চালেহ্বা মহাজম্বদুপেসিয়ো
আহরিহ্বা ইমং পরিসং খাদাপেস্সামি, পারিচ্ছত্তককুসুম্মানি
চ আহরিহ্বা তুম্হে বন্দিস্সামী’তি । সথা ‘জানামি তে
আনুভাব’ন্তি তস্স পাটিহারিয়করণং পটিক্খাপি ।

অথ উম্পলবল্লা থেরী সথারং বন্দিহ্বা ‘অহং, ভন্তে, পাটি-
হারিয়ং করিস্সামী’তি বহ্বা ‘কথং করিস্সসী’তি পদুট্টো

*

*

*

‘তোমার প্রভাব আমি জানি’ এই কথা বলিয়া প্রাতিহার্য প্রদর্শনের অনুরোধ
দিলেন না । তখন আর একজন প্রতীকপ্রাপ্ত অহং সপ্তবর্ষীয় চুন্দ
নামক শ্রামণের শাস্ত্রকে বন্দনা করিয়া বলিল—‘ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য
প্রদর্শন করিব ।’

‘কি প্রকারে করিবে ?’

‘ভন্তে, আমি জম্বদ্বীপের প্রতীক মহাজম্বদ্বন্ধকে স্কন্ধে তুলিয়া
ঘুরাইয়া মহাজম্বদুর পেশীবিশেষ আহরণ করিয়া এই পরিষদকে খাওয়াইব ।
দিব্য পারিচ্ছত্তক পদুপ আহরণ করিয়া আনিয়া তদ্বারা আপনাকে
বন্দনা করিব ।’

শাস্ত্র ‘আমি তোমার প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন’ এই কথা বলিয়া তাহাকেও
প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিতে দিলেন না ।

অনন্তর উম্পলবর্ণা থেরী শাস্ত্রকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে,
আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিব ।’

‘তুমি কিভাবে করিবে ?’

আহ—‘অহং, ভন্তে, সমন্তা দ্বাদসযোজনিকং পরিসং
দস্বেত্বা আবট্টতো ছত্তিংসযোজনায় পরিসায় পরিবদ্বতো
চক্রবর্তিরাজা হুত্বা আগত্বা তুম্হে বন্দিस्सामी’তি । সখা
‘জানামি তে আনন্ডাব’ন্তি তস্সাপি পাটিহারিয়করণং
পাটিক্খাপি । অথ মহামোঙ্গল্লানথেরো ভগবন্তং বন্দিত্বা
‘অহং, ভন্তে, পাটিহারিয়ং করিস্সামী’তি বহ্বা ‘কথং করি-
স্সসী’তি পদ্বট্টো আহ—‘অহং, ভন্তে, সিনেরুপম্বত-
রাজানং দন্তন্তরে ঠপেত্বা মাসসাসপবীজং বিয় খাদিস্সা-
মী’তি । ‘অঞ্ণং কিং করিস্সসী’তি ? ‘ইমং মহাপথবিং
কটসারকং বিয় সংবেল্লিত্বা অঙ্গুলন্তরে নিক্খিপিস্সা-
মী’তি । ‘অঞ্ণং কিং করিস্সসী’তি ? মহাপথবিং

*

*

*

‘ভন্তে, আমি চতুর্দিকে দ্বাদশযোজনিক পরিষদের সম্মুখে ছত্রিশযোজনিক
পরিষৎপরিবৃত্ত হইয়া চক্রবর্তীরাজার ন্যায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে বন্দনা
করিব ।’

শাস্তা বলিলেন—‘তোমার প্রভাব আমি জানি’ । কিন্তু তাঁহাকেও
প্রাতিহার্য প্রদর্শনের অনুমতি দিলেন না । তখন মহামৌদ্গল্যায়ন শ্ববির
ভগবানকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, আমি প্রাতিহার্য প্রদর্শন
করিব ।’

‘তুমি কিভাবে করিবে ?’

‘ভন্তে, আমি সন্মেরু পর্বতরাজকে দুই দস্তপাটির ফাঁকে রাখিয়া মাষ-
কলাইয়ের মত চিবাইয়া খাইব ।’

‘আর কি করিবে ?’

‘এই মহাপৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় গুটাইয়া আনিয়া আমার দুই
আঙ্গুলের মাঝখানে স্থাপন করিব ।’

‘আর কি করিবে ?’

কুলালচক্রং বিয় পরিবত্তেহা মহাজনং পথবোজং খাদাপেঙ্গা-
মী'তি । 'অঞ্ঞং কিং করিস্সসী'তি ? 'বামহথে পথাবিং
কহা ইমে সন্তে দক্খিণহথেন অঞ্ঞস্মিং দীপে ঠপেঙ্গা-
মী'তি । 'অঞ্ঞং কিং করিস্সসী'তি ? 'সিনেরুং
ছত্তদ'ডং বিয় কহা মহাপথাবিং উক্খিপিহা তস্সুপরি
ঠপেহা ছত্তহথো ভিক্খু বিয় একহথেনাদায় আকাসে
চক্কিমিস্সামী'তি । সথা 'জানামি তে আনুভাব'ন্তি
তস্সপি পাটিহারিয়করণং নানুজানি । সো 'জানাতি
মঞ্ঞে সথা ময়া উত্তরিতরং পাটিহারিয়ং কাতুং সমথ'ন্তি
একমন্তং অট্ঠাসি ।

অথ নং সথা 'নায়ং মোঙ্গল্লানং তবথায় বন্ধো মালাপুটো ।
অহঞ্ছিহ অসমধুরো, মম ধুরং অঞ্ঞো বহিতুং সমথো

*

*

*

‘এই মহাপৃথিবীকে কুস্তকার-চক্রের ন্যায় ঘুরাইয়া পৃথিবীর ওজঃ
জনগণকে খাওয়াইব ।’

‘আর কি করিবে ?’

‘আমি পৃথিবীকে বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে সমস্ত সত্ত্বগণকে অন্য
ধীপে স্থাপন করিব ।’

‘আর কি করিবে ?’

‘মহাপৃথিবীকে উত্তোলিত করিয়া সূর্যের পর্বতকে ছত্রদণ্ডের ন্যায় ইহার
উপরে স্থাপিত করিয়া ছত্রধারী ভিক্ষুর ন্যায় (মহাপৃথিবীকে) এক হাতে
লইয়া আকাশে চক্রমণ করিব ।’ শাস্তা বলিলেন—‘আমি তোমার প্রভাব
জানি ।’ কিন্তু তাহাকেও প্রাতিহাষ্য প্রদর্শন করিতে দিলেন না । ‘নিশ্চয়ই
অন্য কেহ আছেন যিনি আমা অপেক্ষা উন্নততর প্রাতিহাষ্য প্রদর্শন করিতে
সমর্থ’—ইহা মনে করিয়া মহামৌদ্গল্যায়ন একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—‘মৌদ্গল্যায়ন, এই মালাপুট তোমার
জন্য সঞ্জিত হয় নাই । আমি হইলাম অসমধুর, আমার ধুর অন্য কেহ

নাম নথি । অনচ্ছরিয়মেতং, যং ইদানি মম ধরং বহিতুং সমথো নাম ভবেয্য । অহেতুকতিরচ্ছানযোনিয়ং নিব্বত্ত-
কালোপি মম ধরং অণ্ণো বহিতুং সমথো নাম নাহোসি-
যেবা’তি বহ্না ‘কদা পন, ভন্তে’তি থেরেন পদট্টো অতীতং
আহরিত্বা—

‘যতো যতো গরু ধরং, যতো গম্ভীরবত্তনী ।

তদাস্সু কণ্হং যুজ্জন্তি, স্বাস্সু তং বহতে ধর’ন্তি ॥

—ইদং ‘কণ্হউসভজাতকং’ বিখ্যারেত্বা পদন তমেব বথুং
বিসেসেত্বা দস্সেস্তো—

‘মনুণ্ণমেব ভাসেয্য, নামনুণ্ণং কুদাচনং ।

মনুণ্ণং ভাসমানস্স, গরুং ভারং উদঙ্কারি ।

ধনং নং অলাভেসি, তেন চত্তমনো অহ’তি ॥

ইদং ‘নন্দবিসালজাতকং’ বিখ্যারেত্বা কথেসি । কথেত্বা চ

*

*

*

বহন করিতে সমর্থ নহে । অবাক্ হইবার মত কিছুই নাই । বাস্তবিক
আমার ধর বহনযোগ্য অপর কেহ নাই । অতীতে অহেতুক তিৰ্ঘকযোনিতে
জন্মগ্রহণ করা কালেও আমার ধর অন্য কেহ বহন করিতে পারে নাই ।’

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কোন সময়ে, ভন্তে?’ শাস্ত্রা অতীতের
ঘটনা ব্যক্ত করিয়া—

‘গুরুভার ছিল, রাস্তাও ছিল অসমান । কিন্তু কৃষ্ণ বৃষভকে যোজনা
করায় সে সেই গুরুভারও বহন করিয়াছিল ।’

—এই ‘কৃষভবৃষভজাতক’ (—কৃষ্ণ জাতক, জাতক সংখ্যা ২৯) বিস্তৃত-
ভাবে বর্ণনা করিয়া পদনরায় সেই ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রকট করিবার জন্য—

‘মিষ্টভাষী হইবে, কখনও রুঢ়ভাষী হইও না । মিষ্টভাষণের ফলে
(বলীবদ্) গুরুভার বহন করিয়াছিল এবং (ব্রাহ্মণকে) ধন লাভ করাইয়া
দিয়া স্বয়ং দৃষ্টাচিন্ত হইয়াছিল’—এই ‘নন্দবিশাল জাতক’ (জাতক

পন সখা রতনচক্ষমং অভিরুহি, পদরতো দ্বাদসযোজনিকা
পরিসা অহোসি তথা পচ্ছতো চ উত্তরতো চ দক্ষিণতো
চ। উজ্জ্বকং পন চতুবীসতিযোজনিকায় পরিসায় মম্বো
ভগবা যমকপাটিহারিয়ং অকাসি।

তং পালিতো তাব এবং বেদিতম্বং—কতমং তথাগতস্স
যমকপাটিহারিয়ে ঐণাণং ? ইধ তথাগতো যমকপাটিহারিয়ং
করোতি অসাধারণং সাবকেহি, উপরিমকায়তো অগ্নিক-
খন্ধো পবত্ততি, হেট্ঠিমকায়তো উদকধারা পবত্ততি।
হেট্ঠিমকায়তো অগ্নিকখন্ধো পবত্ততি, উপরিমকায়তো
উদকধারা পবত্ততি। পদুৱথিমকায়তো, পচ্ছিমকায়তো ;
পচ্ছিমকায়তো, পদুৱথিমকায়তো, দক্ষিণঅক্খিতো,
বামঅক্খিতো ; বামঅক্খিতো ; দক্ষিণঅক্খিতো ;
দক্ষিণকগ্গসোততো, বামকগ্গসোততো ; বামকগ্গসো-

*

*

*

সংখ্যা ২৮) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন। তারপর শাস্তা রত্নচক্ষমণে
আরোহণ করিলেন। সম্মুখে দ্বাদশযোজনিক পরিষৎ, পশ্চাতে, উত্তরে ও
দক্ষিণেও তদ্রূপ। সোজাসুজি চতুর্বিংশতি পরিষদের মধ্যে দাঁড়াইয়া শাস্তা
যমকপ্রাতিহার্য প্রদর্শন করিলেন।

পালি অর্থাৎ মূল বুদ্ধবচন হইতে ইহা এইভাবে জানিতে হইবে (পটি-
সম্বিদাম্প, ১।১১৬)—তথাগতের যমক-প্রাতিহার্যে জ্ঞান কিরূপ ? তথাগত
অসাধারণ যমকপ্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা কোন শ্রাবক কখনও
প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীরের উর্ধ্বভাগ হইতে অগ্নিস্কন্ধ
বহির্গত হইতেছে, নিম্নভাগ হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। নিম্নকায়
হইতে অগ্নিস্কন্ধ বহির্গত হইতেছে, উর্ধ্বকায় হইতে জলধারা প্রবাহিত
হইতেছে। অনুরূপভাবে কায়ের সম্মুখভাগ হইতে অগ্নি, পশ্চাদ্ভাগ হইতে
জল ; আবার পশ্চাদ্ভাগ হইতে অগ্নি, সম্মুখভাগ হইতে জল ; দক্ষিণভাগ
হইতে অগ্নি এবং বামভাগ হইতে জল ; বামভাগ হইতে অগ্নি, দক্ষিণভাগ

ততো, দক্খিণকণ্ঠসোততো ; দক্খিণনাসিকাসোততো, বামনাসিকাসোততো, বামনাসিকাসোততো, দক্খিণনাসিকাসোততো ; দক্খিণঅংসকূটতো, বামঅংসকূটতো ; বামঅংসকূটতো, দক্খিণঅংসকূটতো ; দক্খিণহৃৎতো, বামহৃৎতো ; বামহৃৎতো, দক্খিণহৃৎতো ; দক্খিণপস্সতো, বামপস্সতো ; বামপস্সতো, দক্খিণপস্সতো ; দক্খিণপাদতো, বামপাদতো ; বামপাদতো, দক্খিণপাদতো ; অঙ্গুলঙ্গুলেহি, অঙ্গুলন্তরিকাহি ; অঙ্গুলন্তরিকাহি, অঙ্গুলঙ্গুলেহি ; একেকলোমকূপতো অঙ্গিক্খন্ধো পবত্ততি, একেকলোমতো উদকধারা পবত্ততি । একেকলোমতো অঙ্গিক্খন্ধো পবত্ততি, একেক-

*

*

*

হইতে জল । অনুরূপ বিপরীতভাবে ডানদিকের চক্ষু হইতে অগ্নি, বামদিকের চক্ষু হইতে জল, বামদিকের চক্ষু হইতে অগ্নি এবং ডানদিকের চক্ষু হইতে জল । ডানদিকের কর্ণ হইতে অগ্নি, বামদিকের কর্ণ হইতে জল ; বামদিকের কর্ণ হইতে অগ্নি, ডানদিকের কর্ণ হইতে জল । ডানদিকের নাসিকা হইতে অগ্নি, বামদিকের নাসিকা হইতে জল ; বামদিকের নাসিকা হইতে অগ্নি, ডানদিকের নাসিকা হইতে জল । ডানদিকের স্কন্ধকূট হইতে অগ্নি, বামদিকের স্কন্ধকূট হইতে জল ; বামদিকের স্কন্ধকূট হইতে অগ্নি এবং ডানদিকের স্কন্ধকূট হইতে জল । দক্ষিণহস্ত হইতে অগ্নি, বামহস্ত হইতে জল, বামহস্ত হইতে অগ্নি, দক্ষিণহস্ত হইতে জল । দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অগ্নি, বামপার্শ্ব হইতে জল ; বামপার্শ্ব হইতে অগ্নি, দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে জল, ডান পদ হইতে অগ্নি, বাম পদ হইতে জল ; বাম পদ হইতে অগ্নি, ডান পদ হইতে জল । হাতের আঙুল এবং পায়ের আঙুলসমূহ হইতে অগ্নি এবং হাতের ও পায়ের আঙুলের ফাঁক হইতে জল ; আবার হাতের ও পায়ের আঙুলের ফাঁক হইতে জল এবং হাতের ও পায়ের আঙুল সমূহ হইতে অগ্নি । শরীরের এক একটি লোমকূপ হইতে অগ্নিস্কন্ধ,

লোমকূপতো উদকধারা পবন্ততি ; ছন্নং বগ্নানং নীলানং
পীতকানং লোহিতকানং ওদাতানং মঞ্জেষ্টানং পভস্সরা-
নং । ভগবা চঙ্কমতি, বুদ্ধানিষ্মিতো তিট্ঠতি বা
নিসীদতি বা সেয্যং বা কম্পেতি...পে...নিষ্মিতো সেয্যং
কম্পেতি, ভগবা চঙ্কমতি বা তিট্ঠতি বা নিসীদতি বা ।
ইদং তথাগতস্স যমকপাটিহারিয়ে এণাণং তি ।

ইদং পন পাটিহারিয়ং ভগবা তস্মিং চঙ্কমে চঙ্কমিত্বা
অকাসি । তস্স তেজোকসিণসমাপত্তিবসেন উপরিমকায়তো
অগ্নিকন্ধো পবন্ততি, আপোকসিণসমাপত্তিবসেন হেট্ঠিম-
কায়তো উদকধারা পবন্ততি । ন পন উদকধারায় পবন্তনট্-
ঠানতো অগ্নিকন্ধো পবন্ততি, অগ্নিকন্ধস্স পবন্তনট্-
ঠানতো উদকধারা পবন্ততী'তি দস্সেতুং 'হেট্ঠিমকায়তো
উপরিমকায়তো'তি বদন্তং । এসেব নয়ো সস্বপদেস্দ ।
অগ্নিকন্ধো পনেথ উদকধারায় অসম্মিস্সো অহোসি,

*

*

*

আবার এক একটি লোমকূপ হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে । নীল,
পীত, লোহিত, শূদ্র, মঞ্জেষ্ট, পভস্সরাদি ষড়বর্ণধুক্ত । ভগবান চঙ্কমণ
করিতেছেন । নির্মিত বুদ্ধ দাঁড়াইতেছেন, বসিতেছেন, শয়ন করিতেছেন...
ভগবান স্বয়ং চঙ্কমণ করিতেছেন বা দাঁড়াইতেছেন বা বসিতেছেন । ইহাই
তথাগতের যমকপ্রাতিহার্যে জ্ঞান ।

এই প্রাতিহার্য ভগবান সেই রত্নচঙ্কমে চঙ্কমণ করিয়া প্রদর্শন
করিয়াছিলেন । তেজঃকৃৎস্নসমাপত্তিবশতঃ তঁহার উর্ধ্বকায় হইতে অগ্নিস্কন্ধ
বাহির্গত হইতেছে, অপকৃৎস্নসমাপত্তিবশতঃ নিম্নাঙ্গ হইতে উদকধারা প্রবাহিত
হইতেছে । উদকধারার প্রবাহস্থান হইতে অগ্নিস্কন্ধ বাহির্গত হইতেছে না
এবং অগ্নিস্কন্ধের জ্বলন্তস্থান হইতে উদকধারা প্রবাহিত হইতেছে না । ইহা
বুঝাইবার জন্য নিম্নাঙ্গ হইতে, উর্ধ্বাঙ্গ হইতে ইত্যাদি' বলা হইয়াছে ।
সর্বক্ষেত্রে ইহাই বুঝিতে হইবে । অগ্নিস্কন্ধ উদকধারার সহিত সংমিশ্রিত

তথা উদকধারা অগ্নিক্খন্ধেন । উভয়ম্পি কির চেতং
যাব ব্রহ্মলোকা উগ্গত্বা চক্ৰবালমুখবট্টিয়ং পতিতি । ‘ছন্নং
বল্লান’ন্তি বদুত্তা পনস্স ছব্বল্লরংসিয়ো ঘটেহি আসিণ্ণমানং
বিলীনসদুবল্লং বিয় যন্তনালিকতো নিক্খন্তসদুবল্লরসধারা
বিয় চ একচক্ৰবালগব্ভতো উগ্গত্বা ব্রহ্মলোকং আহচ্চ
পটিটনিবত্তিত্বা চক্ৰবালমুখবট্টিম্বেব গণ্হিংসদ্ । একচক্ৰবাল-
গব্ভং বঙ্কগোপানসিকং বিয় বোধিঘরং অহোসি
একালোকং ।

তং দিবসং সত্থা চক্ষুমিত্তা পাটিহারিয়ং করোন্তো অন্তরন্তরা
মহাজনস্স ধম্মং কথেসি । কথেষ্টো চ জনং নিরস্সাসং
অকস্সা তস্স অস্সাসবারং দেতি । তস্মিং খণে মহাজনো
সাধুকারং পবত্তেসি । তস্স সাধুকারপবত্তনকালে সত্থা
তাব মহতিয়া পরিসায় চিত্তং ওলোকেন্তো একেকস্স

*

*

*

হয় নাই । তদ্রূপ উদকধারা অগ্নিস্কন্ধের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয় নাই ।
অগ্নিজ্বালা এবং উদকধারা উভয়ই ব্রহ্মলোক পৰ্যন্ত উঠিত হইয়া চক্ৰবালের
শেষ প্রান্তে পতিত হইয়াছিল । ‘ছন্ন বর্ণের’ কথা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধের
দেহের ষড়্‌রশ্মি মন্দির হইতে ধাবমান দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় অথবা যান্ত্রিক
নল হইতে নিষ্কাশিত সদুবর্ণরসধারার ন্যায় একচক্ৰবাল গর্ভ হইতে উঠিত হইয়া
ব্রহ্মলোক স্পর্শ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া চক্ৰবালপ্রান্তকেই ধারণ করিয়াছিল ।
প্রত্যেক চক্ৰবালগর্ভ বঙ্কগোপানসীর ন্যায় আলোক ধারায় আলোকিত হইল
এবং বোধিগৃহ (= বোধিমন্ডপ) যেন একই আলোকে আলোকিত হইল ।

সেই দিন শাস্তা চক্ষুস্পর্শ করিয়া প্রাতিহার্য প্রদর্শনের ফাঁকে ফাঁকে
জনগণের নিকট ধর্মদেশনাও করিয়াছিলেন । ধর্মদেশনাকালে জনগণকে
নিরাশ না করিয়া আশ্বাসের বাণী শুনাইয়াছিলেন । সেই মূহুর্তে জনগণ
সাধুবাদ দিয়াছিলেন । তাঁহাকে সাধুবাদ দিবার সময় শাস্তা সেই মহতী
পরিষদের সকলের চিত্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলেন যে প্রত্যেকের ষোল

সোলসন্নং আকারানং বসেন চিত্তাচারং অঞ্ঞাসি । এবং লহুদপরিবত্তং বুদ্ধানং চিত্তং । যো যো যস্মিণ্ড ধম্মে যস্মিণ্ড পাটিহীরে পসন্নো, তস্স তস্স অজ্জাসয়বসেনেব ধম্মণ্ড কথেসি, পাটিহীৰণ্ড অকাসি ; এবং ধম্মে দেসিয়-
 মান্ণে পাটিহীরে চ করিয়মান্ণে মহাজনস্স ধম্মাভিসময়ো অহোসি । সথা পন তস্মিণ্ড সমাগম্ণে অন্তনো মনং গহেত্তা অঞ্ঞং পঞ্ছং পদুচ্ছিত্তুং সমথং অদিস্সা নিম্মিতবুদ্ধং মাপেসি । তেন পদুচ্ছিত্তং পঞ্ছং সথা বিস্সজ্জেসি, সথারা পদুচ্ছিত্তং সো বিস্সজ্জেসি । ভগবতো চক্কম্নকালে নিম্মিতো ঠানাদীসদু অঞ্ঞত্তরং কম্পেসি, নিম্মিতস্স চক্কম্নকালে ভগবা ঠানাদীসদু অঞ্ঞত্তরং কম্পেসি । তমথং দস্সেত্তুং ‘নিম্মিতো চক্কম্মিত বা’তি আদি বত্তুং । এবং করোন্তস্স সথদু পাটিহারিয়ং দিস্সা ধম্মকথং সত্ত্বা তস্মিণ্ড সমাগম্ণে বীসতিয়া পাণকোটীণ্ড ধম্মাভিসময়ো অহোসি ।

*

*

*

প্রকারের চিত্তাচার আছে । বুদ্ধগণের চিত্ত ঈদৃশ লঘুপরিবর্তনশীল । যে যেই ধর্ম এবং প্রাতিহার্যে প্রসন্ন বুদ্ধ তাহাকে সেই ধর্ম দেশনা করিয়াছেন এবং সেই প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছেন । এইভাবে ধর্মদেশনা করার ফলে এবং প্রাতিহার্য প্রদর্শনের ফলে বহু লোকের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল । শাস্তা সেই সমাগমে নিজের মন যাচাই করিয়া দেখিলেন যে, অন্য কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিতে অসমর্থ । তাই তিনি নির্মিতবুদ্ধ সৃষ্টি করিলেন । নির্মিত বুদ্ধের দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শাস্তা প্রদান করিলেন । শাস্তা কতৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর সেই নির্মিত বুদ্ধ প্রদান করিলেন । ভগবানের চক্কম্নকালে নির্মিত বুদ্ধ অন্যস্থান গ্রহণ করিতেন এবং নির্মিত বুদ্ধের চক্কম্নকালে ভগবান অন্যস্থান গ্রহণ করিতেন । ইহা প্রকাশ করিবার জন্য ‘নির্মিত বুদ্ধ চক্কম্ন করিতেছেন’ ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে । শাস্তা এইরূপ করাকালে তাহার প্রাতিহার্য দেখিয়া এবং তাহার ধর্মকথা শ্রুতিয়া সেই সমাগমে বিংশতি কোটি প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল ।

সখা পাটিহীরং করোন্তোব 'কথ ন্দু থো অতীতবুদ্ধা ইদং
পাটিহীরং কহা বস্সং উপেস্তী'তি আবজ্জহা 'তাবাতিংস-
ভবনে বস্সং উপগন্হা মাতু অভিধম্মপিটকং দেসেন্তী'তি
দিম্বা দক্খিণপাদং উক্খিপিহা য়ুগন্ধরমথকে ঠপেহা
ইতরং পাদং উক্খিপিহা সিনেরুমথকে ঠপেসি। এবং
অট্ঠসট্ঠিষোজনসতসহস্সট্ঠানে তয়ো পদবারা অহেসদুং,
হে পাদাছিদ্দানি। সখা পাদং পসারেহা অক্কমী'তি ন
সল্লক্খেতস্বং। তস্স হি পাদুক্খিপনকালেষেব পস্বতা
পাদমূলং আগন্হা সম্পটিচ্ছংসু। সখারা অক্কমনকালে
তে পস্বতা উট্ঠায় সাকট্ঠানেষেব অট্ঠংসু। সঙ্কো
সখারং দিম্বা চিন্তেসি—'পাণ্ডুকম্বলসিলায় মএণ্ণে সখা
ইমং বস্সাবাসং উপেস্সতি, বহুদণ দেবতানং উপকারো
ভবিস্সতি, সখারি পনেথ বস্সাবাসং উপগতে অএণ্ণে
দেবতা হথম্পি ঠপেতুং ন সাক্খিস্সন্তি। অয়ং থো পন

*

*

*

শান্তা প্রাতিহার্য প্রদর্শনকালে চিন্তা করিলেন—'অতীতের বুদ্ধগণ
প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়া কোথায় বর্ষাবাস যাপন করিতেন?' দেখিলেন
'তাবাতিংসভবনে বর্ষাবাস যাপন করিয়া মাতার নিকট অভিধর্ম পিটক দেশনা
করিতেন।' ইহা দেখিয়া তিনি ডান পা য়ুগন্ধর পর্বতের মাথায় স্থাপন
করিয়া অন্য পা সন্মেরু পর্বতের মাথায় স্থাপন করিলেন। এই আটবাটি লক্ষ
যোজনস্থানে মাত্র তিনটি পদক্ষেপ এবং পৃথিবীতে মাত্র দুইটি পদক্ষেপ
হইয়াছিল। শান্তা পাদ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন এইভাবে ভাবা উচিত
নহে। কারণ তিনি পাদ উৎক্ষেপণ করিবামাত্রই পর্বতরাজী তাঁহার পাদমূলে
আসিয়া উপস্থিত হইত। শান্তা সম্মুখভাগে পাদ প্রসারণ করিলে পর্বতরাজী
আবার স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইত। শত্রু শান্তাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—
'মনে হয় শান্তা পাণ্ডুকম্বলশিলাতেই এই বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিবেন।
ইহাতে বহু দেবতাদের উপকার হইবে। শান্তা এখানে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন
করিলে অন্য দেবতারা একটি হাতও তুলিতে সমর্থ হইবে না। এই পাণ্ডু-

পাণ্ডুকম্বলসিলা দীঘতো সট্ঠিযোজনা, বিশ্বারতো পল্লাস-
যোজনা, পৃথুলতো পল্লবসযোজনা, সখরি নিসিন্বেপি
তুচ্ছং ভবিমসতী'তি । সখা তস্স অম্বাসয়ং বিদিত্বা অন্তনো
সম্ভাটিং সিলাসনং পটিচ্ছাদয়মানং খিপি । সঙ্কো
চিন্তেসি—‘চীবরং তাব পটিচ্ছাদয়মানং খিপি, সয়ং পন
পরিবৃত্তে ঠানে নিসীদিমসতী'তি । সখা তস্স অম্বাসয়ং
বিদিত্বা নীচপীঠকং মহাপাংসুকূলিকো বিয় পাণ্ডুকম্বলসিলং
অন্তোচীবরভোগেয়েব কহা নিসীদি । মহাজনোপি তংখণ-
এব সখারং ওলোকেন্তো নান্দস, চন্দস্স অথঙ্গমিত-
কালো বিয় সুৱিয়স্স চ অথঙ্গমিতকালো বিয় অহোসি ।
মহাজনো—

‘গতো নু চিত্তকুটং বা, কৈলাসং বা যদুগন্ধরং ।

ন নো দক্খেমু সম্বুদ্ধং, লোকজেট্ঠং নরাসভ'ন্তি ॥

—ইমং গাথং বদন্তো পরিদেবি । অপরে ‘সখা নাম পবি-

*

*

*

কম্বলশিলা দৈর্ঘ্যে ষাট্ যোজন, প্রস্থে পঞ্চাশ যোজন এবং স্থূলতায় পনের
যোজন । শাস্তা উপবেশন করিলেও শূন্য বলিয়া মনে হইবে ।’ শাস্তা
তাহার অধ্যাশয় জানিয়া নিজের সম্ভাটি-চীবর ক্ষেপণ করিলেন যাহাতে
শিলাসন আচ্ছাদিত হয় । শত্রু চিন্তা করিলেন—‘চীবর ক্ষেপণ করিলেন
শিলাসন আচ্ছাদিত করিয়া, স্বয়ং উপবেশন করিবেন সামান্য স্থানে ।’ শাস্তা
তাহার অধ্যাশয় জানিয়া মহাপাংসুকূলিক ভিক্ষু যেমন নীচ টুলকে
আচ্ছাদিত করিয়া বসে তদ্রূপ পাণ্ডুকম্বলশিলাকে চীবরের ভাঁজে রাখিয়া
উপবেশন করিলেন । জনগণও সেই মনোভাৱে শাস্তাকে দেখিতে পাইল না ।
যেন চন্দ্রের অন্তগমন হইয়াছে, যেন সূর্যের অন্তগমন হইয়াছে । জনগণ
বলিল—

‘আমরা আর লোকজ্যেষ্ঠ নরসভ সম্বুদ্ধকে দেখিতে পাইব না । তিনি
হয় চিত্তকুটে, না হয় কৈলাসে, না হয় যদুগন্ধরে গিয়াছেন ।’—এই গাথা বলিয়া

বেকরতো, সো ‘এবরুপায় মে পরিসায় এবরুপং পাটিহীরং
কত’ন্তি লঙ্জায় অঞ্ঞং রট্টং বা জনপদং বা গতো
ভবিম্সতি, ন দানি তং দক্খিম্সামা’তি পরিদেবন্তা ইমং
গাথমাংসু—

‘পরিবেকরতো ধীরো, নিমং লোকং পদুনেহিতি ।

ন নো দক্খেমু সম্বুদ্ধং, লোকজেট্টং নরাসভ’ন্তি ॥

তে মহামোংগল্লানং পদুচ্ছিংসু—‘কহং, ভন্তে, সথা’তি ? সো
সয়ং জানন্তোপি ‘পরেসম্পি গুণা পাকটা হোসু’তি অম্বা-
সয়েন ‘অনুরুদ্ধং পদুচ্ছথা’তি আহ । তে থেরং তথা
পদুচ্ছিংসু—‘কহং, ভন্তে, সথা’তি ? ‘তাবতিংসভবনে
প’দুকম্বলসিলায়ং বসসং উপগন্ত্বা মাতু অভিধম্মপিটকং
দেসেতুং গতো’তি । ‘কদা আগমিস্সতি, ভন্তে’তি ?

*

*

*

কাঁদিতে লাগিল । অন্যরা বলিতে লাগিল—“শাস্তা নির্জন ধ্যানে আনন্দ
পান । ‘আমি এইরূপ পরিষদে এইরূপ প্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়াছি’ মনে
করিয়া শাস্তা লঙ্জায় বোধ হয় অন্য কোন রাষ্ট্রে বা জনপদে চলিয়া যাইয়া
থাকিবেন । আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, বলিয়া কাঁদিতে
কাঁদিতে এই গাথা ভাষণ করিল—

‘পরিবেকরত ধীর বুদ্ধ পদুরায় এই জগতে আসিবেন না । আমরা
লোকজেট্ট, নরসভ সম্বুদ্ধকে আর দেখিতে পাইব না ।’

তাহারা মহামোংগল্যায়নকে জিজ্ঞাসা করিল—‘ভন্তে, শাস্তা কোথায় ?’
তিনি স্বয়ং জানিলেও ‘অন্যদের নিকটও এই সকল গুণ প্রকটিত হউক’ এই
অধ্যাশয়ে বলিলেন—‘অনুরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর ।’ তাহারা যাইয়া স্থবিরকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, শাস্তা কোথায় ?’

‘তাবতিংসভবনে গিয়াছেন । সেখানে প’দুকম্বলশিলায় বসাবাস উদ্-
ঘাপন করিয়া মাতাকে অভিধম্মপিটক দেশনা করিবেন ।’

‘ভন্তে, কবে আসিবেন ?’

তয়ো মাসে অভিধম্মপিটকং দেসেস্সা মহাপবারণাদিবসে'তি ।
 তে 'সথারং অদিম্বা ন গমিস্সামা'তি তথ্বেব খন্ধাবারং
 বন্ধিংসু । আকাসমেব কির নেসং ছদনং অহোসি । তায় চ
 মহতিয়া পরিসায় সরীরনিঘংসো নাম ন পঞ্ঞায়ি পথবী
 বিবরং অদাসি, সম্বথ পরিসুদ্ধমেব ভূমিতলং অহোসি ।
 সথা পঠমমেব মোংগল্লানথেরং অবোচ—'মোংগল্লান, ত্বং
 এতিস্সায় পরিসায় ধম্মং দেসেস্স্যাসি, চুল্লঅনার্থপিণ্ডিকো
 আহাং দম্মসতী'তি । তস্মা তং তেমাংসং চুল্লঅনার্থ-
 পিণ্ডিকোব তস্সা পরিসায় যাপনং যাগদুভত্তং খাদনীয়ং
 তম্বদুলতেলগন্ধমালাপিলন্ধনানি চ অদাসি । মহা-
 মোংগল্লানো ধম্মং দেসেসি, পাটিহারিয়দম্মনথং আগতাগ-
 তেহি পদুট্টপঞ্জে চ বিস্সজ্জেসি । সথারম্পি মাতু
 অভিধম্মদেসনথং পণ্ডুকম্বলসিলায়ং বস্সং উপগত্তং
 দসসহস্সচক্রবালদেবতা পরিবারয়িংসু । তেন বদুত্তং—

•

•

•

‘তিন মাস অভিধর্মপিটক দেশনা করিয়া মহাপ্রবারণাদিবসে আসিবেন ।’

তাহারা ‘শান্তাকে না দেখিয়া ঘাইব না’ বলিয়া সেখানেই তাঁবু খাটাইয়া
 অবস্থান করিল । উন্মদ্রুত আকাশ হইল তাহাদের ছাদ । এই মহতী
 পরিষদে কাহারও শরীরের সহিত কাহারও শরীর লাগিল না । পৃথিবী
 উন্মদ্রুত হইল । সর্বত্রই ভূমিতল পরিশুদ্ধই ছিল ।

শান্তা প্রথমেই মোদ্‌গল্যায়ন স্থবিরকে বলিয়াছিলেন—‘মোদ্‌গল্যায়ন,
 তুমি এই পরিষদের নিকট ধর্মদেশনা করিবে । চুল্লঅনার্থপিণ্ডিক ইহাদের
 আহারের ব্যবস্থা করিবে । তাই সেই তিন মাস চুল্লঅনার্থপিণ্ডিকই সেই
 পরিষদের জন্য যাগদুভাত, খাদ্যাভোজ্য এবং তাম্বদুল-তৈল-গন্ধমালা-অলঙ্কা-
 রাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মহামোদ্‌গল্যায়ন ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন ।
 প্রাতিহার্য দর্শনের জন্য আগতাগতগণ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছে সেগুলিরও
 উত্তর দিয়াছেন । মাতাকে অভিধর্ম দেশনা করিবার জন্য পাণ্ডুকম্বলশিলায়
 বসাবাসরত শান্তাকেও দশসহস্রচক্রবালদেবতা পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সেবা
 করিয়াছিলেন । তাই উক্ত হইয়াছে—

‘তাবতিংসে যদা বুদ্ধো, সিলায়ং প’ডুকম্বলে ।
 পারিচ্ছত্তকম্দলম্’হি, বিহাসি প’রিসদত্তমো ॥
 ‘দসসদ লোকধাতুসদ, সন্নিপতিত্বান দেবতা ।
 পয়িরদপাসন্তি সম্বুদ্ধং বসন্তং নাগমুদ্ধানি ॥
 ‘ন কোচি দেবো বগ্নেন, সম্বুদ্ধস্স বিরোচতি ।
 সস্সে দেবে অতিকম্ম, সম্বুদ্ধোব বিরোচতী’তি ॥

এবং সম্বা দেবতা অন্তনো সরীরম্পভায় অভিভবিত্বা
 নিসিন্নস্স পনস্স মাতা তুসিতবিমানতো আগন্ত্বা দক্ষিণ-
 পস্সে নিসীদি । ইন্দকোপি দেবপুত্তো আগন্ত্বা দক্ষিণ-
 পস্সেযেব নিসীদি, অঙ্কুরো বামপস্সে নিসীদি । সো
 মহেসক’খাসদ দেবতাসদ সন্নিপতন্তীসদ অপগন্ত্বা
 দ্বাদসযোজনিকে ঠানে ওকাসং লভি, ইন্দকো তথেব
 নিসীদি । সথা তে উভোপি ওলোকেত্বা অন্তনো সাসনে

*

*

*

‘প’রুযোত্তম বুদ্ধে যখন তাবতিংস স্বর্গে পারিজাত বৃক্ষমূলে পা’ডুকম্বল-
 শিলাসনে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন দশ লোকধাতুর দেবগণ পর্বতশীর্ষে
 (তাবতিংস স্বর্গে) একত্রিত হইয়া সম্বুদ্ধকে সেবা-পূজা করিয়াছিলেন ।

সেখানে কোন দেবতার জ্যোতিঃ সম্বুদ্ধের জ্যোতিকে হীনপ্রভ করিতে
 পারে নাই । অপিচ সমস্ত দেবগণের জ্যোতিকে অতিক্রম করিয়া সম্বুদ্ধই
 বিরোচিত হইয়াছিলেন । [পেতবন্ধ, গাথা—৩১৭-৩১৯]

এইভাবে নিজ শরীর প্রভায় সকল দেবতাদের অভিভূত করিয়া উপবিষ্ট
 তাঁহার (অর্থাৎ সম্বুদ্ধের) মাতা তুসিতবিমান হইতে আসিয়া দক্ষিণপার্শ্বে
 উপবেশন করিলেন । দেবপুত্র ইন্দকও আসিয়া দক্ষিণপার্শ্বেই উপবেশন
 করিলেন, অঙ্কুর (দেবপুত্র) বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন । অন্যান্য
 প্রভাবশালী দেবতারা আসিয়া উপস্থিত হইলে অঙ্কুর সেইস্থান হইতে উঠিয়া
 দ্বাদশ যোজন দূরে উপবেশন করিলেন । ইন্দক নিজের স্থানেই উপবিষ্ট
 থাকিলেন । শাস্তা উভয়কে অবলোকন করিয়া নিজের শাসনে দক্ষিণার্হ

দক্খিণেয্যপদ্দগলানং দিন্নদানস্স মহপ্ফলভাবং ঐষাপেতু-
কামো এবমাহ—‘অঙ্কুর, তয়া দীঘমন্তরে দসবস্সসহস্স-
পরিমাণকালে ছাদসযোজনিকং উদ্ধনপত্তিং কহ্বা মহাদানং
দিন্নং, ইদানি মম সমাগমং আগন্ত্বা ছাদসযোজনিকে ঠানে
ওকাসং লভি, কিং নন্ থো এথ কারণ’ত্তি? বদত্তম্পি
চেতং—

‘ওলোকেছান সম্বুদ্ধো, অঙ্কুরগ্ণাপি ইন্দকং ।

দক্খিণেয্য সম্ভাবেত্তো, ইদং বচনমব্রবি ॥

‘মহাদানং তয়া দিন্নং, অঙ্কুর দীঘমন্তরে ।

অতিদূরে নিসিন্নোসি, আগচ্ছ মম সত্তিকে’তি ॥

সো সন্দো পথবীতলং পাপদুগি । সম্বাপি নং সা পরিসা
অস্সেসি । এবং বদত্তে—

*

*

*

পদ্দগলদের দান দিবার কারণে কি মহাফল ভাল করা যায়, তাহা জ্ঞাপন
করিবার জন্য এইরূপ বলিলেন—‘অঙ্কুর, তুমি সদীর্ঘকাল প্রায় দশ-
সহস্র বৎসর যাবৎ দ্বাদশযোজনিক উদ্‌গ্ধান (—চুল্লী) পংক্তি নিমাণ করিয়া
মহাদান দিয়াছিলে । এখন আমার সমাগমে উপস্থিত হইয়া দ্বাদশযোজন
দূরে উপবেশন করিয়াছ । ইহার কারণ কি ?’ ইহা এইরূপ উক্ত
হইয়াছে—

‘অঙ্কুর ও ইন্দককে অবলোকন করিয়া সম্বুদ্ধ দানের উপযুক্ত পাঠ
সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার জন্য এই বাক্য ভাষণ করিলেন—

‘হে অঙ্কুর, তুমি দীর্ঘকাল যাবৎ মহাদান দিয়াছিলে । কেন তুমি অত
দূরে উপবেশন করিয়াছ । তুমি আমার নিকটে আইস ।’

—[পেতবুদ্ধ, গাথা ৩২১-৩২২]

(সম্বুদ্ধের) সেই শব্দ পৃথিবীতলেও পৌঁছিল । (পৃথিবীতে
সম্মিলিত) সেই পরিষদের সকলেই সেই শব্দ শুনিতে পাইল । এইরূপ
উক্ত হইলে—

‘চোদিতো ভাবিতন্তেন, অঙ্কুরো এতমব্রবি ।

কিং ময়হং তেন দানেন, দক্খিণেষ্যেন সন্ডুওতং ॥

‘অয়ং সো ইন্দকো যক্খো, দজ্জা দানং পরিত্তকং ।

অতিরোচতি অম্হেহি, চন্দো তারাগণে যথ’তি ॥

তথ ‘দজ্জা’তি দজ্জা । এবং বুদ্ধে সখা ইন্দকং আহ—‘ইন্দক, ত্বং মম দক্খিণপস্সে নিসিন্নো, কস্মা অনপগত্ত্বাব নিসীদ-
সী’তি ? সো ‘অহং, ভন্তে, সন্ডুখেত্তে অস্পকবীজং বপন-
কস্সকো বিয় দক্খিণেষ্যাসম্পদং অলথ’ন্তি দক্খিণেষ্যং
পভাবেন্তো আহ—

‘উজ্জঙ্গলে যথা থেত্তে, বীজং বহুদম্পি রোপিপতং ।

ন ফলং বিপদুলং হোতি, নপি তোসেতি কস্সকং ॥

‘তথেব দানং বহুদকং, দম্পসীলেসন্ডু পতিট্ঠিতং ।

ন ফলং বিপদুলং হোতি, নপি তোসেতি দায়কং ॥

*

*

*

(আৰ্যমার্গ) ভাবনায় ভাবিত অঙ্কুর (সম্বুদ্ধের কথা শুনিয়া)
বলিলেন—আমি যখন দান দিয়াছিলাম তখন উপযুক্ত দানগ্রহীতা ছিলেন
না । তাই আমার সেই দানে এত পুণ্যপ্রসব কি হইবে ?

‘এই ইন্দক যক্ষ অল্প দান দিয়াও নক্ষত্ররাজীর মধ্যে (পূর্ণ) চন্দ্রের ন্যায়
আমা হইতে সমাধিক বিরোচিত হইতেছে । [পেতবন্ধু, গাথা ৩২৩-৩২৪]

এখানে ‘দজ্জা’ শব্দের অর্থ হইতেছে ‘দিয়া’—এইরূপ উক্ত হইলে শাস্ত্রা
ইন্দককে বলিলেন—‘ইন্দক, তুমি আমার দক্ষিণপাশ্বে উপবেশন করিয়াছ ।
তুমি দূরে সরিয়া যাইয়া বসিতেছ না কেন ?’ ইন্দক বলিল—‘ভন্তে, কৃষক
যেমন উত্তম ক্ষেত্রে অল্পবীজ বপন করিয়াও অধিক ফল লাভ করে,
আমিও তদ্রূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রে অল্পদান দিয়াও মহাফল লাভ করিয়াছি ।
কাহারো দানের উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ইন্দক বলিলেন—

‘উষর ভূমিতে বহুবীজ বপিত হইলেও যেমন বিপদুল ফল উৎপন্ন হয় না,
কৃষকও সম্ভোষ লাভ করিতে পারে না, তেমন দুঃশীল ক্ষেত্রে বহু দান দিলেও
বিপদুল ফললাভ হয় না, দায়কও সম্ভোষ লাভ করিতে পারে না ।

‘যথাপি ভদ্দকে খেত্তে, বীজং অম্পকম্পি রোপিতং ।
সম্মা ধারং পবেচ্ছন্তে, ফলং তোসেতি কম্মকং ॥

‘তথেব সীলবন্তেসদ্, গুণবন্তেসদ্ তাদিসদ্ ।

অম্পকম্পি কতং কারং, পুণ্ণং হোতি

মহপ্ফল’ন্তি ॥

কিং পনেতস্স পুৰ্ব্বকম্ম’ন্তি ? সো কির অনুরুদ্ধথেরস্স
অন্তোগামং পিণ্ডায় পবিট্ঠস্স অন্তনো আভতং কটচ্ছদ্-
ভিক্খং দাপেসি । তদা তস্স পুণ্ণং অঙ্কুরেন দসবস্স-
সহস্সানি দ্বাদসযোজনিকং ওদ্ধনপত্তিং কত্ত্বা দিনদানতো
মহপ্ফলতরং জাতং । তস্মা এবমাহ ।

এবং বদন্তে সথা, ‘অঙ্কুর, দানং নাম বিচেয্য দাতুং বট্টিতি,
এবং তং সুখেত্তেসদ্ বদন্তবীজং বিয় মহপ্ফলং হোতি । স্বং
পন ন তথা অকাসি, তেন তে দানং মহপ্ফলং ন জাত’ন্তি
ইমমথং বিভাবেন্তো—

*

*

*

‘উৰ্বর ক্ষেত্রে অম্পমাত্র বীজও বপন করিলে, যথোপযোগী বৃষ্টিপাত
হইলে, কৃষক যেমন বিপুল ফসল লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ
শীলবান-গুণবানদিগকে অম্পমাত্র দান দিলেও সেই পুণ্য মহাফলপ্রদ হয় ।’

[পেতবখ্ণু, গাথা ৩২৫-৩২৮]

তাঁহার (অর্থাৎ ইন্দকের) পূর্বকর্ম কি ছিল ? তিনি অনুরুদ্ধ স্থবির
পিণ্ডাচরণের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহার নিজের খাদ্য হইতে এক
চামচ ভিক্ষা তাঁহাকে দিয়াছিলেন । তাই অঙ্কুর যে দশ সহস্র বৎসর যাবৎ
দ্বাদশযোজনিক উদ্ভ্যান নিৰ্মাণ করিয়া মহাদান দিয়াছিলেন তদপেক্ষা তাঁহার
(ইন্দকের) দান মহাফলপ্রদ হইয়াছে । তাই বলা হইয়াছে ।

এইরূপ উক্ত হইলে শাস্তা বলিলেন—‘অঙ্কুর, দান পাত্র বিচার করিয়া
দিতে হইবে, তাহা হইলে ইহা সুক্ষেত্রে বপিত বীজের ন্যায় মহাফলপ্রদ হয় ।
তুমি সেইরূপ কর নাই, তাই তোমার দান মহাফলপ্রদ হয় নাই । ইহাকে
আরও পরিষ্কৃষ্ট করার জন্য শাস্তা বলিলেন—

‘বিচেয়্য দানং দাতব্বং যথ দিন্নং মহপ্ফলং...পে.—।

‘বিচেয়্য দানং সুগতস্পসংখং,

যে দক্খিণেষ্যা ইধ জীবলোকে ।

এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি,

বীজানি বুদ্ধানি যথা সুথেত্তে’তি ॥—বহা উত্ত-

রিম্পি ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘তিগদোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অয়ং পজা ।

তস্মা হি বীতরাগেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফলং ॥

‘তিগদোসানি খেত্তানি, দোসদোসা অয়ং পজা ।

তস্মা হি বীতদোসেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফলং ॥

‘তিগদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অয়ং পজা ।

তস্মা হি বীতমোহেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফল’ন্তি ॥

*

*

*

‘সেখানে দান দিলে মহাফল হয়, সেইরূপ ক্ষেত্র নির্বাচন করিয়া দান দেওয়া উচিত । [নির্বাচন করিয়া দান দিলে দায়ক স্বর্গে গমন করে] ।

‘এই জীবজগতে যাহারা সুগত-প্রশংসিত দানপাত্রে দান দেয়, তাহারা সুক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হয় ।’

[পেতবন্ধু, গাথা ৩২৯-৩৩০] ।

তারপর আরও ধর্ম দেশনাকালে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাসমূহ ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘তৃণ ক্ষেত্রের অনর্থকারী, রাগ (ভোগানুরাগ) মানুষ্যের অনর্থকারী । তাই যাহারা বীতরাগ তাহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ।

‘তৃণ ক্ষেত্রের অনর্থকারী দ্বেষ মানুষ্যের অনর্থকারী । তাই যাহারা বীতদ্বেষ তাহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ।

‘তৃণ ক্ষেত্রের অনর্থকারী, মোহ মানুষ্যের অনর্থকারী । তাই যাহারা বীতমোহ তাহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ।

‘তিণদোসানি খেত্তানি, ইচ্ছাদোসা অয়ং পজা ।

তস্মা হি বিগতিছেসু, দিন্নং হোতি মহপ্ফল’ন্তি ॥

দেসনাবসানে অঙ্কুরো চ ইন্দকো চ সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিংসু, মহাজনস্সাপি সাথিকা ধম্মদেসনা
অহোসীতি ।

অথ সখা দেবপরিসায় মজ্জে নিসিন্নো মাতরং আরব্ভ
‘কুসলা ধম্মা, অকুসলা ধম্মা, অব্যাকতা ধম্মা’তি অভিধম্ম-
পিটকং পট্ঠপেসি । এবং তয়ো মাসে নিরন্তরং অভিধম্ম-
পিটকং কথেসি । কথেন্তো পন ভিক্খাচারবেলায় যাব
মমাগমনা এত্তকং নাম ধম্মং দেসেতু’তি নিম্মিতবুদ্ধং
মাপেত্বা হিমবন্তং গন্ত্বা নাগলতাদন্তকট্ঠং খাদিত্বা
অনোতত্তদহে মূখং ধোবিত্বা উত্তরকুরুতো পিণ্ডপাতং
আহরিত্বা মহাসালমালকে নিসিন্নো ভত্তকিচ্ছং অকাসি ।

*

*

*

‘তৃণ ক্ষেত্রের অনর্থকারী, কামনা-বাসনা বা তৃষ্ণা মানুষ্যের অনর্থকারী ।
তাই যাঁহারা বীততৃষ্ণ, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ।’

—(ধম্মপদ, শ্লোক ৩৫৬-৩৫৯)

দেশনাবসানে অঙ্কুর এবং ইন্দক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।
জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

অনন্তর শাস্ত্রা দেবপরিশদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া
‘কুশল ধর্ম, অকুশল ধর্ম, অব্যাকৃত ধর্ম...’ এইভাবে অভিধর্মপিটক দেশনা
করিলেন । এইভাবে তিনমাস নিরন্তর অভিধর্মপিটক দেশনা করিয়াছেন ।
দেশনাকালে ভিক্ষাচারবেলায় ‘আমি প্রত্যাবর্তন না করা অবাধি এই পরিমাণ
ধর্ম দেশনা করুক’ বলিয়া নির্মিতবুদ্ধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যহ হিমালয়ে
আসিয়া নাগলতার দাঁতন দিয়া দাঁত মাজিয়া অনবতপ্তহৃদে মূখ ধুইয়া উত্তর-
কুরু হইতে পিণ্ডপাত আহরণ করিয়া একটি মহাশালবৃক্ষের বেদীতে
বসিয়া আহারকৃত্য সম্পাদন করিতেন । (শাস্ত্রার দিবা-বিপ্রামকালে)

সারিপদ্বত্তথেরো তথ গন্ডা সথু বত্তং করোতি । সথা
ভত্তিকিচ্চপারিয়োসানে, 'সারিপদ্বত্ত, অজ্জ ময়া এত্তকো নাম
ধম্মো ভাসিতো, ত্বং অন্তনো অন্তেবাসিকানং ভিক্খুনং
বাচেহী'তি থেরস্স কথেসি । যমকপাটিহীরে কির
পসীদিহা পণ্ডসতা কুলপদ্বত্তা থেরস্স সন্তিকে পব্বজিৎসু ।
তে সন্ধ্যা থেরং এবমাহ । বহা চ পন দেবলোকং গন্ডা
নিম্মিতবুদ্ধেন দেসিতট্ঠানতো পট্ঠায় সয়ং ধম্মং
দেসেসি । থেরোপি গন্ডা তেসং ভিক্খুনং ধম্মং দেসেসি ।
তে সথারি দেবলোকে বিহরন্তেষেব সত্তপকরণিকা
অহেসুং ।

তে কির কস্সপবুদ্ধকালে খুন্দকবগ্গদুলিয়ো হুহা একস্মিং
পব্বভারে ওলম্বন্তা দ্বিনং থেরানং চঙ্কমিহা অভিধম্মং

*

*

*

সারিপদ্বত্ত স্থবির আসিয়া শাস্ত্রার সেবা করিতেন । শাস্ত্রা আহারকৃত্যের
শেষে স্থবিরকে প্রত্যাহ বলিতেন—'সারিপদ্বত্ত, অদ্য আমি এই পরিমাণ ধর্ম
দেশনা করিয়াছি, তুমি যাইয়া তোমার শিষ্যদের নিকট উহা ভাষণ করিবে ।'
যমকপ্রাতিহার্য' দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া পণ্ডশত কুলপদ্বত্ত স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত
হইয়াছিলেন । তাহাদের উদ্দেশ্যেই (শাস্ত্রা) স্থবিরকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন ।
অনন্তর শাস্ত্রা দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া নির্মিতবুদ্ধ যে স্থান হইতে ধর্ম
দেশনা করিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে আবার স্বয়ং ধর্মদেশনা করিলেন ।
স্থবিরও (হিমালয় হইতে) ফিরিয়া আসিয়া নিজের ভিক্ষু শিষ্যদের নিকট
উক্ত ধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন । শাস্ত্রা দেবলোকে অবস্থানকালীনই এই
ভিক্ষুগণ সত্তপকরণিক (অর্থাৎ অভিধর্ম পিটকের সাতটি প্রকরণ সম্বন্ধে
বিশারদ) হইয়াছিলেন ।

তাহারা (উক্ত ভিক্ষুগণ) ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে চাম্ভিকা
(=ছোট বাদাড়) হইয়া কোন এক পর্বতগুহায় বৃন্দান্ত অবস্থায় দুইজন
ভিক্ষুকে চঙ্কমণ করিতে করিতে অভিধর্ম বিষয়ে আলোচনার শব্দ শুনিয়া

সম্বায়ন্তানং সন্দং সদ্ভা সরে নিমিত্তং অঙ্গহেস্‌দং ।
তে 'ইমে খন্দা নাম, ইমা ধাতুরো নামা'তি অজানিত্বা সরে
নিমিত্তগহণমন্তেনেব ততো চুতা দেবলোকে নিম্বন্তা,
একং বুদ্ধান্তরং দিব্বসম্পত্তিং অনুভবিত্বা ততো চাবিত্বা
সাবথিয়ং কুলঘরেস্‌দ নিম্বন্তা । যমকপাটিহীরে উপ্পন্ন-
পসাদা থেরস্স সন্তিকে পব্বজিত্বা সম্বপঠমং সত্তপকরণিকা
অহেস্‌দং । সথাপি তেনেব নীহারেন তং তেমাংসং অভিধম্মং
দেসেসি । দেসনাবসানে অসীতিকোটিসতানং দেবতানং
ধম্মাভিসময়ো অহোসি, মহামায়াপি সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহি ।

সাপি থো ছত্তিসযোজনপরিম'ডলা পরিসা 'ইদানি সত্তমে
দিবসে মহাপবারণা ভবিস্সতী'তি মহামোঙ্গল্লানথেরং
উপসংকমিত্বা আহ—'ভন্তে, সথ্‌দ ওরোহণদিবসং সঞ্‌-

*

*

*

সেই শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । তাঁহারা 'এইগুদলি স্কম্‌ধ, এইগুদলি
ধাতু...' ইহা না বুঝিয়াই ক'ঠম্বরেই নিমিত্তগহণমাত্রই সেখান হইতে ছুত
হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । এক বুদ্ধান্তরকাল দেবলোকে দিব্য-
সম্পত্তি উপভোগ করিয়া সেস্থান হইতে ছুত হইয়া শ্রাবস্তীতে বিভিন্ন কুলগৃহে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । (ভগবান বুদ্ধের) যমকপ্রতিহার্ষ দেখিয়া প্রসন্ন
হইয়া তাঁহারা স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইয়া সব'প্রথম সত্তপকরণিক
হইয়াছেন । শাস্তাও সেই প্রকারেই তিনমাস অভিধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন ।
দেশনাবসানে অশীতি কোটি দেবতাদের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল । মহামায়াও
স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

সেই ছত্রিশযোজনপরিব্যাপ্ত পরিষদও 'এখন হইতে সপ্তম দিবসে মহা-
প্রবারণা অনুষ্ঠিত হইবে' চিন্তা করিয়া মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের নিকট
উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, শাস্তার (স্বর্গ হইতে) অবরোহণের দিন

এতাতুং বট্টিতি, ন হি ময়ং সথারং অদিম্বা গমিস্সামা'তি ।
 আয়স্মা মহামোংগল্লানো তং কথং সদ্বা 'সাধাবুসো'তি বত্তা
 তথেষ পথবিয়ং নিমুগ্গো সিনেরুপাদং গন্ত্বা 'মং অভিরু-
 হন্তং পরিসা পস্সতদ'তি অধিট্ঠায় মণিরতনেন আবুতং
 প'ডুকম্বলসত্তুং বিয় পঞ'এয়মানরুপোব সিনেরুমম্বেসন
 অভিরুহি । মনুস্সাপি নং 'একষোজনং অভিরুল'হো,
 দ্বিযোজনং অভিরুল'হো'তি ওলোকয়িসু । থেরোপি সথু
 পাদে সীসেন উক্খিপন্তো বিয় অভিরুহিত্বা বন্দিত্বা
 এবমাহ—'ভন্তে, পরিসা তুম্হে দিম্বাব গ'তুকামা, কদা
 ওরোহিস্সথা'তি । কহং পন তে, মোংগল্লান, জেট্ঠ-
 ভাতিকো সারিপত্তো'তি ? 'ভন্তে, সঙ্কস্সনগরে বস্সং
 উপগতো'তি । 'মোংগল্লান, অহং সত্তমে দিবসে মহা-
 প্রবারণায় সঙ্কস্সনগরদ্বারে ওতরিস্সামি, মং দট্ঠুকামা

*

*

*

বলিবেন কি ? আমরা শাস্তাকে দর্শন না করিয়া যাইব না ।' আয়স্মান
 মহামৌদগল্যায়ন সেই কথা শুনিয়া 'বেশ, তাহাই হউক, বন্ধুগণ' বলিয়া
 সেইস্থানেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সদুমের পর্বতের পাদদেশে
 যাইয়া উঠিত হইলেন । তারপর 'সমগ্র মনুষ্যপরিষদ আমাকে আরোহণ
 করিতে দেখুক' এই অধিষ্ঠান করিয়া সদুমের পর্বতে আরোহণ করিতে
 লাগিলেন । তাঁহাকে মনে হইতেন যেন মণিরত্নাবৃত একটি পাণ্ডুকম্বল-
 সত্ত্ব । মনুষ্যেরাও তাঁহাকে অবলোকন করিল—'তিনি একষোজন উঠিলেন,
 দুই যোজন উঠিলেন...' ইত্যাদি । স্থবির মন্তকের দ্বারা শাস্তার পদযুগল
 উর্ধ্বে তুলিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, পরিষদ আপনাকে দর্শন
 করিয়াই যাইবেন [নচেৎ নহে] । আপনি কবে অবতরণ করিবেন বলুন ।'

'হে মৌদগল্যায়ন, তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শারিপত্ত কোথায় ?'

'ভন্তে, সঙ্কস্সনগরে বসাবাস করিতেছেন ।'

'মৌদগল্যায়ন, আমি অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে মহাপ্রবারণার দিন
 সঙ্কস্সনগরদ্বারে অবতরণ করিব । আমাকে বাহারা দর্শনেচ্ছু তাহারা

তথ আগচ্ছন্তু, সাবাথিতো সৎকস্সনগরদ্বারং তিংসযোজনানি, এত্তকে মণ্ণে কস্সচি পাথেয়্যাকিচ্চং নথি, উপোসথিকা হুত্বা ধূরবিহারং ধম্মস্সবনথায় গচ্ছন্তা বিয় আগচ্ছেয়্যাথাতি তেসং আরোচেয়্যাসী'তি । থেরো 'সাধু ভন্তে'তি গন্ত্বা তথা আরোচেসি ।

সখা বট্টে'বস্সো পবারেত্বা সক্রস্স আরোচেসি—‘মহারাজ, মনুস্সপথং গমিস্সামী'তি । সঙ্কো সুবল্লময়ং মণিময়ং রজতময়ং তি তীণি সোপানানি মাপেসি । তেসং পাদা সৎকস্সনগরদ্বারে পতিট্টে'হিংসু সীসানি সিনেরু'মুদ্বানি । তেসু দক্খিণপস্সে সুবল্লময়ং সোপানং দেবতানং অহোসি, বামপস্সে রজতময়ং সোপানং মহাবস্সানং অহোসি, মস্সে' মণিময়ং সোপানং তথাগতস্স অহোসি । সখাপি সিনেরু-মুদ্বানি ঠত্বা দেবোরোহণসময়ে যমকপাটিহারিয়ং কত্বা উদ্ধং ওলোকেসি, যাব ব্রহ্মলোকা একঙ্গণা অহেসুং । অধো

*

*

*

সেইখানেই আসুক । শ্রাবস্তী হইতে সংকস্সনগরদ্বার ত্রিশযোজন দূর । এতটা রাস্তায় কাহারও পাথেয়ের প্রয়োজন হইবে না । উপোসথিক হইয়া যেইভাবে নিকটবর্তী বিহারে ধর্মশ্রবণের জন্য যাইয়া থাকে সেইভাবেই আসিতে হইবে—এই কথা সকলকে জানাইয়া দাও । স্থবির 'বেশ, ভন্তে, তাহাই হউক' বলিয়া যাইয়া সকলকে ঐ বিষয় জানাইয়া দিলেন ।

শাস্তা বর্ষাবাসান্তে প্রবারণা করিয়া শত্রুকে বলিলেন—‘মহারাজ, আমি মনুষ্যালোকে যাইব ।’ শত্রু সুবর্ণময়, মণিময় এবং রজতময় তিনটি সোপান-শ্রেণী নির্মাণ করাইলেন । ইহাদের পা-গদূলি সংকস্সনগরদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং শীর্ষদেশগদূলি সুমেরুপর্বতের মাথায় । দক্ষিণদিকে সুবর্ণময় সোপান দেবতাদের জন্য, বামদিকের রজতময় সোপান মহাবস্সাদের জন্য এবং মধ্যে মণিময় সোপান তথাগতের জন্য । শাস্তাও সুমেরুপর্বতশীর্ষে দাঁড়াইয়া দেবলোক হইতে অবতরণের সময়ে যমকপ্রাতিহার্য প্রদর্শন করিয়া উধ্বদিকে অবলোকন করিলেন । ব্রহ্মলোক পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ।

ওলোকেসি, যাব অবীচিতো একঙ্গং অহোসি । দিসাবিদিসা
ওলোকেসি, অনেকানি চক্রবালসতসহস্সানি একঙ্গানি
অহেসুং । দেবা মনুস্সে পস্সিসংসু, মনুস্সাপি দেবে
পস্সিসংসু, সবেব সম্মুখাব পস্সিসংসু ।

ভগবা ছব্বল্পরংসিয়ো বিস্সজেসি । তং দিবসং বুদ্ধসিরিং
ওলোকেহা ছিত্তিসযোজনপরিমুডলায় পরিসায় একোপি
বুদ্ধভাবং অপথেন্তো নাম নখি । সুবল্পসোপানেন দেবা
ওতিরংসু, রজতসোপানেন মহাবল্লাগো ওতিরংসু, মণি-
সোপানেন সম্মাসম্বুদ্ধো ওতরি । পণ্ডসিখো গন্ধব্বদেব-
পুত্তো বেল্লবপুডুবাণং আদায় দক্খিণপস্সে ঠহা সথু
গন্ধব্বমধুরাদিব্ববাণায় সন্দেশ পুজং করোন্তো ওতরি ।
মাতলি, সঙ্গাহকো, বামপস্সে ঠহা দিব্বগন্ধমালাপুপ্পং
গহেহা নমস্সমানো পুজং কহা ওতরি, মহাবল্লা ছত্তং

*

*

*

অধোদিকে অবলোকন করিলেন । অবীচি (নরক) পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি-
গোচর হইল । দিক্‌বিদিকে অবলোকন করিলেন । অনেক শতসহস্র
চক্রবাল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল । দেবগণ মনুষ্যগণকে দেখিয়াছিলেন,
মনুষ্যগণ দেবগণকে । সকলেই একে অপরকে মন্থোমুখ দেখিতে পাইল ।

ভগবান ষড়্বর্ণের রশ্মি বিচ্ছুরিত করিলেন । সেইদিন বুদ্ধশ্রী অবলোকন
করিয়া ছত্রিশযোজন পরিবেষ্টিত পরিষদের একজনও বুদ্ধত্ব প্রার্থনা না
করিয়া থাকেন নাই । সুবর্ণময় সোপানের দ্বারা দেবগণ অবতরণ করিলেন ।
রজতসোপানের দ্বারা মহাবল্লাগণ অবতরণ করিলেন, মণিময় সোপানের দ্বারা
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অবতরণ করিলেন । গন্ধর্বদেবপুত্র পণ্ডশিখ বিল্বপাণ্ডুবাণা
লইয়া দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রাকে গন্ধর্বমধুর দিব্যবাণাশব্দের দ্বারা
পূজা করিতে করিতে অবতরণ করিলেন । মাতলি সারথি বামপার্শ্বে
দাঁড়াইয়া দিব্যগন্ধ মালাপুপ্প লইয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া (তথাগতকে) পূজা
করিতে করিতে অবতরণ করিলেন । মহাবল্লা (তথাগতের মন্তকোপরি) ছত্র

ধারেসি, সন্ধ্যামো বালবীজনিং ধারেসি । সখা ইমিনা পরিবারেন সন্ধিং ওতরিহা সংকস্সনগরদ্বারে পতিট্ঠহি । সারিপদ্ভুথেরোপি আগন্তা সখারং বন্দিহা যস্মা সারিপদ্ভুথেরেন তথারূপায় বুদ্ধসিরিয়া ওতরন্তো সখা ইতো পদ্বে ন দিট্ঠপদ্বে, তস্মা—

‘ন মে দিট্ঠো ইতো পদ্বে, ন স্নতো উদ কস্সচি ।

এবং বঙ্গদ্বন্দো সখা, তুসিতা গণিমাগতো’তি ॥—

আদীহি অন্তনো তুট্ঠিং পকাসেহা, ‘ভন্তে, অজ্জ সবেপি দেবমনদ্দস্সা তুম্হাকং পিহয়ন্তি, পথেন্তী’তি আহ । অথ নং সখা, ‘সারিপদ্ভু, এবরূপেহি গুণেহি সমন্নাগতা বুদ্ধা দেবমনদ্দস্সানং পিয়া হোন্তিষেবা’তি বহা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

*

*

*

ধারণ করিয়াছিলেন । সন্ধ্যাম বালব্যজনী ধারণ করিয়াছিলেন । শান্তা ঈদৃশ পরিবারের সহিত অবতরণ করিয়া সংকস্সনগরদ্বারে তাঁহার পা রাখিলেন । শারিপদ্ভুস্বিরণ আসিয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া যেহেতু তিনি ইতিপূর্বে তদ্রূপ বুদ্ধশ্রীকে অবতরণরত অবস্থায় কখনও দেখেন নাই, তাই—‘তুসিতভবন হইতে আগত এইরূপ প্রিয়বাদী শান্তা ও গণাচার্য ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখি নাই, অথবা কাহারও মূখে শ্রুনি নাই ।’

(স্দন্তনিপাত, ১৫৫)

ইত্যাদির দ্বারা আত্মতুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, অদ্য সকল দেবমনদ্দস্য আপনাকে স্পৃহা করিতেছে, (আপনার দর্শনলাভের জন্য) প্রার্থনা করিতেছে ।’ অনন্তর শান্তা তাঁহাকে বলিলেন—‘শারিপদ্ভু, এইরূপ গুণসম্পন্ন বুদ্ধগণ দেবমনদ্দস্যদের প্রিয়ই হইয়া থাকেন ।’—ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যে ঝানপসদুতা ধীরা, নেক্‌খম্মদপসমে রতা ।

দেবাপি তেসং পিহয়ন্তি, সম্বুদ্ধানং সতীমত’ন্তি

॥ ১৮১ ॥

তথ ‘যে ঝানপসদুতা’তি লক্‌খণ্‌দপনিম্বানং আরম্মণ্‌দপনিম্বানন্তি ইমেস্‌দ্বীস্‌দ্বানেস্‌দ্বাবজ্জন-সমাপজ্জন-অধিট্‌ঠানব্দুট্‌ঠানপচ্চবেক্‌খণেহি যদন্তস্পষদন্তা । ‘নেক্‌খম্মদপসমে রতা’তি এত্থ পম্বজ্জা নেক্‌খমন্তি ন গহেতম্বা, কিলেসব্দপসমনিম্বানরতিং পন সন্ধায়েতং বদন্তং । ‘দেবা-পী’তি দেবাপি মনুস্সাপি তেসং পিহয়ন্তি পথেন্তি । ‘সতীমত’ন্তি এবরূপগুণানং তেসং সতিয়া সম্মাগতানং সম্বুদ্ধানং । ‘অহো বত ময়ং বুদ্ধা ভবেয়্যামা’তি বুদ্ধভাবং ইচ্ছমানা পিহয়ন্তী’তি অথো ।

•

•

•

‘যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি সতত ধ্যানপরায়ণ, বৈরাগ্যময় শাস্তিতে রত, সে’সকল স্মৃতিমান্‌ সম্যক্‌সম্বুদ্ধগণকে দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৮১ ।

অম্বয় : ‘যাহারা ধ্যানপরায়ণ’ অর্থাৎ লক্ষণ উপনিধ্যান ও আলম্বন-উপনিধ্যান এই দুই ধ্যানে আবর্তন, সমাবর্তন, অধিষ্ঠান, উত্থান ও প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা যুক্ত প্রযুক্ত ।

‘বৈরাগ্য উপশমে রত’ অর্থাৎ এখানে প্রব্রজ্যা বা বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে চলিবে না । কলুষরাশি উপশম করিয়া নির্বাণ সুখে পরিতৃপ্তির কথাই বলা হইয়াছে । ‘দেবগণও’ দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেই তাঁহাদের স্পৃহা করেন । প্রার্থনা করেন । ‘স্মৃতিমানদের’ এইরূপ গুণসম্পন্ন স্মৃতি-সম্মাগত সম্বুদ্ধগণের । ‘অহো আমরা বুদ্ধ হইব’ এইভাবে বুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া বুদ্ধ স্পৃহা করেন এই অর্থ ।

দেসনাবসানে তিংসমন্তানং পাণকোটীনাং ধম্মাভিসময়ো
অহোসি, থেরস্স সন্ধিবহারিকা পণ্ডসত্ভিক্খু অরহন্তে
পতিট্ঠহিংসু ।

সম্ববুদ্ধানং কির অবিজ্জিতমেব সম্বকপাটিহীরং কহা দেব-
লোকে বস্সং বসিহা সঙ্কস্সনগরদ্বারে ওতরণং । তথ পন
দক্খিণপাদস্স পতিট্ঠিতট্ঠানং অচলচেতিয়ট্ঠানং নাম
হোতি । সথা তথ ঠহা পুথুজ্জনাদীনং বিসয়ে পঞ্হং
পুচ্ছি, পুথুজ্জনা অন্তনো বিসয়ে পঞ্হে বিস্সজেহা
সোতাপন্নবিসয়ে পঞ্হং বিস্সজেতুং নাসক্খিংসু । তথা
সকদাগামিআদীনং বিসয়ে সোতাপন্নাদয়ো, মহামোঙ্গল্লান-
বিসয়ে সেসমহাসাবকা, সারিপপুত্তথেরস্স বিসয়ে মহামোঙ্গ-
ল্লানো, বুদ্ধাবিসয়ে চ সারিপপুত্তোপি বিস্সজেতুং নাসক্-
খিষেব । সো পাচীনদিসং আদিং কহা সম্বাদিসা ওলোকেসি,

*

*

*

দেশনাবসানে ত্রিশ কোটি প্রাণীর ধম ভিসময় হইয়াছিল । (শারিপুত্র)
স্ববিরের পণ্ডিত সহবিহারিক অর্হন্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

কথিত আছে যে সর্ববুদ্ধগণের ইহাই অপরিবর্তনীয় রীতি যে সম্বক-
প্রতিহার প্রদর্শন করিয়া দেবলোকে বসাবাস উদ্‌ঘাপন করিয়া সঙ্কস্স-
নগরদ্বারে অবতরণ করিয়া থাকেন । অবতরণ করিয়া যেখানে তাঁহারা
মাটিতে প্রথম ডান পা ফেলেন সেই স্থানের নাম হইয়া থাকে ‘অচলচেত্যান্থান’ ।
সেখানে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রা পুথুগ্জনদের বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ।
পুথুগ্জনেরা নিজেদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু
স্রোতাপন্নবিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইল না । তদুপ সকদাগামি
প্রভৃতি বিষয়ে স্রোতাপন্নগণ, মহামোদ্‌গল্যায়নবিষয়ে অবশিষ্ট মহাপ্রাবকগণ,
শারিপুত্রস্ববিরের বিষয়ে মহামোদ্‌গল্যায়ন, বুদ্ধবিষয়ে শারিপুত্রও উত্তর
দিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দিক
অবলোকন করিলেন, সর্বত্র তাঁহার নিকট একজন বলিয়া মনে হইল (অর্থাৎ

সম্ভবতঃ একজগৎমেব অহোসি । অট্টসদৃ দিসাসদৃ দেবমনুসসা
উদ্ধং যাব ব্রহ্মলোকা হেট্টা ভূমট্টা চ যক্খনাগসদৃপল্লা
অঞ্জলিং পঙ্গহেত্বা, 'ভন্তে, ইধ তস্স পঞ্হস্স বিস্সজ্জতা
নথি, এত্থেব উপধারেথা'তি আহংসদৃ । সথা 'সারিপপুত্তো
কিলমতি । কিণ্ণাপি হেস—

‘যে চ সজ্জাতধম্মাসে, যে চ সেথা পদুথু ইধ ।

তেসং মে নিপকো ইরিয়ং, পদুট্টো পরুহি

মারিসা’তি ।

ইমং বুদ্ধাবিসয়ে পদুট্টপঞ্হং সদৃশা ‘সথা মং সেথাসেথানং
আগমনপটিপদং পদুচ্ছতী’তি পঞ্হে নিক্কেথা, খন্ধাদীসদৃ
পন কতরেন নু থো মদুথেন ইমং পটিপদং কথেষ্টো
‘অহং সথদৃ অজ্জ্বাসয়ং গণ্হিতুং ন সাক্খিস্সামী’তি মম
অজ্জ্বাসয়ে কথ্খতি, সো ময়া নয়ে অদিম্নে কথেষ্টুং ন

*

*

*

সমস্ত দিকে সব কিছু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল) । আট দিকে দেবমনুষ্মগণ
এবং উর্ধ্বে ব্রহ্মলোক পৰ্বন্ত, নীচে ভূমিস্থিত যক্ষ, নাগ, সদৃপর্ণগণ সকলে
অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, এখানে আপনার প্রশ্নের উত্তরদাতা কেহ
নাই, ইহাই আপনি অবধারণ করুন (অর্থাৎ এখানেই আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করা বন্ধ করুন)’ । শাস্তা ‘সারিপপুত্ত মনে কষ্ট পাইতেছে, কারণ—

‘যাঁহারা জ্ঞাতধর্ম, যাঁহারা শিক্ষার্থী এবং জনসাধারণ—হে মারিস, এই
সকলের জীবনযাত্রার প্রণালী আমার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি জিজ্ঞাসা
করিবোছি ।’—(সূত্বনিপাত, গাথা ১০৩৮) ।

বুদ্ধবিষয়ক এই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন শুনিয়া ‘শাস্তা আমাকে শৈক্ষ্য এবং
অশৈক্ষ্যগণের আগমন এবং প্রতিপদা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন’—এই
বিষয়ে সারিপপুত্ত নিঃসংশয়, কিন্তু স্কন্ধাদির কোন্টি দ্বারা (অর্থাৎ স্কন্ধ,
আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির) মধ্যে এই প্রতিপদা ভাষিত হইয়াছে সেই
বিষয়ে সারিপপুত্তের সংশয় আছে, তাই সারিপপুত্ত বলিয়াছেন ‘আমি শাস্তার

সক্খিস্সতি, নয়মস্স দস্সামী'তি নয়ং. দস্সেস্সো 'ভূতমিদং, সারিপদন্তু, সমনুপস্সসী'তি আহ। এবং কিরস্স অহোসি—'সারিপদন্তো মম অজ্জ্বাসয়ং গহেত্বা কথেন্তো খন্ধবসেন কথেস্সতী'তি। থেরস্স সহ নয়দানেন সো পঞ্হো নয়সতেন নয়সহস্সেন নয়সতসহস্সেন উপট্ঠাসি। সো সথারা দিন্ননয়ে ঠত্বা তং পঞ্হং কথেসি। ঠপেত্বা কির সস্সামস্বদ্বং অঞ্হো সারিপদন্তুথেরস্স পঞ্হং পাপদুগিতুং সমথো নাম নথি। তেনেব কির থেরো সথু পদুরতো ঠত্বা সীহনাদং নদি—'অহং, ভস্সে, সকলকস্পম্পি দেবে বট্টে 'এত্তকানি বিন্দুনি মহাসমুদ্রে পতিতানি এত্তকানি ভূমিয়ং, এত্তকানি পব্বতে'তি গণেত্বা লেখং আরোপেতুং সমথো'তি। সথাপি নং 'জানামি, সারিপদন্তু, গণেতুং সমথভাবসি'তি আহ। তস্স আয়স্সমতো পঞ্হোয় উপমা নাম নথি। তেনেবাহ—

উদ্দেশ্য বদ্বিতে অসমর্থ'। 'বাস্তবিক আমি তাহাকে সূত্র (অর্থাৎ সমাধান সূত্র) ধরিয়া না দিলে সে বলিতে সমর্থ হইবে না। আমি তাহাকে সূত্র দিব' বলিয়া সূত্র প্রদর্শনকালে বলিলেন—'হে শারিপদন্ত, 'ইহা ভূত' এই বিষয়ে তোমার উপলব্ধি কি? তাঁহার মনে হইল 'শারিপদন্ত আমার উদ্দেশ্য বদ্বিয়া উত্তর দিলে স্কন্ধবশেই বলিবে।' স্থবিরকে সূত্র প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্ন স্থবিরের নিকট নয় শত, নয় সহস্র এবং নয় শত সহস্ররূপে প্রতিভাত হইল। তিনি শাস্ত্রা প্রদত্ত বিধি অনুসারে সেই প্রশ্ন বলিয়াছিলেন। সম্যক্-সম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কেহ শারিপদন্ত স্থবিরের প্রশ্ন বদ্বিতে সক্ষম নহেন। তাই (শারিপদন্ত) স্থবির শাস্ত্রার সম্মুখে অবস্থান করিয়া সিংহনাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—'ভস্সে, সকল কস্পে যত বট্টি হইয়াছে আমি গণনা করিয়া লেখায় আরোপিত করিতে পারি, কত বিন্দু মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছে, কত বিন্দু ভূমিতে পতিত হইয়াছে এবং কত বিন্দু পর্বতে পতিত হইয়াছে।' শাস্ত্রাও তাঁহাকে বলিলেন—'হে শারিপদন্ত, আমি জানি, তুমি গণনা করিয়া বলিতে সমর্থ।' আয়ুজ্জান শারিপদন্তের প্রশ্নের কোন তুলনা হয় না। তাই বলা হইয়াছে—

‘গঙ্গায় বালুকা খীয়ে, উদকং খীয়ে মহন্নবে ।

মহিয়া মন্তিকা খীয়ে, ন খীয়ে মম বুদ্ধিয়া’তি ॥

—ইদং বদন্তং হোতি—সচ্চে হি, ভন্তে, বুদ্ধিসম্পন্নলোকনাথ, ময়া একস্মিং পঞ্হে বিস্সজ্জিতে একং বা বালুকং একং বা উদকবিন্দুং একং বা পংসুখংডং অথিপিহা পঞ্হানং সতেন বা সহস্সেন বা সতসহস্সেন বা বিস্সজ্জিতে গঙ্গায় বালুকাদীসু একেকং একমন্তে থিপেয়া, থিম্পতরং গঙ্গাদীসু বালুকাদয়ো পরিকখয়ং গচ্ছেয়দ্যং, ন ত্বেব মম পঞ্হানং বিস্সজ্জন’ন্তি । এবং মহাপঞ্হেপি হি ভিক্কু বুদ্ধাবিসয়ে পঞ্হস্স অন্তং বা কোটিং বা অদিম্বা সথারা দিন্ননয়ে ঠহাব পঞ্হং বিস্সজ্জেসি । তং সত্ত্বা ভিক্কু কথং সমুট্ঠাপেসদং—‘যং পঞ্হং পদুট্ঠো সম্বোপি জনো কথেতুং ন সক্তি, তং ধম্মসেনাপতি সারিপদত্তো এককোব কথেসী’তি । সথা তং কথং সত্ত্বা

*

*

*

‘গঙ্গার বালুকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মহাসমুদ্রের জল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীর মন্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । কিন্তু আমার জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ।’—ইহার অর্থ এই : ‘ভন্তে, বুদ্ধিসম্পন্ন লোকনাথ ! যদি একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া একটি বালুকা, বা একটি জলবিন্দু বা একটি পাংসুখংড ক্ষেপণ না করিয়া এক শত বা এক সহস্র বা এক লক্ষ প্রশ্নের উত্তর দানের সময় গঙ্গার বালুকাদির মধ্যে এক একটি এক পাশে রাখা হয়, শীঘ্রই গঙ্গাদির বালুকাদি নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার প্রশ্নসমূহের উত্তরদান শেষ হইবে না ।’ এইরূপ মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ভিক্কুও (অর্থাৎ শারিপদত্ত) বুদ্ধবিষয়ে প্রশ্নের অন্ত বা কোটি না দেখিয়া শাস্তা প্রদত্ত নয় বা সত্ত্ব অনুসারেই প্রশ্নোত্তর দিয়াছিলেন । ইহা শুনিয়া ভিক্কুগণ (ধর্মসভায়) কথা উত্থাপিত করিলেন— ‘যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে কেহই উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না, ধর্মসেনাপতি শারিপদত্ত একাই তাহার উত্তর দিয়াছেন ।’ শাস্তা এই কথা শুনিয়া বলিলেন

—‘ন ইদানেব শারিপদন্তো যং পঞ্হং মহাজ্ঞানো বিম্বসজ্জিতুং
নাসক্খি, তং বিম্বসজ্জিসি, পদন্তেপি অনেন বিম্বসজ্জিতো-
ষেবা’তি বহ্বা অতীতং আহরিতুং—

‘পরোসহস্সম্পি সমাগতানং,

কন্দেয়দ্যং তে বস্সসতং অপঞ্হঞা ।

একোব সেয্যো পদুরিসো সপঞ্হঞো,

যো ভাসিতস্স বিজানাতি অথ’ন্তি ।

—ইমং জাতকং বিখারেণ কথেসীতি ।

॥ দেবাবরোহণবথদ্ দদতিয়ং ॥

*

*

*

—‘শুদ্ধ এইবারেই যে যে প্রশ্নের উত্তর জনগণ দিতে সমর্থ হয় নাই, শারিপদন্ত
তাহার উত্তর দিয়াছে তাহা নহে, পদবে’ও (অর্থাৎ অতীতেও) শারিপদন্ত
তদ্রূপ, উত্তর দিয়াছিল’ বলিয়া অতীতের ঘটনা বর্ণনা করিতে বাইয়া—

‘হউক সহস্রাধিক হেন শিষ্য সমাগম,

কাদ্দুক শতেক বর্ষ সেই সব শিষ্যধম (অর্থাৎ মূর্খ) ।

তদপেক্ষা প্রজ্ঞাবান এক শিষ্য প্রিয়তর,

বদ্বিতে শ্রবণমাত্র হয় যদি শক্তির ।’

—এই ‘পরসহস্র জাতক’ (জাতক সংখ্যা ৯৯) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা
করিয়াছেন ।

। দেবাবরোহণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

এরকপত্তনাগরাজবন্ধ । ৩ ।

‘কিচ্ছে মনদুস্পটিলাভো’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা
বারাগসিয়ং উপনিম্সায় সত্তিসরীসকরুদ্ধক্খম্মলে বিহরন্তো
এরকপত্তং নাম নাগরাজং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির পুবে কস্সপবুদ্ধসাসনে দহরভিক্খু হুত্তা গঙ্গায়
নাবং অভিরুদ্ধুহ গচ্ছন্তো একস্মিং এরকগদুস্বে এরকপত্তং
গহেত্তা নাবায় বেগসা গচ্ছমানায়পি ন মূণ্ডি, এরকপত্তং
ছিঞ্জিহু গতং । সো ‘অপ্পমত্তকং এত’ন্তি আপত্তিং
অদেসেত্তা বীসতি বস্সসহস্সানি অরঞ্ণে সমগধম্মং
কত্তাপি মরণকালে এরকপত্তেন গীবায় গহিতো বিয়
আপত্তিং দেসেতুকামোপি অঞ্ণে ভিক্খুং অপস্সমানো
‘অপরিসুদ্ধং মে সীল’ন্তি উপ্পবিম্পটিসারো ততো চবিহু

এরকপত্তনাগরাজের উগাখ্যান । ৩ ।

‘মানবজন্মলাভ দুষ্কর’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বারাগসীর নিকটে
সপ্তিসরীসকবৃক্ষম্মলে অবস্থানকালে এরকপত্ত নামক নাগরাজকে উদ্দেশ্য
করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি (নাগরাজ) অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের শাসনকালে তরুণ ভিক্ষু
অবস্থায় নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গাবক্ষ দিয়া ষাইতেছিলেন । নৌকা
প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হইতেছিল । গঙ্গার ধারে একটি এরকবৃক্ষ ছিল ।
তিনি এরকবৃক্ষের একটি শাখা ধরিলেন । নৌকা প্রবল গতিতে ছুটিলেও
তিনি ঐ শাখা ছাড়িলেন না । ফলে ঐ শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িল । তিনি
‘ইহা সামান্য অপরাধ’ মনে করিয়া আপত্তি-দেশনা না করিয়া বিংশতি সহস্র
বৎসর অরণ্যে শ্রমণধর্ম পালন করিলেও মৃত্যুকালে তাঁহার মনে হইল যেন
এরকপত্ত তাঁহার গ্রীবায় জড়াইয়া গিয়াছে । তখন আপত্তি-দেশনা করিবার
জন্য কোন ভিক্ষু না পাইয়া ‘আমার শীল অপরিশুদ্ধ’ বলিয়া অন্ততাপদম্ব

একরদুখদোণিক নাবম্পমাণো নাগরাজা হুত্বা নিম্বন্তি,
 ‘এরকপত্তো’ ত্বেবম্স নামং অহোসি । সো নিম্বন্তক্খণেয়েব
 অন্তভাবং ওলোকেত্বা ‘এত্তকং নাম কালং সমণধম্মং কত্বা
 অহেতুকষোনিয়ং ম’ডুকভক্খট্ঠানে নিম্বন্তোম’হী’তি
 বিম্পটিসারী অহোসি । সো অপরভাগে একং ধীতরং
 লভিত্বা মজ্জৈ গঙ্গায় উদকপিট্ঠে মহন্তং ফলং উক্খাপিত্বা
 ধীতরং তস্মিং ঠপেত্বা নচ্চাপেত্বা গায়াপেসি । এবং কিরস্স
 অহোসি—‘অক্কা অহং ইধ ইমিনা উপায়েন বুদ্ধে উম্পন্নে
 তস্স উম্পন্নভাবং সদ্দিগ্গস্সামী’তি । যো মে গীতস্স
 পটিগীতং আহরতি, তস্স মহন্তেন নাগভবনেন সদ্ধিং
 ধীতরং দস্সামী’তি অন্বড্ঢমাং উপোসথাদিবসে তং
 ধীতরং ফণে ঠপেসি । সা তথ ঠিতা নচ্চন্তী—

হইলেন । তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় । মৃত্যুর পর তিনি সম্পূর্ণ একটি
 বৃক্ষের দ্বারা নির্মিত দীর্ঘ দ্রোণী-নৌকার আকারের দেহসম্পন্ন নাগরাজ
 হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন । তাঁহার নাম হইয়াছিল ‘এরকপত্ত’ । জন্মক্ষণেই
 তিনি নিজের শরীরের দিকে তাকাইয়া ‘এতকাল শ্রমণধর্ম পালন করা সত্ত্বেও
 অহেতুক-ম’ডুকভোজী (অর্থাৎ নাগ) হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম’ এই চিন্তা
 করিয়া খুব দুঃখিত ও অনদ্ভুত হইলেন । এক সময় তিনি এক কন্যা লাভ
 করিয়া মধ্যগঙ্গার জলের উপর নিজের বৃহৎ ফণা উত্তোলিত করিয়া কন্যাকে
 তাহার উপর স্থাপিত করিয়া নাচ-গান করাইতেন । একদিন এই চিন্তা তাঁহার
 মনে উদ্ভূত হইল—‘নিশ্চয়ই আমি এই উপায়ে জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে
 তাঁহার উৎপত্তির কথা শুনিতে পাইব । যে আমার গীতের বিপরীত গীত
 আহরণ করিতে পারে তাহাকে আমার বিশাল নাগভবন সহ কন্যাকে দান
 করিব ।’—তাই তিনি প্রতি পক্ষকালে (অর্থাৎ পনেরদিন অন্তর) উপোসধ
 দিবসে সেই কন্যাকে তাঁহার ফণার উপর রাখিতেন এবং সেই কন্যা নাচিতে
 নাচিতে এই গান করিতেন—

‘কিংস্ৱ অধিপতী রাজা, কিংস্ৱ রাজা রঞ্জিস্সরো ।

কথংস্ৱ বিরজো হোতি, কথং বালোতি বুদ্ধতীতি ॥

— ইমং গীতং গায়তি ।

সকলজম্বুদ্বীপবাসিনো ‘নাগমাণবিকং গণ্হিস্সামা’তি গম্বা
অন্তনো অন্তনো পঞ্ণাবলেন পটিগীতং কহা গায়ন্তি ।
সা তং পটিক্খপতি । তস্সা অন্বড্ঢমাসং ফণে ঠহা এবং
গায়ন্তিযাব একং বুদ্ধান্তরং বীতিবত্তং । অথ অম্হাকং
সথা লোকে উম্পিজ্জহা একদিবসং পচ্চুসকালে লোকং
বোলোকেন্তো এরকপত্তং আদিং কহা উত্তরমাণবং নাম অন্তনো
ঞাণজালস্স অন্তো পবিট্ঠং দিম্বা ‘কিং ন্ৱ থো
ভবিম্সতী’তি আবজ্জেন্তো ‘অজ্জ এরকপত্তস্স ধীতরং ফণে
ঠপেহা নচ্চাপনদিবসো, অয়ং উত্তরমাণবো ময়া দিন্ণং
পটিগীতং গণ্হন্তোব সোতাপন্থো হুহা তং আদায় নাগ-
রাজস্স সন্তিকং গমিম্সতি । সো তং সদ্বা ‘বুদ্ধো

*

*

*

‘রাজা কিসের অধিপতি ? রাজা কোন রাজ্যের ঈশ্বর ?

কিভাবে তিনি বিরজ হন ? কেন তাঁহাকে মুখ বলা হয় ?’

সকল জম্বুদ্বীপবাসী ‘নাগমাণবিকাকে বশে আনিতে হইবে’
বলিয়া যাইয়া স্ব স্ব প্রজ্ঞাবলের দ্বারা ঐ গানের উত্তর দিয়া গান
করিতে থাকে । কিন্তু নাগকন্যা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন । এই
প্রতি পক্ষে একবার ফণার উপর দাঁড়াইয়া গান করিতে করিতে এক
বুদ্ধান্তরকাল অতিবাহিত হইয়া গেল । অনন্তর আমাদের শাস্ত্র জগতে
উৎপন্ন হইয়া একদিন প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকন করিতে করিতে এরকপত্ত
হইতে স্ৱরূপ করিয়া উত্তরমাণব তাঁহার জ্ঞানজালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে
দেখিয়া ‘কি হইতে পারে ?’ ইহা চিন্তা করিয়া দেখিলেন—‘অদ্য এরকপত্তের
কন্যাকে ফণায় বসাইয়া নাচানোর দিবস ; এই উত্তরমাণব মংপ্রদত্ত প্রতিগীত
গ্রহণ করিয়া স্নোতাপন্ন হইয়া ইহা লইয়া নাগরাজের নিকট যাইবে । এরকপত্ত
ইহা শুনিয়া ‘বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন’ জানিয়া আমার নিকট আসিবে, সে

উপ্পল্লো'তি ঐত্বা মম সন্তিকং আগমিস্সতি, অহং তস্মিৎ
 আগতে মহাসমাগমে গাথং কথেস্সামি, গাথাপরিয়োসানে
 চতুরাসীতিয়া পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো ভবিস্সতী'তি
 অন্দস। সো তথ গন্ত্বা বারাগসিতো অবিদুরে সত্ত
 সিরীসকরুন্ধা অথি, তেসু একস্স মূলে নিসীদি।
 জম্বদ্বীপবাসিনো গীতপটিগীতং আদায় সন্নিপতিংসু।
 সথা অবিদুরে ঠানে গচ্ছন্তং উত্তরমাণবং দিম্বা—‘এহি,
 উত্তরা'তি আহ। ‘কিং, ভন্তে'তি ? ‘ইতো তাব এহী'তি।
 অথ নং আগন্ত্বা বন্দিত্বা নিসিন্নং আহ—‘কহং গচ্ছসী'তি ?
 ‘এরকপত্তস্স ধীতু গায়নট্ঠান'ন্তি। ‘জানাসি পন গীত-
 পটিগীত'ন্তি ? ‘জানামি, ভন্তে'তি। ‘বদেহি তাব ন'ন্তি।
 অথ তং অন্তনো জ্ঞানন্নিয়ামেনেব বদন্তং ‘ন উত্তর, এতং
 পটিগীতং, অহং তে পটিগীতং দস্সামি, আদায় নং গমি-
 স্সসীতি। ‘সাধু, ভন্তে'তি। অথ নং সথা, ‘উত্তর, স্বং
 নাগমাণবিকায় গীতকালে—

আসিলে আমি মহাসমাগমে গাথা ভাষণ করিব, গাথাবসানে চতুরশীতি সহস্র
 প্রাণীর ধর্মভিসময় হইবে। তিনি সেখানে ষাইয়া বারাগসীর নিকটে
 সপ্তসিরীসবৃক্ষের একটির মূলে উপবেশন করিলেন। জম্বদ্বীপবাসীগণ
 গীত-প্রতিগীত লইয়া উপস্থিত হইল। শাস্তা নিকট দিয়া গমনরত উত্তর-
 মাণবকে দেখিয়া বলিলেন—‘উত্তর, আইস।’ ‘কি ভস্তু ?’ ‘ঐস্থান হইতে
 এখানে আইস।’ উত্তর আসিয়া তাহাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলে
 শাস্তা বলিলেন—‘কোথায় ষাইতেছ ?’ ‘এরকপত্তের কন্যা যেখানে গান
 করিতেছে সেখানে।’ ‘তুমি কি ঐ গীতের উত্তর জান ?’ ‘ভস্তু, জানি।’
 ‘তাহা হইলে বল।’ সে ষাহা জানে সেইভাবে বলিতে থাকিলে শাস্তা
 বলিলেন—‘উত্তর, এইটা ঐ গীতের প্রত্যুত্তর নহে। আমি তোমাকে প্রত্যুত্তর
 শিখাইব, তাহা লইয়া তুমি ষাইবে।’ ‘বেশ তাহাই হউক, ভস্তু।’ তখন
 শাস্তা তাহাকে বলিলেন—‘উত্তর, নাগমাণবিকা গান করিতে থাকিলে তুমি এই
 প্রত্যুত্তর গান করিয়া শুনাইবে—

সো সস্বেহি কামযোগাদীহি বিসংযুত্তো যোগক্খেমী নাম
বুদ্ধতী'তি ।

উত্তরো ইমং পটিগীতং গণ্হন্তোব সোতাপত্তিফলে পতিট্-
ঠহি । সো সোতাপন্নো হুত্তা তং গাথং আদায় গন্ত্বা,
'অশ্বেভা, ময়া গীতপটিগীতং আহটং, ওকাসং মে দেথাতি,
বহ্না নিরন্তরং ঠিতস্স মহাজনস্স জল্পনা অক্কমন্তো
অগমাসি । নাগমাণবিকা পিতু ফণে ঠহ্না নচ্চমানা 'কিংসু
অধিষ্পতী রাজা'তি গীতং গায়তি । উত্তরো 'ছদ্বারাধিষ্পতী
রাজা'তি পটিগীতং গায়ি । পুন নাগমাণবিকা 'কেনস্সু
বুয়্হতী'তি তস্সাগীতং গায়তি । অথস্সা পটিগীতং
গায়ন্তো উত্তরো 'ওঘেন বুয়্হতী'তি ইমং গাথমাহ ।
নাগরাজা তং সুত্তাব বুদ্ধস্স উষ্পন্নভাবং এত্তা 'ময়া
একং বুদ্ধন্তরং এবরুপং পদং নাম ন সুত্তপদুব্বং,

*

*

*

সম্যক্ প্রধান (=সং প্রচেষ্টা) নামক যোগের দ্বারা দূর করেন । যিনি
সর্বপ্রকার কামযোগাদির দ্বারা বিসংযুক্ত তাঁহাকেই যোগক্ষেমী বলা হয় ।'

উত্তর এই প্রতিগীত স্মৃতিসহকারে অনুধাবন করার ফলে স্নোতাপত্তি-
ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তিনি স্নোতাপন্ন হইয়া সেই গাথা লইয়া যাইয়া—
'ওহে, আমি গীতপ্রতিগীত আহরণ করিয়াছি, আমাকে সুযোগ দিন' বলিয়া
নিরন্তরস্থিত (অর্থাৎ গায়ে গা লাগাইয়া অবস্থান করিতেছে এমন) মহা-
জনতাকে জানদুর দ্বারা আঘাত করিতে করিতে চলিলেন । নাগমাণবিকা পিতার
ফণার উপর দাঁড়াইয়া নাচিতে নাচিতে 'রাজা কিসের অধিপতি ?' ইত্যাদি
গীত গাহিতে লাগিলেন । উত্তর প্রত্যুত্তরে গাহিলেন—'ষড়্ধারের অধিপতি
রাজা' । পুনরায় নাগমাণবিকা গাহিলেন 'কিসের দ্বারা ভাসিয়া যায় ?'
ইত্যাদি । উত্তর প্রত্যুত্তরে গাহিতে গাহিতে—'ওঘের দ্বারা ভাসিয়া যায়'
ইত্যাদি বলিলেন । নাগরাজ তাহা শোনামাত্রই বুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে
জানিয়া—'আমি এক বুদ্ধান্তর কালের মধ্যে এইরূপ পদ ইতিপূর্বে শুনি

উপনো বত, ভো, লোকে বুদ্ধো'তি তুট্ঠমান-
সো নঙ্গুট্ঠেন উদকং পহরি, মহাবীচিয়ো উট্ঠহিংসু,
উভো তীরানি ভিচ্ছিংসু। ইতো চিতো চ উসভমন্তে
ঠানে মনুস্সা উদকে নিমুদুজ্জংসু। সো এত্তকং মহাজনং
ফণে ঠপেত্তা উক্খিপিত্তা থলে পতিট্ঠপেসি। সো উত্তরং
উপসঙ্কমিত্তা 'কহং, সামি, সথা'তি পদুচ্ছি। 'একস্মিং
রুদুখম্মূলে নিসিন্নো, মহারাজা'তি। সো 'এহি, সামি,
গচ্ছামা'তি উত্তরেন সন্ধিং অগমাসি। মহাজনোপি তেন
সন্ধিংষেব গতো। নাগরাজা গন্তা ছস্বল্পরংসীনং অন্তরং
পবিসিত্তা সথারং বন্দিত্তা রোদমানো অট্ঠাসি। অথ নং
সথা আহ—'কিং ইদং, মহারাজা'তি? 'কহং, ভন্তে, তুম্হা-
দিসসু বুদ্ধস্স সাবকো হুত্তা বীসতি বস্সসহস্সানি সমগধম্মং

•

•

•

নাই! তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন' বলিয়া আনন্দিত
চিত্তে লাঙ্গলের দ্বারা জলকে আঘাত করিলেন, প্রচণ্ড তরঙ্গসমূহ উখিত
হইল, উভয় তীর ভাসিয়া গেল। এইদিক ঐদিক হইতে উসভমাগ্রস্থানে
(দুই তীরে আনুমানিক ১৪০ হাত দূরত্বে) মনুষ্যাগণ জলমগ্ন হইল।
নাগরাজ সকলকে নিজ ফণার উপর তুলিয়া স্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি
উত্তরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'প্রভু, শাস্তা কোথায়?'

'মহারাজ, একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন।'

'প্রভু, আসুন, আমরা যাই!' বলিয়া উত্তরের সঙ্গে যাত্রা করিলেন।
বিশাল জনতাও তাঁহাদের সহিত গেলেন। নাগরাজ ষাইয়া ষড়্‌বর্ণ'রশ্মির
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া রোদন করিতে করিতে
দণ্ডায়মান হইলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ!
ব্যাপার কি?'

'ভন্তে, আমি আপনার মত বুদ্ধের শ্রাবক হইয়া বিংশতি সহস্র বৎসর

অকাসিং, সোপি মং সমগধম্মো নিদ্ধারেতুং নাসক্খি ।
 অস্পমত্তকং এরকপত্তিচ্ছিন্দনমত্তং নিস্সায় অহেতুকপটিসন্ধিং
 গহেহ্বা উরেন পরিসক্কনট্টানে নিব্বত্তোস্মি, একং বুদ্ধন্তরং
 নেব মনুস্সত্তং লভামি, ন সন্ধম্মস্সবনং, ন তুম্হাদিসস্স
 বুদ্ধস্স দস্সন'ন্তি । সথা তস্স কথং সুহ্বা, 'মহারাজ,
 মনুস্সত্তং নাম দল্লভমেব, তথা সন্ধম্মস্সবনং, তথা বুদ্ধ-
 প্পাদো, ইদং কিচ্ছেন কসিরেন লব্বতী'তি বহ্বা ধম্মং
 দেসেস্ন্তো ইমং গাথমাহ—

কিচ্ছে মনুস্সপটিলাভো, কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং ।

কিচ্ছং সন্ধম্মস্সবনং, কিচ্ছে বুদ্ধানমুপ্পাদো'তি ॥ ১৮২ ॥

তস্সথো—মহন্তেন হি বায়ামেন মহন্তেন কুসলেন লব্বন্তা
 মনুস্সত্তপটিলাভো নাম কিচ্ছে দল্লভো । নিরন্তরং কসিক-
 ম্মাদীনি কহ্বা জীবতবুত্তিং ঘটনতোপি পরিত্তট্টায়িতায়পি

*

*

*

শ্রমগধর্ম পালন করিয়াছি ; সেই শ্রমগধর্মও আমাকে রক্ষা করিতে পারে নাই ।
 সামান্যমাত্র এরকপত্তিচ্ছেদনের কারণে অহেতুক প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া উরগ-
 যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । এক বুদ্ধান্তরকাল আমি মনুষ্যজন্ম লাভ
 করি নাই । সন্ধম'ও শ্রবণ করিতে পারি নাই । আপনার মত বুদ্ধের
 দর্শনও লাভ করি নাই । শাস্তা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—‘মহারাজ,
 মনুষ্য বাস্তবিকই দল্লভ, তদ্রূপ সন্ধম'শ্রবণ, বুদ্ধের উৎপত্তি ইত্যাদি দল্লভ'
 এবং এই মর্মে ধর্ম'দেশনাচ্ছলে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘মনুষ্যজন্মলাভ দল্লভ, মরণশীল মনুষ্যগণের জীবন কষ্টকর, সন্ধম'-
 শ্রবণ দল্লভ এবং বুদ্ধগণের উৎপত্তি দল্লভ ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ১৮২

অবয় : মহান প্রচেষ্টা ও পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যপ্রভাবে লাভ করা যায়
 বলিয়া মনুষ্যজন্মলাভ কৃচ্ছ্র দল্লভ । সর্বদা কৃষিকর্মাদি করিয়া জীবিকা
 অর্জন করিলেও এবং স্বল্পপস্থায়ী হইলেও মানবজীবন রক্ষা করা কষ্টকর ।

মচ্চানং জাবিতং কিচ্ছং । অনেকেসুপি কম্পেসু ধম্মদেস-
কস্স পদুগলস্স দুল্লভতায় সদ্ধম্মস্সবনম্পি কিচ্ছং ।
মহন্তেন বায়ামেন অভিনীহারস্স সমিষ্বনতো সমিদ্ধাভি-
নীহারস্স চ অনেকোহপি কম্পকোটিসহস্সেহি দুল্ল-
ভুপাদতো বুদ্ধানং উম্পাদোপি কিচ্ছোষেব, অতিবয়
দুল্লভোতি ।

দেসনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাগসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো
অহোসি । নাগরাজাপি তং দিবসং সোতাপত্তিকলং
লভেয্য, তিরচ্ছানগতত্তা পন নালথ । সো যেসু পটিসন্ধি-
গহণতচজহনবিম্বস্ট্ঠনিম্ভোদ্ধমনসজ্জাতিয়ামেথুনসেবনচুতি-
সংখ্যাতেসু পণ্ডসু ঠানেসু নাগসরীরমেব গহেহ্বা কিলমন্তি,
তেসু অকিলমনভাবং পহ্বা মাগবরুপেনেব বিচারিতুং
লভতীতি ।

॥ এরকপত্তনাগরাজবথু ততিয়ং ॥

*

*

*

অনেক কম্পে ধর্মদেশক ব্যক্তির অভাবের জন্য সদ্ধর্মপ্রবণও দুর্লভ ।
বহু জন্ম ধরিয়া কঠোর কৃচ্ছসাধনার দ্বারা পারমিতাসমূহ পূর্ণ করিয়া
অনেক সহস্র কোটি কম্পের পরে এক একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় । তাই
বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধগণের উৎপত্তিও দুর্লভ, সান্তিণয় দুর্লভ ।

দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল । নাগরাজও
সেইদিনই স্রোতাপত্তিকল লাভ করিয়াছিলেন । এতকাল তির্ষক্‌স্বোনিতে,
থাকায় তাহা ইতিপূর্বে সম্ভব হয় নাই । তিনি পাঁচবার সপ্‌স্বোনিতে
জন্ম লইয়া অসংখ্যে মানবজীবন লাভ করিয়াছেন । সপ্‌স্বোনি অত্যন্ত
দুঃখজনক ও কষ্টকর—প্রতিসন্ধি গ্রহণ, খোজস পরিবর্তন, নিরুদ্বেগ তপ্তায়
অভিভূত থাকা, মেথুনসেবন, চুতি ইত্যাদি বাস্তবিকই কষ্টকর ।

। এরকপত্তনাগরাজের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

আনন্দথেরপঞ্চ হবথু । ৪

‘সব্বপাপস্স অকরণ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো আনন্দথেরস্স পঞ্হং আরম্ভ কথেসি ।

থেরো কির দিবাট্ঠানে নিসিন্নো চিন্তেসি—

‘সথারা সত্ত্বং বুদ্ধানং মাতাপিতরো আয়ুপরিচ্ছেদো
বোধি সাবকসন্নিপাতো অগ্গসাবকসন্নিপাতো অগ্গসাবক-
উপট্ঠাকো’তি ইদং সব্বং কথিতং, উপোসথো পন কথিতো,
কিং নু থো তেসম্পি অয়মেব উপোসথো, অঞ্হে’তি ?
সো সথারং উপসঙ্কমিত্বা তমথং পদাচ্ছি । যস্মা পন
তেসং বুদ্ধানং কালভেদো ন অহোসি, কথাভেদো ।
‘বিপস্সী’ সম্মাসম্বুদ্ধো হি সত্তমে সত্তমে সংবচ্ছরে
উপোসথং অকাসি । একদিবসং দিন্নোবাদোষেব হি স্স
সত্ত্বং সংবচ্ছরানং অলং হোতি । ‘সিখী’ চেব ‘বেস্সভু’

*

*

*

আনন্দস্থবির প্রশ্ন উপাখ্যান । ৪ ।

‘সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরতি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
অবস্থানকালে আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

স্থবির একদিন দিবাঙ্গানে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন—‘শাস্তা
(অতীতের) সাতজন বুদ্ধের মাতাপিতা, আয়ুঃপরিমাণ, বোধি (বৃক্ষ),
তাঁহাদের শ্রাবকসম্ব, অগ্রশ্রাবকগণ, অগ্রশ্রাবকগণের সেবকগণ—ইত্যাদি
সর্ববিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন, কিন্তু (তাঁহাদের) উপোসথ সম্বন্ধে
বলেন নাই । তাঁহাদের উপোসথ কি এই উপোসথের মত, বা অন্য’ । তিনি
শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন । সময়ের
ব্যাপারে এই সকল বুদ্ধগণের মধ্যে ভেদ ছিল, কিন্তু ধর্মদেশনায় ভেদ ছিল
না । বিপশ্যী সম্যকসম্বুদ্ধ সাত বৎসর অন্তর উপোসথ করিতেন, কিন্তু
একদিনে প্রদত্ত তাঁহার উপদেশ সাত বৎসরের জন্য যথেষ্ট ছিল । শিখী

চ ছট্ঠে ছট্ঠে সংবচ্ছরে উপোসথং করিংসু । ‘ককুসন্ধো’
 ‘কোণাগমনো’ চ সংবচ্ছরে সংবচ্ছরে । ‘কস্সপদসবলো’ ছট্ঠে
 ছট্ঠে মাসে উপোসথং অকাসি । একদিবসং দিন্নোবাদো
 এব হি স্স ছন্নং মাসানং অলং অহোসি । তস্মা সথা তেসং
 ইমং কালভেদং আরোচেত্বা ‘ওবাদগাথা পন নেসং ইমাযেবা’-
 তি বহ্বা সবেবসং একমেব উপোসথং আবিকরোন্তো ইমা
 গাথা অভাসি—

‘সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
 সচিত্তপারিয়োদপনং, এতং বুদ্ধান সাসনং । ১৮৩ ।

‘খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা,
 নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা ।
 ন হি পম্বজিতো পরুপঘাতী,
 ন সমগো হোতি পরং বিহেয়ন্তো । ১৮৪ ।

*

*

*

এবং বেস্সভু সম্যক্‌সম্বুদ্ধগণ প্রতি ছয় বৎসর অন্তর উপোসথ করিতেন ;
 ককুসন্ধ এবং কোণাগমন সম্যক্‌সম্বুদ্ধগণ প্রতি বৎসরে একবার উপোসথ
 করিতেন । কাশ্যপ দশবল (=সম্যক্‌সম্বুদ্ধ) প্রতি ছয়মাস অন্তর উপোসথ
 করিতেন । তাঁহার একদিনে প্রদত্ত উপদেশ ছয়মাসের জন্য যথেষ্ট ছিল ।
 তাই শাস্তা তাঁহাদের কালভেদের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—‘তাঁহাদের
 উপদেশগাথাসমূহ একই এবং সেইগুলি নিম্নরূপ’ বলিয়া সকলেরই একই
 উপোসথ ইহা প্রকটিত করিবার জন্য এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

‘সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরতি, কুশল কর্মের সম্পাদন এবং স্বেচ্ছিত্তের
 পরিশুদ্ধি—ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন ।’

‘বুদ্ধগণ বলেন : তিতিক্ষা নামক ক্ষান্তিই পরম তপস্যা । নির্বাণই
 সর্বশ্রেষ্ঠ । পরকে আঘাত দিয়া কেহ প্রব্রজিত এবং পরকে উৎপীড়ন করিয়া
 কেহ শ্রমণ হইতে পারেনা ।

‘পরনিন্দা ও পরপীড়ন না করা, প্রাতিমোক্শের (নির্দিষ্ট শীলসমূহে)

‘অনুপবাদো অনুপঘাতো, পাতিমোক্খে চ সংবরো ।

মত্তঞ্ঞদুতা চ ভত্তস্মিং, পত্তন্ত সয়নাসনং ।

অধিচিন্তে চ আয়োগো, এতং বুদ্ধান সাসন’ন্তি । ১৮৫ ।

তথ ‘সম্বপাপস্সা’তি সম্বস্স অকুসলকম্মস্স । ‘উপসম্পদা’
তি অভিভিন্খমনতো পট্ঠায় যাব অরহত্তমংগা কুসলস্স
উম্পাদনেষেব উম্পাদিতস্স চ ভাবনা । ‘সচিন্তপরিয়ো-
দপন’ন্তি পণ্ণহি নীবরণেহি অন্তনো চিন্তস্স বোদাপনং ।

‘এতং বুদ্ধান সাসন’ন্তি সম্ববুদ্ধানং অয়মনুসিট্ঠি ।

‘খন্তী’তি যা এসা তিতিক্খাসম্মাতা খন্তী নাম, ইদং
ইমস্মিং সাসনে পরমং উত্তমং তপো । ‘নিম্বানং পরমং
বদন্তি বুদ্ধা’তি বুদ্ধা চ পচ্চেকবুদ্ধা চ অনুবুদ্ধা চাতি
ইমে তয়ো বুদ্ধা নিম্বানং উত্তম’ন্তি বদন্তি । ‘ন হি
পম্বজিতো’তি পাণিআদীহি পরং অপহনন্তো বিহেঠেতো

*

*

*

পূর্ণ সংযম, ভোজনে মিতাহারী, নিজর্নস্থানে বাস এবং উচ্চতর সাধনার
অংশীলন—ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ১৮৩-১৮৫ ।

অন্বয় : ‘সকল পাপের’ অর্থাৎ সকল অকুশল কর্মের ।

‘সম্পাদন করা’ অভিভিন্ধমণ হইতে আরম্ভ করিয়া অহ’ভুমার্গ লাভ
পর্যন্ত কুশলের উৎপাদন করা এবং উৎপন্ন কুশলের ভাবনা করা । ‘স্বচিন্তের
পরিশুদ্ধি’ পাঁচ প্রকার নীবরণ (কামচ্ছন্দ ইত্যাদি) হইতে নিজের চিন্তকে
পরিশুদ্ধ রাখা । ‘ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন’—সমস্ত বুদ্ধগণের ইহাই
অনুশাসন বা উপদেশ ।

‘ক্ষান্তি’ তিতিক্ষা নামক যে ক্ষান্তি, ইহা এই বুদ্ধশাসনে অতি উত্তম
তপস্যা । ‘বুদ্ধগণ বলেন নিবাণই সর্বশ্রেষ্ঠ’—বুদ্ধগণ, প্রত্যেক বুদ্ধগণ,
অনুবুদ্ধগণ—এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধগণের সকলেই নিবাণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ
বলিয়াছেন ।

‘প্রব্রজিত হওয়া যায় না’ হস্ত প্রভৃতির দ্বারা অন্যকে আঘাত করিলে

পরূপঘাতী পক্ষ্যজিতো নাম ন হোতী। ‘ন সমগো’তি
বদন্তনয়েনৈব পরং বিহেষ্ঠয়ন্তো সমগোপি ন হোতিত্বৈব।

‘অনুপবাদো’তি অনুপবাদনণেব অনুপবাদাপনণ।

‘অনুপঘাতো’তি অনুপঘাতনণেব অনুপঘাতাপনণ।

‘পাতিমোক্খে’তি জেট্ঠকসীলে। ‘সংবরো’তি পিদহনং।

‘মত্তঞ্ঞুতা’তি মত্তঞ্ঞুভাবো পমাণজাননং। ‘পন্ত’ন্তি

বিবিক্তং। ‘অধিচন্তে’তি অট্ঠসমাপত্তিসংখ্যাতো অধিচন্তে।

‘আয়োগো’তি প্রয়োগকরণং। ‘এত’ন্তি এবং সবেসং

বুদ্ধানং সাসনং। এথ হি অনুপবাদেন বাচসিকং শীলং

কথিতং, অনুপঘাতেন কায়িকশীলং, ‘পাতিমোক্খে

চ সংবরো’তি ইমিনা পাতিমোক্খশীলণেব ইন্দ্রিয়সংবরণ,

মত্তঞ্ঞুতায় আজীবপারিসুদ্ধি চেব পচ্চয়সন্নিহিত-

*

*

*

প্ররজিত হওয়া যায় না। ‘শ্রমণ হওয়া যায় না’ উক্ত প্রকারে অন্যকে উৎপীড়ন
করিলেও শ্রমণ হওয়া যায় না।

‘পরিনিন্দা না করা’—স্বয়ং অন্যের নিন্দা না করা এবং অপরকে দিয়াও
অন্যের নিন্দা না করানো। ‘পরকে উৎপীড়িত না করা’—নিজেও পরকে
উৎপীড়িত না করা এবং অপরকে দিয়াও অন্যকে উৎপীড়িত না করা।

‘প্রাতিমোক্কে’ প্রধান প্রধান শীলে। ‘সংযম’ অংঘত। ‘মিতহারিতা’
মাগ্গাস্তভাব, প্রমাণ জানা (যতটা ভোজন শরীরের পক্ষে উপকারী ততটা
ভোজন গ্রহণ করা—প্রমাণের অতিরিক্ত ভোজন না করা)। ‘নির্জর্ন’—
বিবিক্ত। ‘অধিচন্তে’ অষ্টসমাপত্তি নামক অধিচন্ত—উচ্চতর সাধনার
অনুশীলন। ‘অমোগ’ অনুশীলন, প্রয়োগকরণ। ‘ইহা’ ইহাই সর্ববুদ্ধগণের
অনুশাসন। এখানে ‘অনুপবাদ’ শব্দের দ্বারা বাচসিক শীলের কথা বলা
হইয়াছে, ‘অনুপঘাত’ শব্দের দ্বারা কায়িক শীলের কথা বলা হইয়াছে।
‘প্রাতিমোক্কে সংযম’ কথার দ্বারা প্রাতিমোক্খশীল, ইন্দ্রিয়সংযম, (ভোজনে)
মাগ্গাস্তভা, জীবিকা-পারিশুদ্ধি, প্রত্যয়সংনিপ্রিত শীল, নির্জর্নবাস অর্থাৎ

সীলশু, পন্তসেনাসনেন সম্পায়সেনাসনং, অধিচিত্তেন
অট্ঠ সমাপত্তিয়ো । এবং ইমায় গাথায় তিস্সেসাপি সিক্খা
কথিতা এব হোলত্তীৰ্ণতি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগ্ধিংসদতি ।

। আনন্দথেরপএহ্‌বথদ্‌ চতুথং ।

*

*

*

উপদ্রবশূন্য ধ্যানানুকূল স্থানে বাস, এবং অধিচিত্তে অর্থাৎ অষ্ট সমাপত্তির
প্রয়োগ, অনুশীলন । এই প্রকারে এই গাথার দ্বারা (শ্লোক ১৮৫) তিন
প্রকার শিক্ষার (অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা) কথাই
বলা হইয়াছে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। আনন্দস্থবির প্রশ্নের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



অনভিরতভিক্খুবখ্ণু । ৫

‘ন কহাপণবস্সেনা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো একং অনভিরতভিক্খুং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির সাসনে পস্বজিহ্বা লঙ্কুপসম্পদো ‘অসদ্ধকট্ঠানং
নাম গম্ব্বা উদ্দেশং উগ্গগ্হাহী’তি উপজ্জ্বায়েন পেসিতো
তথ অগম্মাসি । অথস্স পিতুনো রোগো উম্পজ্জি । সো
পদন্তং দট্ঠকামো হুত্ত্বা তং পক্কোসিতুং সমথং কণ্ঠি
অলভিত্বা পদন্তসোকেন বিম্পলপন্তোষেব আসন্নমরণো
হুত্ত্বা ‘ইদং মে পদন্তস্স পত্তচীবরমূলং করেষ্যাসী’তি কহা-
পণসতং কনিট্ঠস্স হথে দত্ত্বা কালমকাসি । সো দহরস্স
আগতকালে পাদমূলে নিপতিত্বা পবট্টেত্তো রোদিহ্বা,
‘ভন্তে, পিতা তে বিম্পলপন্তোব কালকতো, ময়্হং পন

*

*

*

অনভিরত ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৫ ।

‘কার্ষাপণ বর্ষণের দ্বারা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
এক অনভিরত (= অতৃপ্ত) ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি নাকি প্রব্রজিত হইয়া এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া ‘অম্লদক স্থানে
ষাইয়া ধর্মবিধিসমূহ শিক্ষা কর’ বলিয়া উপাখ্যায়ের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঐ
স্থানে গিয়াছিলেন । এদিকে তাঁহার পিতা অসদৃশ হইয়া পড়িলেন । তিনি
পুত্রকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিবার মত উপযুক্ত কাহাকেও না
পাইয়া পুত্রশোকে বিলাপ করিতে করিতে মৃত্যুকালে ‘আমার পুত্রের
পাত্রচীবরের মূল্যস্বরূপ ইহা তাহাকে দিও’ বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে
একশত কার্ষাপণ দিয়া মৃত্যুমুখে পরিত হইলেন । কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ভিক্ষু
আসিলে তাঁহার পাদমূলে পরিত হইয়া গড়াগাড়ি খাইতে খাইতে কাঁদিয়া
বলিল—‘ভস্তু, আপনার জন্য বিলাপ করিতে করিতে পিতা মৃত্যুমুখে পরিত

তেন কহাপণসতং হথেঠপিতং, ভেন কিং করোমী’তি আহ ।
 দহরো ‘ন মে কহাপণেহি অথো’তি পটিক্খপিত্বা অপর-
 ভাগে চিন্তেসি—‘কিং মে পরকুলেসদ্ পিণ্ডায় চরিত্বা
 জীবিতেন, সন্ধা তং কহাপণসতং নিম্মসায় জীবিতুং, বিব্ভ-
 মিস্সামী’তি । সো অনভিরতিয়া পীলিতো বিম্মসট্টসঙ্ঘা-
 য়নকম্মট্টানো পণ্ডুরোগী বিষ় অহোসি । অথ নং দহর-
 সামণেরা ‘কিং ইদ’ন্তি পদ্বিচ্ছিত্বা ‘উৎকীঠতোম্হী’তি
 বুদ্ধে আচরিয়দ্দপঙ্খায়ানং আচিক্খংসদ্ । অথ নং তে
 সথদ্ সন্তিকং নেত্বা সথদ্ দম্মেসসদ্ । সথা ‘সচ্চং কির ত্বং
 উৎকীঠতো’তি পদ্বিচ্ছিত্বা, ‘আম, ভন্তে’তি বুদ্ধে ‘কস্মা
 এবমকাসি, অথি পন তে কোচি জীবিতপচ্ছয়ো’তি আহ ।

*

*

*

হইয়াছেন । তিনি আপনার জন্য এই একশত কাষাপণ আমার হাতে দিয়া
 গিয়াছেন । কি করিব ?’ তরুণ ভিক্ষু ‘আমার কাষাপণ দিয়া কি হইবে ?’
 বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া পরমুহুর্তে চিন্তা করিলেন—‘পরের দ্বারা দ্বারা
 ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া লাভ কি ? এই একশত কাষাপণ দিয়া
 আমি জীবন ধারণ করিতে পারি । আমি আর ভিক্ষু থাকিব না ।’ তিনি
 অসন্তুষ্টির দ্বারা পীড়িত হইয়া ধর্মবিনয় বা ধ্যান-সাধনা কোনটাই শিক্ষা
 করিতে পারিতেছেন না । চেহারা পাণ্ডুরোগীর মত হইয়া গেল । অন্যান্য
 তরুণ শ্রামণেরগণ ‘কি হইয়াছে ?’ জিজ্ঞাসা করিলে ‘আমি উৎকীঠত
 হইয়াছি’ বলাতে তাহারা আচাৰ্য এবং উপাধ্যায়কে ব্যাপারটা বলিল ।
 তাহারা তাহাকে শাস্তার নিকট লইয়া দেখাইলেন । শাস্তা জিজ্ঞাসা
 করিলেন—

‘তুমি কি সত্যি উৎকীঠত হইয়াছ ?’

‘হ্যাঁ ভণ্ডে ।’

‘কেন এইরূপ করিতেছ ? তোমার কি জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য
 কিছু আছে ?’

‘আম, ভন্তে’তি । ‘কিং তে অখী’তি ? ‘কহাপগসতং, ভন্তে’তি । তেন হি কথচি তাব সন্ধরা আহর, গগেহা জানিস্সাম ‘সন্ধা বা ভাবতকেন জীবিতুং, নো বা’তি । সো সন্ধরা আহরি । অথ নং সখা আহ—‘পরিভোগথায় তাব পল্লাসং ঠপেহি, দ্বিন্নং গোণানং অথায় চতুবীসতি, এত্তকং নাম বীজথায়, য়ুগনঙ্গলথায়, কুন্দালবাসিফরসু অথায়’তি এবং গণিয়মানে তং কহাপগসতং নম্পহোতি । অথ নং সখা ‘ভিক্খু তব কহাপগা অম্পকা, কথং এতে নিম্সায় তংহং পুরেম্সসি, অতীতে কির চক্রবত্তিরজ্জং কারেহা অপ্ফোটিতমন্তেন দ্বাদসযোজনট্ঠানে কটিম্পমাণেন রতনবম্সং বম্সাপেতুং সমথো যাব ছত্তিংস সন্ধা চ বন্তু,

*

*

*

‘হ্যা ভন্তে ।’

‘তোমার কি আছে ?’

‘ভন্তে, একশত কার্যাপণ ।’

‘তাহা হইলে (তুমি এক কাজ কর) কোন স্থান হইতে কিছু নুড়ি লইয়া আইস । গণনা করিয়া জানিব ঐ কার্যাপণের দ্বারা তুমি জীবন ধারণ করিতে পারিবে কিনা ।’ সে নুড়ি হইয়া আসিল । তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—

‘ভোগের জন্য পঞ্চাশটি রাখ, দুইটি গরু কিনিবার জন্য চন্নিশটি রাখ, এইগুলি রাখ বীজের জন্য, এইগুলি লাঙ্গলাদির জন্য এবং এইগুলি কোদাল, দা এবং কুড়ালের জন্য’—এইভাবে গণনা করিয়া দেখা গেল যে ঐ একশত কার্যাপণে কুলাইতেছে না । তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—‘হে ভিক্কু, তোমার কার্যাপণ অম্পমাত্র, এইগুলির দ্বারা কিভাবে তুমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে ? অতীতে যখন তুমি চক্রবর্তী রাজা ছিলে, তোমার তুড়ি দেওয়া মাত্রই দ্বাদশ যোজন স্থানে কটিপ্রমাণ রত্ন বর্ষণ করাইতে পারিতে, (পরপর) ছত্রিশজন (দেবরাজ) শত্বের রাজত্বকাল পর্যন্ত তুমি দেবলোকে রাজত্ব

এতকং কালং দেবরজ্জং কারেত্বাপি মরণকালে তণ্হং
অপ্দুরেত্বাব কালমকাসী'তি বহা তেন যাচিতো অতীতং
আহরিয়া 'মন্ধাতুজাতকং' বিখ্যারেত্বা—

'যাবতা চন্দ্রিমসূরিয়া পরিহরন্তি, দিসা ভন্তি বিরোচনা ।
সম্বেব দাসা মন্ধাতু, য়ে পাণা পথাবিস্সিতা'তি ॥
ইমিস্সা গাথায় অনন্তরা ইমা য়ে গাথা অভাষি—

'ন কহাপণবস্সেন, তিন্তি কামেসদু বিজ্জতি ।

অপ্পস্সাদা দুখা কামা, ইতি বিঞ্ণায়

পণ্ডিতো । ১৮৬ ।

'অপি দিম্বেসদু কামেসদু, রতিং সো নাধিগচ্ছতি ।

তণ্হক্খয়রতো হোতি, সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো'তি । ১৮৭ ।

তথ 'কহাপণবস্সেনা'তি যং সো অপ্পোটেত্বা সত্তরতন-

*

*

*

করিয়াও মৃত্যুকালে তৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকা অবস্থাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলে ।'
শাস্তা ইহা বলিলে ভিক্ষুর দ্বারা যাচিত হইয়া তিনি (প্রাগৈতিহাসিক) রাজা
মান্দাতা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়া (জাতক সংখ্যা ২৫৮) এই গাথাটি
ভাষণ করিলেন—

'যতদূর পৰ্য্যন্ত চন্দ্রসূর্যের দ্বারা দিগ্‌বিদিক্ উদ্ভাসিত হয় ততদূর
পৰ্য্যন্ত যত প্রাণী পৃথিবীতে বাস করে সকলেই মান্দাতার দাস ।'

এই গাথা-ভাষণের পরে শাস্তা আরও পরপর দুইটি গাথা ভাষণ
করিলেন—

'কার্যাপণ (স্বর্ণমুদ্রা) বর্ষণে কামের তৃপ্তি হয় না ; কামসমূহ অল্প-
স্বাদযুক্ত এবং দুঃখকর । ইহা জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি দিব্য কামেও আসক্তি
প্রকাশ করেন না । সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শিষ্য তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকে ।'

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৮৬-১৮৭ ।

অন্বয় : 'কার্যাপণ বর্ষণের দ্বারা'—(মান্দাতা) যে তুড়ি দিয়া সপ্তরত্ন

বস্সং বস্সাপেসি, তং ইধ কহাপণবস্স'ন্তি বদন্তং । তেনাপি
 হি বথদুকামকিলেসকামেসদু তিস্তি নাম নথি । এবং
 দদ্পদুরা এসা তণ্হা । 'অপ্পস্সাদা'তি সদুপনসদিস
 তায় পরিসুসদুখা । 'দুখা'তি দুখ্খক্খন্ধাদীসদু আগত-
 দুখ্খবসেন পন বহুদুখ্খাব । ইতি বিঞ্ঞায়া'তি
 এবমেতে কামে জানিহা । 'অপি দিব্বেসদু'তি সচে হি দেবানং
 উপকম্পনককামেহি নিমন্তেয্যাপি আয়স্সমা সমিদ্ধি বিয়
 এবম্পি তেসদু কামেসদু রতিং ন বিন্দতিযেব । 'তণ্হক্-
 খয়রতো'তি অরহন্তে চেব নিম্বানে চ অভিরতো হোতি,
 তং পথয়মানো বিহরতি । 'সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো'তি সম্মা-
 সম্বুদ্ধেন দেসিতস্স ধম্মস্স সবনেন জাতো যোগাবচর-
 ভিক্খুতি ।

দেসনাবসানে সো ভিক্খু সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
 সম্পত্তপরিসারপি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী'তি ।

। অনভিরতভিক্খুবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

বর্ষিত করাইয়াছিলেন, তাহাকে এখানে কাষাপণবর্ষণ বলা হইয়াছে ।
 তদ্বারাও তাঁহার বস্তুকাম এবং ক্রেশকামের তৃপ্তি হয় নাই । এই প্রকারে
 এই তৃষ্ণা অপূর্ণই থাকিয়া যায় । 'অপ্পস্সাদয়ন্তু'—স্বপ্নবৎ অলীক সুখ ।
 'দুখ্খকর'—দুঃখস্কন্ধাদিতে আগত দুঃখবলে বহুদুঃখকর । 'ইহা জানিয়া'
 —এই প্রকারে কামসমূহকে জানিয়া । 'দিব্যকামেও'—দিব্য কামভোগের
 জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াও আয়ুস্মান সমিদ্ধি যেমন আনন্দিত হন নাই তদ্রূপ
 দিব্যকামেও আনন্দিত হন না । 'তৃষ্ণাক্ষয়রত'—অহঁত্বে এবং নির্বাণে অভিরত
 হয়, তাহাকেই প্রার্থনা করে । 'সম্যক্সম্বুদ্ধের শিষ্য' সম্যক্সম্বুদ্ধের
 দ্বারা উপদিষ্ট ধর্ম শ্রবণের দ্বারা জাত যোগাবচর ভিক্ষু—এই অর্থ ।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।
 উপস্থিত জনগণের নিকটও সেই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। অনভিরতভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অগ্নিদত্তব্রাহ্মণবন্ধু । ৬

‘বহুং বে সরণং যন্তী’তি ইমং ধৰ্ম্মদেশনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো বালিকারাসিম্‌হি নিসিন্ধং অপিগদন্তং নাম
কোসলরঞ্ঞো পুরোহিতং আরব্ধ কথোঁসি ।

সো কির মহাকোসলস্স পুরোহিতো অহোঁসি । অথ নং
পিতরি কালকতে রাজা পসেনদি কোসলো ‘পিতু মে
পুরোহিতো’তি গারবেন তস্মিংষেব ঠানে ঠপেত্বা তস্স
অন্তনো উপট্ঠানং আগতকালে পচ্ছদ্গমনং করোতি,
‘আচরিয়, ইধ নিসীদথা’তি সমানাসনং দাপেসি । সো
চিন্তেসি—‘অয়ং রাজা ময়ি অতিবিয় গারবং করোতি, ন
খো পন রাজদনং নিচ্চকালমেব সন্ধা চিত্তং গহেতুং । সমান-
বয়েনেব হি সন্ধিং রজ্জসদুখং নাম সদুখং হোতি, অহণ্ণম্‌হি

*

*

*

অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৬ ।

‘বহু কিছুর শরণ গ্রহণ করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থান-
কালে বালদ্বারাসিতে উপবিষ্ট অগ্নিদত্ত নামক কোশলরাজের পুরোহিতকে
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি (রাজা) মহাকোশলের পুরোহিত ছিলেন । পিতার মৃত্যু
হইলে রাজা পসেনদি কোশল ‘আমার পিতার পুরোহিত ইনি’ এই ভাবিয়া
শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে ঐ স্থানেই স্থাপিত করিলেন । তাঁহার নিকট আসিয়া
উপস্থিত হইলে তিনি প্রত্যুদ্গমন করিয়া ‘আচার্য আপনি এখানে উপবেশন
করুন’ বলিয়া নিজের সমান আসন দান করিতেন । পুরোহিত চিন্তা
করিলেন—‘এই রাজা আমাকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা করেন । কিন্তু নিত্যকাল
রাজাদের মন পাওয়া যায় না । সমান বয়স্কের সঙ্গেই রাজ্যসুখ সুখের হয় ;
আমি বৃদ্ধ, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়শ্চক্ৰ । তিনি রাজ্যের

মহল্লকো, পব্বজিতুং মে যদুত্তন্তি । সো রাজানং পব্বজ্জং
 অনুজানাপেত্বা নগরে ভেরিং চরাপেত্বা সত্তাহেন সস্বং
 অন্তনো ধনং দানমুথে বিস্সজ্জিত্বা বাহিরকপব্বজ্জং পব্বজি ।
 তং নিস্সায় দস পদ্বিসসহস্সানি অনুপব্বজিৎসু । সো
 তেহি সন্ধিং অঙ্গমগধানণ্ড কুরুরট্ঠস্স চ অন্তরে বাসং
 কপ্পেত্বা ইমং ওবাদং দেতি, ‘তাতা, যস্স কামবিতক্কাদয়ো
 উপপজ্জন্তি, সো নাদিতো একেকং বালুকপট্টং উদ্ধারিত্বা
 ইমস্সিং ওকিরতু’তি । তে ‘সাধু’তি পটিস্সদ্বিগত্বা কাম-
 বিতক্কাদীনং উপপন্নকালে তথা করিৎসু । অপরেন সময়েন
 মহাবালুকারাসি অহোসি, তং অহিছন্তো নাম নাগরাজা
 পটিঙ্গহেসি । অঙ্গমগধবাসিনো চেব কুরুরট্ঠবাসিনো চ
 মাসে মাসে তেসং মহন্তং সন্ধারং অভিহরিত্বা দানং দন্তি ।
 অথ নেসং অগ্নিদত্তো ইমং ওবাদং অদাসি—‘পব্বতং সরণং
 যাত্থ, বনং সরণং যাত্থ, আরামং সরণং যাত্থ, রুদ্ধং সরণং

*

*

*

নিকট হইতে প্রব্রজ্যার অনুমতি লইয়া নগরে ভেরীবাদন করাইয়া এক
 সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ধন দান করিয়া তীর্থকরূপে প্রব্রজিত হইলেন ।
 দশ হাজার পদ্রুদ্রও তাঁহার অনুগমন করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিল । তিনি
 তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে অঙ্গ, মগধ, কুরু এই কয়টি রাজ্যের মধ্যে বিচরণ করিয়া
 এই উপদেশ দিতেন—‘বৎসগণ, যাহার কামবিতক্কাদি উপপন্ন হয় সে নদী
 হইতে বালুকাপট্ট আহরণ করিয়া এখানে ছড়াইয়া দাও ।’ তাহার ‘বেশ
 তাহাই হউক’ বলিয়া তাঁহার কথামতো কামবিতক্কাদি উপপন্ন হইলেই ঐরূপ
 করিত । এক সময় দেখা গেল যে মহাবালুকারাসি একত্রিত হইয়াছে ।
 অহিছন্ত নামক নাগরাজ তাহা প্রতিগ্রহণ করিল । অঙ্গমগধবাসিগণ এবং
 কুরুরাষ্ট্রের অধিবাসিগণ মাসে মাসে তাঁহাদের মহা সংকার করিয়া দান
 দিতেন । অগ্নিদত্ত তাহাদের এই উপদেশ দিলেন—‘পর্বতের শরণ গ্রহণ কর,
 বনের শরণ গ্রহণ কর, উদ্যানের শরণ গ্রহণ কর, বৃক্ষের শরণ গ্রহণ কর—

যাথ, এবং সম্বদদুঃখতো মূর্চ্চিস্থার্থীতি । অন্তনো অন্তে-
বাসিকেপি ইমিনা ওবাদেন ওবাদি ।

বোধিসত্তোপি কতাভিনিক্খমনো সম্মাসম্বেধিঃ পত্থা
তস্মিং সময়ে সাবখিং নিস্সায় জেতবনে বিহরন্তো পচ্চুস-
কালে লোকং বোলোকেন্তো অগ্গিদত্তব্রাহ্মণং সন্ধিং অন্তে-
বাসিকেহি অন্তনো ঐগঞ্জালস্স অন্তো পবিট্ঠং দিস্সা
‘সবেষপি ইমে অরহত্তস্স উপনিস্সয়সম্পন্না’তি ঐত্থা সায়হু-
সময়ে মহামোগ্গল্লানথেরং আহ—‘মোগ্গল্লান, কিং পস্সসি
অগ্গিদত্তব্রাহ্মণং মহাজনং অতিথে পক্খন্দাপেন্তং, গচ্ছ
তেসং ওবাদং দেহী’তি । ‘ভন্তে, বহু এতে, এককস্স
ময়্হং অবিসয়্হা । সচে তুম্হেপি আগমিস্সথ, বিসয়্হা
ভবিস্সন্তী’তি । ‘মোগ্গল্লান, অহম্পি আগমিস্সামি, ত্বং
পদুরতো যাহী’তি । থেরো পদুরতো গচ্ছন্তোব চিন্তেসি—

*

*

*

তাহা হইলে তোমরা সর্বদুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে ।’ নিজের শিষ্যদেরও
তিনি এই উপদেশই দিতেন ।

বোধিসত্ত্বও অভিনিষ্ঠমণাস্তে সম্যক্সম্বেধি প্রাপ্ত হইয়া সেই সময়
শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন । একদিন তিনি প্রতুষ-
কালে জগৎ অবলোকন করাকালে শিষ্য অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণকে তাহার জ্ঞানজালের
অভ্যস্তরে প্রবিষ্ট দেখিয়া—‘ইহারা সকলেই অহংত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন’ জানিয়া
সায়াহুসময়ে মহামৌদ্গল্যায়ন । স্থবিরকে বলিলেন—‘মৌদ্গল্যায়ন, কি
দেখিতেছে ! অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ জনসাধারণকে মিথ্যা শিক্ষা দিয়া ভুলপথে
চালিত করিতেছে । যাও, তাহাদের সৎ উপদেশ দাও ।’

‘ভন্তে, ইহারা অনেক, আমার একার পক্ষে এত বড় দায়িত্ব বহন করা
অসম্ভব । যদি আপনিও আসেন তাহা হইলে সম্ভব হইবে ।’

‘মৌদ্গল্যায়ন, আমিও আসিব, তুমি আগে যাও ।’ স্থবির আগে যাইতে

‘এতে বলবন্তো চেব বহু চ । সচে সবেসং সমাগমট্ঠানে
কিঞ্চি কথেষ্সামি, সবেষাপি বগ্গবগ্গেন উট্ঠহেয়াদ্’ন্তি
অন্তনো আনুভাবেন থলফদ্বিসিতকং দেবং বদুট্ঠাপেসি । তে
থলফদ্বিসিতকেসু পতন্তেসু উট্ঠায়দুট্ঠায় অন্তনো অন্তনো
পগ্গসালাং পবিষিংসু । থেরো অগ্নিদত্তস্স ব্রাহ্মণস্স পগ্গসালা-
দ্বারে ঠহ্বা ‘অগ্নিদত্তা’তি আহ । সো থেরস্স সন্দং সুহ্বা
‘মং ইমস্মিং লোকে নামেন আলপিতুং সমথো নাম নথি,
কো নু থো মং নামেন আলপতী’তি মানথদ্ধতায় ‘কো
এসো’তি আহ । ‘অহং, ব্রাহ্মণা’তি । ‘কিং বদেসী’তি ?
অজ্জ মে একরত্তিং ইধ বসনট্ঠানং ত্বং আচিক্খাহী’তি ।
‘ইধ বসনট্ঠানং নথি, একস্স একাব পগ্গসালা’তি ।

*

*

*

যাইতে চিন্তা করিলেন—‘ইহারা সংখ্যায়ও বেশী, আর বলবানও বটে, যদি
সকলের সমাগমস্থানে কিছুর বলি, তাহা হইলে সকলে দল বাঁধিয়া আমার
বিরুদ্ধাচরণ করিবে ।’ এই ভাবিয়া তিনি নিজের প্রভাবে বড় বড় ফোঁটার
বৃষ্টিপাত ঘটাইলেন । বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টিপাত হইলে তাহারা একে একে
উঠিয়া নিজ নিজ পর্ণশালায় প্রবেশ করিল । স্থবির অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের পর্ণ-
শালার দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—‘অগ্নিদত্ত !’ তিনি স্থবিরের শব্দ শুনিয়া
‘এই জগতে আমার নাম ধরিয়া ডাকার মত লোক ত নাই ! আমাকে নাম
ধরিয়া কে ডাকিতেছে !’ তিনি অহংকারোদ্ধত হইয়া (তাচ্ছিল্য সুরে)
বলিলেন—‘কে আমাকে ডাকে ?’

‘ব্রাহ্মণ, আমি ।’

‘কি বলিতেছেন ?’

‘অদ্য একরাত্রির জন্য, আমাকে থাকিবার জায়গা দিন ।’

‘এখানে থাকিবার জায়গা নাই । প্রত্যেকেরই এক একটি পর্ণশালা ।

‘অগ্নিদত্ত, মনুস্সা নাম মনুস্সানং, গাবো গন্দ্বং, পব্বজিতা পব্বজিতানং সন্তিকং গচ্ছন্তি, মা এবং করি, দেহি মে বসনট্ঠান’ন্তি । ‘কিং পন ত্বং পব্বজিতো’তি ? ‘আম, পব্বজিতোম্’হী’তি । ‘সচে পব্বজিতো, কহং তে খারিভাণ্ডং, কো পব্বজিতপরিक्খারো’তি ? ‘অথি মে পরিक्খারো, বিসদং পন নং গহেত্বা বিচরিতুং দদুक्খন্তি অব্বন্তরেনেব নং গহেত্বা বিচরামি, ব্রাহ্মণা’তি । সো ‘তং গহেত্বা বিচরিস্স-সী’তি থেরস্স কুজ্জি । অথ নং সো আহ—‘অম্’হে, অগ্নিদত্ত, মা কুজ্জি, বসনট্ঠানং মে আচিक्খাহী’তি । ‘নথি এথ বসনট্ঠান’ন্তি । ‘এতস্মিং পন বালদুকারাসিম্’হি কো বসতী’তি ? ‘একো নাগরাজা’তি । ‘এতং মে

‘অগ্নিদত্ত, মানুষ মানুষের কাছে, গরু গরুর কাছে, প্রব্রজিত প্রব্রজিতের কাছেই যায় । এইরূপ করিবেন না, আমাকে একটু জায়গা দিন ।’

‘আপনি কি প্রব্রজিত ?’

‘হ্যাঁ, আমি প্রব্রজিত ।’

‘যদি প্রব্রজিত হন, তাহা হইলে আপনার খারিভাণ্ড কোথায়, প্রব্রজিতের অন্যান্য দ্রব্যগদূলি কোথায় ?’ ‘ব্রাহ্মণ, আমার সবই আছে, কিন্তু এতগদূলি হাতে লইয়া বিচরণ করা কষ্টকর । আমি তাই অভ্যস্তরে লইয়াই বিচরণ করি ।’ অগ্নিদত্ত স্থবিরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—‘সেইগদূলি সঙ্গে লইয়াই বিচরণ করিবে ।’ তখন স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—‘অগ্নিদত্ত, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমাকে থাকিবার জায়গা বলিয়া দিন ।’

‘না, এখানে থাকিবার জায়গা নাই ।’

‘ঐ বালদুকারাশিতে কে থাকে ?’

‘এক নাগরাজ ।’

‘ঐটাই আমাকে দিন ।’

দেহী'তি । 'ন সন্ধা দাতুং, ভারিয়ং এতস্স কস্ম'ন্তি ।

'হোতু, দেহি মে'তি । 'তেন হি ত্বং এব জানাহী'তি ।

থেরো বালদুকারাসিঅভিমুখো পায়াসি । নাগরাজা তং আগচ্ছন্তং দিম্বা 'অয়ং সমগো ইতো আগচ্ছতি, ন জানাতি মণ্ড্ৰে মম অখিভাবং ধূমায়িত্বা নং মারেস্সামী'তি ধূমায়ি । থেরো 'অয়ং নাগরাজা 'অহমেব ধূমায়িতুং সঙ্কোমি, অণ্ড্ৰে ন সঙ্কোন্তী'তি মণ্ড্ৰে সল্লক্খেতী'তি সয়ম্পি ধূমায়ি । দ্বিম্পি সরীরতো উৎগতা ধূমা যাব ব্রহ্মলোকা উট্ঠহিংসু । উভোপি ধূমা থেরং অবাধেত্বা নাগরাজানমেব বাধেন্তি । নাগরাজা ধূমবেগং সহিতুং অসঙ্কোন্তো পজ্জলি । থেরোপি তেজোধাতুং সমাপজ্জিত্বা তেন সন্ধিংষেব পজ্জলি । অগ্নিজালা যাব ব্রহ্মলোকা উট্ঠহিংসু । উভোপি থেরং অবাধেত্বা নাগ-

*

*

*

'আমি দিতে পারিব না । খুব অন্যান্য কাজ হইবে ।'

'হউক, আপনি আমাকে দিন ।'

'তাহা হইলে আপনি যাহা ভাল মনে করেন ।'

স্ববির বালদুকারাশির দিকে প্রস্থান করিলেন । নাগরাজ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া 'এই শ্রমণ এইদিকে আসিতেছে, মনে হয় জানে না যে আমি এখানে আছি, ধূমায়িত করিয়া ইহাকে মারিব' বলিয়া ধূমায়িত করিলেন । স্ববির 'এই নাগরাজ ভাবিয়াছে সেই শুদ্ধ ধূমায়িত করিতে পারে, অন্য কেহ পারে না' ইহা ভাবিয়া নিজেও ধূমায়িত করিলেন । দুই জনের শরীর হইতে উদ্গত ধোঁয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিল । উভয়ের শরীর হইতে উদ্গত ধোঁয়াতে স্ববিরের একটুও কষ্ট হইল না, কিন্তু নাগরাজ ধোঁয়ায় বিব্রতবোধ করিলেন । নাগরাজ ধূমবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া জর্জরিত হইলেন । স্ববিরও তেজোধাতু উৎপন্ন করিয়া নাগরাজের সহিত প্রজ্বলিত হইলেন । অগ্নিজালা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিল । উভয় অগ্নিজালা স্ববিরকে দগ্ধ

রাজানমেব বাধয়িস্সু । অথস্স সকলসরীরং উদ্ধাহি
পদিত্তং বিয় অহোসি । ইসিগণো ওলোকেত্বা চিন্তেসি
—‘নাগরাজা সমগং ঝাপেতি, ভদ্দকো বত সমগো
অম্‌হাকং বচনং অসুত্বা নট্ঠেতি । থেরো নাগরাজানং
দমেত্বা নিব্বিসেবনং কত্বা বালুকারাসিম্‌হি নিসীদি ।
নাগরাজা বালুকারাসিং ভোগেহি পরিক্‌খিপিত্বা কুটাগার-
কুচ্ছিম্মানং ফণং মাপেত্বা থেরস্স উপরি ধারেসি ।

ইসিগণা পাতোব ‘সমগস্স মতভাবং বা অমতভাবং বা
জানিস্সামা’তি থেরস্স সন্তিকং গন্ত্বা তং বালুকারাসি-
মথকে নিসিন্‌নং দিম্বা অঞ্জলিং পঙ্গয়্‌হ অভিত্থবন্তা আহংসু
—‘সমগ, কচ্চি নাগরাজেন ন বাধিতো’তি ? ‘কিং ন পস্সথ
মম উপরি ফণং ধারেত্বা ঠিত’ন্তি ? তে ‘অচ্ছরিয়ং বত ভো,

*

*

*

না করিয়া নাগরাজকেই দম্ব করিতে লাগিল । নাগরাজের সমগ্র শরীর
উল্কার দ্বারা প্রদীপ্ত মনে হইতেছিল । ঋষিগণ (অর্থাৎ অগ্নিদত্তের শিষ্যগণ)
ঐ দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলেন—‘নাগরাজ শ্রমণকে দম্ব করিতেছে । বেচারী
শ্রমণ আমাদের কথা না শুনিয়া বিনষ্ট হইল ।’ স্থবির নাগরাজকে দমন
করিয়া এবং পাপকাজ করা হইতে নিবৃত্ত করিয়া বালুকারাশিতে উপবেশন
করিলেন । নাগরাজ বালুকারাশিকে দেহকুণ্ডলীর দ্বারা চতুর্দিকে ক্লেপণ
করিয়া কুটাগারের অভ্যন্তরের প্রমাণ ফণা নির্মাণ করিয়া স্থবিরের উপরে ধারণ
করিলেন ।

ঋষিগণ সকালেই ‘শ্রমণ মরিয়াছে, না মরে নাই জানিতে হইবে’ বলিয়া
স্থবিরের নিকট যাইয়া বালুকারাশির মাথায় উপবিষ্ট দেখিয়া অঞ্জলিবদ্ধ
হইয়া তাঁহার স্তুতি গাহিতে গাহিতে বলিলেন—

‘হে শ্রমণ, নাগরাজ আপনার কোন ক্ষতি করে নাই ?’

‘দেখিতেছ না সে আমার মাথার উপরে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া
আছে !’

সমগঙ্গস এবরূপো নাম নাগরাজা দমিতো'তি থেরং পরি-
 বারেহা অট্ঠংসু । তস্মিং খণে সথা আগতো । থেরো
 সথারং দিম্বা উট্ঠায় বন্দি । অথ নং ইসয়ো আহংসু—
 'অয়ম্পি তয়া মহন্তরো'তি । 'এসো ভগবা সথা, অহং
 ইমস্স সাবকো'তি । সথা বালুকরাসিমথকে নিসীদি,
 ইসিগণো 'অয়ং তাব সাবকস্স আনুভাবো, ইমস্স পন
 আনুভাবো কীদিসো ভবিম্সতী'তি অঞ্জলিং পঙ্গয়্হ
 সথারং অভিথাবি । সথা অগ্নিদত্তং আমন্তেহা আহ—
 'অগ্নিদত্ত, হুং তব সাবকানণ্ড উপট্ঠাকানণ্ড ওবাদং
 দদমানো কিস্তি বহা দেসী'তি ? 'এতং পব্বতং সরণং গচ্ছথ,
 বনং আরামং রুদ্ধং সরণং গচ্ছথ । এতানি হি সরণং গতো
 সৰ্ব্বদুঃখা পমুচ্ছতী'তি এবং তেসং ওবাদং দম্মী'তি ।
 সথা 'ন থো, অগ্নিদত্ত, এতানি সরণং গতো সৰ্ব্বদুঃখা

*

*

*

'কি আশ্চর্য ! শ্রমণ এইরূপ নাগরাজকে দমন করিলেন !' বলিয়া
 স্থবিরকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন । সেই সময় শাস্তা আসিয়া উপস্থিত
 হইলেন । স্থবির শাস্তাকে দেখিয়া উঠিয়া বন্দনা করিলেন । ঋষিগণ
 স্থবিরকে বলিলেন—

'ইনি কি আপনার অপেক্ষা মহান্ ?'

'ইনি শাস্তা ভগবান, আমি তাঁহার শিষ্য । শাস্তা বালুকরাশির মাথায়
 উপবেশন করিলেন । ঋষিগণ—'শিষ্যের যদি এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে,
 তাহা হইলে ইঁহার প্রভাব আরও কত অধিক হইবে !' চিন্তা করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ
 হইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন । শাস্তা অগ্নিদত্তকে আমন্ত্রণ করিয়া
 বলিলেন—'অগ্নিদত্ত, তুমি তোমার শিষ্যদের এবং সেবকদের উপদেশ দিবার
 সময় কি বলিয়া উপদেশ দাও ?' 'পর্বতের শরণ নাও, বন, উদ্যান, বৃক্ষের
 শরণ নাও । এইগুলির শরণ লইলে সৰ্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।'—এই
 উপদেশ দিয়া থাকি । শাস্তা বলিলেন—'অগ্নিদত্ত, এইগুলির শরণ লইলে
 সৰ্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, বুদ্ধ, ধর্ম এবং সন্তোষের শরণাগত হইলে

পমদুচ্চতি, বুদ্ধং ধম্মং সঙ্ঘং পন সরণং গম্বা সকলবট্টদুচ্ছা
পমদুচ্চতীতি বহ্বা ইমা গাথা অভাসি—

‘বহুং বে সরণং যন্তি, পস্বতানি বনানি চ ।

আরামরুচ্ছতেত্যানি, মনুস্সা ভয়তজ্জিতা । ১৮৮ ।

‘নেতং থো সরণং থেমং, নেতং সরণমুত্তমং ।

নেতং সরণমাগম্ম, সম্বদুচ্ছা পমদুচ্চতি । ১৮৯ ।

‘যো চ বুদ্ধং ধম্মং, সঙ্ঘং সরণং গতো ।

চত্তারি অরিয়সচ্চানি, সম্মপ্পঞ্ণায় পস্সতি । ১৯০ ।

‘দুচ্ছং দুচ্ছসমুদ্পাদং, দুচ্ছস চ অতিক্কমং ।

অরিয়ং চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং, দুচ্ছপসমগামিনং । ১৯১ ।

‘এতং থো সরণং থেমং, এতং সরণমুত্তমং ।

এতং সরণমাগম্ম, সম্বদুচ্ছা পমদুচ্চতীতি । ১৯২ ।

*

*

*

সকল সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।’—এই কথা বলিয়া এই গাথাগুণি
ভাষণ করিলেন—

‘ভয়বিহবল মনুষ্যগণ পর্বত, বন, উদ্যান, বৃক্ষ, চৈত্য প্রভৃতি বহুবিধ
আশ্রয় গ্রহণ করে । কিন্তু এই সকল আশ্রয় নিরাপদ নহে, উত্তম আশ্রয়ও
নহে । এইরূপ আশ্রয় অবলম্বনের দ্বারা কেহ সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইতে
পারে না ।’

—ধ্মপদ, স্লোক ১৮৮-১৮৯

‘ষিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করেন, চারি আর্ষসত্য তথা দুঃখ,
দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখোপশমকারী অষ্টাঙ্গিক মার্গ
প্রজ্ঞাদ্বারা সম্যক্ রূপে দর্শন করেন, তাঁহার পক্ষে এই সকল শরণগমনই
নিরাপদ, ক্ষেমংকর ; ইহাই শ্রেষ্ঠ আশ্রয় । কারণ এই শরণগমনের দ্বারা
স্বাভাবিক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব ।’

—ধ্মপদ, স্লোক ১৯০-১৯২

তথ 'বহু'ন্তি বহু । 'পশ্বতানী'তি তথ তথ ইসিগিলি-
বেপদুল্লবেভারাদিকে পশ্বতে চ মহাবনগোসিঙ্গসালবনাদীনি
বনানি চ বেলদ্বনজীবকম্ববনাদয়ো আরামে চ উদেনচেতিয়-
গোতমচেতিয়াদীনি রুদ্ধচেত্যানি চ তে তে মনুস্সা তেন
তেন ভয়েন তিঞ্জিতা ভয়তো মদ্বিচ্ছিতুকামা পদুলাভাদীনি
বা পথয়মানা সরণং যন্তীতি অথো । 'নেতং সরণ'ন্তি এতং
সম্বম্পি সরণং নেব থেমং ন উত্তমং, ন চ এতং পটিচ্চ জাতি-
আদিধম্মেসু সত্তেসু একোপি জাতিআদিতো সম্বদুচ্ছা
পমুচ্চতীতি অথো ।

'যো চা'তি ইদং অথেমং অনুত্তমং সরণং দম্মেসস্বা থেমং উত্তমং
সরণং দম্মসনথং আরদ্ধং । তস্সথো—যো চ গহট্টো বা
পষ্বজিতো বা 'ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো'তি
আদিকং বুদ্ধধম্মসম্মানুস্সতিকম্মট্টানং নিস্সায় সেট্ট-

*

*

*

অম্বয় : 'বহুং' অর্থাৎ বহু । 'পর্বতসমূহ'—ইসিগিলি, বৈপুল্য,
বৈভার ইত্যাদি পর্বতে এবং মহাবন, গোশঙ্গ, শালবনাদি বনসমূহ এবং
বেগদ্বন, জীবকাম্ববনাদি উদ্যান এবং উদেনচেত্যা, গোতমচেত্যাди বৃক্ষচেত্যা
সমূহ—বহু মনুষ্য বিভিন্ন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া ভয় হইতে মদ্বিচ্ছিতুকাম
হইয়া পদুলাভাদি বা প্রার্থনা করিয়া ঐসকলের আগ্রহ লইয়া থাকে ।

'নেতং সরণং'—এই সমস্ত শরণ ক্ষেমংকর নহে, উত্তম নহে । কারণ এই
গুলিকে ভিত্তি করিয়া জন্মজরাদির দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগণের একজনও জন্ম-
জরাদি সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না—ইহাই অর্থ ।

'যে ব্যক্তি'—ইত্যাদির দ্বারা অক্ষেম, অনুত্তম শরণ দর্শন করাইয়া
ক্ষেমংকর এবং উত্তম শরণ দর্শনার্থে ইহা বলা হইয়াছে । ইহার অর্থ—
গৃহস্থ বা প্রব্রাজিত যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি 'ইনিই সেই ভগবান অর্হৎ
সম্যক্ সম্বুদ্ধ' ইত্যাদি বুদ্ধ-ধর্ম-সম্মানুস্মৃতি ভাবনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া

বসেন বুদ্ধশ্রু ধর্মশ্রু সম্বশ্রু সরণং গতৌ, তস্মাপি তং সরণ-
গমনং অগ্রং প্রতিস্থিয়বন্দনাদীহি কুস্পতি চলতি । তস্ম
পন অচলভাবং দস্মেতুং মণ্ণেন আগতসরণমেব পকাসন্তো
'চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মাপগ্রং প্রায় পস্সতী'তি আহ ।
যো হি এতেসং সচ্চানং দস্মনবসেন এতানি সরণং গতৌ,
এতস্স এতং সরণং থেমশ্রু উত্তমশ্রু, সো চ পদুগলো এতং
সরণং পটিচ্চ সকলস্মাপি বট্টদুচ্ছা পমদুচ্ছতি, তস্মা 'এত্তং
থো সরণং থেম'ন্তি আদি বদন্তং ।

দেসনাবসানে সর্ব্বাপি তে ইসয়ো সহ পটিসম্ভিদাহি
অরহত্তং পত্তা সথারং বন্দিহা পব্বজ্জং য়াচিংসু । সথাপি
চীবরগম্ভতো হত্তং পসারেহা 'এথ ভিক্খবো, চরথ বস্ম-
চরিয়'ন্তি আহ । তে তত্ত্বণেয়েব অট্টপারিক্খারধরা

বুদ্ধ, ধর্ম এবং সম্বের শরণাগত হয় । কিন্তু তাহার সেই শরণাগমনও
অন্যতীর্থিকবন্দনাদির দ্বারা বিচলিত হয় । তাহার সেই শরণ শ্রেষ্ঠ শরণ
হইলেও যতক্ষণ মার্গফল লাভ করা না যায়, ততক্ষণ এই শরণাগত হইতে
বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকে ।

'চারি আৰ্যসত্য সম্যগ্ভাবে প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে'—অর্থাৎ যিনি দঃখ,
দঃখের কারণ, দঃখ নিরোধ ও দঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ আৰ্য অঙ্গাস্ত্রিক
মার্গ এবং চতুরার্যসত্য সম্যক্ জ্ঞানে উপলব্ধি করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয়
না । তিনি এই নিরাপদ ও উত্তম শরণের প্রভাবে সকল প্রকার বর্ষদঃখ
হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন । তাই এই শরণকেই উত্তম ও নিরাপদ শরণ
বলা হইয়াছে ।

দর্শনাবসানে সকল ঋষিগণ (অর্থাৎ অগ্নিদত্ত এবং তাঁহার শিষ্যগণ)
প্রতিসম্ভিদাসহ অহঁত্বে লাভ করিয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া প্রমুখ্য প্রার্থনা
করিলেন । শান্তা তাঁহার চীররাভ্যন্তরে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—
'আইস ভিক্কুগণ, বস্মচৰ্ষ পালন কর' । সেই মূহুর্ত্তেই তাঁহারা অষ্ট-

বস্সসট্ঠিকথেরা বিয় অহেসদুং । সো চ সস্বেসম্পি অঙ্গ-
মগধকুরুরট্ঠবাসীনং সঙ্কারং আদায় আগমনদিবসো
অহোসি । তে সঙ্কারং আদায় আগতা সস্বেপি তে ইসয়ো
পস্বজিতে দিস্বা ‘কিং নু থো অম্হাকং অগ্নিদত্তব্রাহ্মণো
মহা, উদাহু সমণো গোতমো’তি চিস্তেত্বা সমণস্স গোতমস্স
আগতত্তা ‘অগ্নিদত্তোব মহা’তি মএর্ঞংসু । সথা তেসং
অস্সাসয়ং ওলোকেত্বা, ‘অগ্নিদত্ত, পরিসায় কণ্ঠং ছিন্দা’তি
আহ । সো ‘অহম্পি এত্তকমেব পচ্চাসীসামী’তি ইন্ধিবলেন
সত্তক্খত্তুং বেহাসং অক্কুগ্গল্লহা পুন্পুনং ওরুয়হ সথারং
বন্দিত্বা ‘সথা মে, ভস্শে, ভগবা, সাবকোহমস্মী’তি বত্তা
সাবকত্তং পকাসেসী’তি ।

॥ অগ্নিদত্তব্রাহ্মণবত্থু ছট্ঠং ॥

*

*

*

পরিষ্কারধর ষষ্টিবর্ষিক জীবনের ন্যায় হইয়া গেলেন । এই দিন ছিল সেই
দিন যখন অঙ্গ-মগধ-কুরু রাজ্যের জনগণ বিবিধ পূজা-সংকার লইয়া উপস্থিত
হয় । পূজা-সংকার লইয়া আগত জনগণ সেই ঋষিদের প্রব্রজিত দেখিয়া
চিন্তা করিল—‘আমাদের অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, না শ্রমণ গৌতম !’ যেহেতু
শ্রমণ গৌতমই অগ্নিদত্তের নিকট আসিয়াছেন ‘অগ্নিদত্তই শ্রেষ্ঠ’ বলিয়া মনে
করিল । শাস্তা তাহাদের মনের কথা জানিতে পারিয়া অগ্নিদত্তের দিকে
তাকাইয়া বলিলেন—‘অগ্নিদত্ত, পরিষদের সংশয় দূর কর ।’ ‘আমিও ইহাই
ভাবিতোছিলাম’ বলিয়া অগ্নিদত্ত ঋদ্ধিবলে সাতবার আকাশে উঠিয়া এবং
নামিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ‘ভস্শে, ভগবান, আপনিই আমার শাস্তা, আমি
আপনার শিষ্য’ বলিয়া নিজের শিষ্যত্ব প্রকাশিত করিলেন ।

। অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

আনন্দথেরগণ্ণ হবথু । ৭

‘দুল্লভো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
আনন্দথেরস্স পঞ্হং আরব্ভ কথেসি ।

থেরো হি একদিবসং দিবাট্ঠানে নিসিন্নো চিন্তেসি—‘হথা-
জানীয়ো ছন্দস্কুলে বা উপোসথকুলে বা উম্পজ্জতি,
অম্মাজানীয়ো সিন্ধবকুলে বা বলাহকম্মরাজকুলে বা, উসভো
গোআজানীয়ো দক্খিণপথেতিআদীনি বদন্তেন সথারা
হিথিআজানীয়াদীনাং উম্পত্তিট্ঠানাদীনি কথিতানি, পদুরিসা-
জানীয়ো পন কহং নু থো উম্পজ্জতী’তি । সো সথারং
উপসংকম্মিত্তা বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদিত্বা এতমথং পদুছি ।
সথা, ‘আনন্দ, পদুরিসাজানীয়ো নাম সত্ত্বথ নুম্পজ্জতি,
উজ্জকতো পন তিষোজনসতায়ামে বিথারতো অড্ঢতেব্যসতে

*

*

*

আনন্দ স্থবিরের প্রশ্ন উপাখ্যান । ৭ ।

‘দুল্লভ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে আনন্দ স্থবিরের
প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

স্থবির একদিন দিবাস্থানে বসিয়া ভাবিতোছিলেন—‘শ্রেষ্ঠ হস্তী ষড়্‌দন্ড-
কুলে বা উপোসথকুলে (‘উপোসথ’ হস্তী চক্রবর্তী রাজার নিকটই থাকে
—জাতক সংখ্যা ৪৭৯) উৎপন্ন হয়, শ্রেষ্ঠ অশ্ব সিন্ধবকুলে বা বলাহক-
অম্বররাজকুলে উৎপন্ন হয়, শ্রেষ্ঠ বৃষভ দক্ষিণাপথ প্রভৃতি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়
বলিয়া শাস্ত্রা শ্রেষ্ঠ হস্তী-অশ্ব-বৃষভাদির উৎপত্তিস্থান বর্ণনা করিয়াছেন,
কিন্তু শ্রেষ্ঠ (মনুষ্য) পদুরুষ কোথায় উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে ত আলোক-
পাত করেন নাই !’ আনন্দ শাস্ত্রার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে
উপবেশন করিয়া উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । শাস্ত্রা বলিলেন—
‘আনন্দ, শ্রেষ্ঠ পদুরুষ সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না । সোজাসুজি দৈর্ঘ্য
তিনশত ষোজন, প্রস্থে আড়াই শত ষোজন এবং পরিধিতে নয়শত ষোজন

আবটুতো নবযোজনসতপ্পমাণে মণ্ডিমপদেসট্ঠানে উপ্প-
জ্জতি । উপ্পজ্জন্তো চ পন ন যস্মিং বা তস্মিং বা কুলে
উপ্পজ্জতি, খতিয়মহাসালব্রাহ্মণমহাসালকুলানং পন
অএত্তরস্মিং য়েব উপ্পজ্জতী'তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘দল্লভো পদুরিসাজএত্তো, ন সো সম্বথ জায়তি ।

যথ সো জায়তি ধীরো, তং কুলং সুখমেধতী'তি । ১৯৩ ।

তথ ‘দল্লভো’তি পদুরিসাজএত্তো হি দল্লভো, ন হিথি-
আজানীয়াদয়ো বিয় সল্লভো, সো সম্বথ পচস্তুদেসে বা
নীচকুলে বা ন জায়তি, মণ্ডিমদেসেপি মহাজনস্স অভি-
বাদনাদিসঙ্কারকরণট্ঠানে খতিয়ব্রাহ্মণকুলানং অএত্ত-
তরস্মিং কুলে জায়তি । এবং জায়মানো ‘যথ সো জায়তি

*

*

*

সম্বলিত মণ্ডিমদেশেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন । উৎপত্তিকালে তাঁহারা যে
সে কুলে উৎপন্ন হন না । হয় কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলে অথবা কোন শ্রেষ্ঠ
ব্রাহ্মণকুলে তাঁহারা উৎপন্ন হন’—ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘মহাপদুরুষ দল্লভ । তিনি সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না ।

যেখানে সেই মহাপদুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সেই কুল সুখসমৃদ্ধ হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৯৩ ।

অন্বয় : ‘দল্লভ’—মহাপদুরুষ দল্লভই, শ্রেষ্ঠ হস্তী-অশ্বাদির ন্যায়
তাঁহারা সল্লভ নহেন । তিনি সর্বত্র প্রত্যন্তদেশে বা নীচকুলে জন্মগ্রহণ
করেন না । মণ্ডিমদেশেও যেখানে জনসাধারণের অভিবাদনাদি পূজা-
সংকারের উপযুক্ত স্থান, শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করেন । এই

ধীরো' উত্তমপঞ্চাঙ্গো সম্মাসম্বদ্বকৌ, 'তং কুলং সদ্ধ-
মেধতীর্ণিত সদ্ধম্পত্তমেব হোতীর্ণিত অথো।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগৎসদিত।

॥ আনন্দথেরপঞ্চব্রথ সত্তমং ॥

*

*

*

প্রকারে উপপন্ন অর্থাৎ 'যেখানে সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন' উত্তমপ্রাপ্ত
সম্যক্সম্বদ্বক 'সেই কুল সদ্ধসমৃদ্ধ হয়' সদ্ধপ্রাপ্ত-হয় এই অর্থ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

। আনন্দস্থবিরের প্রশ্ন উপাখ্যান সমাপ্ত।

সম্বলভিক্খুবথু । ৮

‘সুখো বুদ্ধান’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সম্বল্লানং ভিক্খুনং কথং আরব্ভ কথেসি ।

একদিবসে ঐ পশ্চসতিভিক্খু উপট্ঠানসালায়ং নিসিন্ধা, ‘আবুসো, কিং নু থো ইমস্মিং লোকে সুখ’ন্তি কথং সমুট্ঠাপেসদুং । তথ কেচি ‘রজ্জসুখসাদিসং সুখং নাম নথী’তি আহংসু । কেচি কামসুখসাদিসং, কেচি ‘শালিমাংসভোজনাদিসাদিসং সুখং নাম নথী’তি আহংসু । সথা তেসং নিসিন্ধট্ঠানং গন্ত্বা ‘কায় নুথ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সান্নিসিন্ধাতি পদচ্ছিত্তা ‘ইমায় নামা’তি বদন্তে ‘ভিক্খবে, কিং কথথ ? ইদং ঐ সম্বস্পি সুখং বট্টদুখপরিয়াপন্নমেব, ইমস্মিং লোকে বুদ্ধাপাদো, ধম্মস-

*

*

*

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৮ ।

‘বুদ্ধগণের উপাস্তি সুখকর’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে বহু ভিক্ষুর কথা প্রসঙ্গে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন পশ্চশত ভিক্ষু সভাগৃহে সমবেত হইয়া এই কথা উপাখ্যাত করিলেন—‘আবুসো, এই জগতে সুখকর ব্যাপার কি ?’ কেহ কেহ বলিলেন—‘রাজ্যসুখের মত সুখ নাই ।’ অপর কেহ কেহ বলিলেন—‘কামসুখের মত সুখ নাই,’ ‘শালিমাংসভোজনাদির মত সুখ নাই’ । শাস্ত্রা তঁহাদের সম্মেলনস্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলাপ করিতে সমবেত হইয়াছ ?’

‘এই বিষয়ে, ভগ্নে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ ? যে সকল সুখের কথা তোমরা বলিলে তাহার সমস্তই সংসার দুঃখেই পাতিত করে । এই জগতে বুদ্ধোৎপত্তি,

কস্ সপদসবলস্ সুবর্ণচৌতিয়বখু । ১

‘পূজারহে’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা চারিকং চরমানো কস্-
পদসবলস্ সুবর্ণচৌতিয়ং আরব্ভ কথেসি ।

তথাগতো সাবখিতো নিক্খমিহা অনূপদুস্বেন বারাণসিং
গচ্ছন্তো অন্তরামণ্ণে তোদেয্যগামস্ সমীপে মহাভিক্খু-
সঙ্ঘপরিবারো অঞ্-ঞতরং দেবট্ঠানং সম্পাপদুণি ।
তত্র নিসিন্নো সুগতো ধম্মভাণ্ডাগারিকং পেসেস্বা অবিদুৱে
কসিকম্মং করোন্তং ব্রাহ্মণং পক্কোসাপেসি । সো ব্রাহ্মণো
আগন্হা তথাগতং অনাভিবন্দিহা তমেব দেবট্ঠানং বন্দিহা
অট্ঠাসি । সুগতোপি ‘ইমং পদেসং কিস্তি মঞ্-ঞাসি
ব্রাহ্মণা’তি আহ । ‘অম্হাকং পবেণিয়া আগতচৌতিয়ট্-
ঠানন্তি বন্দামি, ভো গোতমা’তি । ‘ইমং ঠানং বন্দন্তেন

কাশ্যপ বুদ্ধের সুবর্ণচৌত্তয়ের উপাখ্যান । ১ ।

‘পূজাহ’গগকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা-শাস্তা চারিকায় বিচরণকালে কাশ্যপ
বুদ্ধের সুবর্ণচৈত্যকে উপলক্ষ করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তথাগত মহাভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত্ত হইয়া শ্রাবস্তী হইতে নিষ্কাশ্ত হইয়া
আনুপূর্বিকভাবে বারাণসী যাইবার সময় পথিমধ্যে তোদেয্য গ্রামের নিকটে
একটি দেবস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানে উপবিষ্ট হইয়া সুগত
ধর্মভাণ্ডাগারিক (শারিপুত্রকে) পাঠাইলেন যাহাতে নিকটে কৃষিকর্মরত
ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া লইয়া আসেন । সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া তথাগতকে বন্দনা
না করিয়া সেই দেবস্থানকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইলেন । সুগতও জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, এই স্থানটিকে আপনি কিসের বলিয়া মনে করেন ?’

‘হে গোতম, আমাদের পুরুষপুরুষরা এই চৈত্যস্থানকে পূজা করিয়া
আসিতেছে, তাই আমিও বন্দনা করিলাম ।’ সুগত তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া
বলিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, এই স্থানকে বন্দনা করিয়া আপনি ভালই করিয়াছেন ।’

তয়া সাধু কতং ব্রাহ্মণাতি সূত্রগতো তং সম্পহংসেসি । তং
সূত্রা ভিকথু 'কেন নু খো কারণেন ভগবা এবং
সম্পহংসেসীতি সংসয়ং সঞ্জনেসুং । ততো তথাগতো
তেসং সংসয়মপনেতুং মণ্ডিমিনিকায়ৈ 'ঘটিকারসূত্রস্ত'
বহু ইদানন্দুভাবেন কস্পদসবলস্স যোজনদুস্বেধং
কনকচৈতয়ং অপরুণ কনকচৈতয়ং আকাসে নিম্মিনিস্সা
মহাজনং দস্সেস্সা 'ব্রাহ্মণ, এবংবিধানং পূজারহানং পূজা
যুত্ততরাবা'তি বহু 'মহাপরিনিব্বানসূত্তে' দস্সিতনয়েনেব
বুদ্ধাদিকে চত্তারো থুপারহে পকাসেস্সা সরীরচৈতয়ং
উদ্দিস্সচৈতয়ং পরিভোগচৈতয়ন্তি তীণি চৈতয়ানি
বিসেসসতো পরিদীপেস্সা ইমা গাথা অভাসি—

‘পূজারহে পূজয়তো, বুদ্ধে যদি চ সাবকে ।

পপণ্ডসমতিব্বন্তে, তিগ্গসোকপরিব্ববে । ১৯৪ ।

*

*

*

ইহা শূন্যিয়া ভিক্ষুগণ সংশয়াপন্ন হইলেন— ‘কি কারণে ভগবান এইরূপ
প্রশংসা করিলেন?’ তখন তথাগত তাহাদের সংশয় অপনোদনের জন্য
‘মণ্ডিমিনিকায়ের’ ‘ঘটিকারসূত্রস্ত’ (সূত্রসংখ্যা ৮১) ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার
স্বীকৃতিপ্রভাবে কাশ্যপবৃদ্ধের যোজন-উচ্চ কনকচৈত্য এবং অন্য এক কনকচৈত্য
আকাশে নির্মাণ করিয়া জন্মসাধারণকে দেখাইয়া বলিলেন—

‘হে ব্রাহ্মণ, এবংবিধ পূজাহঁগণের পূজা করা উচিত’ বলিয়া ‘মহাপরি-
নিব্বানসূত্তে’ প্রদর্শিত উপায়ে বুদ্ধাদি চারি স্তূপাহঁকে (সম্যক্ সম্বুদ্ধ,
প্রত্যেক বুদ্ধ, তথাগত-শ্রাবক এবং রাজচক্রবর্তী) প্রকাশিত করিয়া শরীর-ধাতু
চৈত্য, উদ্দেশ্য (= স্মারক) চৈত্য এবং পরিভোগ (= ব্যবহার্য দ্রব্য রাখিয়া
নির্মিত) চৈত্য—এই তিন প্রকার চৈত্যের কথা বিশেষভাবে পরিষ্কৃত করিয়া
এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘যাঁহারা শোক-সন্তাপ-উত্তীর্ণ, প্রপণ্ড-অতিক্রমকারী সেই পূজাহঁ বুদ্ধ
(জীবদ্দশায়) কিংবা তাঁহার শ্রাবকদের পূজা করিলে যে পুণ্য হয় এবং

‘তে তাদিসে প্ৰজয়তো, নিব্বদতে অকুতোভয়ে ।

ন সন্ধা প্ৰজ্ঞং সন্তাতুং, ইমেত্তমপি কেনচীতি । ১৯৫ ।

তথ প্ৰজিতুং অরহা ‘প্ৰজারহা’, প্ৰজিতুং যদুত্তীতি অথো । ‘প্ৰজারহে প্ৰজয়তো’তি অভিবাদনাদীহি চ চতুর্হি চ পচ্চয়েহি প্ৰজেষুস্স । প্ৰজারহে দম্বেসীতি ‘বুদ্ধে’তি-আদিনা । ‘বুদ্ধে’তি সম্মাসম্বুদ্ধে । ‘যদী’তি যদি বা, অথ বাতি অথো । তথ পচ্চেকবুদ্ধে’তি কথিতং হোতি, সাবকে চ । ‘পপণ্ডসমতিবুদ্ধে’ সমতিবুদ্ধন্ততং-হাদিট্ঠিমানপপণ্ডে । ‘তিগ্গসোকপরিবুদ্ধে’তি অতিবুদ্ধ-সোকপরিবুদ্ধে, ইমে ব্বে অতিবুদ্ধে’তি অথো । এতেহি প্ৰজারহন্তং দম্মিসতং ।

‘তে’তি বুদ্ধাদয়ো । ‘তাদিসে’তি বুদ্ধগহণবসেন । ‘নিব্বদ-

*

*

*

তাদৃশ বুদ্ধ এবং শ্রাবকগণ অকুতোভয় হইয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের পূজা করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা কেহ পরিমাপ করিতে পারে না ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৯৫-১৯৬ ।

অন্বয় : পূজার যোগ্য ‘পূজাহ’, পূজা করিবার উপযুক্ত এই অর্থ । ‘পূজাহ’দিগকে পূজা করিলে’ অভিবাদনাদি চারি প্রত্যয়ের দ্বারা যে পূজা করে । কাহারো পূজাহ’ তাহা প্রকট করিতে বলিয়াছেন ‘বুদ্ধে’ ইত্যাদি । ‘বুদ্ধে’ সম্যক্-সম্বুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে । ‘যদি’, যদি বা, অথবা এই অর্থে । এখানে প্রত্যেকবুদ্ধের কথাও বলা হইয়াছে, বুদ্ধ-শ্রাবকের কথাও বলা হইয়াছে । ‘প্রপণ্ড সমতিক্রমকারীগণকে’—তুষ্ণা, দীর্ঘ ঠি মান ইত্যাদি প্রপণ্ডকে বাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন । ‘শোক-সন্তাপ-উত্তাপিদের’—শোক এবং পরি-দেবনা বা সন্তাপকে অতিক্রম করিয়াছেন বাঁহারা—এই দুই প্রকার ‘অতিক্রান্ত’ এই অর্থ । এইগুলির দ্বারা পূজাহ’তা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

‘তে’-বুদ্ধ প্রভৃতি । ‘তাদৃশগণকে’ উত্তগ্রহণবশে ‘নিব্ব’তগণকে’ রাগাদির

তেরিতি রাগাদিনিস্বর্দতিয়া । নখি কুতোচি ভবতো বা
 আরম্মগতো বা এতেসং ভয়ন্তি অকুতোভয়া, তে অকুতো-
 ভয়ে । ‘ন সন্ধা পদ্বৎসং সন্তাতুং’তি পদ্বৎসং গণেতুং ন
 সন্ধা । কথন্তি চে ? ‘ইমেত্তমপি কেনচী’তি ইমং এত্তকং,
 ইমং এত্তকং’তি কেনচীতি, অপিসন্দো ইধ সম্বন্ধিতম্বো,
 কেনচি পদ্বৎসেন মানেন বা । তথ ‘পদ্বৎসেনা’তি
 তেন ব্রহ্মাদিনা । ‘মানেনা’তি তিবিধেন মানেন তীরণেন
 ধারণেন পদ্বৎসেন বা । ‘তীরণং’ নাম ইদং এত্তকন্তি
 নয়তো তীরণং । ‘ধারণ’ন্তি তুলায় ধারণং । ‘পদ্বৎসং’
 নাম অদ্ভুতপসতপথনালিকাদিবসেন পদ্বৎসং । কেনচি
 পদ্বৎসেন ইমেহি তীহি মানেহি বুদ্ধাদিকে পদ্বৎসতো
 পদ্বৎসং বিপাকবসেন গণেতুং ন সন্ধা পরিয়ন্ত-
 রহিততো’তি দ্বীসদ্দ ঠানেসদ্দ পদ্বৎসতো কিং দানং পঠমং

*

*

*

নিবৃত্তির কথাই বলা হইয়াছে । কোন ভব বা আলম্বন হইতে ইহাদের
 কোন ভয় নাই বলিয়া অকুতোভয়—সেই ‘অকুতোভয় ব্যক্তিদিগকে’ । ‘পদ্বৎসং
 গণনা করা অসম্ভব’—পদ্বৎসকে গণনা করা যায় না, সেইটা কিরূপ ? ‘ইমেত্ত-
 মপি কেনচি’—‘ইহা এত’, ‘ইহা এত,’ ‘এই পরিমাণ’ বলিয়া কেহ বলিতে
 পারে না, এখানে ‘অপি’ শব্দের দ্বারা বুদ্ধাইতেছে কোন পদ্বৎস বা কোন
 ‘মান’ এর দ্বারা । ‘পদ্বৎসের দ্বারা’ বলিতে ব্রহ্মাদির দ্বারা । ‘মান’ বলিতে
 দ্বিবিধ মান বুদ্ধায়—

‘তীরণ’ ‘ধারণ’ এবং ‘পদ্বৎসং’ । ‘তীরণ’ বলিতে ‘ইহা এত’ বলিয়া
 ন্যায্যতঃ নির্ণয় করণ ; ‘ধারণ’ বলিতে মানদণ্ডে (=তুলাদণ্ডে) ধারণ, ‘পদ্বৎসং’
 বলিতেও এক প্রকার মাপ বুদ্ধায় যাহা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল । যেমন
 মুষ্টি মাপিয়া চাউল বা শস্য দেওয়া, হাতের কোষ মাপিয়া তৈলাদি তরল
 পদার্থ দেওয়া, এক প্রস্থ চাউল, এক আড়ি চাউল ইত্যাদি । কোন ব্যক্তি
 এই তিন প্রকার ‘মান’-এর দ্বারা বুদ্ধাদির পূজা করিয়া যে পদ্বৎস সংজ্ঞিত
 হয় তাহা গণনা করা যায় না । অন্তরহিত বা অনন্ত বলিয়া দুই অবস্থায়
 যে কোন অবস্থাতে বুদ্ধাদির পূজা-সংকার করিলে ইহার পদ্বৎসকে মাপা যায়
 না, গণনা করা যায় না । দুই অবস্থা কি কি ?

স্বরমানে বুদ্ধাদী পূজয়তো ন সন্ধা পূজাৎ সন্ধ্যাতুং,
 সন্ধ্যাতুং তে তাদিসে কিলেসপারিনিব্বানির্ম্মিত্তেন স্বপারি-
 নিব্বানেন নিব্বাত্তেপি পূজয়তো ন সন্ধা সঙ্কাতুন্তি হুজ্জা
 ক্ষুণ্ণন্তি । তেনাহি বিমানবধুত্বেহি—

‘তিট্ঠন্তে নিব্বাতে চাপি, সমে চিত্তে সমং ফলং ।

চেতোপর্ণিধিহেতু হি, সত্তা গচ্ছন্তি সুগতি’ন্তি ॥

দেশনাবসানে সো ব্রাহ্মণো সোতাপন্নো অহোসীতি ।
 যোজনিকং কনকচেতিয়ং সত্তাহমকাসেব অট্ঠাসি, মহন্তেন
 সমাগমোচাহোসি, সত্তাহং চেতিয়ং নানপকারেণ পূজেসুং ।
 ততো ভিন্নলঙ্কিকানং লঙ্কিভেদো জাতো, বুদ্ধানুভাবেন তং
 চেতিয়ং সাকট্ঠানমেব গতং, তথৈব তংথণে মহন্তং পাসাণ-

*

*

*

১। বুদ্ধাদির জীবনশয্য দানাদির দ্বারা পূজা সংকার করিলে ।

২। তাঁহারা ক্রেশপারিনিবাণনির্ম্মিত্তের দ্বারা স্বপারিনিবাণের দ্বারা
 পরিনিবৃত্ত হইলে তখন দানাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা সংকার করিলে ।

তাই ‘বিমানবধুতে’ (গাথা ৮০৬) বলা হইয়াছে—

‘সম্বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় অথবা পরিমির্বাণিত অবস্থায় সমাচিন্তে সমফল
 হয় [অর্থাৎ সম্বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তৎপ্রতি প্রসন্ন চিত্ত উৎপাদন করিলে
 সেই ফল হয়, তাঁহার পরিনিবাণেও সেই ফল হয়] । চিত্তের প্রাণধানবশতই
 প্রাণিগণ সুগর্ত গমন করে ।’

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ সোতাপন্ন হইয়াছিলেন । যোজনিক কনকচেত
 সত্তাহকাল আকাশেই বর্তমান ছিল । মহা জনসমাগম হইয়াছিল এবং
 তাহারা সত্তাহকাল ধরিয়া নামাপকারে চেতোর পূজা করিয়াছিল । যাহারা
 ভিন্ন মতবাদসম্পন্ন ছিল তাহাদের দ্বাস্ত ধারণা দূরীভূত হইয়াছিল । বুদ্ধের
 প্রভাবে সেই চেতা নিজস্থানেই চলিয়া গেল, সেইস্থানেই সেই মূহুর্তেই

চৈত্বেৰং অহোঁসি । তস্মিৎ সমাগমে চতুৰাসীতিয়া পাণ-
সহস্ৰানং ধৰ্ম্মাভিসময়ো অহোঁসীতি ।

। কস্পদসবলস্স স্বেৰ্ণচৈত্বেৰবথ্ৰ নবমং ।

॥ বৃদ্ধবগ্গবৰ্ণনা নিট্ঠিতা ।

চুন্দসমো বগ্গো

॥ পঠমভাণবারং নিট্ঠিতং ॥

*

*

*

বিশাল পাষাণচৈত্বেৰ আবিৰ্ভূত হইল । সেই সমাগমে চতুৰাশীতি সহস্ৰ প্ৰাণীৰ
ধৰ্ম্মাভিসময় হইয়াছিল ।

। কাশ্যপ বৃদ্ধের স্বেৰ্ণচৈত্বেৰ উপাখ্যান সমাপ্ত ।

। বৃদ্ধবৰ্গবৰ্ণনা সমাপ্ত ।

॥ চতুৰ্দশ বৰ্গ ॥



গ্রন্থকার সম্বন্ধে

গ্রন্থকার ডক্টর স্নকোমল চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সংস্কৃত ও পালিভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ত্রিপিটক বিশারদ। ইংরাজী ও বাংলায় তাঁহার বহু গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। দেশবিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদনায় “ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” হইতে ইতিমধ্যে ৩৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রফেসর ও উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৬ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। শৈশবাবধি বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষায় মানুুষ। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছু তাঁহার মনঃপূত না হইলেও এই সমাজকে বাদ দিয়া তিনি চলেন না। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি আজীবন যথাসাধ্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন। এই সূবাদে তিনি বহু বৌদ্ধ সংস্থার সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াও ত্রিপিটক ও ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি গ্রন্থাবলীর অনুবাদের কাজ করিয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি পালি-হিন্দী

মহামানব গৌতমবুদ্ধ (বিঃ সং)	ডঃ স্নকোমল চৌধুরী	১২০
মহামানব গৌতম বুদ্ধ (হিন্দী)	ডঃ স্নকোমল চৌধুরী	২০০
গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন	ডঃ স্নকোমল চৌধুরী	১৫০
বৌদ্ধ সাহিত্য	ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮০
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	ডঃ মণিকুম্ভলা হালদার	১৫০
বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য	ডঃ সাধন চন্দ্র সরকার	১৪০
দীঘ নিকায়	ভিক্ষু শীলভদ্র	২০০
খেরোগাথা	ভিক্ষু শীলভদ্র	৬০
প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ	শ্রী এস কে দাশগুপ্ত	১০০
ধম্মপদ (বাংলা, পালি, সংস্কৃত)	চারুচন্দ্র বসু	৬০
ধম্মপদ (পালি, বাংলা)	ভিক্ষু শীলভদ্র	৩০
বুদ্ধ ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ	ডঃ আশা দাশ	১০০
সীবলীত্রত কথা	বিশুদ্ধাচার স্থবির	১৫
অশোকচরিত	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	৩০
বৌদ্ধ গান ও দোহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৩০০
বৌদ্ধ রমণী	ডঃ বিমলাচরণ লাহা	৭৫
বুদ্ধবাণী	ভিক্ষু শীলভদ্র	৯০
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা	শ্রীশরৎচন্দ্র দাস	৪০০
ধম্মপদটীঠকথা (১মঃ যমক বর্গ)	শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির	১৩০
ধম্মপদটীঠকথা (২য়ঃ অপ্পমাদ বর্গ)	ধর্মকীর্ত্তি মহাস্থবির	১৩০
ধম্মপদটীঠকথা (৩য়ঃ চিত্ত, পদ্ম বর্গ)	ডঃ স্নকোমল চৌধুরী	১৫০
ধম্মপদটীঠকথা (৪র্থঃ বাল, পিণ্ডিত বর্গ)	ঐ	১৫০
ধম্মপদটীঠকথা (৫ঃ অরহন্ত, সহস্র, পাপ ও দণ্ডবর্গ)	ঐ	২০০
ধম্মপদটীঠকথা (৬ঃ জরা, অন্ত, লোক ও বুদ্ধবর্গ)	ঐ	২০০
অশোকলিপি	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	১০০
বুদ্ধকথা	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	১০০
সিদ্ধার্থ (কাব্য)	শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য	১৫০
সুত্ত নিপাত	ভিক্ষু শীলভদ্র	১২০
বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর		
জাতীয় জীবনে রামায়ণ	ডঃ বাণী দাশ	২৫০
সৌন্দর্যানন্দ কাব্য	শ্রী বিমলাচরণ লাহা	১০০
বুদ্ধদেব	শ্রী সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১০০
কচ্ছায়ন ব্যাকরণ	শ্রী বংশদীপ মহাস্থবির	১৫০
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বাকচি	৭৫